ছায়া।

উপন্যাস।

মূল্য ১॥৵০ এক টাকা দশ আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীমান্ মতিলাল গুপ্ত

ভ্রাতুষ্পুত্র দীর্ঘায়ু কল্যাণবরেষু।

নয়নানন্দ।

তুমি আমার গল্প শুনিতে বড় ভালবাস, কারণ তুমি আমায় বড় ভালবাস। ভালবাস বলিয়াই, আমি তোমায় ভালবাসি কি না, জানি না।

তোমায় দেখিলেই—আমার গুরু, পিতৃদেব, যিনি আমায় এই দেশে আনিয়াছেন, যাঁহার বলে আমি আজও বলীয়ান, যাঁহার ধনে আমি আজও পালিত, তাঁহাকে মনে হয়। কারণ, তুমি তখন একা সে সংসারে—, জীবনানন্দ আর কেহ তখন জন্মে নাই।

তিনি তোমায় বড় ভালবাসিতেন, সেজন্য সে ভালবাসার কিঞ্চিৎও যদি তোমার, আমার দ্বারায় পূরণ হয়, তাই তোমায় চক্ষে চক্ষে রাখিতে বড় ভালবাসি।

কিন্তু তুমি এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, আজ বাদে কাল সংসারে ঢুকিবে। তুমি নূতন—তোমার সংসারও নূতন হইবে, সেজন্য পূর্ব্বেই এক খানি কল্পিত "সংসারের ছবি" তোমার সমক্ষে ধরিলাম, আশা করি তুমি পাঠ করিবে—যদি কিছু বুঝিবার থাকে, তবে বুঝিবে।

স্নেহাস্পদ। অদ্য সাদরে "ছায়া" তোমার হস্তে অর্পিত হইল—জানি না, ইহা তোমার যত্নের সামগ্রী হইবে কি—না।

১০ নং উল্টাডিঙ্গি রোড,	মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।
কলিকাতা।	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত গুপ্তস্য।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ সমীপে এই পুস্তক সম্বন্ধে, আমার দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। হয় ত সকলের মনে আছে, "দরিদ্র-রঞ্জনের" দ্বিতীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপনে, আমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হই যে, আগামী বারে নাগাইত ২০শে পৌষের মধ্যে, একখানি উপন্যাস গ্রাহক বর্গকে সম্পূর্ণ অবস্থাতেই প্রদত্ত হইবে, কিন্তু তাহাতে আমি প্রতিজ্ঞাচ্যুত হই, কারণ লেখক মহাশয়ের গুণ মহিমা।

উক্ত লিখিত পুস্তকের কিছু অংশ পাইয়া, আমি মুদ্রাঙ্কণে চেষ্টিত হই; চেষ্টার ফল যে, অর্থনাশ ও গ্রাহক বর্গের বিরক্তি, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই; পরে যখন অন্য অংশে লেখক মহাশয় হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন, তখন আমার চক্ষু ফুটিল, তিনি যে মিথ্যা বাক্যে, পুস্তক সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই, কিছু অর্থ আদায়ের চেষ্টায়—'হইয়াছে' বলিয়া, আমায় জালে আবদ্ধ করিয়া অর্থ-গ্রহণান্তে, পীড়ায় ভ্রম জন্মাইবেন—তাহা দেখিলাম। যাহাহউক, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কারণ সামান্য যাহা কম্পোজ হইয়াছিল ও তাহাতে আমার যাহা দণ্ড হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তি বিশেষকে চিনিতে—স্বার্থ বোধ করি।

'ছায়া' গ্রন্থকার, শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্রগুপ্ত মহাশয়, আমি উপযুক্ত না হইলেও, আমায় বড় ভাল বাসেন। বর্ত্তমান বর্ষে, যখন আমি "দরিদ্র-রঞ্জন" প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হই, তিনি তখন স্থানান্তরে, পত্রের দ্বারায় আমি তাঁহাকে অভিমত জিজ্ঞাসা করি, তিনি লিখেন "তোমার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও আমি

তোমায় একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করি, কারণ এ বিলাত নহে—বাঙ্গালা দেশ। যে নিজের বল ও আনুসঙ্গিক প্রয়োজনের মূল্য না বুঝিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে নামে—সে মূর্খ।" এ কথার অর্থ তখন আমি বুঝি নাই, না বুঝিয়া একের পর দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির করি, পরে যখন লেখক মহাশয়ের অনুগ্রহে পৌষ উত্তীর্ণে, পুস্তক বাহির হইল না, তখন নিজ কর্ত্তব্য চিন্তায় দোষ স্বীকারে, পূর্ণবাবু সকাশে, মুক্তির প্রশস্ত পথের জন্য পতিত হই, কারণ—গ্রাহক মহাশয়দের অর্থ, আজ কালকার প্রকাশকদের মত পাক করিতে, আমি লজ্জা বোধ করি। সৌভাগ্যবশতঃ, পূর্ণ বাবু আমাকে কেবল উপদেশ ভর্ৎসনায়—না অলঙ্কৃত করিয়া, সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন ও আমার অতীব অনুরোধে, এই 'ছায়া' রচনায় বাধ্য হয়েন। যে কারণে আমি তাঁহাকে মান্য বা ভক্তি করি, সে কারণে, তাঁহার দ্বারায় যদি একখানি পুস্তক লিখিত হয়, এ আশায় আজ ৫।৭ বৎসর কাল চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু 'নাটক' 'নভেল' লিখিতে তিনি বড়ই নারাজ, অন্য কিছু লিখিলেও পাঠকের অভাবে বিক্রয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প, ইত্যাদি কারণে আমাকেও স্থির থাকিতে হইয়াছিল—অদ্য আমার সে আশা সফল হইল; হইলে কি হইবে—গ্রাহকবর্গের উপর্য্যুপরি পত্র বৃষ্টিতে, আমায় যেরূপ পীড়িত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ণবাবুকে 'ছায়া' লিখিতে ২০ দিনের অধিক সময় দিতে পারি নাই। কাযেই তাঁহার লিখনের সঙ্গে সঙ্গেই, ছাপার কার্য্য হওয়ায়, তাঁহাকে একবারও সংশোধনে বা চিন্তায় সময় দিতে পারি নাই, তিনিও নির্দ্দিষ্টদিনে না হউক, মাস মধ্যেই লিখন সমাপ্ত করিয়া, আমার ব্যস্ততার কারণ, একদিনের জন্যও

বিবক্তি মুখ দেখান নাই। না দেখাইলেও, সেজন্য হয়ত তাঁহাব ও সাধাবণেব অনেক ক্ষতি কবিলাম।

যে উদ্দেশে আমি "দবিদ্র-বঞ্জন" প্রকাশে অগ্রসব হই, সাধারণ তাহাতে উদাসীন বলিলেই হয়। এখন দেখা যাইতেছে এ বাঙ্গালায—সে দিন আসিবাব এখনও বিলম্ব আছে, কাযেই আমাব অবসব গ্রহণ কবাই এখন উচিত। আশা কবি—ছাযাই 'দরিদ্র বঞ্জনে'ব শেষ ফল হইবে! কাবণ 'দবিদ্র-বঞ্জনে' দেয় যে কযেক ফর্ম্মা বাকি ছিল, তাহাব পূবণেই 'ছাযা'ব সৃষ্টি।

প্রুফ্ সংশোধনে গ্রন্থকাবকে বিবক্ত কবিতে ভবসা কবি নাই, কাবণ, লেখকাবেব এ জীবিকা নহে ও আমাব জন্য গ্রন্থকার, বিনাস্বার্থে যে কষ্ট স্বীকাব কবিয়াছেন, তাহাতেই আমি তাঁহাব নিকট চিববাধ্য। সেজন্য পুস্তকমধ্যে, পদ চিহ্নে ও বানানে অনেক ভ্রম দর্শীত হইবে। আমি সাধ্যমত সংশোধনে চেষ্টিত ছিলাম, কিন্তু গ্রন্থকাবেব উদাসীন ভাবে ও বিলম্ব ভযে ব্যস্ততাব কাবণ, পব হস্তে কার্য্য ভাবে, সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পাবি নাই। আশা কবি—পাঠকগণ, নিজ নিজ গুণে নিম্নলিখিত সংশোধনী দেখিযা, পাঠান্তে অপবাধ হইতে মুক্তি দিবেন।

প্রকাশকস্য।

ভ্রম-সংশোধন।

প্রথম খণ্ড।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৩	সত্য কথার অর্থ	সত্ব কথাব অর্থে
১৪	১৩	করিতে	বাঁধিতে
১৭	১৭	আসিযা	——

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১৭	চবণ	চবণেব
৫৪	২৩	১৬ বৎসবে	১৩ বৎসবে
৬৩	১০	শিহরাণিতে	শিহবণিতে
৬৫	২০	দুলাকে	দুলালকে
৬৬	৩	অসময	আশায
৬৭	১৯	যেটা . পাবা যায	যতক্ষণ না বুঝিতে প্যাপ
৬৯	২০	আব	যাব
৬৯	২২	এখন	এমন
৭০	১১	থাকে	মাকে
৮২	১১	বিজেতাব	বিজিতেব
৮২	১৩	বিজেতা	বিজিত
১০৪	৪	বিবাহেও	বিপদেও
১০৫	১৩	এ দিন এব দিন	এদিন দুই এক দিন
১৪৫	১	ত্রয়োস্ত্রিংশতিতম	ত্রয়স্ত্রিংশতিতম
১৫২	১১	শুনিতাম	শুনিতাম না
১৫৭	২১	ভালবাসা	ভালবাসাব
১৫৮	২২	বোধ কবিযাছে	বুঝিযাছে
১৬৬	২	আপনাকে	তোমাকে
১৮৯	৯	সেই	সেই দিন
১৯০	৫	তাঁহাব	তাহাব
২০৫	২১	কুৎসিৎ	আমি কুৎসিৎ

দ্বিতীয় খণ্ড।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১	৮	তাঁহাব	তাহাব
৬০	১১	সলেই	সকলেই
৭৩	[illegible]	পালাইল	পলাইল
১৬০	২৪	তাকে	পিতাকে
১৬৯	১৭	ব্রিযা	কবিযা
১৭৫	২২	স্বগমত	স্বর্গমত্ত
১৬৬	৭	অগ্রাহ্যকে	অগ্রাহ্য
১৮৪	১	সেজ বো	মেজ বো
১৯০	১২	শয্যা হইতে	খেলারামকে শয্যা হইতে

উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার হইয়া প্রতিপত্তি লাভ—উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য—কিছু শিক্ষা।

কথা উঠিতে পারে, শিক্ষা দিতে বসিয়া, শিক্ষা লাভ আশা—কিরূপ? জিজ্ঞাসা—যাহা উপদেশ বলিয়া হৃদয়ে ধরিয়া, পর হৃদয়ে ঢালিতে বসিলাম, তাহা সতঃই উপদেশ কি—না। যদি হয়, তবে যথাযথ প্রকাশ বা রূপে প্রকরণে সঙ্গত হইয়াছে কি—না।

যেখানে আসিয়া আমরা, আমাদের পরম পিতা মাতা থাকিতেও, অদর্শনে—স্বভাব সঙ্গত ভাবে, সেই পরম পিতা মাতার অবলম্বন রূপ, কারণ পিতা মাতা দর্শনে, অপরোক্ষে ভক্তি শ্রদ্ধায়, ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া, অবলম্বন রূপ শক্তি সহযোগে, সেই বিশ্ব নিয়ন্তা শক্তি স্বরূপিণীর উদ্দেশ পাই, পাইয়া যাহাতে, সর্ব্বভূতে সমশক্তি দর্শনে, সমভাবে মিলিত হইয়া, আবার যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই লয় হইয়া যাই, তাহাকেই সংসার বলে। 'ছায়া" সেই সংসার-স্বরূপবিরূপের ছায়া।

'ছায়া' গার্হস্থ্য উপন্যাস বলিয়া, ইহাতে অধিকাংশ গ্রাম্য ও অপভ্রংশ শব্দ স্থান পাইয়াছে, কারণ সংসারে, প্রতিনিয়ত বাক্য ব্যবহারে এগুলি অঙ্গস্বরূপ, যদি সাধু শব্দ-অলঙ্কারে ভূষিত করিতে যাই, তবে সহজ ভাবের সৌন্দর্য্য টুকু আর থাকে না। কিন্তু এমন পাঠকও অনেকে আছেন, যাঁহারা এরূপ ব্যবহারকে অন্যায্য বলিয়াই জানেন।

সকলেই সংসারী বটে, কিন্তুসংসার বোধ অল্প লোকের। সংসারী হইয়া সংসার বোধ না হইলে, সংসারের বড় ক্ষতি হয়। যাঁহাদের জ্ঞান—কেবল স্ত্রী পুত্র থাকিলেই সংসারীহওয়া হয়, তাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, ভাব চক্ষে—অন্ধ; সেই অন্ধত্বের কারণেই, গার্হস্থ্য উপন্যাসেও সপ্তমের উপরে, প্রণয়িণীর রসালাপ, ষোড়শী গাত্র-চর্ম্ম বর্ণনা, জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, ঝড় বৃষ্টি বন্যা, অকূলপাথার নদ নদী, উপত্যকা পাহাড় পর্ব্বত বা স্থানে স্থানে প্রেমভাবে প্রকৃতি বর্ণনা ইত্যাদি খুঁজেন, তাঁহাদের বোধ, এ সকল না থাকিলে উপন্যাস হইতে পারে না, কারণ তাঁহারা এই ভাবেই সংসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, যদি তাহা না হইত, তবে গৃহ দেবতা ফেলিয়া

পর দেবতার এত পূজা দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই সকল নানা কারণে, আমরা তাঁহাদের জন্য বড় দুঃখিত যে, তাহা পারি নাই, আবার দেখাইতে বসিয়াছি, যেগুলি মনুষ্যত্বের প্রয়োজনীয়, তাহা লক্ষ্য না করিয়া, কেবল বিদ্যালাভে জ্ঞান জন্মে না। মনুষ্যত্ব-দর্শন জ্ঞান না জন্মিলে, বিদ্যা লাভে অবনতির মুখই প্রশস্ত হয়, যদি না হইত—তবে তাঁহারা দেখেন, কি? তাঁহাদের সে উদাসীনতায় বা অজ্ঞতায়, সংসারে কত ক্ষতি হয়?

প্রত্যক্ষে, আর পুস্তকে ব্যক্তিগত চরিত্র চিত্রে, সংসার জ্ঞান লাভে, অবশ্যই প্রভেদ হইবে, যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা অনুমান হইতে, প্রত্যক্ষের মহিমা অধিক দেন, কিন্তু যাঁহাদের সেরূপ চক্ষু নাই, তাঁহারা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পুস্তকে, অনুমানে অনেকটা শিখেন, কারণ, লেখকের কিছু দর্শাইবার ক্ষমতা তাহাতে নিহিত থাকে। সে বিষয়ে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমার বোধ পারি নাই, পারি নাই বলিয়াই, সেই প্রত্যক্ষের যেটুকু ছায়া লইতে পারিয়াছি, তাহা লইয়াই সংসার চিত্রে উপন্যাস আকারে, 'ছায়া' প্রকাশিত হইল।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনও প্রবীণ হয়, স্বল্প বয়সে মন প্রবীণ হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু বয়সগুণে নিজ ধর্ম্মেও সময়ে সময়ে দেখা দেয়। যতদিন না মন স্থিরবৃত্তি লাভ করে, আমার জ্ঞান, ততদিন মানুষ গ্রন্থকার হইতে পারে না, কিন্তু কার্য্যে আমি তাহা হইতে পতিত হইলাম, কারণ প্রকাশক মহাশয়ের অনুরোধে আমি তাহা ভুলিয়া গিয়া—জানি না, কোন পথে আসিলাম। সংসারের বাধ্যবাধকতা, অনেক সময়ে শত্রুর কার্য্য করে, যদি না করিত, তবে এই সামান্য আমি, আজ গ্রন্থকার হইতে বসিতাম না।

পুস্তক বাহুল্য ভয়ে লিখিতে লিখিতে, আনন্দরাম ও কমলিনীর চরিত্র সঙ্কুচিত করিতে হইল, যদি লেখা সাঙ্গ করিয়া মুদ্রাঙ্কণে দেওয়া হইত, তবে চরিত্র গত ভেদ পরিবর্ত্তনে, স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য ভাব লক্ষিত হইত না। যদি সাধারণ 'ছায়া''য় প্রীতিলাভ করেন, তবে সংসারের যে দুইটী ভাব, আনন্দ ও কমলিনী হৃদয় দিয়া দেখাইবার ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যতে অন্যরূপে দেখাইবার মানস রহিল, কিন্তু সে দিন যে আসিবে, তাহা মনে লয় না।

গ্রন্থকারস্য।

ছায়া।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার এক ভদ্র পল্লিতে খেলারাম বাবুর নিবাস। খেলারাম বাবুর স্বর্গীয় স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া, স্বামীসহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া, মানবজীবনে ধিক্কার দিতে দিতে, সত্বরেই খেলারাম বাবুকে বিক্রীত দেহ ত্যাগ করেন। খেলারাম বাবুর যখন স্ত্রী বিয়োগ হয়, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩০ হইবে।

খেলারাম বাবুর পিতৃমাতৃ বিয়োগ বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। সে বিয়োগে খেলারামের অনেকটা ঝঞ্ঝাট কমিয়া গিয়াছে। কেবল একমাত্র ভাই, তাহাতে আর ঝঞ্ঝাট কি? তিনিও এখানে প্রায় থাকেন না, তবে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন, যদি কলিকাতায় কোন কায কর্ম্ম পান। কিন্তু কলিকাতায় থাকা তাঁহার অধিক দিন ঘটেনা, কারণ কলিকাতায় বাটীভাড়া দিয়া থাকা তত সহজ নহে ও বেকার বসিয়া বাটী ভাড়া দিবার তত প্রয়োজন কি। তবে দুই একদিন, তাহা খেলারাম বাবুর বাটীতেই কাটিয়া যায়।

খেলারাম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামদুলাল, মধ্যম ও

কনিষ্ঠের নাম রামপ্রসাদ ও রামচরণ—কিন্তু খেলারাম বাবু প্রথমে রাম শব্দ উল্লেখ না করিযাই কেবল দুলাল, প্রসাদ ও চরণ বলিয়া ডাকিতেন, সেজন্য আমরাও তাহাই বলিব।

দুলাল ডাক্তার। ডাক্তারিতে তাঁহার প্রায় ১০০০।১২০০ শত টাকা মাসিক আয়। মধ্যম ও কনিষ্ঠ এখনও পঠদ্দশায়।

খেলারাম দাদাকে পুনরপি সংসারী করিতে আত্মারাম ভায়ার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু খেলারাম দাদার কথা, আর পূর্ব্বগত স্ত্রীর সহিত খেলারাম দাদার সৎব্যবহার মনে করিয়া আর অধিক পীড়াপীড়ি করেন নাই; কারণ, তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। খেলারাম দাদার বাক্যগুলি প্রকৃত সংসারে বৈরাগীর ভাব। যাঁহারা দুই একদিন বা দুই এক ঘণ্টা কালের নিমিত্ত তাঁহার সহিত আলাপ করেন, তাঁহারা তাঁহার কথার সত্তা, কথার অর্থ লইয়া তাঁহার হৃদ্‌-ভাব গ্রহণ করেন; কিন্তু যাঁহাদের কপালক্রমে অধিক দিন ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহাদের আর তাঁহার কথা, কথার অর্থে লইতে ইচ্ছা করেনা।

প্রায় ২।৩ মাস হইল, আত্মারাম সপরিবারে খেলারাম বাবুর বাড়ীতে। সরকারী আফিসে একটী ১৫৲ টাকার চাকরী হইয়াছে। এবার সপরিবারে আত্মারাম খেলারাম বাবুর বাটীতে অনেক দিন কাটাইয়াছেন।

একদিন খেলারাম আত্মারামকে ডাকিয়া বলিলেন, "আত্মারাম—আজকাল তুমি দুই দশ টাকা রোজগার করিতেছ। বাড়ীতে স্থান বড় অল্প, আবার প্রসাদ ও চরণের পরিবার আসিবে—তুমি আর একটা বাড়ী দেখ।"

আত্মা। আমিত নিচেই থাকি। তাহারা আসিয়াত নিচে

থাকিবে না—আর যেরূপ ঘর অন্ধকার ও সেঁতানে, তাহাতে তাহারা থাকিতেও পারিবে না। আমার যে আয়, তাহাতে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হইলে আমার চাকরী করা হয় না—না করিলেইবা খাই কি।

খেলা। সেত কথাই বটে। তবে কি জান, আজ কালকার ছেলে, তার আয়ই বা কি—দুই দশ টাকা যাহা আনে—তাত দুলাল, আর ঐযে দুটো গাধা দেখিতেছ, উহারাত কেবল বসিয়া বসিয়া খাইবে—যাহা আনে, সব খরচ হইয়া যায়, তাই বলিতেছি, বাড়ী ভাড়াই ৫০৲ টাকা লাগে।

বাড়ীর পরিবারের মধ্যে, খেলারাম বাবু, তিন ছেলে—তিন পুত্রবধূ। মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রবধূ এখনও ঘর করিতে আ(ই)সেন নাই। আত্মারামকে খেলারাম বাবু পরিবার মধ্যে ধরেন না।

আত্মারামের চাকরীটি নূতন হইয়াছে। ছাড়িতেও পারেন না—আজ কালকার চাকরী বিনা সুপারিসে সহজে হয় না—অনেক করিয়া ধরিয়া করিয়া, তাঁহার এক বন্ধুর সুপারিসে কর্ম্মটি হইয়াছে, কিন্তু এখন যান কোথায়—ভাবিতেছেন।

সাধ্বী রমাবতী আত্মারামের সহধর্ম্মিণী। গৃহকর্ম্ম তাঁহাকেই করিতে হয়। যখনই তিনি খেলারাম বাবুর বাড়ীতে থাকেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া একটা চাকরাণী ছাড়াইয়া দেন, তাহার কর্ম্ম তিনিই করেন, খেলারাম তাহাতে কোন কথা কহেন না—ভাল মন্দ কিছু বলেন না; কারণ তিনি যেন ভাল মন্দের মধ্যে থাকেনই না।

সংসারে তিনি আছেন মাত্র, নচেৎ সংসারের কোন ব্যাপারেই তিনি থাকেন না। তবে পুত্রেরা তাঁহার দুই একটী কথা

ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া সংসার চালায়। তাঁহার ভাব বাড়ীর অনেকটা চেনা হইয়া গিয়াছে, সেই ভাবে লোকের ইচ্ছা না থাকিলেও চলিতে হয়। তাহাতে মন্দ ফল ফলিলে স্ব স্ব দোষ স্ব স্ব ঘাড়েই পড়ে; কারণ খেলারাম বাবু হয়ত বাক্যে সে কার্য্য করিতে বলেন নাই।

রমাবতী আত্মারামের নিকট গিয়া বলিল, "বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

আত্মা। কোথায় যাই—তাই ভাবিতেছি, চাকরীটি নূতন হইয়াছে, ছাড়িয়া দিইবা কেমন করে।

রমা। কেন—ছাড়িতে হইবে কেন? এত করিয়া হইয়াছে।

আত্মা। দাদা বলিতেছেন—বাড়ীতে স্থানের অকুলান, প্রসাদ ও চরণের স্ত্রী আসিবে।

রমা। কেন, উপরেত ৬।৭টা ঘর, আমরাত উপরে থাকিনা।

আত্মা। তাহা আর কি বলিব, দাদা যখন এরূপ বলিতেছেন, তখন তাঁহার উপর কি জবাব করিতে আছে। তিনি কি তাহা জানেন না।

রমা। তবে কি হইবে, তুমি একবার কাকুতি মিনতি করিয়া বল না।

আত্মা। রমা! মা'র পেটের ভাই, পরের নিকট যে কাকুতি মিনতি করি, দাদার নিকট গিয়া—দাদার মুখ দেখিয়া সে ভাব হয় না—আমি তাহা পারিব না।

রমা। বড় ভাইয়ের নিকট আবার লজ্জা কি? বড় ভাইত বাপের ন্যায়।

আত্মা। বাপের ন্যায় বলিয়াইত 'রমা' বলিতে পারিব না,

আর তাহাও কি বলি নাই, আজিকার ঘটনা কি নূতন—অনেক বারত এরূপ হইয়া গিয়াছে, তাহাত তুমি জান।

রমা। জানি, তবে এখন কি হইবে? আমার মল আছে, তাহাতে প্রায় ৩০।৪০ টাকা হইবে—একটা খোলার ঘর ভাড়া কর—সাহেব ত তোমায় শীঘ্রই মাহিনা বাড়াইয়া দিবেন বলিয়াছেন, দুই চারি মাস—যত দিন না মাহিনা বাড়ে—তোমার মাহিনার টাকায়, আর ঐ টাকায় একরূপ চলিয়া যাইবে—ঈশ্বর রক্ষা করিবেন—শান্ত এখানে নাই, সেও মানুষ হইয়া উঠিল। তোমার ভাবনা কি—তোমার মুখ শুষ্ক দেখিলে, আমার দিন রাত যাইবে না, আমার মুখের দিকে চাহিয়া একবার হাস—হাসিবে না?

আত্মা। একে একে তোমার সকল গহনাগুলি লইয়াছি—লইয়াছি, না তুমি দিয়াছ। আমার অর্থকষ্টে দুঃখ দেখিয়া—আমার মুখে হাসি দেখিবার জন্য তুমি সকলগুলি দিয়াছ। আমি পাকে পড়িয়া তাহা লইব না বলিতে পারি নাই—কিন্তু অদ্য আমি লইব না। আমি ভিক্ষা করিব সেও ভাল—আমি যে দিন তোমার হাতের বালা লইয়াছি, সেই দিন মনে মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যেন এ প্রতিজ্ঞা আমার থাকে—তোমার গায়ের গহনা আর আমি লইব না। আর আছেই বা কি? মল মাত্র - আজ যদি লইতে হয়, আমার যেরূপ কপাল—কালিকে যদি পুনরায় অভাব হয়—তবে কি লইব? তখন যেরূপে চলিবে, আজি হইতেই সেইরূপে চলিতে পারে। রমা! আমার ভিক্ষা, তুমি আর আমায় ওরূপ অনুরোধ করিওনা—আমি তোমার যোগ্যপাত্র নহি।

রমা! আমারও ভিক্ষা—ও কথা তুমি আর আমায় শুনাইও না—ও কথা শুনিলে আমার বড় দুঃখ হয়—আমার কি দুঃখ—ভাত কি—খাইতে পাইনা? তবে এত দিন বাঁচিলাম কি প্রকারে? বড় দিদি যখন যান—বলিয়াছিলেন—রমা! যদি তো'র মত ভাগ্যবতী হইয়া আমি জন্মাইতাম, তবে আজি সংসার হইতে যাইতে আমার ইচ্ছা হইত না—কিন্তু বোন ঈশ্বরকে ডাক, যেন স্বামী ভক্তি থাকিতে থাকিতে আমি যাই। আমার বড় ভয় হয়, পাছে এত যত্নের স্বামীভক্তি এক নিমেষে হারাইয়া পতিত হইয়া মৃত্যু হয়। বড় দিদির মত ভাগ্যে আমার কাজ নাই, তাঁহার ভাত কাপড়ের দুঃখ ছিলনা বটে, কিন্তু যাহা লইয়া জীবন—তাহা আমার মত কাহার আছে?

এই বলিয়া রমা সম্মুখ হইতে আত্মারামের পশ্চাতে গেলেন। আত্মারাম গাত্রে দুই এক বিন্দু উষ্ণ বারির ন্যায় অনুভব করিলেন—বলিলেন, "কি পড়িল—ছোট বৌ, দেখত?"

রমাবতী বলিলেন, "না—কিছু নহে।"

আত্মারাম রমাবতীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলেন—রমার চক্ষু-অশ্রু। বুঝিলেন, সেই জন্যই রমাবতী পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আত্মারাম গদগদকণ্ঠে স্নেহার্দ্র হইয়া বলিলেন, "রমা! কাঁদিতেছ কেন?"

রমাবতী বলিলেন, "না—আমি কাঁদি নাই।"

আত্মারাম বলিলেন, "ভয় কি রমা, দুঃখ কি? যাহা হইবার তাহা হইবে, তুমি আমি কি তাহা রক্ষা করিতে পারিব? তবে দেখিয়া যাও, তাহাতে আনন্দ বা দুঃখের কি আছে। সংসারের আঘাত সহ্য করিতে শিখ। ইচ্ছা ছিল—তোমরা স্ত্রীজাতি—

কমনীয়তাই তোমাদের দেহ, পুরুষভাবে যেন রেণুমাত্র না—অঙ্গ হানি হয়, কিন্তু কি করিব—আমার ভাগ্যে তোমার সে পূর্ণমূর্ত্তী দেখিবার শক্তি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুইত নাই। তবে ধূলাগুঁড়া যাহা আছে, দুইখানা বিছানা মাদুর, দুই একটা ভাঙ্গা বাক্স পেটারা—আত্মারাম বাঁধিতে বসিলেন—রমাবতী একার্য্যে কিছুই সাহায্য করিলেন না—তিনি যেন কিছুই জানেন না।

দুলাল বলিল, "কাকা। ওরূপ করিয়া বাঁধিতেছেন কেন?"

আত্মা। নহিলে, মুটের মাথায় চলিবে কেন? না বাঁধিয়া দিলে মুটেদেরও অসুবিধা, আর হারাইয়াও যাইতে পারে।

দুলাল। কেন, কোথায় লইয়া যাইবেন?

আত্মা। আর একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছি, সেইখানে লইয়া যাইব।

দুলাল। বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন কেন? বৃথা পয়সা খরচ হইবে—আপনার আয়ত অতি কম।

আত্মা। তোমাদের ব্যয়ত কম নহে। আমিত একলা নহি তোমার কাকী মা, আমি—শান্ত যেন এখানে নাই—নন্দ, সুশীলা বড়িয়াছে। আর প্রসাদ ও রেণের স্ত্রী আসিবে—স্থানেরও অকুলান হইবে।

দুলাল। আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না—ইহার কোনটাই কারণের মধ্যে আমার বোধ

হইতেছে না—আপনাকে আমরা ছাড়িব না—আমরাত রোজগার করিতেছি—আমরা রোজগার করিলে, আপনাদের ভাবনা কি?

তখন আত্মারাম দুলালের হাতদুটী ধরিয়া কাছে লইয়া বলিলেন, "দুলাল, ওরূপ কথার আর আমায় কিছু বলিও না—আমি কেন যাইতেছি—যদি বলিতে হয়, তবে আমার মুখ বড় ছোট হয়।"

এই সময় প্রসাদ ও চরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রসাদ বলিল, "দাদা, কাকাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিওনা—বাবা, কাকাকে যাইতে বলিয়াছেন।"

খেলারাম বাবুকে ছেলেরা ভালরূপ চিনিত, দুলাল পিতার কথা শুনিয়া আর কোন কথাই কহিল না, তিন ভায়ে যেন কাঁদ কাঁদ মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্রব্যগুলি মুটের মাথায় তুলিয়া দিয়া আত্মারাম দাদার সহিত দেখা করিতে গেলেন, বলিলেন, "দাদা! সে দিনকার কথামত একখানি বাড়ীভাড়া করিয়াছি—তাহা হইলে, আমি ইচ্ছা করিতেছি নন্দ, সুশীলাকে লইয়া আজ সেইখানেই যাই।"

খেলা। জিনিষপত্র কি পাঠাইয়াছ?

আত্মা। হাঁ, এইমাত্র পাঠান হইল।

খেলা। সে খাটখানা কোথায়?

আত্মা। কোন খাটখানা?

খেলা। দুলাল—নিলাম হইতে যেখানা কিনিয়াছিল?

আত্মা। সেখানি নীচেই আছে; ঘরে ছিল বলিয়া আমি শুইতাম। সেখানি ঘরেই আছে।

খেলা। হাঁ হাঁ—নিচে অবরসরবে এক আধরাব বসিতে হয়—তা তোমার এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন ছিল কি? তবে, বলিতেছ—ভাড়া করিয়াছ—অবশ্য যে দিন হইতে ভাড়া করিয়াছ, সেই দিন হইতে ভাড়া দিতে হইবে, তাহা হইলে যাইতেই হইবে। তা দেখ, যদি এত তাড়াতাড়ীই বোধ করিয়া থাক—তবে আর আমি কি বলিব।

আত্মা। সেই মল দুইগাছা যদি দেন, আমি লইয়া যাইব মনে করিতেছি।

খেলা। না—না, সে এখন লইয়া যাওয়ার দরকার কি? নূতন বাড়ীতে যাইতেছ, সেখানে দুইদিন থাকিয়া বুঝ সুঝ, তারপর তোমার জিনিষ তুমি লইয়া যাইবে—তাহাতে আর ক্ষতি কি?

আত্মা। কিছুই নহে—ব্যবহার করিবে মনে করিতেছি, তাই—

খেলা। মল কি এখন কেউ আর পরে, আর নূতন বাড়ীতে—পাড়াপ্রতিবাসী কি রকম, আগে দেখ—তা আর কি—দুইদিন বাদে লইলেই হইবে। আমার কি জান, তোমাদের যাহাতে থাকে বয, সেই ইচ্ছা—তা নহিলে তোমার জিনিষ তুমি লইয়া যাইবে, আমার আপত্তি কি?

আত্মারাম আর কিছু বলিলেন না—কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "তবে আমি এখন আসি।"

তখন রমাবতী দূর হইতে খেলারামকে প্রণাম করিলেন।

খেলা। আচ্ছা—তোমাদের যখন যাইতে এত ইচ্ছা হইতেছে, আর দশ টাকা রোজগার করিতেছ, তখন আর কি বলিব।

আত্মারাম ও রমাবতী সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে, খেলারাম বাবু প্রসাদকে ডাকিলেন। প্রসাদ আসিলে, খেলারাম বাবু বলিলেন, "তোমার কাকা সমস্ত জিনিষ পত্র লইয়া গেলেন।"

প্রসাদ। হাঁ—তাঁহারাও গাড়ীতে উঠিলেন।

খেলা। জিনিষপত্রগুলি দেখিয়া দিয়াছত? আমাদের কিছু তাহাদের সঙ্গে যায় নাইত?

প্রসাদ। না—আর তাহাই যদি একটা গিয়া থাকে—কাকার নিকট—তাহাতে আর ক্ষতি কি? আমি অত ভাল করিয়া দেখি নাই।

খেলা। তোমাদেরত কোন কথা বলিলে গ্রাহ্য হয় না—এত বড় হইলে—এক পয়সা আনিবার ক্ষমতা নাই—কথা কিন্তু খুব লম্বা চওড়া শিখিয়াছ—দেখ গিয়া।

প্রসাদ চলিয়া গেল। ডুলাল আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "কাকা চলিয়া গেলেন, আপনি কিছুই বলিলেন না—দেখিলাম, কাকা বড় দুঃখিত হইয়াছেন।"

খেলা। না হে, তোমরা বোঝনা—আপন আপন করিয়া খায় সে ভাল—মানুষকে প্রশ্রয় দিবে না, তাহা হইলে মানুষ পরের মাথায় হাত বুলাইতে ত্রুটি করে না।

ডুলাল। না—কাকার অবস্থা ভাল নহে. তাই বলিতেছি—ওচাকরীত নামমাত্র।

খেলা। অবস্থা ভাল নয় আবার কি? আমরা যখন চাকরী করিতাম—কত মাহিনা পাইতাম? ওরূপ বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও, ওরূপ বুদ্ধি করিলে সংসার করিতে পারিবে না। আমরা

যাহা বলিব, সেই মতে চল ; আমরা তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—তাহাত জান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাস কাটিল—মাহিনা পাইয়া বাটী ভাড়া ছয় টাকা দিয়া, ১৫৲ টাকার মধ্যে আহার চলিল না। দিনের পর দিনে বড়ই টানাটানি পড়িল। রমাবতী পুনরপি বলিলেন, "এরূপ করিয়া কয়দিন চলিবে, আজ ঘরে চাল, ডাল কিছুই নাই। এদিকে নন্দ, সুশীলা ক্ষুধায় বড় কাতর—তুমি [illegible] চাহিয়া আন, তাহা হইতে এখন খরচ কর—তোমারত দুই মাস বাদে মাহিনা বাড়িবে, এখন না হয় বন্ধক দাও, সেই সময়ে ওধরাইয়া লইলেই হইবে—আমার কথা শোন।

কি করেন—আত্মারামের প্রতিজ্ঞা বুঝি ভঙ্গ হয়। আত্মারাম ভাবিলেন—ঈশ্বর কি দিন দিবেন না, আমি বিক্রয় করিতে পারিব না, বন্ধক দিয়া যাহা হয়, তাহাতেই এখন চলিবে। কিন্তু ইহাতেও তিনি কিছু মর্ম্মাহত হইলেন।

আত্মারাম, খেলারাম বাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "যদি সেই মল দুগাছি দেন—আমাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। বাড়ীভাড়া দিয়া খরচের টানাটানি পড়িয়াছে।"

খেলা। পড়িলে কি করিব ? আমিত আর চাকরী করিনা, আমায় ওসকল কথা শুনাইও না। ছেলে দয়া করিয়া খাইতে দিতেছে, নহিলে তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা। আজ কালকার ছেলেদের জানত। এই তোমার শান্ত—

আমাদের এই দশা—হোক না কেন মামারা যেন পড়াইতেছে, সেত চাকরী বাকরী করিতে পারে, তবেইত বলিতে হয়—কে কাহার।

আত্মা। না—সে আমার কষ্ট দেখিয়া চাকরী করিতে চায়, আমিই করিতে দিই না। আমারত লেখাপড়া শিখাইবার ক্ষমতা নাই, যদি মামারা দয়া করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছে, তবে, কেন দুই দিনের নিমিত্ত মূর্খ করিয়া রাখিব।

খেলা। তবে কষ্ট পাও—আমায় কি শুনাইতে আসিয়াছ? শুনিয়া কেবল মনে কষ্ট পাই বইত নয়।

আত্মা। না—আমি বলিতেছি না—আপনার সহিত দেখা করা—আর মল দুগাছি—

খেলা। দেখা দিয়াত কেবল অসুখীই কর—কি কব, জানি না। মধ্যে মধ্যেত চাকরী বাকরী কর, কিন্তু কখনই ভাল দেখিলাম না। তা আমাকে লুকাইবার আবশ্যক? আমার থাকিলেও যাহা, তোমার থাকিলেও তাহা—আমার কি জান, তোমরা সুখে থাকিলেই ভাল, আমার কি বল, সংসারে আমি কিসে আছি বল—কেবল তোমাদের দেখিয়াই আমি সুখী।

আত্মা। আমি সেই মল দুগাছি চাহিতেছি।

খেলা। হাঁ—মল দুগাছি তোমার আমার কাছে আছে বটে—আমি ওজনও করিয়া রাখিয়াছি, তাহার রূপা বড় খাদি, প্রায় ।৶০ আনা করিয়া ভরি করা বাদ পড়ে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ ভরি। তাহা হইলে ১১।০ আনা বাদ দিলে ১৮৸০ আনা উহার দাম হয়; আমারও এখন বড় টানাটানি যাইতেছে। তোমরা ৩।৪ মাস ছিলে—ধরিলাম ৩ মাস, তোমার সহিত আর কি হিসাব

করিব—মাসে ৮৲ টাকা করিয়াও ধরিলে ২৪৲ টাকা হয়—আর তোমাদের কিছু ৮৲ টাকায় চলে না দেখিতেছ—তা আর তোমার সহিত কি হিসাব নিকাশ করিব—তুমি ত আর পর নহ—তোমার সময়ে আমি, আমার সময়ে তুমি; এ ত আছেই।

আত্মারাম নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "দাদা—আমার ও মল বিক্রয় করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। আমার সময় হইলে, আমি যদি ঐ ২৪৲ টাকা দিতে পারি—তাহা হইলে, যেন মল দুগাছি পাই—আমার এই ভিক্ষা।"

খেলারাম বাবু কোন কথা কহিলেন না। আত্মারাম উঠিলেন। আত্মারাম বাহিরে আসিলে দুলাল, প্রসাদ ও চরণ সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "কাকা, আপনি বাড়ী থাকিলে আমরা বড় আমোদে থাকি।"

আত্মারাম অধিকক্ষণ তাহাদের কাছে বসিলেন না; বলিলেন, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি যাহাদের থাকে, ঈশ্বর তাহাদের ভাল করেন। আমি তোমাদের নিকটেই ত আছি, গিয়াছি আর কোথায়?"

আত্মারামের মুখের ভাব দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিল না। আত্মারাম বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রায় সপ্তাহ হইয়া গেল, বড় বৌর নিত্য জ্বর আসিতেছে। কিন্তু তাহাকেই রাঁধিতে হইতেছে। কারণ, বাড়ীতে আর অন্য কেহ নাই। দুলালের বড় ইচ্ছা যে, একটী ব্রাহ্মণী রাখা

হয়। একবার এ কথা খেলারাম বাবুর নিকট, অন্যের দ্বারায় তোলা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন "যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আমিই ব্যবস্থা করিতে জানি, অন্যের বলিতে হইবে না।" ভয়ে দুলাল মনের দুঃখ মনেই রাখিয়াছিলেন।

ছেলেরাই সব করে, খেলারাম বাবু কেবল দেখেন মাত্র, তবে এরাত কাল জন্মাইয়াছে, এদের কিছু না বলিলে, শিখিবে কোথা হইতে—তাই খেলারাম বাবুকে দুই একটা গরমিসাবি হইলেই বলিতে হয়, নচেৎ খেলারাম বাবুর আর কি? থাকিলে ওদেরই থাকিবে সে জন্য খেলারাম বাবু মধ্যে মধ্যে খরচের খাতা খানা দেখেন—দেখেন আর কি—ছেলেরা বলে, উনি শোনেন মাত্র। আজ কাল দুলালের খাতা দেখাইতে বড় ভয় হয়, দুই একটা এটা, সেটা আনা হয়—খেলারাম তাহাতে বড় বিরক্ত হন।

দুলাল এবটা খরচ লিখিতেছেন, খেলরাম বলিলেন, "এ মাসে কি কি খরচ হইল, একবার বল দেখি? তোমরা ছেলে মানুষ—খরচের ঠিক রাখিতে পার না।"

দুলাল বলিতে লাগিল—শুনিতে শুনিতে, খেলারাম বলিলেন, "এই যে কয়টা খরচ লিখিয়াছ—এ গুলি কেন?"

দুলাল। আজ কয়দিন হইতে বাড়ীতে কিছু খাইতে পারে না—তাই এটা সেটা আনিতে হইয়াছে।

খেলা। আনিতে ত হইয়াছে—এক—অসুখ হইলে কিছু খায় না, তাই ত জানি—আর অসুখই বা কি, তাহা ত বুঝিনা।

দুলাল। না—দিন দিন ত অসুখ বাড়িতেছে, দেখিতেছি।

খেলা। ওহে—নোলা বড় সামান্য জিনিষ নহে, আজ

কাল মেয়েদের ভাতে আর রুচি হয় না—ও সব ত বুঝিতে পারি না—তাই এখনকার মেয়েদের নিত্য অসুখ।

দুলাল। না—জ্বরও হইতেছে।

খেলা। ও ত এক মোড়া কুইনাইনের ওয়াস্তা। ওর জন্য আর—এ সকল খরচ বাড়াইওনা, ওরূপ প্রশ্রয় দিলে সব বাবু হইয়া উঠিবে।

দুলাল আর কোন কথা কহিল না। সে দিন গেল, পর-দিন প্রত্যূষে খেলারাম প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, বসিয়া আছেন, ক্রমে বেলাও হইতে চলিল। কিন্তু, প্রাতের শংখধ্বনি শুনিতে পান নাই। ভাবিলেন 'একালের বউ গুলা কি বাবু হইয়া উঠিয়াছে। শাঁখে একটা ফু—তাও দিতে পারে না—তাহাতেও আলস্য।

তখন ভৃত্যকে ডাক পড়িল। ভৃত্য আসিলে, বলিলেন, "বাড়ীতে না পারে—কষ্ট বোধ হয—আমি বুড়া আছি, আমারই কায বটে, তা শাঁখটা লইয়া আয—বাঙ্গালীর ঘরে সকাল সন্ধ্যা শাঁখের বাদ্যিটা চাই।"

ভৃত্য বলিল, "মা'র আজ অসুখ হইয়াছে, এখনও উঠেন নাই না হয আমিই বাজাইতেছি।"

খেলা। তুই ত বাজালি। তারপর, ছেলেরা বেরুবে না? এদিকে বেলা কত দেখিতেছিস্?• বল গিয়া—একটু মাথা ধরিলে শুইয়া থাকা—এখানে চলিবে না।

ঘুস ঘুসে জ্বর—বড় প্রকোপ নাই। দুলাল এবং ভায়েরা নিত্যই বাধিতে যান, কিন্তু বড় বৌ তাহাদের করিতে দেন না—তিনি বলেন, "আমার শরীর তত খারাপ হয নাই যে,

তোমাদের রাঁধিতে হইবে—তোমরা রাঁধিবে, আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতে পারিব না, আমি শুইলে—যাহা হয় করিও।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া কল্যাণী বা বড় বৌ উঠিলেন, কিন্তু উঠিতে আর পারেন না—শরীর বড়ই কেমন কেমন হইয়াছে। ভাবিলেন, 'ঠাকুর বলিতেছেন, নচেৎ বিরক্ত হইবেন—উঠিতেই হইবে', কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইয়া কল্যাণীর কান্না আসিতে লাগিল।

তখন কোথা হইতে দুলাল আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "তোমার আজ আর এখন উঠিতে হইবে না, আমরা সব করিতেছি।"

কল্যাণী। না—তোমাদের করিতে হইবে না—আমি এখন একটু ভাল আছি।

দুলাল। তুমি নিজের রোগ ঢাকিতে যাও—কি বুঝ বলিতে পারি না।

কল্যাণী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। ভাবিলেন 'ঠাকুর না বুঝিলে—মেয়েমানুষ—কি বলিয়া শুইয়া থাকিব—ছি। ঠাকুর কি মনে করিবেন, এই ত আমি উঠিতে পারিলাম।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম বাড়ী গিয়া বিছানায় বসিলেন, বলিলেন—'রমা' আমায় একটু জল দাও।

রমাবতী জল আনিলেন—বলিলেন, "মল আনিলে?"

আত্মারাম বলিলেন—"নন্দ কোথায়?"

রমা। নন্দ না খাইয়া স্কুলে গিয়াছে, তোমার নূতন চাকরী, বেলা হইয়া গিয়াছে, কি খাইয়া যাইবে—তাই ভাবিতেছি।

আত্মা। দাদা মন দেন নাই, আমরা তিন মাস দশ দিন তাঁহার বাটীতে ছিলাম ও খাইয়াছি, তিনি দশ দিনের বাদ দিলেন।

এই বলিয়া খেলারাম যাহা যাহা বলিয়াছেন, রমাকে বলিলেন। রমা দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন,—আত্মারাম দেখিলেন, রমাবতী মূর্চ্ছা যাইবেন—তিনি ধরিলেন—বলিলেন, "কাল হইতে খাওয়া হয় নাই, সকাল হইতে আবার কায কর্ম্ম করিতেছ, তোমার একটু গরম হইয়াছে—কিছু খাও", কিছু খাও—বলিয়াই আবার ভাবিলেন, খাইবার কিছু নাই বলিয়াইত কাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই, তবে কি খাইতে দিই—মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন, কিন্তু কিছু ফুটিতে পারিলেন না। রমাবতীর মুখে একটু জলের ছিটা দিলেন। তখন সুশীলা উপস্থিত হইল। সুশীলা মা'র অঘোর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আসিয়া ফেলিল। আত্মারাম বলিলেন, "মা চুপ কর—তোমার কাপড়ে কি মা?" সুশীলা বলিল, "আমার কাপড়ে মুড়কি আছে, আমাদের পাশের বাড়ীতে স্নেহাদের বাড়ী—স্নেহা এই কয়দিনে আমায় বড় ভালবাসে, আমি তাহার কাছে গিয়াছিলাম, সে আমায় খাইতে দিয়াছে।"

সুশীলার ক্রন্দন বা কথা রমাবতীর কর্ণে গিয়াছিল—তাহাতে যেন রমাবতীর সে ভাব কাটিতে লাগিল, তখন সুশীলা বলিল, "মা! দুটী মুড়কি খাবে?"

রমা। না, মা—তুমি কাল হইতে খাও নাই, তুমি আগে খাও—কোথা হইতে পাইলে মা ?

সুশীলা। আমায় স্নেহ দিয়াছে।

রমা। স্নেহ বড় সুন্দর মেয়ে।

সুশীলা। না—মা—আমি আগে খাব না, তোমার অসুখ করিতেছে, তুমি খাও, তুমি না খাইলে, আমি ফেলিয়া দিব—আমি খাইব না।

আত্মারামের সহ্য-শক্তি গুণে, বাহিরের কেহ আত্মারামের অবস্থা জানিতে পারিত না, সে আত্মারামের চক্ষু হইতেও দুই এক বিন্দু জল ঝরিল। মনে মনে বলিলেন—সংসার এমন সুন্দর, কিন্তু শান্ত হইয়া ভাল করিয়া, এক দিন দেখিবার সময় পাইলাম না, বলিলেন, "সুশীলা। অর্দ্ধেক গুলি তোমার মা'কে দাও, অর্দ্ধেক তুমি খাও, মা—তুমিও যে কাল হইতে কিছু খাও নাই—দুঃখ করিলে কি হইবে? দুঃখকে সুখ করিয়া লইতে শিখ।"

সুশীলা। তবে মা আগে খান, নইলে আমি খাইব না।

রমাবতী কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুশীলাকে কোলে করিয়া তাহার কাপড় হইতে এক মুঠা লইয়া, তাহার মুখে দিলেন; বলিলেন, "খা—মা—আমিও খাইতেছি।"

সুশীলা মুখে করিয়া, হা করিয়া মা'র মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। যখন রমাবতী দুটী খাইলেন, সে তখন সে গুলি খাইল।

আত্মারাম এবাড়ীতে নূতন আসিয়াছেন, পাড়ার কেহই চেনেনা যে, দুই টাকা কর্জ্জ লইবেন। দোকানেও ধার দিবে না—আর সে ধার চা(ও)য়াও আত্মারামের যেন মাথা কাটা যায়।

আত্মারাম সে দৃশ্য আর দেখিতে পারিলেন না, বাটীর বাহির হইলেন।

খেলারাম বাবুর বাটীর পার্শ্বে একখানি মুদির দোকান আছে। দোকানির সহিত আত্মারামের বিশেষ আলাপ। কারণ, খেলারামের বাজার ইত্যাদি আত্মারামকেই করিতে হইত। আত্মারাম দোকানিকে বলিলেন, "নিধু—আমায় চাল, দাল, আজ কিছু কিছু দাও, আমি মাহিনা পাইলেই তোমায় মূল্য দিয়া যাইব—আমার হাতে কিছু নাই, সে জন্য তোমার দোকানে আসিতে হইল।"

নিধু কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, আত্মারামের কথা মত সামগ্রীগুলি দিয়া বলিল, "এগুলি বড় ভারি হইবে, আপনি যান—যে বাড়ীতে গিয়াছেন, আমি জানি—আমি পাঠাইয়া দিতেছি।"

আত্মা। মুটে ভাড়া কোথা হইতে দিব—আমিই লইয়া যাইতেছি।

নিধু। মুটেভাড়া আপনার লাগিবে না, আমার লোক দিয়া আসিতেছে।

তখন একজন লোক আত্মারামের সহিত চলিল। আত্মারাম বাড়ী গিয়া যেরূপে আনিলেন, রমাবতী শুনিলেন।

আত্মা। তোমরা খাও দাও, আমার বেলা হইয়া গিয়াছে, আমি দেরি করিতে পারিব না—নূতন চাকরী। আমি যাইবার সময় নন্দকে স্কুল হইতে মাষ্টারকে বলিয়া পাঠাইয়া দিতেছি।

রমাবতী নূতন চাকরী বলিয়া, 'না খাইয়া যাইতে পারিবে না' বলিতে পারিলেন না কিন্তু মনে সেইরূপ হইতে লাগিল।

রমাবতী হা করিয়া—তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আত্মারাম চলিয়া গেলে, রমার চক্ষু দেখিয়া, সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। তখন রমা সুশীলার হাত ধরিয়া, রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন।

রন্ধন শেষ হইলে নন্দ আসিল, বলিল, "মা! মাষ্টার মহাশয় খাইতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, আমায় আবার যাইতে হইবে।" রমাবতী তখন নন্দ ও সুশীলাকে ভাত দিলেন। নন্দ খাইতে বসিল, সুশীলা বসিতে চায় না, বলিল "মা তুমি না খাইলে আমি খাইব না।"

রমা। সে কি মা? কোন কালে তোমাদের অগ্রে আমি খাইয়াছি।

সুশীলা তবুও খাইল না। নন্দ খাইয়া চলিয়া গেল, নন্দ সুশীলার ছোট।

তখন রমাবতী সুশীলাকে অনেক বুঝাইয়া—সুশীলার খা(ও)য়া হইলে, তিনি খাইবেন বলায়—সে খাইল, খা(ও)য়া হইলে বলিল "মা আমি কায করিতেছি, আগে তোমায় খাইতে হইবে।

রমা। মা, আজ আমার অসুখ অসুখ হইয়াছে, একটু না দেখিয়া এখন খাইব না। দেখি, এবেলা যদি ভাল থাকি, তবে ওবেলা খাইব।

সুশীলা তাহা শুনিল না—সে মা'র হাতে পায়ে ধরিল—মা কি জন্য খাইবেন না, সে মার চক্ষুজল দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার বয়স প্রায় ১২ বৎসর হইয়াছে।

কিন্তু কোন ফল হইল না—মা খাইলেন না—সে প্রতিজ্ঞা করিল "মার অগ্রে আর কখন খাইব না।"

——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বড় বৌ অন্তঃসত্ত্বা। পিতা গোলোকচন্দ্র, প্রসবের আর বিলম্ব নাই দেখিয়া—লইয়া যাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে পত্র লেখেন; কিন্তু খেলারাম কোন কথারই উত্তর দেন না। পত্র পাঠে কেহ তাহার উত্তর দিতে বলিলে, বলেন "আমি কিসে আছি বল—বিষয়কর্ম্ম আমি অনেক দিন হইতে ত্যাগ করিয়াছি, উত্তর প্রত্যুত্তর আর আমার দ্বারায় কি হইবে।"

খেলারাম যখন ছেলেদের মুখে শুনিলেন যে, অসুখ নিত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে, আজ বড়ই বাড়িয়াছে, তখন মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে আনিতে প্রসাদ ও চরণকে পাঠাইলেন।

এদিকে গোলোকচন্দ্র, ছয় মাস হইতে পত্র লেখালিখিতে কোন উত্তর না পাইয়া, নিজেই খেলারাম বাবুর বাটীতে দেখা দিলেন। ইতিমধ্যে দুই একবার বাড়ীর লোক পাঠাইয়াছিলেন, তখন বড় বৌ বা কল্যাণী ভাল ছিল। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রান্না শুনিয়া—পিতা গোলোকচন্দ্র ও ভগ্নী কমলিনী বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন—কি করিবেন—খেলারাম বাবুকে তাঁহারা জানিতেন।

গোলোকচন্দ্র আসিয়া কন্যার অবস্থা দেখিয়া, বড় দুঃখিত হইলেন। তখন কল্যাণী শয্যায় শুইয়া—পিতাকে দেখিয়া, যেমন উঠিবে—অমনি ঘুরিয়া পড়িল।

গোলোকচন্দ্র বলিলেন, "মা—বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি।"

কল্যাণী পিতার মুখের দিকে চাহিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল।

গোলোকচন্দ্র ছল ছল নেত্রে বলিলেন "মা—কি করিব—রাজার মত জামাই—মাসে হাজার বারশত টাকা আয়—মূর্খ নয়—আমার কি দোষ মা—কপালের দোষ—নহিলে তোমায় এ অবস্থায় রাঁধিয়া—এ দুর্ব্বল হইতে হইবে কেন? দুলাল ত আমার মন্দ নহে, কিন্তু কি করিবে, পিতার অবাধ্য ত হইতে পারে না—আমি সে জন্য তাহাকে ভালবাসি।"

কল্যাণী। খুড়ীমা যাইয়া অবধি, আমার আরও কষ্ট হইয়াছে, তিনি থাকিতে বাহিরের কায আমায় করিতে হইত না, আবার আমায় রাঁধিতেও দিতেন না—তিনিই প্রায় রাঁধিতেন। তাঁহার আসার অগ্রে একটা চাকরাণী ছিল—তিনি গেলে আর চাকরাণী রাখা হয় নাই।

গোলোক। কেন ও চাকরটা কি করে?

কল্যাণী। কর্ত্তা উহাকে বাড়ীর ভিতরে আসিতে দেন না। ও বাহিরে বাহিরেই থাকে, এক আধবার আসে; বোধ হয় তামাক টামাক সাজে। তা আমার তত কষ্ট হয় না—ঠাকুরপো আমাকে মা'র মত দেখেন, আমার অনেক কায করিয়া দেন—আমি বারণ করি, তবুও করেন, বলেন "তুমি একলা পারিবে কেন, মরি। যাইবে কি?"

গোলোকচন্দ্র ভাবিলেন—হায়। পিতৃমাতৃভক্তি মনুষ্যকে দেবতা তুল্য করে, কিন্তু তোমার ভাগ্যে, আমি দেখিতেছি—তাহার বিপরীত ঘটিবে তুমি কি ইহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে? তোমায় অনেকবার আমি বুঝাইতে গিয়াছি, প্রতি বারই দেখিয়াছি, তোমার ভাবই সুন্দর--কিন্তু মনুষ্য হৃদয়ে ধারণাশক্তি কি চিরদিন সমান থাকে? আমিত দেখি নাই।

গোলোকচন্দ্র মনে মনে বলিলেন, 'মা! আজ আমি যখন আসিয়াছি, তখন তোমায় লইয়া যাইব।'

কল্যাণী। বাবা, আমি তোমার সহিত যাইব, যদি আমায় না লইয়া যাও, তবে আমায় আর দেখিতে পাইবে না।

এই বলিয়া কল্যাণী মুখে কাপড় ঢাকিল।

গোলোকচন্দ্র উঠিলেন। যে ঘরে খেলারাম বসেন, সেই ঘরে গেলেন, ভৃত্যকে বলিলেন, "বাবু কোথায়?"

ভৃত্য। কর্ত্তাবাবু বড় বাবুকে লইয়া ছাদে ঘুড়ী উড়াইতেছেন।

গোলোকচন্দ্র মনে মনে বলিলেন, 'নইলে এত বুদ্ধি হইবে কেন?'

খেলারাম ছেলেগুলিকে কাহারও সহিত, মিশিতে দিতে ভাল বাসেন না। তিনি বলেন, "তাহা হইলে ছেলে খারাপ হয়।" সে জন্য তিনি নিজে ছেলেদের লইয়া খেলা করেন— কোথাও যাইতে দেন না। বাড়ীর বাহির হইলে বড়ই ভর্ৎসনা করেন, সে জন্য ভয়ে কেহ কোথাও যায় না। প্রসাদ ও চরণ স্কুল হইতে আসিবার সময়—সময় দেখেন। বলেন, "স্কুল হইতে আসিতে ১০ মিনিট লাগে—৪টা বাজিয়া ১০ মিনিটের অধিক না হয়।" যদি কোন দিন হয়, তাহা হইলে হিসাব নিকাশ দিতে বড়ই গোল। মধ্যে মধ্যে স্কুল মাষ্টারকে পত্র লিখিয়া ৪টা অবধি ছেলেরা থাকে কি না—তাহার সংবাদ লয়েন।

কিন্তু তাঁহার এ সৎ উদ্দেশ্য লোকে বুঝিত না। কারণ ছেলেদের কোন দিন ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহার ভয়ে খেলিতে

হইত। দিনের বেলা, খেলায় ভাল সময় পাইত না বলিয়া, রাত্রে উঠিয়া পড়িত।

লোকের এ ধারণার, আর একটী কারণ আছে। আত্মারামের বন্ধু উপেন্দ্র, যখন কলিকাতায় থাকিতেন, তখন নিত্যই আত্মারামকে দেখিতে, খেলারামের বাড়ীতে আসিতেন। সে জন্য খেলারামের সহিতও, তাঁহার আলাপ হয়, কিন্তু আত্মারামের সহিত খেলারামের ব্যবহারে, উপেন্দ্র বড় চটিয়াছিলেন, কারণ, খেলারামকে তাঁহার ভাল বোধ হয় নাই। কিন্তু আত্মারামের ভাব ভক্তি দেখিয়া, খেলারামকে তিনি কিছুই বলিতেন না।

উপেন্দ্র বাবু বড় আমোদপ্রিয়। কিন্তু স্বভাব অতি সুন্দর। তিনি মুখে এক, ভিতরে এক, দেখিতে পারিতেন না। যেখানে একপ দেখিতেন, সেইখানেই একটা নকল করিয়া বসিতেন। কথাতেও ঝাক ঢাক নাই, স্পষ্ট স্পষ্ট বলেন। আজকালকার সমাজের উপর তাঁহার বড় চক্ষু। কোন্ লোক দ্বারায় সমাজের কিরূপ ক্ষতি হয়, মধ্যে মধ্যে তাহা দেখাইতেও বাকি করেন না।

খেলারামের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া, মনে মনে করিলেন, তুমি উপরে সাধু, ভিতরে তোমার সব আছে; এ বয়সেও হানাগুড়ি দিতেছ, এত ছেলেদের সৎ উদ্দেশ্যে নহে; তোমার সহিত কে ঘুড়ী উড়াইবে? তাই ছেলেদের ইয়ার করা হইয়াছে। পয়সায় বড় মায়া—তাই পরস্ত্রীর মুখ দেখ না। লোকের সহিত ব্যবহার করিতে চাহ না—তাহাতেও সময়ে সময়ে পয়সা খরচের দরকার হয়। আমি কিন্তু তোমার এ সাধুতা প্রকাশ করিব—

একরূপ সুধার ঢাকা গরল, লোকে অনেক সময়ে না জানিয়া পান করিতে পারে।

সত্যই খেলারাম স্ত্রী-বিয়োগের পর, পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নাই। আফিস্ ত্যাগের পর, বাড়ীর বাহির হইতে কেহ দেখে নাই।

উপেন্দ্র বাবু, খেলারামের সহিত বড় মিশিলেন। খেলারাম ঘরে বসিয়া যাঁহাকে পান, তাঁহার সহিত মিশেন, যদি তাঁহার জন্য কোন কিছু খরচ না লাগে বা ভাত দিতে না হয়। খেলারামও মিশিলেন। উপেন্দ্র বাবু মিশিয়া মিশিয়া, যখন দেখিলেন বেশ হইয়াছে, তখন আদিরসের দুই একটা ভাব পাড়িতে লাগিলেন—দেখিলেন, বুড়া তাহাতেও হামাগুড়ি দেয়।

উপেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'একদিন চল না।' খেলারাম বাবু সম্মত হন না। এইরূপে দিন কতক চলিল, শেষ একদিন স্থির হইল।

উপেন্দ্র বাবু একটী খালি বাড়ীতে, জনকতক খেলারামের কুটুম্ব গোষ্ঠের লোককে বেশ্যা সাজাইয়া, সে বাড়ীতে থাকিতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কারণ, উপেন্দ্রের বেশ্যালয় যাওয়া উদ্দেশ্য নহে, আর তাঁহার এ দোষ কখন নাই, তাঁহার উদ্দেশ্যই খেলারামকে পরিচিত করা।

সন্ধ্যার পর বাটী হইতে বাহির হইয়া, খেলারাম বলিলেন, "উপেন্দ্র, তোমাকে কিন্তু আমার সহিত থাকিতে হইবে, এ সব কায তোমরাই জান, আমি জানি না, তবে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে চল।" উপেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমি জানি না—কি? কোথায় কোন বেটী থাকে সব আমার জানা, তোমাকে যেখানে লইয়া যাইব, তেমন যায়গায় কেহ যাইতে পায় না।"

কিছু দূর যাইতে যাইতে, উপেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কত আনিয়াছেন? এ সব কাযে পয়সা ঢের চাই, আমোদ বড় মজার জিনিস!"

খেলা। তা বটে, কিন্তু আমি ত অধিক আনি নাই।

উ। অধিক—তাই বলিয়া কি আর ১০০৲ শত? ১০৲ টাকা চাই বই কি।

খেলা। তাহাত নাই—তবে আমি না হয় বাড়ী যাই, আর এক দিন হইবে।

এই বলিয়া খেলারাম ফিরেন, উপেন্দ্র বাবু ভাবিলেন, এ কথা এখন বলা ভাল হয় নাই, বলিলেন, "ফিরিতে হইবে কেন? আমার নিকট আছে, আমার নিকট থাকিলে কি তোমার হইল না?"

খেলা। তাত বটেই, তুমি না হয় এক দিন খরচ করিলে।

উ। তাই হবে তুমি কত আনিয়াছ তবু শুনি?

খেলা। আমারত আসিবার ইচ্ছা ছিল না—একটা দোয়ানী টেঁকে ছিল তাহাই আছে।

উপেন্দ্র বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন, বলিলেন, "ও দোয়ানী তোমার থাক, আজকে আমার খরচ।" এই বলিয়া একটা বাড়ীতে ঢুকিলেন।

উপরে উঠিয়া খেলারাম, একটা ঘরে বসিলেন। একটা চাকরাণী আসিয়া তামাক দিয়া দাড়াইল। তখন উপেন্দ্র বাবু সে ঘর হইতে সরিয়াছিলেন। খেলারাম চাকরাণীকে বলিলেন, "গিন্নী কোথায়?"

চা। আপনি সমস্ত রাত থাকিবেন?

খেলা। না, না—একটু আমোদ করিয়া চলিয়া যাইব। উপেন্দ্র কোথায় গেল?

চা। তিনি ওপরে আছেন। গিন্নীর কাছে তিনি আসিয়া কি করিবেন—গিন্নী আসিতেছেন, উপেন্দ্র বাবুকে ডাকব কি?

খেলা। না, না—তবে [illegible] পরেই আসিতে বল।

চাকর চলিয়া গেল।

গিন্নীর আসিতে একটু দেরি হইতেছে। খেলারামের ঘরে পুরিয়া তাড়ুনোট নিখাইয়া লওয়ার ভয় হইল। তিনি উপেন্দ্রকে মনে মনে গালি দিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচ জন গিন্নী, শাড়ী পরিয়া আসিয়া উপস্থিত। খেলারাম গিন্নীদের গোঁপ দেখিয়াই অবাক। তখন খেলারাম তাহারা কে, কে চিনিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের নাম 'হরচন্দ্র'।

এই হইতেই লোকের ধারণা অন্যরূপ ছিল। খেলারাম কিন্তু আর কাহার কথায় বাড়ীর বাহির হন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গোলোকচন্দ্র ছাদে উঠিয়া গেলেন। মৌখিক অভ্যর্থনা ভিন্ন, অন্য কোন আয়োজন দেখা গেল না। গোলোকচন্দ্রের ইহা জানা আছে, ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই।

গোলোকচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, পত্রের উত্তর না দেওয়াতে দুই একটা কথা খেলারামবাবুকে বলিবেন, কিন্তু তাঁহার ঘুড়ী উড়ান দেখিয়া, আর বলিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি খেলারাম

বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন খেলারাম বাবু বয়সে বৃদ্ধ বটে, কিন্তু খেলারামের সক আজও প্রবলরূপে।

গো। আমি বলিতেছি কল্যাণীকে আজ লইয়া যাইব—আপনার মত কি ?

খেলা। হাঁ—আমিও তাই মনে মনে করিতেছিলাম যে, তুমি অনেকবার লিখিতেছ, না পাঠান আর ভাল দেখায় না—তা তোমার পায়ের ধূলা পড়িল ভালই হইল। আমাদের কি জান, বৌরা গিন্নীবান্নী হয়ে থাকেন, এই ইচ্ছা—ঘরেত গিন্নী নেই, তাহ'লে আর কথা কি ? এই দেখনা দুটি রাঁধেন, তাই খেতে পাই, নচেৎ বামুনের হাতে রান্না, জানত—কি দুর্দশা, না খাইতে পারা যায়—না ফেলিতে পারা যায়, তা নহিলে একটা বামুন রাখিবার আর আপত্তি কি ?

গোলোকচন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে আর একখানা ঘুড়ীতে পেচ লাগিতেছিল। লকে চাকরদের হাত লাগিয়া পেচটা লাগিল না। অমনি খেলারাম চাকরটাকে এক চড় বসাইলেন। তখন মনে হইল, বৈবাহিক মহাশয় বসিয়া—কাজটা ভাল হয় নাই, বলিলেন, "বুঝ জান, চাকরটা ভারী বেয়াদপ পাঁচবার সহিয়া সহিয়া একবার রাগটা হইয়া উঠে, ভাবিয়াছিলাম পেঁচটা না হয় ছেলেদের হাতে দিব, উহাদেরই সক, আমাদের কি বল, বিশেষ বা আছে—তারপর বস তোমার সঙ্গে দুটো কথা বার্ত্তা হবে, সেটা হইতে ও মন্দ না বল দেখি ?'

গো। তাত বটেই।

খেলারাম বাবু তাহাকে বলিলেন, "চল আজ আর বায় নাই। গোলোক বাবু আসিয়াছেন।"

গোলোকচন্দ্র ভাবিলেন, কিছু বলি—আবার ভাবিলেন, না, না—এখন চটান হইবে না, তাহা হইলে মেয়েটাকে মেরে ফেলা হইবে, ভালয় ভালয় বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেই ভাল।

তিন জনেই বৈঠকখানায় আসিলেন। খানিক কথা বার্ত্তার পর গোলোকচন্দ্র বলিলেন "তাহা হইলে আমায় এখনই লইয়া যাইতে হয়, কারণ দুখানি ট্রেণ বই আর নাই, যদি এখন না লইয়া যাই, তাহা হইলে সন্ধ্যা ভিন্ন আর গতি নাই, কিন্তু রাত্রে বড় কষ্ট হইবে, আর কল্যাণীর দেখিতেছি শরীর বড় অপটু হইয়াছে।"

খেলা। হাঁ—আমিও আজ শুনিতেছি বটে, সেজন্য মেজ বৌ ও ছোট বৌমাকে আনিতে পাঠাইয়াছি যে, উঁহার শুশ্রূষা করে।

গোলোকচন্দ্র মনে মনে বলিলেন, 'হাঁ—উঁহার শুশ্রূষার জন্যই তোমার ঘুম হয় নাই, ও এখন পড়িয়াছে—কাযেই সে দুইটাকে দিয়া বাঁধাইতে হইবে। চাকরাণীটি অবধি ছাড়াইয়া দিয়াছ। তুমি ধন্য—অনেক অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত দেখিলাম না, দেখিব বলিয়াও বোধ হয় না।'

খেলা। হাঁ—এখন না যাইলে বৈকালে বড়ই অসুবিধা। তাহা সত্য বটে, কিন্তু এখন না খাইয়া যাওয়া—সেটা কি ভাল দেখায়? যদি কত করে পায়ের ধুলাটা পড়িল, তবে—কার্য্যক্ষেত্রে অধিক জোর করিতে পারি না, আর তুমি আমত পর নহি, তোমায় আর অধিক কি বলিব।

গো। তাত বটেই তুমি আমি কি পর?

তখন দুলালকে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে বলিয়া খেলা-

রাম উপরে গেলেন। কারণ, কল্যাণীকে এখন পাঠাইতে পারিলে খেলারাম বাঁচেন।

গোলোকচন্দ্র দুলালকে বলিলেন, "মেয়েটিকে এক রকম মারিয়া ফেলা হইয়াছে দেখিতেছি—বাবা। তোমারও কি একবার আমায় সংবাদ দিতে নাই?"

দুলাল। দিয়া কি করিব—বাবা যাহা করিবেন, তাহার অন্যথা কে করিবে? আমি সংবাদ দিলে আপনি ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু বাবার মন না হইলে কার্য্যে কিছুই হইত না, আপনারা কেবল কষ্ট পাইতেন।

গো। সত্য—তুমিও ত বলিয়া কহিয়া একটা ব্যবস্থা করিতে পারিতে, তুমি টাকা আনিতেছ, তোমার কথা কি শোনেন না?

দুলাল। যদিও আমি বলি নাই, উঁহার ভাব বুঝিতে, অন্য কাহার দ্বারায় বলা হইয়াছিল, তাহাতে উঁহার যেরূপ ভাব দেখিলাম, তাহাতে আর কি ব্যবস্থা করিব? যদি নিজে ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে পিতাকে পর করিতে হয়। স্ত্রীর জন্য আমি ত তা পারি না।

গো। স্ত্রীর জন্য পারিবে না বটে, কিন্তু এ হারাইলে এমন স্ত্রী আর পাইবে না। এ আছে বলিয়াই আজও তোমাদের ঘর বজায় আছে যদি আমার কথা সত্য হয়, তবে ভবিষ্যতে ইহার প্রমাণ হইবে।

এই কাতর কথা বলিতে গোলোকচন্দ্রের কিছু মর্ম্মান্তিক হইল, তিনি কি বলিতে কি বলিতেছেন ভাবিয়া, আর কিছু কহিলেন না। তখন উঠিয়া পাঠাইবার উদ্যোগে অন্দরে গেলেন।

ইত্যবসরে গোলোকচন্দ্র চাকরকে বলিয়া, একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কল্যাণী, ধীরে ধীরে খেলারাম বাবুকে প্রণাম করিতে আসিল।

খেলা। মা—তোমার পিতার অনুরোধে তোমায় পাঠান হইতেছে, কিন্তু দেখিও ছেলে দেড় মাস হইলেই তোমাকে আনিতে পাঠাইব, তাহা হইলে তোমার প্রায় ২।২৷৷০ মাস সেখানে থাকা হইবে, যেন কথার নড়চড় না হয়। তোমরা বাড়ী না থাকিলে কি বাড়ী—তোমাদের জন্যইত সব।

তখন কল্যাণী পিতার কাছে আসিয়া, দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিব না, আমায় গাড়ীতে লইয়া চল।" দুলাল হাত ধরিয়া গাড়ীতে বসাইল।

যাইবার সময় যদি ছটো কথা বার্ত্তা হয় সে জন্য, গোলোকচন্দ্র কল্যাণীর সহিত না গিয়া, বৈঠকখানায় একটু অপেক্ষায় বসিলেন।

কল্যাণী দুলালকে বলিল, "আমি যাইতেছি, কিন্তু এবার আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে, বাবা পত্র লিখিলে যাইতে বিলম্ব করিবে কি ?"

দুলাল। বাবা না বলিলে কিরূপে যাইব, কল্যাণি।

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল। চক্ষে জল দেখা দিল, বলিল, "যদি আমার শেষ দিন হয়, তাহা হইলেও কি যাইতে পারিবে না ?"

দুলাল কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "কল্যাণি। আমার ত, তুমি জান, আমি কাহাকে ফেলিব—কাহাকে লইব। পিতা

জন্মদাতা, বৃদ্ধ হইয়াছেন, আর কয় দিন আছেন বল। উঁহার ধর্ম্ম উঁহার নিকট, না হয় আমাদের দুই দিন কষ্ট হইবে। দুই দিনের জন্য পিতৃভক্তি ত্যাগ করিব কেন? আমাদের সম্বন্ধ এ ত আছেই। যাহা মনের ভিতর, তাহাতে কাহার অধিকার? তুমি ওসকল ভাব কেন? আমি যাইলেও যাইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে উঁহাকে বিরক্ত করা হয়, উঁহাকে বিরক্ত করা অপেক্ষা কি, এ কষ্টটুকু আমাদের সওয়া ভাল নহে?"

কল্যাণী বলিল, "তুমি স্বামী, তোমার যাহাতে সুখ, আমার তাহাতে সুখ। তুমি ধর্ম্ম-পথে থাকিলে, আমি ধর্ম্মপথে থাকিব, সেজন্য ভাবিনা। ভাবিতেছি—যদি আর দেখা না হয়।"

বলিতে বলিতে কল্যাণী আর বসিতে পারিল না, সে একটু হেলিয়া, স্বামীর হাত ধরিল, বলিল "বল, পত্র লিখিলে পত্রের উত্তর দিবে?"

দুলাল। কি বলিব—তাহা কি তুমি জান না?

তখন গোলোকচন্দ্র আসিয়া পড়িলেন। দুলাল সরিয়া দাঁড়াইলেন। গোলোকচন্দ্রের এখানে তিষ্ঠিতে আর ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি গাড়ীতে চড়িয়া দুলালকে বলিলেন, "বাবা মধ্যে মধ্যে যাইও।" দুলাল চুপ করিয়া রহিলেন। গাড়ী চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রায় সন্ধ্যা। আত্মারাম কার্য্যস্থান হইতে বাটী ফিরিলেন। বাটী আসিয়া ডাকিলেন 'রমা।'

রমা স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া। আত্মারামের 'রমা' শব্দের নিবৃত্তি, হইতে না হইতেই রমা সম্মুখে।

সুশীলা আসিয়া আত্মারামের পদতলে বসিল, বলিল "বাবা, মা এখনও কিছু খান নাই, আমি পায়ে ধরিলাম, মা—খাইলেন না, বাবা তুমি একবার মা'কে বল না।"

রমাবতী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "মা, উঁহারও যে কাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই, তুমি কি তা জান না?"

সুশীলা তখন কাঁদিয়া ফেলিল।

আত্মারাম। রমা, কর কি? সুশীলা যে বালিকা

এই বলিয়া সুশীলাকে কোলে লইবার মত করিয়া, বলিলেন "মা। নন্দ কোথায়?"

সুশীলা। সে স্নেহাদের বাড়ী, স্নেহা তা'কে আমার মত দেখে।

আত্মা। রমা। আজ তোমায় একটী শুভ সংবাদ দিব।

রমাবতী একবার হা করিয়া তাকাইয়া, সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি এক ঘটী জল আনিয়া, স্বামীর পদতলে ধরিলেন, বলিলেন, "আগে পা ধুইয়া কিছু খাও, তাহার পর শুভ সংবাদ শুনিব।"

আত্মা। তুমি না শুনিলে—আমার সে শুভ সংবাদে আহ্লাদ হইতেছে না।

রমা। তুমি না খাইলে—অন্য শুভসংবাদে আমার আনন্দ দেখিতে পাইবে না।

আত্মা। তুমি না খাইলে আমি খাইব না।

রমাবতী বলিলেন, "স্বামিন্। তুমি না খাইলে আমি খাইব না—ইহার মর্ম্ম আমি তোমার ভালবাসায় বুঝিতে পারি। তুমিই আমায় শিখাইয়াছ, এ ভাব স্বামী, স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই সমান।

কিন্তু ইহা যে আমার ধর্ম্ম—স্বামী পূজাইত স্ত্রীর ধর্ম্ম, স্বামীর পাত্রাবশিষ্টইত স্ত্রীর—প্রসাদ।

আত্মা। আজ তুমি আমায় শিক্ষা দিলে, আমি এভাব হৃদয়ে ধরিব, কিন্তু বাহ্যে এরূপ ভাব লইতে, তোমার অনুরোধ আর করিব না।

তখন রমা অন্ন ব্যঞ্জন, আত্মারামের সম্মুখে ধরিল। আত্মারাম আহারে বসিলেন। খাইতে খাইতে বলিলেন, "সুশীলা নন্দকে ডাকিতে পার? তোমাদের না খাইতে দেখিলে, আমি ক্ষুধা সত্বেও খাইতে পারিতেছি না।"

বলিতে বলিতে স্নেহা নন্দের হাত ধরিয়া, আসিয়া উপস্থিত। আত্মারাম স্নেহাকে এই নূতন দেখিলেন। স্নেহাও আত্মারামকে এই নূতন দেখিল। দেখিয়াই বলিল, "নন্দ আমাকে দিদি বলে, আমি আপনাকে ঠাকুর বলিব—সুশীলা আমার বোন হইবে।"

আত্মারাম একবার স্নেহার মুখের দিকে তাকাইলেন। ভাবিলেন, 'ইহার সহিত আমার দেখা শুনা নাই, কিন্তু ইহার কথা যেন কতই পরিচিতের ন্যায়, এরূপ স্থলে ইহা, প্রগল্‌ভতার লক্ষণ। আর যদি তাহা না হয়, তবেত এ দেবী বিশেষ।'

আত্মারাম কোন কথাই কহিলেন না। রমাসতীকে বলিলেন, "রমা। নন্দ, সুশীলাকে ভাত দাও—আমি দেখি, না দেখিলে—মনে হইবে, ইহারা খায় নাই। ইহা—কাহার ধর্ম্ম রমা?" এই বলিয়া একটু হাসিলেন।

রমা। ইহার তুমি অনুষ্ঠাতা; আমি ভোক্তা, এক দিন তুমিই বলিয়াছিলে, স্বামীর পুণ্যে স্ত্রী পুণ্যবতী।

আত্মা। কেন, ইহাতে কি আমার সুখ নাই, আমি ভোক্তা হইলাম না কেন?

রমা। তুমিই এক দিন বলিযাছিলে, পুরুষের মধ্যে যে কমনীয়তা ভাব, তাহা স্ত্রীর অংশ, বিবাহে ওই অংশের অঙ্গপুষ্টি হয়—তার স্ফূর্ত্তি পায়। তাহা হইলে তোমার হৃদয়েও, আমি ভোক্তা হইলাম।

আত্মা। ভাল রমা—আমি কখন কি বলিযাছি, তোমার দেখিতেছি—সব কথাগুলি মনে আছে।

রমা। তুমিই এক দিন বলিযাছিলে, স্বামীর উপদেশই স্ত্রীর বেদ, স্ত্রী শূদ্র, স্বামী ব্রাহ্মণ, শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। আমি বুঝিযাছি সেই জন্যই, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর অন্য ধর্ম্ম নাই। তাই আমি তোমার কথা, সব মনে করিয়া বলিতে পারি।

আত্মা। একপ কথা বলিয়া থাকিব 'রমা'—কিন্তু রমা! সে স্বামী আমি নহি, আমার উল্লেখে আমি তাহা বলি নাই।

রমা। তুমি নও কি হও, তাহা আমি দেখিতে যাই নাই। তুমিই আমায় একদিন বলিযাছিলে, মৃৎপুত্তলী হইলেও, তাহার পূজায় ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন। আমার ভক্তি, আমার প্রেম, আমার নিকট, মৃৎপুত্তলী হইলেই বা কি ক্ষতি ছিল? তাহাত তুমি নও; যখন তোমার রূপে, আমার রূপ এত সুন্দর, যাহাতে আমিই আপনাকে দেখিয়া, আপনি মোহিত হই; তখন তুমি সে স্বামী নহ, অন্যে বলে বলুক—আমি কেন বলিব।

স্নেহা রমাকে "মা" বলিত। আত্মারাম বাড়ী আসিবেন উদ্দেশে সে পলাইত, আজ যেন তাহার মন কিছু দ্রব, তাই আত্মারামের সম্মুখে বসিয়া। স্নেহা বসিয়া বসিয়া শুনিতে

ছিল। স্নেহারও বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, সুশীলা মনে করে 'আমার বিবাহ হইবে না, আমরাত বড় মানুষ নহি, স্নেহার শীঘ্রই বিবাহ হইবে, তাহা হইলে তাহার সহিত কথা কহিব ?' এইরূপ মনে মনে করে, আর মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া যায়, রমা কিন্তু তাহা টের পান, তাঁহারও সময়ে সময়ে, সুশীলাকে দেখিয়া দুঃখ হয়, ভয় হয়।

স্নেহা রমাবতীকে চুপি চুপি বলিল, "মা—সুশীলাকে খাইতে দিলে, ঐরূপ করিয়া আমাকেও দাওনা ? আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

আত্মারামের আহার শেষ হইল। আত্মারাম মুখ প্রক্ষালনে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। সুশীলা ও নন্দের অন্ন দেওয়া হইয়াছিল, নন্দ খাইতেছিল—সুশীলা কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

রমাবতী বলিলেন, "স্নেহা! তুমি আমাদের বাড়ী ভাত খাইলে তোমার মা যদি রাগ করেন ?" স্নেহা বলিল, "রাগ করিবেন কেন ? আমরাত এক জাতি। আমাদের বাড়ীতে, সুশীলার সহিত এক সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া, এক দিন ভাত খাইয়াছিলাম, মা তাহাতে বড় আহ্লাদ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "তুইও এক দিন সুশীলার বাড়ীতে এইরূপ করিয়া খাস।"

স্নেহার কথায়, রমাবতী সুশীলার সহিত স্নেহার পার্থক্য দেখিলেন না। দেখিলেন, সুশীলার 'মা' শব্দ আর স্নেহার 'মা' শব্দ যেন এক—তখন যেন স্নেহার মা হইলেন, বলিলেন, "স্নেহা! আর তোমাকে 'তুমি' বলিব না—'তুই' বলিব।" রমা যেখানে সুশীলার ভাত দিয়াছিলেন, সেইখানে স্নেহার অন্ন ধরিলেন। স্নেহা বসিতে যায়, সুশীলা বলিল, "তুই খাবি ?"

স্নেহা। হাঁ—মা'র হাতে খাইতে আজ বড় ইচ্ছা হইয়াছে—তোর সে দিন ইচ্ছা হইয়াছিল কেন?

সুশীলা যেন শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "করিস্ কি? করিস্ কি?—ভাতে হাত দিস্না।" তখন স্নেহা অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। রমা তাকাইয়া তাকাইয়া, সুশীলার ভাব দেখিতেছিলেন।

সুশীলা বলিল, "স্নেহা! আর ভাত নাই—কাল হইতে মা কিছু খান নাই, তুমি ওভাত খাইলে, মা'র আর খাওয়া হইবে না—আয় ভাই, আমার ভাত দুইজনে খাই।

তখন স্নেহার মুখে হাসি আসিল। স্নেহা রমাবতীর হাত ধরিল, বলিল, "মা—আমি খাইতে চাহিলাম, তুমি দিলে—এখন আমি তোমার খাওয়া দেখিতে চাই।"

রমা। সুশীলা—তুই পাগলী, আবার স্নেহাকেও কি পাগলী করবি।

সুশীলা। মা! খাইতে বস না।

রমা। মা, তোমরা খাও—আমি খাইতেছি।

এই বলিয়া স্নেহাকে বসাইতে উদ্যতা হইলেন। স্নেহা বলিল, "এ ভাত তোমার—সুশীলাতে আমাতে ঐ সুশীলার ভাত খাইব।"

রমা। ঐ ক'টী ভাতে কি দুজনের পেট ভরে?

স্নেহা। না—মা, আমি বাড়ীতে খাইয়া আসিয়াছি, ও ভাতে আমাদের দুজনের বেস পেট ভরিবে।

রমা কিছুতেই শুনিতে চাহেন না। কিন্তু সুশীলার, আর স্নেহার কথায় অগত্যা স্বীকার করিতে হইল। তখন রমা

বলিল, "তোমরা খাও, তাহার পর আমি খাইতেছি—আমি উঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

স্নেহা শুনিল না। সুশীলা বলিল, "না, মা—তাহা হবেনা। আমি ত সকাল বেলা বলিয়াছি—তুমি অগ্রে না খাইলে, আমি আগে কখন খাইব না।"

অগত্যা রমাবতীকে তখন—ভাতে বসিতে হইল। মা'র দুই একবার খাওয়া দেখিয়া, স্নেহা ও সুশীলা খাইতে আরম্ভ করিল।

আহারান্তে স্নেহা বাড়ী গেল। সুশীলা ও নন্দ ঘুমাইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

রমা বলিলেন "কি শুভসংবাদ গা ?"

আত্মারাম বলিলেন, "যখন সাধিলাম, তখন শোনা হইল না—এখন তুমি সাধিতেছ, আমি যদি না বলি।"

রমা। আমি যদি এখনও না শুনি।

আত্মা। আমি তোমায় শুনাইয়া শুনাইয়া আপনা আপনি বলিব, তুমি ত আর কালা হইতে পারিবে না। তুমি শুনিতে পাইতেছ জানিয়া, আমার আহ্লাদ হইবে।

রমা। আমি কাণে আঙ্গুল দিব।

আত্মা। নিজের কাণে না দিয়া, আমার কাণে দিয়া কি মাপ চলেনা।

রমা। তবে আবার ভারী হইতেছ কেন ?

আত্মা। নহিলে, তোমার ভালবাসা মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইনা যে।

রমা। সে হোক—এখন বল।

"তবে শুন" এই বলিয়া আত্মারাম নিজ বস্ত্রে রমার মুখ খানি মুছাইয়া দিয়া, বলিতে লাগিলেন।

"আমি আফিসে গিয়া কায করিতেছি, যে বাবুর সাহায্যার্থে আমায় লওয়া হইয়াছে, তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন, আমি গেলাম, তাঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত—বলিলেন, কয়মাস কায করিতেছেন, আপনার কায অতি পরিষ্কার সে কারণ, মাহিনা বৃদ্ধির জন্য সাহেবকে বলিয়াছি কিন্তু, আজ কেন এত অপরিষ্কার কায করিতেছেন? ইহার মধ্যে ৫।৬টা ভুল হইয়াছে—কালি পড়িয়াছে। আপনার মুখও বড় শুষ্ক দেখিতেছি, আপনার অসুখ হইয়াছে কি?"

"আমি বলিলাম, না—আমার অসুখ হয় নাই। বাবু বলিলেন, তবে ভুল হইতেছে কেন? আমি বলিলাম, আমার কাল হইতে খাওয়া হয় নাই, সেই জন্য বোধ হয় মনের ঠিক নাই। বাবু বলিলেন, কেন? অসুখ হয় নাই ত খাওয়া হয় নাই কেন? আমি বলিলাম, সে কারণ আপনাকে কি বলিব? বাবু বলিলেন, বলিতে আপত্তি কিছু আছে? আমি বলিলাম, আপত্তি নাই, বলিতেও পারি, কিন্তু কি বলিব—বলিবার কিছুই নাই।"

"বাবু বলিলেন—এখন গিয়া কায করিতে পার, এক ঘণ্টা বাদে জল খাবার ঘরে, আমার সহিত দেখা করিবে। আমি যথা সময়ে দেখা করিলাম, দেখিলাম সে গৃহে তখন আর কেহ নাই।

"বাবু তখন আমায় একটু স্নেহের ভাবে বসাইলেন, বলিলেন—তোমার গৃহ বিচ্ছেদ ছাড়া যদি কিছু বলিবার থাকে, আমায় বল। আমি বলিলাম—একথা বলিবার আপনার অর্থ কি? বাবু বলিলেন—উপেন্দ্র তোমার বন্ধু, উপেন্দ্র আমারও বন্ধু, উপেনের বিশ্বাসে, তোমায় আনিয়াছি। আমি উপেনের পত্রে জানিয়াছি—তোমাদের কি গৃহ বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা উপেনও জানে না। যখন, উপেন্দ্রকে জানাও নাই, তখন আমার শুনিতেও ইচ্ছা নাই, আর তুমিও বলিবে না—আমি জানি। উপেন্দ্র আমায় লিখিয়াছে, তাহার রোক টাকা দিবার ক্ষমতা থাকিলে, তোমার এরূপ কষ্ট সে দেখিত না। যখন তাহার ইচ্ছা—কিন্তু অর্থ অভাবে পরিপূরণ করিতে সে পারে নাই, আমি ভাবিতেছি—যদি তাহার ইচ্ছা আমার দ্বারায়, কিঞ্চিৎও পরিপূরণ হয়, সে তাহা হইলে সুখী হইবে। আমি বলিলাম হাঁ—তিনি অনেক সময়ে আমার সাহায্য করেন। আমি সে জন্ম তাঁহাকে আমার অবস্থা জানাই না। আপনি যেন তাঁহাকে এ বিষয়ে কোন পত্রাদি না লেখেন। তিনি আমাকে ভাল বাসিয়া করেন, কিন্তু আমি তাহাতে বড় লজ্জিত হই। বাবু বলিলেন, সেকথা ত পরের, এখন আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি—তাহার কি বলুন।"

রমা বলিল, "তুমি কি বলিলে? উপেন্দ্র বাবু বোধ হয় কৃষ্ণ বাবুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।"

আঁমু। আমি কি বলিব—ভাবিতেছিলাম—আমার দুঃখ তাঁহাকে জানাইব না, কিন্তু তাঁহার স্নেহে আমায় বলিতে হইল।

রমা। তবুও কি বলিলে?

আত্মা। আমি দাদার কথা কিছুই বলি নাই, কাঁহার সহিত মিথ্যা বলিতে আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু দাদার কথা আমি কাহাকেও বলিতে চাহিনা। ঘবেব কথা শুনিয়া লোকে যে, তাহাতে বিদ্রূপ কবিবে, আমাব জন্য হইলেও আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। সেজন্য দাদাব সম্বন্ধে, দুই একটা কথার আমি উত্তব দিই নাই। আমি বলিলাম, আমার সামান্য আয়, গত মাসেব বাড়ী ভাড়া দিয়া, খবচের বড় টানাটানি হইয়াছে, সে কাবণ কাল হইতে কিছু আহার হয় নাই।

"তিনি বলিলেন, তুমি যেন, না খাইয়া আফিসে আসিয়াছ, কিন্তু তোমাব মুখে শুনিয়াছি, ছোট ছোট দুই একটী ছেলে মেয়ে তোমাব এখানে আছে, তাহারা কি, না খাইয়া মারা যাইবে? আমি বলিলাম, না—একটা দোকান হইতে কিছু ধার করিয়া আনা হইয়াছে, তাহাতে দুই এক দিন চলিবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কত? আমি বলিলাম ৩।৵১০। তিনি আমায় ১০৲ টাকাব একখানি নোট দিয়া, বলিলেন, তোমায় মাহিনা পাইতে যে বিলম্ব আছে, হয়ত ইহাতে চলিতে পারে। যদি অকুলান হয়, তবে আমায় বলিও।"

"আমি বড লজ্জিত হইলাম। আমার একপ দিন, এত কষ্টেও কখন হয় নাই। কিন্তু আজ হইযাছে। আমি তাহা লইতে প্রথমে অস্বীকৃত হই, কিন্তু তাঁহাব স্নেহ-বাক্যে আমায লইতে হইয়াছে।

রমা। ঈশ্বব কখন কাহাকে, কিরূপে--কি করেন, বলা যায় না—আমিত দেখিতেছি. আমাদেবত একদিনও কষ্ট নাই।

আত্মা। রমা! ওকথা তোমার মুখেই সাজে—আর কয়টা

লোক বলিতে পারে? নহিলে এত দুঃখে আমার সুখের অবধি নাই কেন?

রমা। তিনি আর কিছু বলিলেন?

আত্মা। আর একটী কথা বলিয়াছেন, আমি ভাবিতেছি—কি করি। কি করিব—বল দেখি?

রমা। কি—বলনা?

আত্মা। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মাসে কত খরচ পড়ে। আমি বলিলাম, আমার এখন যাহা আয়, তাহাতে আমার মত অবস্থার লোকের এক প্রকার চলে; তবে বাড়ী ভাড়া দিতে একটু কষ্ট হয়। তা কি করিব, ইহাতেই চলিয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, দুই মাস বাদে তোমার নিশ্চয়ই মাহিনা বাড়িবে। আমি সাহেবকে বলিয়া রাখিয়াছি। আপাততঃ তুমি এক কর্ম্ম করিতে পার—আমার বহির্ব্বাটীতে কেহ থাকে না, ৪-৫টা ঘর খালি পড়িয়া আছে। সেইখানে যদি তুমি থাক, তাহা হইলে তোমার বাড়ী ভাড়া লাগেনা—খরচেরও অনেক কুলান হয়। বলিতে পারিনা—যদি ইচ্ছা হয়, আর—না কিছু মনে কর। তোমার মত লোকের সহিত, আমার একত্রে বড় থাকিতে ইচ্ছা করে। আমি বলিলাম, আচ্ছা—আমি ভাবিয়া বলিব। তিনি তখন নিজ কর্ম্মে গেলেন, আমিও আপনার কাযে গেলাম, এখন বল দেখি—কি করা উচিত?

রমা। বাহিরের কাযে পুরুষ কর্ত্তা—অন্দরের কাযে স্ত্রী গৃহিণী—এ'ত তোমার মুখেই শুনিয়াছি। এ কথায়—আমার কি বলিবার আছে, তুমি—তোমার যা'তে ভাল হয় করিবে, তাহা

হইলেই আমার ভাল হইবে—আমার ভালর জন্য আমার ত কিছু ভাবিতে হইবে না। তুমিই আমায় শিক্ষা দিয়াছ, আবার তুমিই আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাই আমি একটা কথা বলিয়া রাখি। মানুষের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে, আপদ বিপদ সহ্য করিতে হয়। যদি তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া হয়, আর যদি কোন বিঘ্ন ঘটে, তবে তোমার তখন চাকরি লইয়াও টানাটানি হইতে পারে, কারণ, তিনি তোমার উপরওয়ালা এবং তোমা হইতে সাহেবের নিকট পরিচিত।

আচ্ছা। আমিও তাহাই ভাবিতেছি। দেখি, দুই এক দিন যাক্, যদি তিনি নেহাত না ছাড়েন, তবে যাইতেই হইবে—নচেৎ পাশ কাটানই উচিত।

দশম পরিচ্ছেদ।

কল্যাণীর যাওয়া অবধি, দুলালের মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। ইচ্ছা—দুই একবার গিয়া দেখিয়া আসেন, কিন্তু পিতা একবারও যাইতে বলেন না। দুলালের প্রতিজ্ঞা, পিতা যখন মা'র মতন মানুষ করিয়াছেন, তখন একদিন বা এক নিমেষের জন্যও যেন, আমাদের দ্বারায় তাঁহার কষ্ট না হয়, ইহাতে জীবন যায়, সেও ভাল—সহ্য করিব।

দুলাল পিতাকে বড় ভক্তি করেন, কারণ—পিতা মাতা ভিন্ন ভক্তিশিক্ষার প্রশস্থ পথ আর নাই, তাহে পিতা দোষশূন্য—দুলালের এ বিশ্বাস। মাতা অনেক দিন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, পিতা আমাদের জন্যই অন্য সুখের দিকে না

তাকাইয়া আমাদের লইয়াই সংসারী। যদি আমরা তাঁহার না হই, তাহা হইলে দাঁড়াইবেন কোথা। তবে, তিনি কাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

দুলাল কিছু ধর্ম্মভীরু। কল্যাণী রামায়ণ, মহাভারত পড়িত—দুলাল শুইয়া শুইয়া শুনিতেন। কল্যাণীত প্রেমের কথা কহিত না। দুলালের ভাবে কল্যাণী কখন কখন কাঁদিয়া ফেলিত, দুলাল তাহাতে 'ভক্তি' দেখিতেন।

এইরূপ ভাবে রামায়ণ মহাভারত পড়া হইত, রাত তাহাতে কাটিয়া যাইত। দুলালও ভুলিতেন—কল্যাণীও ভুলিত—ভুলিয়া—কল্যাণী মরিয়াছিল—দুলাল কিন্তু, মরিতে পারেন নাই। প্রেমের নৃত্য তিনি দেখিতে পান নাই।

কল্যাণী তাহা জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য ভাবিত হয় নাই। কল্যাণী ভাবিয়াছিল, ভক্তি—যে হৃদয় অধিকার করে, সে হৃদয়ে—প্রেম আপনি জন্মায়—প্রেম কেহ শিক্ষায় লাভ করিতে পারে না। ভক্তিই ত সম্বন্ধ হিসাবে আপনি প্রেমে পরিণত হইয়া দাঁড়ায়—ডাকিতে হয় কি ?

দুলালের কিন্তু, ভক্তিতে মাৎসর্য্য আসিয়াছিল। কারণ, কল্যাণী দুলালকে ভক্তি করে—খেলারাম ভালবাসেন—ভায়েরা মান্য করে—ভালবাসে, পাড়ার লোকে বা আত্মীয়েরা—ধন্য ধন্য বলে।

কল্যাণী ভাবিল, তুমি সুন্দর—কিন্তু সুন্দর হইলে কি হইবে ? যদি প্রেম না জন্মে। মধু না জন্মিলে, ভোমরার গুণ গুণ কতক্ষণ ?

একথা দুলালও জানিতেন, কিন্তু বুঝিতেন না। প্রেমের কথা ত কল্যাণী কহে না—কল্যাণী বলে "ঈশ্বরকে সম্মুখে

রাখিয়া, স্ত্রী পুরুষের সংসার ধর্ম্ম—মানীজনের মান—গরীবকে দান—শ্বশুর শাশুড়ীর পদসেবা—স্বামীর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা—ইহা অপেক্ষা আবার কি প্রেমের কথা আছে? যে ভালবাসিতে জানে, সে বাক্য ছাড়িয়া কাযে ভুলিতে চায়।

কল্যাণী দেখিল—এ মরিবে না। এ সুন্দর হইতে আরও সুন্দর হইবে—মরিবে না। নহিলে একের প্রতি অযথা ভক্তিতে, অপরের মরণ তা দেখে না কেন? যদি ভক্তিতে সহানুভূতি না আসিল, তবে ওভক্তি কি ভক্তি? যাহার হৃদয় থাকে, সে প্রত্যেক হৃদয়ইত দেখিতে পায়।

যে একের হৃদয় লইতে—নিজের হৃদয় অর্পণ করে, সে ত স্বার্থপর। স্বার্থপরতায় ত লোক অন্ধ হয়। যে প্রত্যেক হৃদয়-জন্য—মধু আহরণ করিয়া হৃদয়কে ভূষিত করে, সেই ত মানুষ। সে—না হইলে, প্রত্যেক হৃদয়ের ব্যথা কে বুঝিতে পারে? তাহাতে কি আর মাৎসর্য্য দাঁড়াইতে পারে? সে দ্রব হইয়া, প্রত্যেক হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া থাকে। তাহাতে সে থাকিলে—তবে ত, মাৎসর্য্য আসিয়া কথা কহিবে? ছি, ছি—স্বামিন্! ভক্তি মুখে কেন—এ পথে আসিলে না? আমি তোমার সহিত এই পথে যাইব—সঙ্গে কি লইবে না?

কল্যাণী যতক্ষণ, স্বামী ঘরে না আসেন, ততক্ষণ জাগিয়া থাকে, তাহার পরে আর থাকিতে পারে না। দুলালও দেখেন, সমস্ত দিন খাটিতে হয়—তিনি কিছু বলেন না। কিন্তু সময়ে সময়ে মনে হয়—কল্যাণীর আমার সহিত বুঝি, অধিক কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না, সময়ে সময়ে ইহাতে দুঃখও হয়। এক আধ দিন প্রকারান্তরে বলিয়াও বসেন।

কল্যাণী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে স্বামী না ঘুমাইলে আর ঘুমায় না—ঘুমায় না, কারণ ঘুম আর হয় না। কল্যাণী যখন বুঝিল—তখন তাহার মনে মনে হইয়াছিল—নাথ! যদি তুমি আমার হৃদয় দেখিতে, তবে কি ইহা ভাবিতে পারিতে?—যখন ইহা তোমার মনে, একদিনও দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তখন যাহা চাও—যেরূপেই চাও—সেইরূপেই দিব। তুমি সন্তুষ্ট না হইলে, আমার সন্তুষ্টতা কোথায়? আমার ভক্তি—আমার ভালবাসা কোথায়? তোমায় লইয়াই আমার ভক্তি, ভালবাসা। কিন্তু দুঃখ হয়—তুমি বড় স্থূল দেখ।

কল্যাণীর আর একটী দোষ। দুলাল তাহা প্রকাশ করিলে পাছে কল্যাণী ভায়েদের অযত্ন করে, সেই ভয়ে কখনও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কল্যাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া, আর সেরূপ করিত না—বা রামায়ণ মহাভারত হইতে সেইরূপ গল্প বাহির করিয়া, বলিতেন, "কোনটা ভাল গা?"

কল্যাণী প্রসাদ ও চরণকে বড় ভালবাসে। প্রসাদ, চরণ যাহা চাহিবে, ঘরে থাকিলেই তাহা দিবে, যদি বেশী না থাকে তবে দুলালের না রাখিয়াও দিবে। প্রসাদ, চরণকে খাওয়াইতে, তাহাদের সহিত কথা কহিতে—কল্যাণী যত মজবুত, দুলাল তাহা নিজের প্রতি দেখেন না। ইহাতে দুলালের অনেক সময় দুঃখ হয়। কল্যাণীর এই দোষ।

কল্যাণী যখন জিজ্ঞাসা করে, "কোনটা ভাল গা?" দুলাল বলেন, "কলি। সব কি বজায় রাখা যায় না?"

কল্যাণী বলে, "ইহাতে তোমার রূপ আরও সুন্দর হয়, সেই-টুকু আমি দেখিতে বড় ভালবাসি।"

দুলালের চক্ষু সে দিকে ততটা যায় না। দুলাল ভাবিলেন, কল্যাণী, প্রসাদ ও চরণকে বড় ভালবাসে, আপনি যখন না খাইয়া, উহাদের খাওয়ায়, তখন অনেক দিন হয় ত, বাবাকেও আমার মত হইতে হয়। কিন্তু তাহাত ভাল নহে। আগে বাবা—তাহার পর ভাই। কল্যাণীর ছেলে হয় নাই বলিয়া, ছেলের মায়া পড়িয়াছে। বাবার খাবার কল্যাণীকে দিতে আর দেওয়া হইবে না।

সেই হইতে দুলাল, খেলারামের খাবার বা যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা আপনি অনেকটা আয়োজন করেন। কিন্তু কেন করেন, তাহা কল্যাণীকে বলেন নাই। কল্যাণীও তাহা জিজ্ঞাসা করে নাই।

কল্যাণী কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই—তাহার একটু অভিমান হইয়াছিল। তাই জিজ্ঞাসা করে নাই। মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—ঠাকুরের খাবার বা যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা আমি কিরূপে করি, তাহা কি তুমি জান? তোমার ভক্তির পাত্র—তুমি ভক্তি করিবে—আমি বাধা দিব না—কিন্তু আমার ভক্তি কি—তোমার দেখিতেও একবার ইচ্ছা হইল না?—না দেখিয়াই, আমায় সেবা হইতে দূরে রাখিতে কি, তোমার কষ্ট হইল না? তবে কি আমার ভক্তির পাত্র নহেন—আমি কি সেবার অধিকারিণী নহি?

সেবার কে আয়োজন করে, খেলারাম তাহা দেখেনও না—জানেনও না। কিন্তু দুই পাঁচ দিনের পর হইতে, খেলারাম একটু একটু খুঁত কাটিতে লাগিলেন। যতই খুঁত কাটেন, ততই দুলাল, কল্যাণী যাহা, দুই একটা করে, তাহারই নিন্দা

করেন, বলেন—ঐ জন্যই বাবার আজ মন খারাপ হইয়াছিল। কল্যাণীর তাহাতে মর্ম্মান্তিক হইতে লাগিল।

কল্যাণীর অসুখ হইল। অসুখে—কল্যাণীর ওই চিন্তাই বাড়িল। কল্যাণী স্বামীকে আর কিছু বলিল না—ভাবিল, এবার যদি উঠি—তবে একদিন পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া— জিজ্ঞাসা করিব, যতদিন তুমি না আয়োজন করিতে, ততদিন কেন—এক দিনের জন্যও, আয়োজনে—ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন নাই।

তাহার পর গোলোকচন্দ্র আসিয়া, কল্যাণীকে লইয়া যান— তাহা পাঠক জানেন। গোলোকচন্দ্র 'সুকচরেই' থাকেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর ঘরে প্রথম কন্যাকে, শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার দিন, একটু ভাল চাই ; নচেৎ মঙ্গলামঙ্গলের অনেক কথা উঠে। যেদিন খেলারাম বাবু, প্রসাদ ও চরণকে পরিবার আনিতে পাঠান, সেদিন বড় ভাল ছিল না, সেজন্য দুই জনকেই ক্ষুণ্ণ-মনে ফিরিতে হইয়াছিল।

খেলারাম বাবু তাহাতে বড়ই উগ্র ভাব ধরিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসাদ ও চরণ কোন কথাতেই কথা কহে নাই, সে জন্য দুই চারি দিন পরে খেলারামের, প্রসাদ ও চরণের প্রতি একটু দয়া হইল, ভাবিলেন—উহাদের দোষ কি—ওসকল স্থানে ছেলেদের বিবাহ দেওয়াই দোষ হইয়াছে।

রাগটা বৈবাহিক মহাশয়দের উপরেই পড়িল। কয় দিন

দুই দিকেই ছিল, পরে এক দিকেই পড়িল। তখন ছেলেদের আবার বিবাহ দিবেন 'সুর' ধরিলেন।

শেষে একটী ব্রাহ্মণী না রাখিলে চলে না। ছেলেদের কষ্ট দেখিয়া একটু কষ্ট হইল, কারণ, একদিন দুলালকে রোগী দেখিয়া আসার পর দুপুর বেলায়, 'বাটনা' বাটিতে দেখিলেন। স্বচক্ষে দেখিয়া কিছু দয়া হইল, বলিলেন "চাকরটা কোথা গেল, তাহাকে বাটিতে বল নাই কেন?" দুলাল বলিল, "সে বাটিতে পারে না, তাহাদের ছেঁচে নেওয়াই অভ্যাস।" খেলারাম বলিলেন, "একটা ব্রাহ্মণ কয়দিন রাখিতে বলিতেছি, রাখ নাই কেন? তোমাদেরই ত কষ্ট।" দুলাল বলিল, "দুই দিনের জন্য কেহ আসিতে চায় না।"

খেলা। আসিতে চাহিবে না কেন? তোমরা খোঁজ করনা, তা' কি হইবে?

দুলাল। ব্রাহ্মণ না রাখিয়া একটা ব্রাহ্মণী রাখিলে ভাল হয়, কারণ মেয়েদের বড় কষ্ট হয়, তাহা হইলে সে বরাবর থাকিতে পারে—আর সেরূপ শীঘ্রও মেলে।

খেলা। না—না, সে ব্যবস্থা আমি করিব। তোমাদের যাহা বলিতেছি, তাহাই শুন।

দুলাল কোন কথাই কহিলেন না।

অনেক চেষ্টায় কয় দিন পরে, একটা ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল। খেলারামের তাড়নায়, দুই চারি দিন থাকিয়া, সেও পালাইল।

এইরূপ দুই চারি দিন করিয়া কত এল—কত গেল, শেষ আর পাওয়া যায় না।

বৈবাহিক মহাশয়দের ভয়ও হইয়াছিল, আর সময়ে সময়ে তাঁহাদের সাধ করিয়াও দেখা দিতে হইয়াছিল; কারণ খেলারাম যেরূপ 'সুর' ধরিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদেরও একটু ভয় হইয়াছিল। কনিষ্ঠ বৈবাহিক মহাশয় একটী ব্রাহ্মণী আনিলেন, বলিলেন, "সেদিন যেরূপ কষ্ট দেখিয়া গেলাম—আমি অনেক করিয়া, এই ব্রাহ্মণের মেয়েটীকে আনিয়াছি, এসময়ে অনেক উপকারে আসিবে।"

খেলারামের ব্রাহ্মণী রাখা মত নহে। বলিলেন, "আপনি আমার সহিত যেরূপ সৎব্যবহার করিয়াছেন, আপনার লোকের আমার প্রয়োজন নাই।"

বৈবাহিক মনে মনে বলিলেন, 'বুঝিয়াছি—ব্রাহ্মণ নহিলে বৌ গুলা আসিবা মাত্রই ছাড়ানর সুবিধা হইবে না।'

শেষ মধ্যম বৈবাহিক একটী ব্রাহ্মণ দিয়া গেলেন। খেলারাম বলিয়াছিলেন, "আপনারা না দেখিলে কে দেখিবে, আপনাদেরইত কায।"

আজ দুলালের মনটা বড়ই ছট ফট করিতেছে, কয় দিন পত্র পান নাই—সেই দেখিযাছেন, যেন মনে হয় না।

খেলারাম আর দুলাল বৈঠকখানায় বসিয়া, হরকরা আসিয়া একখানি পত্র দিল। দুলাল পত্রের শিরোণামা দেখিযাই পকেটে রাখিবার উদ্যোগ করিতেছেন। খেলারাম বলিলেন, "কোথা হইতে পত্র আসিল?"

দুলাল। শুকচর হইতে।

খেলা। বৈবাহিক মহাশয় পত্র লিখিয়াছেন? ভাল ভাল, পড়ত দেখি—কি লিখিয়াছেন।

দুলাল। তিনি লেখেন নাই।

খেলা। তিনি লেখেন নাই ত—কে লিখিল?

"দেখি" এই বলিয়া হাত বাড়াইলেন।

দুলাল। আমার স্ত্রী লিখিয়াছে দেখিতেছি, বোধ হয় অসুখ বাড়িয়া থাকিবে।

খেলা। মেয়েমানুষে পত্র লেখে—আমাদের ঘরে এরূপ কখন হয় নাই। কালে কালে সব হইল। অসুখ হইয়া থাকেত বৈবাহিক মহাশয়ত লিখিতে পারিতেন। আজ কালকার মেয়েগুলো সব পুরুষ হইয়া উঠিল।

দুলাল। আজ কালত সকলেই লেখে। আপনি বাড়ীর বাহির হন না, সে জন্য কোন খবরই রাখেন না।

খেলা। ছিছি, তোমাদেরও মাটী করিল, নহিলে তোমাদের মুখে কি ওরূপ কথা বাহির হয়।

এত করিয়াও দুলাল কুল পাইতেছেন না, দুলাল বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। বলিলেন, "আপনি যাহা বলেন, তাহাই যদি ভাল হয়, তবে—এই পত্র ছিঁড়িলাম," এই বলিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

খেলারাম কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে, উপরে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম এখন আর সে বাড়ীতে নাই। কৃষ্ণ বাবুর স্নেহ, তাঁহাকে ভবিষ্যৎ ভাবিতে দেয় নাই। মানুষের যখন

অবস্থা দোষে মনের বল না থাকে, তখন আশু সুলভের দিকেই মন ধাবিত হয়। চির প্রবাদ—'বরং পরভাতি ভাল, তত্রাচ পরঘরি কিছু নহে।'

আত্মারাম মনে করিলেন, কৃষ্ণ বাবুর পরিবারের সহিত আমার পরিবারের কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। কারণ, অন্দরমহলের সহিত ইহার কোন লিপ্ততাই নাই, তবে ছাদে ছাদে এক—তাহাতে আর ক্ষতি কি ?

কৃষ্ণকান্ত ভাগিনেয়—আনন্দরামের প্রতি, কৃষ্ণকান্ত-গৃহিণী বিলাসিনী বড়ই অসন্তুষ্টা। আত্মারামের আসার পর আনন্দরাম, আত্মারামের সহিত বড়ই মিলিয়াছে। তাহাতে বিলাসিনী, রমার প্রতিও বড় চটিয়াছেন।

আনন্দরামের আর কেহ নাই, এক মাতুল—কৃষ্ণকান্ত। শুকচরে এক মাসী আছেন, তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নহে ; সে জন্য, কৃষ্ণকান্ত সেখানে যাইতে দিতেন না।

প্রথম প্রথম কৃষ্ণকান্ত-কন্যা কামময়ী, ছাদে ছাদে রমার নিকটে আসিয়া, নানা গল্প করিত, বিলাসিনীও আসিতেন। সুশীলা, রমাও বাড়ীর ভিতর যাইতেন, কিন্তু আনন্দের কারণ বিলাসিনীর ও কামময়ীর মন ভারী ভারী হইল। আনন্দকে লইয়া আত্মারামের এত আদর কথাবার্ত্তা, বিলাসিনী সহিতে পারেন না।

কিন্তু সহ্য করিতেও হইল, কারণ কৃষ্ণকান্ত-পুত্র রতিকান্ত একটু আত্মারামের দিকে হইয়াছিল। কেন—কেহ কিছু স্থির করিতে পারিল না, কারণ, রতিকান্তও আনন্দকে দেখিতে পারে না।

আনন্দ বড় উচ্চমনা, কাহাকেও কিছু বলিত না। যে যাহা বলিত—তাহাতেই রাজি হইত; তাহাতে নিজের ক্ষতি, লাভ বুঝিত না। সে জন্য কৃষ্ণকান্ত আনন্দরামকে বড় ভাল বাসেন। যে আনন্দরামকে ভাল বাসে, কৃষ্ণকান্ত তাহাকেও ভাল বাসেন।

আবার কামময়ীর সহিত সুশীলার ভাব হইল, কিন্তু সুশীলা স্নেহার নিকট যাহা পাইত, তাহা যেন কামময়ীর নিকট একবারও দেখে না। সেজন্য কোন কারণ না থাকিলেও, সুশীলা যাহাতে কামময়ীর নিকট অধিকক্ষণ না থাকিতে হয়, তাহার পথ খুঁজে।

কামময়ী সুশীলাকে বিদ্রূপ করে। কারণ, সুশীলা পড়া শুনা করে না। কামময়ী বলে, "তুমি পড়িবে? দাদা তোমায় পড়াইতে চাহেন। বেশত, তুমি দাদার কাছে পড়িলে শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে পারিবে।"

সুশীলা পড়িতে চাহে না। রমাও পড়াইতে চাহেন না। বিশেষ সুশীলা বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে। রতিকান্তের নিকট পড়াইতে রমার ইচ্ছা নাই; তবে সুশীলা যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে বিলাসিনীর নিকটও পড়িতে পারে। কিন্তু সে, যে কাহারও নিকট পড়িতে চাহে না।

সুশীলা নিন্দুতা স্বীকার করে না। সুশীলা বলে, "আমরা গরীব, গরীবের মতই আছি, তাই বলিয়া উহারা কেন ওরূপ করিয়া কথা কহিবে?" রমা বলে "উহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে, উহারা কি আমাদের মত যা—তা বলিবে?" সুশীলা বলে, "লেখাপড়া করিলে কি কেবল পাহাড়, পর্ব্বত, ফুল, জামার

কথাই কহিতে হয়? ঘর কন্নার কথা কহিলেই কি হাসিতে হয়? আমি ওসকল বুঝিনা। পুরুষমানুষে কোথায় আবার মেয়ে মানুষকে পড়াইতে চায়? এ বাড়ীটা ভাল নয় মা! বাবাকে বল, আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীতে যাই। সেখানে স্নেহা আছে, সে আমাদের মত।"

রমা বলেন, "টাকা কোথা মা!"

একদিন সুশীলা বলিল, "মা! এবাড়ী হইতে চল মা, আমি আর এখানে থাকিব না।"

রমা বলিল, "কেন মা? আগেত গিন্নী বড় রাগ করিতেন, এখনত আর সেরূপ করেন না।"

. সুশীলা। নাই করুন—রতি বাবু কেবল আমার দিকে চাহিয়া থাকেন; বিনা দরকারে—আমি বাড়ীর ভিতর থাকিলে, সেইখানে আসেন।

রমা। রতিকান্তের তোমাকে বড় বিবাহ করিবার ইচ্ছা, সেই জন্য বিলাসিনী ও কামময়ী আমাদের এখন আর সেরূপ করেন না, তাহা হইলে রতিকান্ত রাগ করে। কৃষ্ণবাবু কর্ত্তাকে এ কথা বলিয়াছিলেন, আর ধরিয়াও ছিলেন। কর্ত্তারও ইচ্ছা নাই—তবে পয়সা নাই বলিয়া ভয় করেন—ইতস্তত করেন। আমার কিন্তু মা ইচ্ছা নাই। উহার চাল চরিত্র আমার ভাল লাগে না। সেই জন্য আমার কথায় কর্ত্তারও ইচ্ছা নাই।

সুশীলা। আমার বিবাহে কায নাই।

রমা। কর্ত্তা কি করিতেছেন, বলিতে পারি না। আমার ভয় হয়—শেষে কি জাত যাইবে। এই আশ্বিনেই তুমি ১৬ বৎসরে পড়িবে।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণ বাবুরও পরিবার অধিক নয়—এক পুত্র ও এক কন্যা; কাহারও বিবাহ হয় নাই। পুত্র রতিকান্ত, কন্যা কামময়ী। কৃষ্ণ-পত্নী বিলাসিনী এই নাম দুইটী, অনেক করিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, রাম নাম রাখিলেই—সে পত্নী বর্জ্জন করে না; কৃষ্ণ নাম রাখিলেই—সে রাসবিলাসিনী রত হয় না। রাধা নাম রাখিলেই—সে কুলটা হয় না, তবে রতিকান্ত, কামময়ী নামে—ক্ষতি কি? যদি বল—এতনাম থাকিতে, এই নাম দুইটী এত পছন্দ কেন, কারণ, ওনাম গুলায় যেন সেকেলে সেকেলে ধরণ মাখা আছে; এ নামে যেন সে দাসত্ব দাসত্ব ভাব নাই, এ নাম গুলি মনে করিলে যেন আনন্দ হয়; আর ইংরাজীতে নাম ফিরাইবার বেশ সুবিধা—ইংরাজও বুঝিতে পারে। সেই জন্যই যাঁহারা এখন একটু শিক্ষিতা হন, তাঁহারাই আর সেকেলে নাম গুলা পছন্দ করেন না।

কৃষ্ণকান্তের কিন্তু এ নাম পছন্দ হয় নাই, স্ত্রীর এইরূপ যুক্তিতে তিনি কিন্তু কিছু বলিতেও সাহস করেন নাই; কারণ বিলাসিনী বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার যখন বিবাহ হয়, তখন বিবি পড়াইতে আসিয়া, তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করেন। তিনি 'কৃষ্ণকান্ত' বলায়, বিবি বুঝিতে পারেন নাই। সেকেলে নাম আর বিলাসিনী রাখিবেন না। সে জন্য কৃষ্ণ-কান্ত যে দুইটী নাম রাখিয়াছিলেন, সে নামের চলন কমিয়া, এই দুই নামের চলন হইল। আরও কারণ, এখনকার রাণীই সর্ব্বময়ী, রাজার রাজ্য ইহা নহে—রাজা এখন প্রজা।

বিলাসিনী অদ্যকার দিনের সভ্য—বড়ঘরের মেয়ে, কৃষ্ণকান্ত রোজগার বড় মন্দ করেন না। কৃষ্ণকান্তের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি সেকেলে ধরণের লোক ছিলেন। ছেলের একটা বড় লোক সহায় হইবে বলিয়া, অতি যত্নে বিলাসিনীর সহিত যাহাতে বিবাহটা ঘটে, সে জন্য তাঁহার অনেক যোগাড় যন্ত্রে—কৃষ্ণকান্ত স্ত্রী রত্ন লাভ করেন।

বিলাসিনী শিক্ষিতা—ভূষিতা—সর্ব্বদাই আনন্দিতা; কারণ, দুঃখের স্পর্শ মাত্র তিনি করেন না। প্রাতঃকালে উঠেন—চা খান এবং কিছু জলযোগ করেন—বই লইয়া বসেন—নয়টা অবধি; স্বামীর সহিত মনুষ্য চরিত্রের নানা কথা হয়; কারণ অদ্যকার দিনে মনুষ্যের কত রকম চরিত্রই যে, লেখক মহাশয়দিগের হাত হইতে বাহির হয়, তাহা বলা যায় না; সে সকল পুস্তক অবশ্যই তিনি পাঠ করেন; আর এরূপ শিক্ষিতারাই যদি পাঠ না করিবেন, তাহা হইলে সাহিত্য-সমাজের উন্নতি হইবে কি প্রকারে? বিলাসিনী যে কিছুই বোঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার প্রণীত দুই একখানি পুস্তকও আছে; আর কাগজ পত্রে লেখাত আছেই—আমার 'না' বলিবারত ক্ষমতাই নাই।

নয়টার পর—আহার হইবে, আহারান্তে—একটু নিদ্রা; দিন রাত্রে ছয় সাত ঘণ্টা নিদ্রা "স্বাস্থ্যরক্ষায়" লিখিতেছে, কাযেই—রাত্রে স্বামী-সহবাসে নানা বিচারে—অধিক নিদ্রার সময় পান না। বৈকালে বেশ ভূষা—তাহার সহিত কিছু জলযোগ। যা—তা—অপরিষ্কার, খাদ্য বিলাসিনী দেখিতে পারেন না, পেটেও সহে না, আর সেকেলে সেকেলেও বোধ

হয়, সেজন্য তাঁহার জল খবার প্রায় শিশিতে ভরা, কাচের আলমারির ভিতর শোভা পায়।

কাল কাপড় বিলাসিনীর বিষ, চাকর চাকরাণী বা ব্রাহ্মণের নিত্য পরিষ্কার কাপড় পরিতে হইবে—নহিলে অনর্থ ঘটিবে; কিন্তু তাহাদের মাহিনা মাসে ছয় টাকা--কোথা হইতে হয়? বিলাসিনী বলেন, "না হয় চলিয়া যা'ক, কত আসিবে।" তবে, কথা হইতেছে, চাকর চাকরাণীর এখানে পোষায় কিরূপে? কারণ, বিলাসিনীকে সন্তুষ্টা করিতে পারিলেই 'বখ্‌সিশ।' তাহার পর, একটু স্বভাবের শোভা সন্দর্শন।

কৃষ্ণকান্ত মধ্যে মধ্যে মহা গোলে পড়েন। তাঁহার দুই একটী অদ্যকার দিনের মূর্খ অসভ্যের সহিত আলাপ আছে, তাঁহারা কিন্তু খোলা ছাদে ওরূপ করিয়া বেড়ান, কৃষ্ণকান্তকে ভাল বলেন না। কৃষ্ণকান্ত বিলাসিনীর হইয়া তাঁহাদের সহিত পারিয়া উঠেন না। আবার তাঁহাদের হইয়া বিলাসিনীর সহিতও পারিয়া উঠেন না। মধ্যে মধ্যে বড়ই অশান্তি হইয়া উঠে, কিন্তু ইহাতেও বিলাসিনীর মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী, পশু-শালা, যাদুঘর ইত্যাদি দেখিতে যাওয়া বন্ধ হয় নাই।

সন্ধ্যা আসিলে, টেবিলের উপর যখন 'রিডিংল্যাম্পে' আলো জ্বলে, তখন 'ম্যাগেজিন' বা মাসিক পত্র ও সংবাদ পত্রের জন্য কিছু কিছু লিখিতে হয়; সে কিন্তু অতি সুন্দর—পুরুষের ভাগ্যে তাহা অতি কঠিন, কেমন সে লেখার ভঙ্গি, বিলাসিনী যেন নিজের রূপ দিয়াই তাহা রচনা করেন। কাযেই কৃষ্ণ-কান্ত যখন ভুলিয়া আছেন, তখন হরচন্দ্র, শ্যামচন্দ্র আরও কত চন্দ্র যে ভুলিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অবশ্য সে লেখায় ভাবিবার অনেক বিষয় থাকে, যে ভাবায় আর যে ভাবে, আমরা বলি দুয়েরই বাহাদুরী; আজকাল আমাদের দেশে এরূপ বাহাদুরীর বড় ছড়াছড়ি, নহিলে এ পোড়া দেশে মুদ্রাযন্ত্রের এত উন্নতি হইত না। কতকগুলা পুরুষরূপী স্ত্রী, আর কতকগুলা স্ত্রীরূপিণী পুরুষ এ' উন্নতির সোপান; যাহা হউক, সে কথায় আমাদের কায নাই—যাহা বলিতে বসিযাছি, তাহা বলি।

রাত্রি আটটার পর—আহার, তাহার পর—বিরাম। পাঠক মহাশযেরা যে বিরাম মনে করিতেছেন, এ—সে বিরাম নহে। এ বিরাম—সভ্যতায দুই দণ্ড একত্রে বসিযা নানা দেশের কথা—কোথায কিরূপ মনুষ্যের বসতি, তাহাদের মনের ভাব, স্থানভেদে মনুষ্যের মনের ভাবের প্রভেদের মূল কি? কোন কার্য্যে কিরূপ মনের প্রযোজন? শিক্ষা কি? শিক্ষার প্রযোজন, ইত্যাদি কত বলিব? তাহার পর—আলাপ। পাত্র বিশেষে আলাপেরও প্রভেদ হয়, আমাদের মত আলাপ নহে। সে আলাপ—ধর্ম্ম কি? মনুষ্যের ধর্ম্মের প্রযোজনীয়তা; ধর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্য গঠিত হইতে পারে কি—না? ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার পর আর পাঠকগণকে কি বলিতে হইবে? বুঝিতে পারেন—ধর্ম্ম আসিলেই ভাব আসে—ভাব আসিলেই কিছুক্ষণ পরে—প্রেম আসে। আজিকার দিনে প্রেমত ছড়াছড়ি; প্রেম আসিলেই একত্ব প্রাপ্তি—সহজ কথা। একত্ব প্রাপ্তির যে কি ভাব—পাঠক মহাশয়েরা বুঝুন, আর নাই বুঝুন, আমার কিন্তু বলিতে নিষেধ আছে—আমি বলিতে পারিব না। কারণ, ওটা নির্ব্বাণের পথ। যখন অন্তর্ভূত জ্বালা

নিবারিত হয়, তখন অবশ্যই নিদ্রা আসে। তাহার পরেই—প্রভাত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিলাসিনীকে লইয়া অনেকটা কাগজ, কলম, কালী খরচ হইয়া গেল; আর আমার ইচ্ছা নাই। আমি ইহার মাধুর্য্য বুঝি না, অদ্যকার দিনের চক্ষু আমার ফুটে নাই—ফুটে নাই বলিয়া নিরস্তও হইতে পারি না, কারণ ঈশ্বরের যখন ইহা ইচ্ছা, তখন দেখিতেও হইবে, বলিতেও হইবে, যদি ইহাতে তিনি প্রীত না হইতেন, তবে ঘরে ঘরে এ দিব্যমূর্ত্তি বিরাজ—এক মুহূর্ত্তেই, লয় হইতে পারিত।

সৌভাগ্যের কথা—রতিকান্ত ও কামময়ীর ভাব পাঠকগণকে আর আমায় ওরূপ করিয়া বলিতে হইবে না। কারণ, তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে বসিয়াছে; অবশ্যই দেখিতে পাইবেন—বিলাসিনীর হাতের গড়ন কিরূপ, তবে কৃষ্ণকান্ত কতকগুলা সেকেলে ধরণের দুর্ব্বলতায়, মধ্যে মধ্যে ছেলে মেয়েকে চাপা দিতে চাহেন। কিন্তু চাপিতে গেলে—কি হইবে? মূলের জোর থাকিলে চাপা কতক্ষণ থাকে?

পোড়া আনন্দরাম কৃষ্ণকান্তের সেই—সে কেলে ভাব গুলাই বুঝিতে পারে। বিলাসিনীরদিকে সে বড় ঘেঁসে না, আর বিলাসিনীও অপরের পরিবার ঘরে পূরিতে ভাল বাসেন না। কৃষ্ণকান্তের কিন্তু সে যুক্তি ভাল লাগে না, তিনি চুপ করিয়াই থাকেন। যখন বড়ই বাড়াবাড়ি হয়, তখন দুই একটা

কথা ক'ন। আনন্দরাম কৃষ্ণকান্তের মনের ভাব বুঝিয়া কৃষ্ণকান্তের দিকেই ঘেঁসেন।

কৃষ্ণকান্ত বড়ই নিরীহ। কারণ, যদি বিলাসিনীর ওবিরাম বা আলাপ আমার কপালে নিত্য ঘটিত, তাহা হইলে আমি অস্থির হইতাম বা দেশ ছাড়িয়া পলাইতাম। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত ত অবহেলে সহিতেছেন—কারণ, কিন্তু একটা ছিল—বিলাসিনীর মুখ খানা। সে অনুরোধে কৃষ্ণকান্তের সহ্য শক্তি যে বাড়িবে, তাহা আমরাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি, সকলেই হয়ত পারেন। পারিলে কি হইবে? এই পারার কারণে আমার মত লোকের সে কেলে চক্ষু ঘুচিয়া, এখন কার দিব্য চক্ষু ফুটে। কারণ, 'সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট' এ পূর্ব্ব কথার মহিমা কোথায় যাইবে?

বিলাসিনী যখন প্রথম ঘর করিতে আসেন, তখন তাহার বয়স ষোল হইবে অর্থাৎ 'ষোড়শী', আসিয়াইত অবাক। দেখিলেন—কৃষ্ণকান্ত ত একটী প্রকৃত মানুষরূপী গরু। কিন্তু মানুষ ত করিতে হইবে—সে ভার বিলাসিনী নিজ স্কন্ধেই দয়া করিয়া লইয়া ছিলেন, তাই কৃষ্ণকান্তের এসংসার দেখিতে পাইতেছেন। নচেৎ—বিলাসিনী বিবাহ ত্যাগের কথা বিবির মুখে শুনিয়া ছিলেন।

বিলাসিনী পিত্রালয় হইতে, সরঞ্জম আনাইতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, কৃষ্ণকান্তের পিতার তখন যেরূপ অবস্থাছিল, তাহাতে মোটা ভাত মোটা কাপড় ভিন্ন, অন্য কিছু হইবার যো ছিল না। বিলাসিনী তখন উত্তপ্তা যৌবনা—সে তপ্তখোলায় কৃষ্ণকান্তের বিকারের রস যে শুখাইলেই শুখাইবে, তাহা বিলাসিনী চক্ষুরূপ দূরবীণ সাহায্যে বেশ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

তখন শ্বশুরসাহায্যে কৃষ্ণকান্ত হাতে দুই টাকা খরচ করিতে পাইলেন। কিন্তু সে সাহায্যে আমরা কৃষ্ণকান্তের পিতার কোন লাভ দেখিতে পাই নাই। কারণ আতর, পোমেটম, আরসী, চিরুণী, বডি ইত্যাদি ও নানা রকম পুস্তকেই অধিকাংশ খরচা হইয়া যাইত। তবে বিলাসিনীর দুধ এক সের করিয়া বরাদ্দ হইয়াছিল, তাহাতে কৃষ্ণকান্তের পিতা বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, কারণ এ কার্য্য তাঁহারই।

বিলাসিনী কৃষ্ণকান্তকে বলিয়াছিলেন, "তুমি একসের, আধ সের দুধ খাও—বড় রোগা হইতেছ, একটু জাগিয়া দুইটা কথা বার্ত্তা কহিতে পার না—ঘুমাইয়া পড়—অধিক নিদ্রা, এ ত দুর্ব্বলতার লক্ষণ।" কৃষ্ণকান্ত তাহা হইতে পিতার জন্য আধ সের দুধ বরাদ্দ করিলেন, পিতা তাহাতে দুই একবার অস্বীকার করায়, বৌমা'র অনুরোধে পরে স্বীকৃত হইলেন। ইহাতে কৃষ্ণকান্ত বিলাসিনীকে লক্ষ্মীস্বরূপা জানিলেন। তখন শ্বশুরসাহায্যে একটী কর্ম্মও পাইলেন। ক্রমশঃ উন্নতিতে কৃষ্ণকান্তের এখন অবস্থা ভালই বলিতে হইবে।

বিলাসিনী যখন দেখিলেন—ঔষধ ধরিবে ধরিবে হইয়াছে, তখন পাখীর মত পড়াইতে বসিলেন, কারণ, লেখা পড়ার চর্চ্চা তাঁহার শৈশব হইতেই বিবির কাছে। প্রথমে গল্পচ্ছলে, তাহার পর বীজ যখন অঙ্কুরিত দেখিলেন, তখন পিতার পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আনাইতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকান্ত পুস্তক আনিয়া দেন, আর বিলাসিনীর পাঠ শেষ হইলে ফিরাইয়া আর একখানি লইয়া আসেন। বিলাসিনী পড়েন, আর তাহার ভাব বলেন; কৃষ্ণকান্ত বসিয়া বসিয়া বিলাসিনীর মুখখানি দেখেন—আর শোনেন।

কৃষ্ণকান্ত স্কুল হইতে বাহির হইবাই পড়ার সঙ্গে 'ফারখৎ' লইয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসিনীর কেমন মুখ, কেমন স্বর—স্বর যেন উপদেশক হইয়া কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইল। আবার পাঠে রস পাইতে লাগিলেন। তখন স্ত্রীরূপে সরস্বতীর আবির্ভাব কৃষ্ণকান্ত স্বচক্ষে দেখিলেন।

কৃষ্ণকান্তের পিতার সেকেলে কতকগুলা পুঁথি ছিল, কৃষ্ণকান্ত যখন স্কুল ছাড়েন, তাঁহার পিতা তাহা লইয়া কৃষ্ণ-কান্তকে দুই একদিন পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পড়িতে পড়িতে কৃষ্ণকান্ত যখন রাধাকৃষ্ণ বলিবে বলিবে হইল, তখনই কৃষ্ণকান্তের বিলাসিনী সাক্ষাৎ—কাযেই সে পুঁথিগুলি ভুলিতে হইয়াছিল।

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের পিতা মারা যান। কাযেই নূতন সরস্বতীর কৃপায় পুরাণ সরস্বতী আর দাঁড়াইতে স্থান পাইলেন না, তিনি সরিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও বিলাসিনীর মনের দুঃখ রহিয়া গেল। গড়ন গড়িলেন বটে, কিন্তু এমনই খাদি সোণা—যে জলুসি হইল না; আবার এত পল্কা—যে গড়িতে গড়িতে জোড় খুলিয়া যায়। সেকেলে ধরণগুলা সব গেল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

খেলারাম উপরে গেলে দুলালের মন কিন্তু বড়ই উতলা হইল। ভাবিলেন, কি লিখিয়াছে—পড়া হইল না, দুঃখ করিয়া ছেঁড়া ভাল হয় নাই; তখন পত্রখানি অনেক করিয়া জুড়িতে

চেষ্টা করিলেন। জুড়িয়া দেখিলেন, তাঁহার শালীর লেখা; পড়িলেন—

"নাথ।

আমার আর লিখিবার ক্ষমতা নাই, সন্তানটী হইয়া মারা গিয়াছে, জ্বর বাড়িয়াছে, বাবা বলিতেছেন—পীড়া শঙ্কাজনক; যদি স্ত্রী বলিয়া লইয়া থাক—তবে মরণের পূর্ব্বে যেন একবার দেখিতে পাই।

তোমার
কল্যাণী।"

পত্রপাঠে দুলাল শিহরিয়া উঠিলেন। সেই শিহরাণিতে তাঁহার যেন জ্বর বোধ হইল। ঘণ্টা চারি বাদে আবার একখানি পত্র আসিল, তাহা খেলারাম বাবুর নামে। পত্রখানি খেলারাম বাবুকে দেওয়া হইল। তিনি পাঠান্তে দুলালকে দিলেন। দুলাল নীচে আসিয়া কম্পিত-হস্তে পড়িলেন—

"বৈবাহিক মহাশয় সমীপেষু—

কল্যাণীকে লইয়া আসা অবধি আমি একদিনের জন্য সুস্থির নাহি, পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঔষধে কিছু মাত্র উপকার হয় নাই, গত দুইদিন হইল—একটী পুত্র সন্তান মৃতই প্রসব হয়, তাহার পর জ্বর দ্বিগুণ বেগে বহিতেছে—বিরাম নাই, আমার আশঙ্কা হইতেছে। বাবাজীকে যদি পাঠান, তাহা হইলে ভাল হয়; আমি একটু বল পাই। তবে, বলে যে কুলান করিতে পারিব, তাহা আমার ভরসা হইতেছে না; আপনাদের জিনিষ—আপনারা আসিয়া দেখিলে ভাল হয়। অধিক কি লিখিব? যাহা ভাল হয়, করিবেন। ইতি সন ১২—

দুলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, আমি সেখানে থাকিলে সত্যই শ্বশুর মহাশয়ের কিছু সাহায্য হয়, আমি নিজে চিকিৎসা করিব না বটে, কিন্তু কি হইতেছে—দেখিতে পাইব। আর বাটীতেও অন্য কেহ নাই, একা কমলিনী—বোধ হয় বড়ই কষ্ট হইতেছে. বাবা কি এ পত্রপাঠে যাইতে বলিবেন না?

এই বলিয়া সে দিন আর কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রাত্র হইল। খেলারাম বাবু কোন কথাই কহিলেন না। তখন ভাবিলেন—একবার বাবাকে নিজে বলিয়াই যাই। রোগের সময় বলিতে লজ্জা কি? আর এ সময় লজ্জাও ভাল নহে। বলিতে গিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, ভাবিলেন—আমার বেদনাটা একবার দেখ, তখন তাঁহার ঘড়ীর কাঁটার দিকে নজর পড়িল। মনে করিলেন, তবে আর বলিয়া কি হইবে? ট্রেণত আর নাই।

রাত্রে দুলালের বিষম জ্বর আসিয়া দেখা দিল, সমস্ত রাত্র অঘোর হইয়া পড়িয়া রহিলেন, আর কেবল কল্যাণীকে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কত কথাই হইল, কল্যাণীও কাঁদিল, দুলালও কাঁদিল।

প্রাতে উঠিয়া বসিলেন। ভাবিলেন, জ্বর হউক, আর যাই হউক, আজ যাইতেই হইবে। কিন্তু এ জ্বর-গায়ে বাবাকে কি বলিব? বাবাত ছাড়িয়া দিবেন না? বলি বলি—এইরূপ মনে করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। সেখানি দুলালের নামে, তাহাতে জানিলেন—প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, যদি দেখিতে চাও তবে শীঘ্র আসিবে।'

দুলাল পিতাকে এ সংবাদ দিলেন, তিনি কোন বিপদে পিতার নিকট এরূপ বলেন না। আজ তাঁহাকে বলিতে হইল, "কয় দিন শ্বশুর মহাশয় পত্র লিখিতেছেন, আমার যাওয়াই উচিত ছিল—আমি আজ যাইব।"

খেলারাম বলিলেন, "তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য এত পত্র লেখালেখি—আমার বোধ হইতেছে, রোগ যে এত শক্ত তাহা আমার বোধ হয় না।" বোধ হইতেছে—তাহার কারণ, তাহা হইলে খেলারামকে দুই চারি টাকার বেদানা, কিশমিশ, মিছরি কিনিয়া দিতে হয়, কিন্তু হঠাৎ সে খরচটা ভাল নহে। দুলালের মুখ দেখিয়া তিনি পীড়াটা শক্ত বলিয়া এখন বুঝিতে পারিতেছেন।

দুলাল বলিলেন, "আপনি যেরূপ বুঝিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না কারণ বাড়ী হইতে দুই এক খানা পত্র পাইয়াছি, মেয়েরা মিথ্যা লিখিবে না।" খেলারাম মনে মনে বলিলেন, 'ওই জন্যইত আজকালকার ছেলেগুলা ডুবিয়া মরে।' বলিলেন, "এ সময়ে তোমার একলা যাইলে চলিবে না, বিশেষ তোমার অসুখ শরীর, আর সময় অসময় কিরূপ চলিতে হয়—তাহাতে তোমরা অজ্ঞ, অতএব আমাকেও যাইতে হইবে।"

তখন বেলা আট নয়টা, যদি দুলাকে যাইতে বলিতেন, তাহা হইলে দুলাল গাড়ী ধরিতে পারিত, কিন্তু কর্ত্তার সাজ-গোজ করিতে করিতে আর আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তাহার পর বাহির হইয়া গাড়ী ধরিতে পারিলেন না—তখন ফিরিলেন। ঠিক হইল—বৈকালের গাড়ীতে যাইবেন। কারণ, দোকান

দুলালকে লইয়া উঠিবেন না—বড ভয় করে, দুলালকেও নৌকায় যাইতে দিবেন না।

যাইবেন, এই অসময় বা যে কারণেই হউক, সে দিন আর দুলালের জ্বর আসিল না, দেখিতে দেখিতে আবার বৈকাল আসিল। এই কয় ঘণ্টাকাল যে কিরূপে কাটিয়াছিল, তাহা দুলালই জানেন, আমরা জানিনা, ভাবিয়াছিলাম—সে ভাব বর্ণনা করিব, কিন্তু আমাদের এ সহজ ভাবে, সে ভাব কল্পনায় আসিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৈকালে আফিস হইতে কৃষ্ণকান্ত বাড়ী আসিলেন। আসিবার আগেই বামা আর শ্যামা দুই চাকর তিন চারি খানা চেয়ার লইয়া ছাদে রাখিল—ছাদটী বিলাসিনীর পাঠগৃহের সম্মুখেই। বাবু সেইখানেই প্রথমে দেখা দিলেন। তাড়াতাড়ি বামা দুই তিন ঘড়া জল লইয়া বাবুর হাত পা ধুয়াইয়া দিল। শ্যামা পরিধেয় বস্ত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া—বাবু তখন বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত আগে তামাক খাইতেন, কিন্তু এখন আর খান না, কারণ বিলাসিনীর নাকে বড গন্ধ যায়। কৃষ্ণকান্ত একেবারে ছাড়িতে পারিলেন না—চুরট ধরিলেন। বিলাসিনী তাহাতে আর কিছু বলেন না।

তখন বিলাসিনী গিন্নী, আপনি স্বহস্তে 'রেকাবে' করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা আনয়ন করিল। কৃষ্ণকান্ত

বলিলেন, "সাধ করিয়া কি তোমায় ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়—
তোমার গুণে।"

কামময়ী একখানি বই হাতে করিয়া আসিয়া কৃষ্ণকান্তের পার্শ্বের একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। বিলাসিনীও একখানি চেয়ারে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল।

কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কৃষ্ণকান্ত বিলাসিনীকে বলিলেন, "রতিকান্ত কোথায় ?"

বিলা। ভারত-বিড়ম্বনা সভার শীঘ্রই উদ্বোধন হইবে, তাই গিয়াছে—রতিকান্তের দেশের প্রতি বড় টান, ওর লেখা দেখিলেই জানা যায়।

কৃষ্ণ। এক্‌জিবিসন্ দেখতে যায় নাই সে ?

বিলা। কয় দিনই ত দেখিয়া আসিতেছে। তুমি কাম-ময়ীকে দেখাইয়া আনিলে—আমিও মনে করিয়াছিলাম যাইব। এ ত সভ্যতার গৌরব—অনেক দেখা যায়, অনেক বোঝা যায়।

কৃষ্ণ। না না—বিলাসিনি। আমার লোকের কাছে বড় কথা শুনিতে হয়। আনন্দরাম কোথায়, তাহাকেও দেখিলাম না ?

বিলা। তাইত বলিতেছি—তুমিও যেমন, সেটাও তেমন। কোথা হইতে একটা ভাগিনা লইয়া আসিয়াছে—না কিছু বোঝে, না কিছু শোনে—আমরা, যেটা না বুঝিতে পারা যায়, ততক্ষণ ছাড়িনা।

আনন্দরামকে লইয়া বিলাসিনীর এরূপ কথা, আজ নূতন নহে। কৃষ্ণকান্তের এ গুলি সওয়া বা জানা আছে। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, আজ তবে একটা কিছু হইয়াছে। বলিলেন, "কি হইয়াছে ? সে কোথায় ?"

বিলা। কোথায়? কে জানে, আমায় কি বলিয়া যায়? তোমার আদরের—তুমিই তাহা জান।

কৃষ্ণ। তুমি যদি তাহার উপর বিরক্ত হইবে, তবে সে কাহার নিকট দাঁড়ায়? তুমি আমায় ভালবাস—আমার ভিক্ষা, আমার জন্য তাহাকে ভালবাস—আমি তাহাকে বড় ভালবাসি।

বিলা। কোন কথা নয়—তুমি যাইলে আমি একটু ঘুমাইয়া, তা'কে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে, আমি বলিলাম—বাবু বোধ হয় গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন, আস্তাবোলেই আছে—প্রস্তুত হইতে বল, চল আজ একবার আমাকে ও কামিনীকে একজিবিসন্ দেখাইয়া আনিবে। কিছু বোঝেও না, আবার মনে মনে অহঙ্কার—বড় বুঝি; বলিল—তোমার কি সে পুরুষের মধ্যে যাওয়া ভাল দেখায়? আমি বলিলাম—সে কথায় তোমার কায কি? তোমার মামা বলিয়াছেন, (তুমি যেন বাড়ী নাই—তাত সে জানেনা) তাঁ'র কিন্তু সে কথায় গ্রাহ্য হইল না। সে বলিল—আমি লইয়া যাইতে পারিব না—মামা যদি আমায় বলেন, আমি তাঁহার উত্তর দিব। তা—সে তোমার যোগ্য হইয়া উঠিল—হইবে না কেন—(চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল)।

কামিনী বলিল, "গাড়ী চড়িয়া লইয়া যাইবেন, তাহাও পারেন না—বসিয়া বসিয়া খাইতে পারেন ত।

কৃষ্ণ। কামিনি! তোমার সে দাদা হয়—তুমি বই পড় কেন? দাদাকে ওই কথা বলিতে হয়?

বিলা। তাঁহার দোষত তুমি দেখ না—সে বসিয়া বসিয়া

খাইবে, আর পুঁজী করিবে—নহিলে সে এত খরচ করে কোথা হইতে? তাহাকে আবার মাসে মাসে ৭৲ টাকা করিয়া দেওয়া কেন?—খাইতে পরিতে দিতেছ, এই ঢের।

কৃষ্ণ। সে আবার পুঁজী করিল কিসে?

বিলা। কেন?—করেনা—এই সে দিন একটা ভিখারী আসিল, অমনি বাবু চারি গণ্ডা পয়সা দিলেন। পুঁজী না হইলে দেয় কোথা হইতে?—কেন, সে ভিক্ষা করে কেন? খাটিয়া খাইতে পারে না?

কৃষ্ণ। ভিখারীর উপর দয়া—সেত ভালই।

বিলা। ঐ জন্যই ত দেশ মাটী হইল। দাও বলিলাইত আর খাটিতে চায় না। না পাইলেই অবশ্য তাহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে নামে—তাহাদের দ্বারায় কত দেশের কার্য্য হয়।

কৃষ্ণ। তাহা বটে. মানিলাম—তোমারই জিত—তবে কি জান, যার দয়ার শরীর, তার পাত্রাপাত্র কি জ্ঞান থাকে?

বিলা। তুমি মাথায় মোট করিয়া লইয়া আসিবে, আর তিনি দয়ালু হইবেন - আমি কিন্তু তাহা সহ্য করিতে পারিব না। তুমি আফিস যাও, আমি হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি, কখন আসিয়া একটু জল খাইবে। নিজে খাটিয়া বুঝিতে পারিতেছ ত? গায়ের রক্ত জল করিয়া, তবে দু টাকা আসে—আমি আর এ মাসে পিয়নোটা কিনিলাম না।

কৃষ্ণ। তা তুমি যা বোঝ—পিয়নো কেনার চেয়ে দান ভাল—আমারও বোধ হয়; তবে, সে এখন কি বায় করে—তাহার ত কোন দোষ আমি দেখি না?

বিলা। তুমি দেখিবে কি প্রকারে—তোমার কাছে শিব।

সে দিন আমার একটু অসুখ বোধ হইয়াছিল—কামময়ী ওর কাছেই পড়া বলিয়া লইতে গিয়াছিল। তা—বাবুর বলিয়া দেওয়া হইল না—বিবি আসিয়া কত ভর্ৎসনা করিলেন।

কৃষ্ণ। কেন?

কামময়ী বলিল—প্রথমে বলিলেন, দিতেছি—বলিতেও বসিলেন—বইখানা দেখিয়া বলিলেন—এ সব বই কি মেয়ে মানুষে পড়ে? তোর আর পড়িতে হইবে না; রামায়ণ, মহাভারত পড়, যে কাজ হইবে; ও পড়া আমি বলিয়া দিব না। আমি বলিলাম, মা বলিয়া দিয়াছেন। মা'র কাছে আবার ভাল হইতে হইবেত, সে জন্য মা'র নিকট আসিয়া যেন কত ভাল মানুষের মত থাকে, উপদেশ দিতে আসিলেন—মা ধমকাইলেন, তাহা গ্রাহ্য হইল না—মার কথা বুঝিতেই পারেন না, চুপ করিয়া চলিয়া যাওয়া হইল।

বিলা। তা গ্রাহ্য হইবে কেন? সেই যে কথায় বলে—"যারে ঠাকুরে করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা।"

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—তা আমি আর তোমায় অযত্ন কি করিলাম, আমার সাধ্যমত তোমায় সুখে রাখিয়াছি—তোমায় কিছুই করিতে হয় না—আমার কি দোষ বল?

বিলা। সেত বাবার অনুগ্রহেই বলিতে হইবে—তোমার ক্ষমতা তুমিত জান। বাবা নাই ছড়িয়া পড়িয়া চাকরিটী করিয়া দিয়াছেন, তাই আজও করিয়া খাইতেছ—তা নহিলে, আমি কি টেঁকিতে পারিতাম?

কৃষ্ণ। যাহাই হউক, তোমারত কোন কষ্ট নাই।

বিলা। সুখই বা কোথায়? একটা মেয়ে—ভালয় নাই, মন্দেও নাই—তাহার সহিত তোমার আদরের ভাগ্নের নিত্য ঝগড়া—কেন গা। যাহার খাইবে, তাহারই দোষ গাহিবে? সে দিন বলা হইতেছে—বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, কায কর্ম্ম শিখিতে হয়, শ্বশুর বাড়ী গিয়া টের পাইবি—ওমা, ও ছেলে মানুষ, এই ত ১৩য় পড়িয়াছে বইত নয়—এখনও যার ছোট বলিয়া বিবাহ দিতে চাহি না—ও কি কায কর্ম্ম করিবে? আমরা অমন বয়সে চাকরের কোলে কোলেই বেড়াইতাম। কেন গা—ও শ্বশুরবাড়ী গিয়া কষ্ট পাইবে কেন?—এ দিলেশা দেওয়া কি ভাল হইয়াছে?—তা ও যদি ওরূপ করে, না হয় আমি বাপের বাড়ী যাইব—না হয়, উহাকে এখান হইতে বিদায় কর।

কৃষ্ণ। কোথায় যাইবে? গরীব—উহার কোন দোষ নাই।

বিলা। এমনি যদি আমার অপমান করাইবার ইচ্ছা, তবে আমায় বিবাহ করিয়াছিলে কেন? হিন্দুর ঘরে বাল্যবিবাহের এই দোষ। বর কন্যা যদি নিজের মনের মত বিবাহ করে, তাহা হইলে এ দোষ হইতে পারে না।

এ কথায় কৃষ্ণকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে বিলাসিনীরও যেন একটু রাগ থামিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—তাই তুমি বুঝি কামময়ীর বিবাহ দিতে চাওনা?

বিলা। তা কি তোমার জন্য হইবে? এইবার দিতেও হইবে। রতিকান্ত কামময়ীর এক সঙ্গেই দাও।

কৃষ্ণ। এতদিন ত দিতাম—তুমিই গোল কর—বাল্য-বিবাহ বাল্য-বিবাহ করিয়া বিরোধী হও। কই, এখন ছেলেকে আটকাইতে পারিতেছ না?

সে দিন আমার একটু অসুখ বোধ হইয়াছিল—কামময়ী ওর কাছেই পড়া বলিয়া লইতে গিয়াছিল। তা—বাবুর বলিয়া দেওয়া হইল না—বিবি আসিয়া কত ভর্ৎসনা করিলেন।

কৃষ্ণ। কেন ?

কামময়ী বলিল—প্রথমে বলিলেন, দিতেছি—বলিতেও বসিলেন—বইখানা দেখিয়া বলিলেন—এ সব বই কি মেয়ে মানুষে পড়ে ? তোর আর পড়িতে হইবে না, রামায়ণ, মহাভারত পড়, যে কায হইবে, ও পড়া আমি বলিয়া দিব না। আমি বলিলাম, মা বলিয়া দিয়াছেন। মা'র কাছে আবার ভাল হইতে হইবেত, সে জন্য মা'র নিকট আসিয়া যেন কত ভাল মানুষের মত থাকে, উপদেশ দিতে আসিলেন—মা ধমকাইলেন, তাহা গ্রাহ্য হইল না—মার কথা বুঝিতেই পারেন না, চুপ করিয়া চলিয়া যাওয়া হইল।

বিলা। তা গ্রাহ্য হইবে কেন ? সেই যে কথায় বলে— "যারে ঠাকুরে করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা।"

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—তা আমি আর তোমায় অযত্ন কি করিলাম, আমার সাধ্যমত তোমায় সুখে রাখিয়াছি—তোমায় কিছুই করিতে হয় না—আমার কি দোষ বল ?

বিলা। সেত বাবার অনুগ্রহেই বলিতে হইবে—তোমার ক্ষমতা তুমিত জান। বাবা নাই হড়িয়া পড়িয়া চাকরিটী করিয়া দিয়াছেন, তাই আজও করিয়া খাইতেছ—তা নহিলে, আমি কি টেঁকিতে পারিতাম ?

কৃষ্ণ। যাহাই হউক, তোমারত কোন কষ্ট নাই।

বিলা। সুখই বা কোথায়? একটা মেয়ে—ভাসুর নাই, ননদও নাই—তাহার সহিত তোমার আদরের ভাগ্নের নিত্য ঝগড়া—কেন গা! যাহার খাইবে, তাহারই দোষ গাহিবে? সে দিন বলা হইতেছে—বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, কায কর্ম্ম শিখিতে হয়, শ্বশুর বাড়ী গিয়া টের পাইবি—ওমা, ও ছেলে মানুষ, এই ত ১৩য় পড়িয়াছে বইত নয়—এখনও যার ছোট বলিয়া বিবাহ দিতে চাহি না—ও কি কাজ কর্ম্ম করিবে? আমরা অমন বয়সে চাকরের কোলে কোলেই বেড়াইতাম। কেন গা—ও শ্বশুরবাড়ী গিয়া কষ্ট পাইবে কেন?—এ দিলেশা দেওয়া কি ভাল হইয়াছে?—তা ও যদি ওরূপ করে, না হয় আমি বাপের বাড়ী যাইব—না হয়, উহাকে এখান হইতে বিদায় কর।

কৃষ্ণ। কোথায় যাইবে? গরীব—উহার কোন দোষ নাই।

বিলা। এমনি যদি আমার অপমান করাইবার ইচ্ছা, তবে আমায় বিবাহ করিয়াছিলে কেন? হিন্দুর ঘরে বাল্যবিবাহের এই দোষ। বর কন্যা যদি নিজের মনের মত বিবাহ করে, তাহা হইলে এ দোষ হইতে পারে না।

এ কথায় কৃষ্ণকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে বিলাসিনীরও যেন একটু রাগ থামিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—তাই তুমি বুঝি কামময়ীর বিবাহ দিতে চাওনা?

বিলা। তা কি তোমার জন্য হইবে? এইবার দিতেও হইবে। রতিকান্ত কামময়ীর এক সঙ্গেই দাও।

কৃষ্ণ। এতদিন ত দিতাম—তুমিই গোল কর—বাল্য-বিবাহ বাল্য-বিবাহ করিয়া বিরোধী হও। কই, এখন ছেলেকে আটকাইতে পারিতেছ না?

বিলা। হাঁ—উহারও এরূপ মন ছিলনা, বাল্যবিবাহে বড়ই বিরাগী ছিল—সুশীলাকে দেখিয়া সব ঘুরিয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। তা এখন রতির বয়স হইয়াছে।

কৃষ্ণ। আমিত আর আত্মারাম বাবুকে বলিতে ইচ্ছা করি না, যখন উহাঁর ইচ্ছা নাই—এসব কাযে জোর কিছু নয়। তুমি বাড়ীর ভিতর হইতে চেষ্টা কর—সুশীলাকে ঘরে আনিতে আমার বড় ইচ্ছা।

বিলা। না—না—অমন ঘরের মেয়ে কায নাই—লেখা পড়া কিছু জানে না—যেন পাগলী পাগলী—ভাল কথা বোঝেনা—তোমাকে লইয়া আমি ঢের ভুগিয়াছি, আবার উহাকে লইয়া আমি ভুগিতে পারিব না।

কামময়ী বলিল—"রিডিং ল্যাম্প দেখিয়া বলে, ওটা কি আলো গা—টেবিল চেয়ার দেখিয়া বলে, ওমা এত ইংরাজেই ব্যবহার করে,—আমায় ষ্টকিন্‌ পরিতে দেখিয়া বলে, ও মা? ওত পুরুষেই পরে—ওমেয়ে কায নেই বাবা।"

কৃষ্ণ। ওত ঠিক কথাই বলে—তোমার আর কি পরা ভাল দেখায়?

বিলা। তা যাই বল, ও মেয়ে আমার পছন্দ নহে। আমার এক ছেলে, পরীর মত বৌ হইবে, তবে ত আমি সুখী হইব।

কৃষ্ণকান্ত আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "এই যে বলিলে, বর কন্যার নিজের পছন্দমত বিবাহ ভাল; আবার তুমি পছন্দ করিতে যাও কেন?

বিলাসিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর তামাসা করিতে হইবে না।"

তখন কৃষ্ণকান্ত বাহিরে গেলেন। বিলাসিনী ও কামময়ী দৈনিক বিধান অনুসারে স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃগৃহে কল্যাণী রুগ্নশয্যায় শায়িতা, পার্শ্বে ভগ্নী—কমলিনী। দিনের পর দিন আসে, কিন্তু সকলের পক্ষে নহে। বুঝি আজিকার পর, কল্যাণীর জন্য দিন আর আসিবে না। তাই দিন আর ফুরাইতেছে না।

কল্যাণী বড় ব্যস্ত হইয়াছে, বলিল, "দিদি। পত্র লিখিলে, কই—কিসের জন্য লিখিলে—বুঝি বা দিন ফুরায়, বুঝি দেখার সাধ আর মিটিল না।"

কমলিনী বলিল, "সকাল বেলা টেলিগ্রাম গিয়াছে। বৈকালের গাড়ী ভিন্নত আর উপায় নাই, কাযেই সন্ধ্যা হইবে, আসিবেন বই কি?—তুমি একটু সুস্থির হও।"

কল্যাণী। দিদি—আর কয় মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল থাকিব? শরীরত অবশ হইয়া গিয়াছে, একবার তাঁহাকে দেখিবার বড় সাধ আছে—তাই এখনও নড়িতেছি।

কল্যাণীর ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। সে কম্পন মুখময় বিস্তৃত হইয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিল, তখন ধীরে ধীরে ব্যথায় ব্যথায়, দুই এক বিন্দু জল দেখা দিল।

কল্যাণী বলিল, "দিদি, একবার খুড়িমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যাইবার সময়, তাঁহার আশীর্ব্বাদ—বড়ই ইচ্ছা, যদি আবার জন্মিতে হয়, যেন তাঁহাদের মত শ্বাশুড়ী,

শ্বশুর, আর ঠাকুরপোদের মত ছেলে পাই। তাহাদের দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়, দিদি। আমি যাইলে তাহারা আমার জন্য কাঁদিবে।"

কম। কাল না হয় বাবা গিয়া তাঁহাদের সকলকেই লইয়া আসিবেন।

কল্যাণী। না দিদি। বাবাকে আর কষ্ট দিয়া কায নাই; আমার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল, দিন রাত্রে তাঁহার আহার নাই।

কম। হাঁ—এসময়ে দুলাল বাবুর, বাবাকে কিছু সাহায্য করা উচিত। তিনি আসিয়া, বসিয়া থাকিলেও বাবা বল পান। একলা পড়িয়া বড় কাতর হইতেছেন।

কল্যাণী। ওকথা দিদি, এখন আমার কাণে আর তুলিওনা। তাঁহাকে একবার দেখিবার সাধ আছে, কিন্তু বলিবার কিছু নাই—তিনি আমায় ফেলেন নাই, আমিই তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতেছি।

কমলিনী ঔষধের একটা পাত্র লইয়া বলিল—"কলি। একবার একটু হা কর—একটু ঔষধ খাও।"

কল্যাণী। কেন দিদি, আর ঔষধ কেন? এখনও কি তোমার বোধ—আমি বাঁচিব? যদি আজ একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও বাঁচি না বাঁচি একবার সাধ হইত; আর ত দিদি সাধ নাই—সাধ আছে দিদি, একবার দেখিতে, কিন্তু সে সাধ বুঝি রহিয়া যায়।

কল্যাণী ঔষধ খাইল না। কমলিনীর চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। বলিল—"বাবা বলিয়াছেন, যদি আজ না আসেন, তবে কাল গিয়া লইয়া আসিবেন।"

কল্যাণী। না—দিদি। আর ডাকিতে ইচ্ছা নাই—তাঁহার ধর্ম্ম, তিনি পালন করুন—আমি স্ত্রী হইয়া আর বিঘ্ন হইব না। আমার জন্য তাঁহার স্বর্গপথের হানি, আমা দিয়া যেন না হয়। আমার স্বর্গ তিনি—তাই দিদি, যাইবার সময় একবার সে স্বর্গ দেখিতে বড় সাধ হইতেছে।

কল্যাণীর মুখ যেন একটু কাঁদ কাঁদ হইল--কমলিনীর হাত দুটী ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দিদি। জন্মের মত যাইতেছি—একটী ভিক্ষা- আমার জন্য যদি একটী কায কর। নৌকা করিয়া লইয়া গিয়া একটীবার যদি আমায় দেখাও। আমিই ফেলিয়া যাইতেছি, আমিই দেখিয়া যাই। আমার যাওয়া—আর তাঁহার আসা, এত একই কথা দিদি।"

কমলিনী কাঁদিতে লাগিল, বলিল—"কলি। তোমার শরীরে কি আছে? উঠিতে গেলে মূর্চ্ছা যাও—তুমি ত যাইতে পারিবে না, একটু সার, তাহার জন্য আর ভাবনা কি? তোমার বয়স কি? রোগ কাহার না হয়—তাই বলিয়া কি ওসব মনে করিতে আছে?"

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল, কিছু ক্ষণ পরে বলিল—"নগেন্দ্র বাবুর শেষ দিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে—তিনি তোমার স্বামী, তাঁহার কথা তোমারও মনে আছে; তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি না মরিয়া যদি কমলিনী মরিত, তাহা হইলে ভাল হইত।" আমি তখন ছেলে মানুষ, সে কথা ভাল করিয়া বুঝি নাই—এখন বুঝিতেছি, আমি বড় ভাগ্য-বতী। কিন্তু এ সৌভাগ্যের মৃত্যুতেও আমার সুখ নাই, আমি তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতেছি। দেখা হইল না—দিদি যদি কখনও

দেখা পাও, বলিও—কল্যাণী যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে; আবার তোমায় বিবাহ করিতে, নচেৎ তোমার কষ্ট হইবে—পিতৃভক্তি বজায় থাকিবে না—কিন্তু কল্যাণীর চক্ষু যেন কল্যাণীর থাকে, কল্যাণীর আশা মিটে নাই, আবার আসিয়া যেন তাহা পায়।”

কল্যাণী আর কিছুই বলিতে পারিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে বৈঠকখানায় ‘শেজ’ জ্বলিল। বাবু আসিবার অগ্রে রামা ও শ্যামা তাকিয়া ইত্যাদি সমস্ত যথাবিধানে রাখিল। বাবুও আসিয়া দেখা দিলেন। দুই একটী বড় মানুষ ঘেঁসা বাবু—কায থাকুক আর নাই থাকুক, কিছু পান আর নাই পান—বৈঠকখানায় বাবুর আশায় প্রায়ই থাকেন, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায়—আজ তাঁহাদের কাহারও দেখা নাই।

কৃষ্ণকান্ত বাবু বসিলে, আত্মারাম বাবু উপর হইতে নামিয়া কৃষ্ণবাবুর সম্মুখে বসিলেন। বাহির বাড়ীর উপরেই তিনি থাকেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “আজ বড় ভাবিত হইতে হইল—আনন্দরাম বোধ হয় রাগ করিয়া বাড়ী হইতে গিয়াছে। এখনও আসিলনা, সে ত সন্ধ্যার পর কোথাও থাকেনা—সন্ধ্যাত হইল—বৈকালে কিছু খায় নাই।”

আত্মারাম বাবু বলিলেন, “হাঁ—সে আমার সহিত দেখা করিয়া বলিয়া গিয়াছে—“মামা আসিলে বলিবেন, আমি সুখচরে

চলিলাম।" দেখিলাম, তার মুখ কিছু দুঃখিত দুঃখিত। আমি বলিলাম—আজ কি আসিবে না? সে বলিল "এই কথা মামাকে বলিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন।"

কৃষ্ণ। হাঁ—আমিও তাই ভাবিতে ছিলাম, সে আসিবে না। তবে কি জানেন, আমি মামা—মামা থাকিতে কি কেউ মাসীর বাড়ী থাকে? ইহাতে আমার অপমান। আর আমার ভাবনাই বা কি? ঈশ্বর আমার উপর চাহেন নাই, তাহাত নহে—তাহার জন্য কি আমায় স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে? কিন্তু তাহার যথেষ্ট উপকার হয়। তা—মহাশয় বাড়ীতে আমায় ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে—আমি কিছু বলি না, পাছে তাহার উপর আবার গোল করে—কিন্তু তাহাতেও ছাড়িয়া কথা কহিতেছে না। আমি কিন্তু আর সকল দিক বজায় রাখিতে পারি না। আপনি কেমন আছেন বলুন?

আত্মা। আমি বেশ আছি। আনন্দরাম কি সেইখানেই থাকিবে?

কৃষ্ণ। না, আমি তাহাকে পত্র লিখিয়া বা লোক পাঠাইয়া লইয়া আসিব। আমার একটী ভাগিনা—আর আমায় বড় ভালবাসে।

আত্মা। আমি আসিয়া অবধি দেখিতেছি, আনন্দরামের শাস্ত্রে বড় অচলা ভক্তি। শাস্ত্র-আলোচনাতেই অধিকক্ষণ থাকে—বেশ বোঝেসোঝে, ছেলেটা বেশ।

কৃষ্ণ। কিন্তু প্রকাশ্যে নহে। কই—কাহারও সহিত বাক্‌বিতণ্ডায় থাকিতে দেখিনা। আপনিই আপনার মনে যাহা হয় করে—অনেক বিজ্ঞ লোকের সহিতও আলাপ আছে।

আত্মা। বয়সও প্রায় ২০।২৫ হইল। আপনি একটী বিবাহ দিয়া দিন—আপনার আশ্রয়েই যখন আছে।

কৃষ্ণ। আপনি সমস্ত জানেন না। আনন্দের পিতার অবস্থা বড় ভাল ছিল না—আর তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার ধাতই আনন্দ পাইয়াছে। বিবাহ দিতে পারেন? আমিত আজই রাজি—আমিত তাই চাই। সম্মত হয় কই? আমিত এত চেষ্টা করি।

আত্মা। সে সকল আমি শুনিয়াছি—জয়নগরে আনন্দের বাড়ী আছে—কোন্ গাঁয়ে আনন্দের গুরু আছেন।

কৃষ্ণ। না—আনন্দের গুরুত [illegible] আছেন।

আত্মা। তিনি কুলগুরু। আনন্দ আবার কোন সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে।

কৃষ্ণ। বটে—আমিত তা জানিনা। সেই জন্যই বুঝি বিবাহ করিতে চায় না।

আত্মা। না—তিনি সন্ন্যাসী হইলেও উহাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। আনন্দ বলে "যদি বিবাহ না করিয়া পবিত্র থাকা যায়, তবে তাহার বিবাহে অনুমতি নাই, আর তাহা যদি না হয়, তবে বিবাহ করিয়া ধর্ম্মলাভই উত্তম।"

কৃষ্ণ। তবে করুক না কেন?

আত্মা। ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইচ্ছা—বিবাহ না করিয়া পবিত্র থাকে।

কৃষ্ণ। তবে, বোধ হয় ও সন্ন্যাসীই হইবে?

আত্মা। তা বলা যায় না—বিবাহও করিতে পারে, আপাততঃ ইচ্ছা নাই—কিন্তু আমার বোধ হয়, সংসার ভিন্ন

ধর্ম্মলাভ হয় না, তবে যোগ অবধি হইতে পারে, তাহাতে আর লাভ কি? বস্তুলাভ না হইলে সাধনের প্রয়োজন?

কৃষ্ণ। আনন্দরামের পিতা আনন্দরামের বিবাহ দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি আজও চেষ্টা করি—কিন্তু আনন্দ কিছুতেই সম্মত হয় না। বাড়ীতে শুনিয়াছি, বলে—"বেড়ী যদি ঈশ্বর দেন নাই, তবে গড়ো করিয়া কেন?"

আত্মা। কই?—আনন্দরাম ত সংসারীকে ঘৃণা করে না।

কৃষ্ণ। না, আনন্দরাম আমি যেমন জানি, তাহাতে বলিতে পারি—পরের ব্যথা বুঝিতে, না পরকে ভালবাসিতে, আনন্দরাম জানে।

আত্মা। স্বভাবও বেশ ভাল বোধ হয়। হাসিত মুখে লেগেই আছে দেখিতে পাই।

কৃষ্ণ। অতি সুন্দর। আমার বাড়ী ছাড়া, আর যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—সেই সুন্দর বলিবে।

আত্মা। আপনার বাড়ী ছাড়া কেন?

কৃষ্ণ। কেন, তাহা বলিতে পারি না। রতিকান্তের সহিত এক দণ্ড বনে না। তবে সে ঝগড়া কখন করে না। কারণ কি জানেন, সে চায় সেই আমার বাপ। আর এখনকার ধরণত জানেন। রতিকান্ত এখন ইংরাজী ধরণে চলিতে যায়, আর না চলিয়াই বা কি করে - সব হইয়াছে তাই - আমি ওসব বুঝি না। আমি ইহারও অনেক ভাল দেখি, উহারও অনেক ভাল দেখি—কাহাকে ফেলি। আর যোগাতে গেলে, বড়ই অশান্ত হইয়া উঠে। সেই অশান্তির ভয়ে চুপ করিয়া থাকি, কোন কথায় নাই, কাহার সহিত কথা কহিব—সকলেই একরূপ।

তবে ইংরাজী এখন না হইলে চলে না, নিজের দিয়াই ত দেখিতেছি। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমাদের নাই, ইংরাজীই পড়িতে হয়, আর তা খুব ভাল; কাযেই সেগুলি না শিখিলে চলিবে কেন? তাই বলিয়া কি বাপ পিতামহের ধর্ম্ম ফেলিয়া দিব? আমি অতটা বুঝি না, তাই মধ্যে মধ্যে বড়ই অশান্তি হইয়া উঠে—আবার ভয়ে চুপ করিয়াও থাকিতে হয়।

আত্মা। আপনি বাড়ীতে সেইরূপ শিক্ষা দেন না কেন?

কৃষ্ণ। শিক্ষা দিই বা কাহাকে বল দেখি, উহারা যাহা বলে, তাহাতে আর শিক্ষার প্রয়োজনই ত দেখায় না। আর যাইবই বা কোথা? যেখানে যাইব, সেখানেই ত ঐরূপ। এখন ইংরাজী পড়িয়া সবেই ইংরাজ হইতে চায়।

আত্মারামের, দুই একটা কথায় কৃষ্ণকান্তকে চিনিবার ইচ্ছা ছিল, সে ইচ্ছা পরিপূরণ দেখিয়া তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না। ভাবিলেন—বীজ ভাল হইলে কি হইবে, ক্ষেত্র বিশেষে পড়িয়া জলিতে বসিয়াছে। এ অবস্থায়, আর এ ঋতুতে, জল দিলে পচিয়া যাইবে। যাহা আছে তাহাই ভাল, তবে দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে সুবাতাসে যদি কিছু হয়—দেখিতে হইবে। কেন না আমার উপকারী,—উপকারীর উপকার মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন বুটপায়, কোট পেণ্টুলানে ঢাকা, এক দিব্য মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল।

ইনিই রতিকান্ত। পাঠকগণ একবার ভাল করিয়া মানস-চক্ষে দেখিয়া লউন।

কৃষ্ণ। কোথায় গিয়াছিলে?

রতি। 'ভারত-বিড়ম্বনা' সভায় একবার যাইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণ। এত রাত্র?—কি কর বুঝিতে পারি না।

রতি। না, এতক্ষণ 'প্রেসে' ছিলাম।

কৃষ্ণ। দেখ—প্রেসটা করিয়াছি, তোমারই উপকারের নিমিত্ত। তুমি চাকরী করিবে না, তোমার প্রতিজ্ঞাই দেখিতেছি। যাহা হউক প্রেসটী যাহাতে চলে—তাহাতে মন দাও; তুমি বড় হইয়াছ, তোমায় কি বলিব। আমি যত দিন দেখিতে পারিয়াছিলাম, ততদিন ত বেশ চলিয়াছিল—এখন কি করিতেছ বলিতে পারি না।

রতি। না—প্রেস ত বেশ চলিতেছে। যাহাতে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল হয়, তাহাই আমার ইচ্ছা। বাঙ্গালা ভাষা কি ছিল, আর কি হইয়াছে—বলুন দেখি। তবে বাঙ্গালায় বা সংস্কৃতে অনেক জিনিষ নাই, সেগুলি ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় আনিতে হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গালা একটা ভাষার মধ্যে গণ্য হইবে। তা—আজকাল প্রেস হইতে যে ভূরি ভূরি বই বাহির হইতেছে, এতে প্রেসেরও উন্নতি, ভাষারও উন্নতি। সংবাদপত্র কয়খানা ছিল? আজকাল ত তাহারই জোরে গভর্ণমেণ্টকে বুঝিয়া কায করিতে হয়।

কৃষ্ণকান্ত,—রতিকান্ত বা বিলাসিনীর বক্তৃতা আরম্ভ হইলে চুপ করিতেন—তাই চুপ করিয়া রহিলেন। আত্মারাম ভাবিলেন—সুশীলাকে বিবাহ করিতে চান, একবার নাড়িয়া দেখি। বলিলেন, "কই বাবু! তোমরাই হইচই কর, গভর্ণমেণ্ট যাহা করিবার তাহাই করে, আমি ত তাহার কিছু বুঝিলাম না।"

রতি। দাঁড়ান, ক্রমশঃ হইবে।

আত্মা। হাঁ—একবার মুখ বন্ধ করিয়াছিল, সেটা দেখিতে শুনিতে ভাল নহে দেখিয়া, এবার প্রকারান্তরে করিয়াছে—আর না করিবেই বা কেন? কেবল গালাগালি দিলেই যদি কার্য্য হইত, তবে বিনয় বলিয়া কথাটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। বাবু—জেতা আর বিজেতার ভাব এক হইলে কি চলে?

রতি। জেতা আর বিজেতা বলিতেছেন—ইংরাজেরা কি আমাদের দেশ যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছিল?

আত্মা। যুদ্ধ ত নানা প্রকার। না হয় তরবারি লইয়াই যুদ্ধ কর নাই, কৌশল যুদ্ধে ত তোমরা হারিয়াছ? আজও কোন্ না হারিতেছ? এই যে তুমি কোট পেণ্ট্‌লন পরিয়াছ—কেন? উহারা কি বলিয়াছে—তাহা নহে। উহারা তরবারি লইয়া কাপড় কাড়িয়া লইয়াছে? তাহা নহে। কিন্তু এমন ভিতরে ভিতরে কৌশল খাটাইয়াছে, তাহা তুমি না বুঝিতে পারিয়া হারিতেছ। হারিতেছ বলিতেছি, তাহার কারণ আছে, তুমি কি বলিতে পার, তুমি যদি হাজার সাহেব-ঘেঁসা হইয়া যাও—কেহ যদি বিলাতে গিয়া দেখিতে ঠিক সেইরূপই হয়, তাহাকে কি কেহ সাহেব বলিবে? একটা বিশেষণ দিবেই,

বলিবে 'বাঙ্গালী-সাহেব'। তবে বল দেখি, যাহাদের অনুকরণ করিতে গেলে, তাহারা লইবে না, যাহাদের ছাড়িলে, তাহারাও আর লইবে না—তবে কি জন্য ওরূপ কর। যদি বল একটা ভাল জাতি হওয়া, আমি বলি—সঙ্করজাতির আবার ভাল মন্দ কি রহিল। তাহাতে যাহা পারিবে, তাহা ত তাহার নহে। যাহা ভাঙ্গিয়া হইয়াছে - সেই মূলের। তাহাতে তোমার অহঙ্কারের কি রহিল? যদি তুমি একটা নূতন কিছু করিতে পার, আর তাহা যদি সর্ব্ববাদিসম্মত হয়, (অবশ্য তোমার জাতির মধ্যে), তাহা হইলে বুঝি বা একটা অহঙ্কারের কথা বটে। তাহা কি 'বাঙ্গালা সাহেব' না হইলে হয় না?

আত্মারামের আর কথা কহিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি দেশ কাল পাত্র না দেখিয়া, কথা বলিতেন না।

কৃষ্ণকান্ত এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। আত্মারামকে চুপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "আত্মারাম বাবু, আজ হইতে আপনি আমার বন্ধু হন—আমার ইচ্ছা। আমি তাহা হইলে সংসারে বল পাই। আপনাকে আমি যে চক্ষে দেখিতাম, আজি হইতে সে চক্ষে আর দেখিব না। আমি জানিলাম, আপনার মূল্য ১৫।২০ টাকা নহে।

আত্মা। বন্ধুর মূল্য এত কম নহে, যে মনে করিলেই তাহা লাভ হয়। আমি বন্ধুর স্বরূপ আপনাকে পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি আপনার বন্ধু হইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা বটে—কিন্তু দুই পাল্লা সমান না হইলে, বন্ধুত্ব বলিয়া জিনিষটীর উদয় হয় না।

কৃষ্ণ। তৌলে সমান হইবে না সত্য, আমিও তাহা জানি;

কিন্তু যদি সমান করিয়া লওয়া হয়। ধরিয়া লউন—আপনি দরিদ্র, আমি ধনী—আমি মূর্খ, আপনি জ্ঞানী।

আত্মা। করিয়া লইতে পারিলে হয়—কিন্তু করে কে? সংসার বড় কুটিল, সকল সময় ঠিক থাকিতে পারা যায় না—পারে কে? মনের ইচ্ছায় তাহা হয় না, যদি প্রাণের ইচ্ছা হয়—তবেই হয়।

কৃষ্ণ। আমি ভাবির—কাহার ইচ্ছা।

রতিকান্ত ভাবিল, পিতার টাকা আছে, এ দরিদ্র। যদি পিতা রক্ত-রোগে যান, তাহা হইলে পিতার অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। কিন্তু সেটা ভাল নহে। আমাদেরও কত বন্ধু আছে, তাহাতে আবার করিয়া লওয়ানাদি কি? মনে করিলেন, দুই চারিটা কথা উত্থাপন করি, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত ও আত্মারামের দুই চারিটা কথার মধ্যে মাথা মুণ্ড, হাত, পা ঠিক করিতে পারিলেন না। অগত্যা কি লইয়া কথা তুলিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সুশীলার মুখ মনে পড়িল। মনে মনে বলিলেন, সুশীলা। তোমার খাতিরে তোমার পিতাকে কোন কথা কহিলাম না—এতদিনও কহি নাই—তোমাকে কিন্তু আমার হইতে হইবে।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। গোলোকচন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডাক্তার সঙ্গে কল্যাণীর নিকট আসিলেন—আনন্দধাম পশ্চাতে পশ্চাতে।

আনন্দরামের মেসো গোলোকচন্দ্রের প্রতিবাসী। গোলো-কের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয়, আর দূরস্থ সম্বন্ধও আছে। আনন্দরাম কলিকাতা হইতে আসিয়া কল্যাণীর রুগ্নশয্যা দেখেন। রোগীর পরিচর্য্যা আনন্দরামের স্বভাব। বিশেষ আনন্দরাম, কল্যাণী, কমলিনী যেন ভাই ভগীর মত—কেহ কাহাকে লজ্জা করে না। আনন্দরাম বাড়ীতে খাইয়া আসেন মাত্র, গোলোকের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছেন। আনন্দকে পাইয়া গোলোকের অনেক সাহস বাড়িয়াছে।

ডাক্তারবাবু কল্যাণীর হস্ত ধরিয়া দেখিলেন। গোলোক-চন্দ্র ডাকিলেন, "মা। এখন কেমন আছ?"

কল্যাণী ধীরে ধীরে বলিল, "দুপুর বেলা হইতে বেশ আছি, কোন কষ্ট নাই।"

ডাক্তার অধিকক্ষণ বসিলেন না।

কমলিনী আনন্দরামকে বলিলেন, "তিনবার ঔষধ খাইবার সময় গিয়াছে, খায় নাই; তুমি ছিলেনা, খাওয়াইতে পারি নাই, এখন একবার দেখ দেখি। আনন্দরাম ডাক্তারকে বলিলেন, ডাক্তার কোন কথা না কহিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, "আর কেন—নাড়ী বোধ হয়, সেই দুপুর বেলা হইতেই গিয়াছে; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহা কেবল শেষ চিকীর্ষা মাত্র।"

গোলোকচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ডাক্তারের এই কয়টী কথায় তাঁহার হাত পা যেন ভারী হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে উপায়?"

ডাক্তার। যদি বৃদ্ধা হইতেন, তবে গঙ্গাযাত্রা করিতে

বলিতাম, কিন্তু এ বয়সে তাহা কায নাই, আর বিশেষ চৈতন্ত রহিয়াছে, এ রকম পীড়ায় প্রায় মরণ অবধিই চৈতন্য থাকে।

গোলোকচন্দ্র ডাক্তারবাবুকে চারিটী টাকা দিতে গেলেন।

ডাক্তার। আনন্দবাবুর নিকট আপনার অবস্থা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে এ সময় আপনাকে টাকা দিতে হইবে না। আমি আনন্দকে বড় ভালবাসি, তাহাতে—আনন্দের ভগ্নীর পীড়ায় আমি টাকা লইব না। আর বিশেষ আমি আসায়, আপনার কোন উপকার হইল না।

গোলোক। আপনার ত কষ্ট হইল—সে আমার কপাল।

ডাক্তার। কপাল লইয়াই ত সকলেই ফিরে, আপনারও চারি টাকায় এখন অনেক উপকার দিবে।

ডাক্তারবাবু যখন যান, তখন গোলোকচন্দ্র বলিলেন, "তবে এখন কি করা যাইবে?"

ডাক্তার। কি করিবে—তাহা আর বেশীক্ষণ ভাবিতে হইবে না। যদি রাত নয়টার পর এইরূপ দেখেন, তবে আমার নিকট আনন্দকে পাঠাইতে ভুলিবেন না। তবে—তাহার আশাও অতি অল্প।

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন। গোলোকচন্দ্রের মুখ ঘোর হইয়া আসিল।

আনন্দ বলিল, "করিতেছেন কি? মরণের সময় যে ভাব হৃদয়ে আসিবে, সেই ভাবেই গতি হইবে; আপনি পিতা—কাঁদাইয়া পাঠাইবেন? যাহা লোকের নিত্য, তাহার জন্ত শোক বা আনন্দের কি আছে?"

গোলোকের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। দুঃখ যেন রাবি-

রূপে চক্ষু দিয়া বহির্গত হইতে হইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। গোলোকচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া কমলিনীকে বলিলেন, "ঔষধ খাইতে না চায়—আর দিওনা, এখন একটু ঘুমাইতেছে দেখিতেছি, তুমিও স্থির হইয়া থাক। সন্ধ্যা হইয়া গেল, ছলাল তবে আর আসিতে পারিল না দেখিতেছি, কাল না হয় আমিই গিয়া লইয়া আসিব।"

কল্যাণী বলিল, "কাহার জন্য—কোথায় যাইবে? আর কোথাও যাইতে হইবে না—আমিই যাইতেছি; কিন্তু ঋণশোধ হইল না। ভাবিয়াছিলাম, দিন পাইলে তোমাদের মুখ একবার ভাল করিয়া দেখিব; কিন্তু দিন পাইতে না পাইতে—ঋণই বাড়িয়া গেল; শোধ আর হইল না। বাবা! যাইবার সময় আশীর্ব্বাদ কর, সে আশীর্ব্বাদে যেন পুনর্জন্মে তোমাদের ঋণ বলিয়া মনে হয়, আর যেন শোধ হয়। দিদি! পিতার তুমি ভিন্ন পুত্র কন্যা আর রহিল না, দেখিও পিতার যেন কষ্ট না হয়। সংসারে মা নাই, বিধবা তুমি, তোমার মুখ মনে করিয়া মা'র মুখ মনে পড়িতেছে। মা ভিন্ন বিধবা কন্যার যত্ন কে বুঝিবে?"

কমলিনী ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আনন্দরাম দূর হইতে হাত নাড়িলেন। কল্যাণী বলিল, "কাঁদিও না, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আমায় একটু উঠাইয়া বসাও।" তখন কমলিনী ধরিয়া উঠাইয়া বসাইল। গোলোকচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই যে দাঁড়াইয়াছিলেন, বসেন নাই। এখনও দাঁড়াইয়া।

কল্যাণী বলিল, "দিদি! আমায় কে দেখিতে আসিতেছেন, আমায় দেখাও—নহিলে আর দেখিতে পাইব না।"

গোলোকচন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, সেই-খানে বসিয়া পড়িলেন। কল্যাণীর চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। কমলিনী বলিল, "কলি! কলি!—একটু জল খাবে?" কলির আর উত্তর নাই—কথা জড়াইতে লাগিল। অতি কষ্টে বলিল, "পিতা! তুমি রহিলে, দিদি রহিল—আজ হইতে তুমি দিদির 'মা' হইলে—আজ হইতে দিদি তোমার 'মা' হইলেন", বলিতে বলিতে যেন মুখ বিষণ্ণ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম কল্যাণীর পার্শ্বে বসিলেন; পার্শ্বে বসিয়া, কাশীধামের বিশ্বেশ্বর মন্দিরের—সেই সন্ধ্যা আরতির স্তোত্র—সেই সুরে নিজ ভক্তি মাখাইয়া কল্যাণীর কর্ণকুহরে ঢালিতে লাগিলেন।

তখন কল্যাণীর মুখ যেন প্রসন্ন হইল। মুখে যেন ঈষৎ হাসি দেখা দিল—হাসিতে হাসিতে কল্যাণী যেন চলিয়া গেল।

এ মুহূর্ত্তে কল্যাণী আর নাই। জীবন অবধি পণ কর—রাজা রাজ্য দিন—যোগী যোগ ত্যাগ করুন—ভোগী যোগী হউন—কল্যাণী আর ফিরিবে না। এ রহস্যের কোন অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, জানিয়া শুনিয়া বাঁধা হাত পায়ে, এই রহস্যে পড়িয়া, নাচিতে খেলিতে হইতেছে—এই বড় দুঃখ।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

রতিকান্ত খান 'দান' বেড়ান, আর বিবাহের -মন-দর্শনের যদি কিছু থাকে, তবে ভাবেন। ভাবিয়া কিছু কূল পান না—দেখেন—বসে বসে ভবা, কেবল ভাসিতেই হয়। ভাসেন—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এখনও তরণীখানা ঠিক হয় নাই। যেরূপ

মহাসমুদ্রের দিকে টান ধরিয়াছে, তাহাতে তরণী না পাইলে, স্রোতের টানটা, গুঁজড়াইয়া লইয়া মাটীর দিকেই ধায়, তখন একটু চিন্তা হয়। মনে হয়, সুশীলা! অতল অবধি দেখিব, কিন্তু দেখিও, যেন না মরিতে হয়। তুমি কি আমার হইবে না?

মনের কিন্তু সন্দেহ আছে—মন বুঝায়, সুশীলার জন্য তুমি কাতর, সুশীলা আজও তাহা বুঝে নাই; বুঝাও—দেখাও, বুঝাইয়া—দেখাইয়া, সুশীলা তোমার হইবে।

প্রেমিকের মন প্রেমের দিকেই ধায়। প্রেমটী এমন জিনিষ, তাহার চিন্তাও যেন কোমল হয়। সে কোমল চিন্তায়, মনকেও যেন কোমল করে। সেই কোমলতা বড় বিশুদ্ধ। অশুদ্ধ ভাব, আর হৃদয়ে দেখিতে ইচ্ছা হয় না, কাযেই মন হইতে যদি অশুদ্ধ ভাব যায়, তবে দেহেতেই বা অশুদ্ধ ভাব থাকে কেন? তাহাতেও যেন মনের সে কমনীয় ভাবের বৈলক্ষণ্য হয়, সেজন্য তিনবেলা সাবান তোয়ালে ব্যবহার হইতে চলিল। আশা—সুশীলা যেন তাহা দেখে।

অনেক গুট কাপড়। সেগুলিও আর যেন তেমন কোমল বলিয়া বোধ হয় না। দর্শনেই আকর্ষণ, যখন সেগুলিতে কোমলের আকর্ষণ নাই, তখন অবশ্যই তাহা কঠিন। কিন্তু এখন কঠিন—গায়ে বড় বাজে। বাজে—কারণ, কোমল চক্ষু ইহাতে আকর্ষিত হইবে না, তবে এ কাহার জন্য? 'আর কচি খানা, পর কচি কিনুনা—এ কথার মর্ম্ম তখন বুঝিলেন। কিন্তু আশা—সুশীলার চক্ষু যেন ইহাতে পড়ে।

সর্ব্বদাই মুখখানা দেখিতে ইচ্ছা হয়। কোন সময়ে কোন কোমল চক্ষু বা সুশীলার—সে স্বর্গ চক্ষু—পড়িবে, তখন যদি সে

কোমল প্রাণে টিট্‌কারি উঠে, তবে সে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষাও মরণ ভাল। যদি বাঁচিয়া থাকিয়া কোমল প্রাণে, কোমলতা ঢালিতে না পারিলাম, তবে—প্রয়োজন? মুখখানি যত্নের সহিত হাসি হাসি রাখিতে হয়, কে জানে—কোন সময়ে সুশীলার কোথা হইতে চক্ষু পড়িবে—সুশীলা যদি না ভালবাসিতে চায়! হাসির ভাব কি সুন্দর যত্ন করিয়া হাসি রাখিতে গেলেও মানুষকে অনেক কোমল করে। রতিকান্ত ভাবিলেন, 'এইরূপ যদি সকল হৃদয়েই স্ব স্ব হাস্যরবীর আবির্ভাব হয়, তবে এই হাসিই জগৎ জুড়িয়া যায়—জগৎ প্রেমের জগৎ হইয়া উঠে। ইহাতে রাগ নাই, দ্বেষ নাই, ঘৃণা নাই—কেবল এক হইতে বলে—মরি মরি!'

রতিকান্তের আর সে ভাব নাই। রতিকান্ত এখন ধীর, বিনয়ী। সে চঞ্চল গতি এখন একটু কম, ধীরে ধীরে পদ-সঞ্চারের মত। কথাগুলি ধীরে ধীরে, শ্রবণ ধীরে ধীরে, কণ্ঠটী যেন কোমল হইতেও কোমল। নিজের ভাবে নিজেই রতিকান্ত, অপূর্ব্ব প্রেমের জগতে—ধীরে ধীরে পদসঞ্চারে।

রতিকান্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন।

সুশীলা, রতিকান্তের গৃহে আসিয়া বলিল, "আমায় ডাকিয়াছিলেন কেন?"

রতিকান্ত বলিল, "ডাকিয়াছিলাম—মা তোমার জন্য কাপড় আনিতে বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান। আমি কতকগুলি নমুনা স্বরূপ আনিয়াছি, তুমি পছন্দ কর—আমার পছন্দে তোমার পছন্দ হয় কি সুশীলা?"

বিলাসিনীকে সুশীলা 'বড় মা' বলিত। সুশীলা বলিল

বড় মা আহ্লাদ করিয়া দিবেন, আমি লইব ; নচেৎ আমার ত প্রয়োজন নাই—আমরা গরীব—ও কাপড় কি করিব ?”

রতি। সুশীলা! তোমার বিবাহ হইবে, তুমি গরীব কি চিরদিন থাকিবে ?

সুশীলা। পছন্দ করিতে হয়, মা করিবেন—কারণ, মা দান করিবেন।

এই বলিয়া সুশীলা চলিয়া যায়, রতিকান্ত ডাকিলেন, “সুশীলা।” সুশীলা দাড়াইল।

রতি। সুশীলা। তুমি আমার নিকট থাকিতে চাওনা, কিন্তু আমি তোমার নিকটে—মনে সর্ব্বদা থাকি। তোমার কি ইহাতে একটু দয়া হয় না ?

সুশীলা ভাবিল, আর দাড়ান উচিত নহে, কিন্তু ‘দয়া’ কথা শুনিয়া সুশীলার বস্তুতই একটু দয়া হইল। বলিল, “আমরা আপনাদের দয়ার পাত্র, কারণ আপনাদের আশ্রয়ে আমরা আছি, আপনাদের আমরা কি দয়া করিতে পারি ?”

রতি। দয়া করিতে পার—সুশীলা! তুমি কি আমায় ভালবাসিবে ?

সুশীলা। আপনারা আমাদের উপকারী, আপনাদের যাহাতে ভাল হয়—বাবা, মা তাহাতে আশা করেন, আমি কেন করিব না ? আমি আপনাদের ভক্তি করি, ভালবাসি।

রতি। সুশীলা। তুমি এখনও বালিকা, তুমি মা’র নিকট যাইয়া কাপড়ের কথা বল, তোমার মা পছন্দ করিবেন।

সুশীলা চলিয়া গেল। রতিকান্ত মনে মনে বলিল, ‘সুশীলা!

আমি যে তোমায় বালিকা মনে করিতে পারিতেছি না, তুমি কি আমার বেদনা সত্য সত্যই বুঝিতে পার না?'

সুশীলার যাইতে যাইতে মনে হইল, 'আমায় দেখিয়া রতিকান্তের ওরূপ মুখ হয় কেন? যেন কাঁদ কাঁদ—ঠোঁট কাঁপিতে থাকে, আমায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা। বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে কি এইরূপই হয়? আমার ও বরে কায় নাই—বাবা, মা যেন দিবেন—উনি যে কোট পেণ্টুলন পরেন, সাবান তোয়ালে ব্যবহার করেন, আমার ও ভাল লাগে না। আর মা, বাপকে কই ভক্তি করেন? কই ভালবাসেন?—অমন বরে আমার কায নাই।"

"অমন বরে আমার কায নাই" মনে মনে হইল বটে, কিন্তু রতিকান্তের মুখখানা সুশীলার বার বার মনে হইতে লাগিল, সুশীলার যেন একটু ভাবিতে ইচ্ছা হইল।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দিনের আলো ঘুচিয়া রাত্রির অন্ধকার, যখন গোলোকচন্দ্রের বাটী ঘিরিল, তখন গুটি গুটি খেলারাম, সঙ্গে দুলাল গোলোকচন্দ্রের বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখা দিলেন। সেকেলে বাড়ী, গ্রামই জনশূন্য প্রায়, বাড়ীতে লোক কোথায়? একা গোলোকচন্দ্র দুইটী কন্যা সহায়, তাহাও বিধির সহ্য হইল না।

বাড়ী ঢুকিয়াই খেলারাম, ক্রন্দনের রোল শুনিতে পেলেন। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন?—কে কোথায়? দুলাল দ্রুতপদে

অন্দরমহলের দিকে যাইতেছিলেন। খেলারাম ডাকিলেন, "দুলাল ?" দুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল।

খেলা। আর কি দেখিবে ?—বুঝিতে পারিতেছ না ?

দুলাল দাঁড়াইয়াছিলেন। শরীর হইতে বল যেন কে হরণ করিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। খেলারাম বাবু গিয়া হাত ধরিলেন, বলিলেন, "ভাবনা কি ?—একটা গিয়াছে দশটা হইবে।"

তখন গোলোকচন্দ্র বহির্ব্বাটীতে আসিলেন, দেখিলেন সম্মুখে বৈবাহিক, সঙ্গে জামাতা, বলিলেন, "বাবাজী যদি আর দুই চারি মিনিট আগে আসিতে, তবে একটা আক্ষেপ থাকিত না। সে ত জন্মের মত গেলই, যাইবার সময়ও একটু সুখী হইত।"

খেলারামবাবু বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, তবে কি করা যাইবে, পৃথিবীর গতিই এইরূপ, কবে আছি কবে নাই—তবুও মানুষ বোঝে না।"

গোলোকচন্দ্র বলিলেন, "তা—ভাল, বাবা! তাহাকে যেমন সুখী করিয়াছ, তোমার বয়স অল্প দেখিও, আর কেহ যেন এরূপ সুখী না হয়। যে যাইবার সেত যাইবে, আমার মত কাঁদিতে, যেন কাহাকেও থাকিতে না হয়।

খেলা। অত কাতর হইলে কি হইবে ? সবই সহ্য করিতে হইবে—উহারই বা দোষ কি ?—সকলই বরাতে করে।

গোলোকচন্দ্রের সে দিকে কাণ নাই, বলিলেন, "বাবাজী! সেত জন্মের মত গিয়াছেই—একবার দেহখান। দেখিবে কি ?"

খেলা। না, না—ও ছেলে মানুষ, অসুখ শরীর—না হইলে

কি আসিতে পারিত না? আর এত শীঘ্রই যে হইবে, আমারও তাহা মনে লয় নাই।

দুলালের মন বলিতেছিল, 'যাই' 'যাই'। খেলারামের কথায়, লজ্জা যাইতে দিল না—ভয় পলাইয়াছিল। দুলাল স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল।

পাড়াপ্রতিবাসীরা জমিয়াছিল, একবার মহা গোল হইয়া উঠিল। কমলিনীর কণ্ঠস্বর একবার গোলোকচন্দ্রের হৃদয়ে আসিয়া বিঁধিল। গোলোকচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাড়ীর ভিতর গেলেন।

গোলোকচন্দ্র বাড়ীর ভিতর গেলে, আনন্দ বলিল, "এ দৃশ্য অধিকক্ষণ বাড়ীতে থাকিলে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিবে, আর বিশেষ রাত্রও হইতে চলিল, আমি দুই একজন লোক, তাহা হইলে দেখি।"

গোলোক। তোমার ত আজ জ্বর, তোমার কষ্ট দিতে আমার আর ইচ্ছা নাই, আমিই দেখিতেছি। তুমি আছ বলিয়া, আমি এখনও দাঁড়াইয়া আছি।

আনন্দ তাহা শুনিল না, সে চলিয়া গেল। বহির্ব্বাটীতে খেলারাম ও দুলালের সহিত দেখা হইল বটে, কিন্তু কোন কথা কহিল না। দুলালের না আসায় আনন্দরামেরও কিছু দুঃখ হইয়াছিল।

খেলারাম বলিলেন, 'দুলাল!' দুলালের উত্তর পাইলেন না—একটী দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার কাণে গেল। তিনি পুনরপি ডাকিলেন, 'দুলাল!'

এতক্ষণে দুলালের চমক ভাঙ্গিল, দুলাল এতক্ষণ যেন,

আকাশে কল্যাণীকে দেখিতে যাইতে ছিল—দেখা যেন হয় হয়, খেলারাম ডাকিলেন। দুলাল বলিল, "বলুন।"

খেলা। গহনার বাক্সটী কি বউ মা লইয়া আসিয়াছিলেন?

দুলাল। হাঁ—

খেলা। কই—আমায় ত বল নাই?

দুলাল। পাঠাইবার সময় বারণ করেন নাই ত?

খেলা। যেটী দেখিব না সেইটীতেই গোল হইবে, আমি জানি—আর কত তোমাদের শিখাইব—তোমরা সংসার করিবে কি প্রকারে?

দুলাল। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে।

খেলা। বাড়ীর ভিতর যাও—তাহা আনয়ন কর।

দুলাল। এখন কি বলিয়া চাহিব, আর এ সময় কেইবা গহনার বাক্স কোথায় আছে খুঁজিতে বসিবে?

খেলা। আমি বলিতেছি—পারিবে না?

দুই মুহূর্ত্তকাল দুলাল চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, "যখন আপনি বলিতেছেন, তখন পারিব।"

দুলাল বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। দেখিলেন, প্রাঙ্গণে ধূলা ধূসরিত শীর্ণাদেহী শশীকলা, যেন আচ্ছাদন রাহুগ্রাসে, কিন্তু দুলালের নয়নে পূর্ণাঙ্গের সে পূর্ণ ছবি ভাসিতে লাগিল। দুঃখ বড়—নয়ন ভরিয়া দেখা হইল না, কোথা হইতে ফল্গু নদী যেন নয়ন-পথে ধাবিত হইল, তাহাতে রাহুর যেন সর্ব্বগ্রাস অনুভব করিলেন।

তখন মনে হইল, কেমন করিয়া এখন গহনার কথা তুলিব, কিন্তু পিতা দাঁড়াইয়া, এখনি তাঁহার উত্তর দিতে হইবে।

গোলোকচন্দ্র বলিলেন, "বাবাজী! পিতা যে বড় ছাড়িয়া দিলেন?" দুলাল সে মুখ তাকাইয়া, সে কথা আর মুখে আনিতে পারিলেন না—মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

গোলোক। বাবা! আজ যাহা হারাইলে, তাহা আর পাইবে না। কলির—গতই ধন্য, থাকিতে কেহ মূল্য বোঝে না—উচিত মূল্য না দিলে সৎবস্তু থাকে না।

দুলালের কণ্ঠ জড়াইয়া গেল, গহনার কথা কে কহিবে—বলা হইল না। ভাবিলেন, 'বলিব কেমন করিয়া, এ সময়ে এও কি কেহ বলিতে পারে?'

তখন উভয়ে বাহিরে আসিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

উভয়ে বাহিরে আসিলে, খেলারাম বাবু হাত বাড়াইলেন—বলিলেন, "কই?" দুলালের আবার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, কি বলিতে যাইতে ছিলেন—বলিতে পারিলেন না। গোলোকচন্দ্র সম্মুখে ছিলেন—বলিলেন, "মহাশয়! মাপ করিবেন, গহনার বাক্সটী যদি দেন।"

গোলোকচন্দ্রের মুখভঙ্গি তখন কিরূপ হইয়াছিল, দুলাল অন্ধকারে তাহা দেখিতে পান নাই। যদি ইহা দিনে হইত, তবে আমি একবার সাধ করিয়া দেখিতে যাইতাম, কিন্তু এ যে ঘোরান্ধকারা তমিস্রা রজনীর কথা, আমার সাধে অন্যের এরূপ মুখভঙ্গি মনে করিলেও কাঁদিতে ইচ্ছা হয়—দেখিতে ইচ্ছা হইবে কি?

গোলোকচন্দ্র বলিলেন, "ভালই, তোমাদের জিনিষ তোমরা লইয়া যাইবে, তাহাতে কাহার আপত্তি?—আইস।"

সঙ্গে সঙ্গে দুলাল চলিলেন। খেলারাম বলিলেন, "দুলাল, একবার খুলিয়া গণিয়া লইও।"

গোলোকচন্দ্র প্রাঙ্গণে গিয়া ডাকিলেন, "কমলিনি! মা, একবার আইস দেখি—তোমায় দেখি—আমি দাড়াইতে পারিতেছি না—চারি দিক শূন্য দেখিতেছি। মা! বল দাও, একবার সম্মুখে আসিয়া দাড়াও।"

কমলিনী গুণ গুণ স্বরে কাঁদিতে ছিল, তাহার দুঃখ উথলিয়া পড়িল, সে পিতার সম্মুখে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। গোলোকচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন—বলিলেন, "মা! কল্যাণী গেল—জন্মের মত গেল, তবে তাহার গহনা দেখিয়া পুড়িয়া মরিব কেন? তাহাও এই সঙ্গে সঙ্গে যাক। যাহার যাহা লইবার—সে তাহার জন্যই আসে; বাবাজী আসিয়াছেন, বৈবাহিক মহাশয় স্বয়ং আসিয়াছেন—এ সময় তাঁহাদের সন্তোষ কর।"

তখন কমলিনী, কল্যাণীর যাহা যাহা ছিল, সমস্তই বাহির করিয়া আনিল; গোলোকচন্দ্র একে একে দেখাইতে লাগিলেন, দুলাল মৃৎপুত্তলীর ন্যায় দাড়াইয়া রহিলেন।

গোলোকচন্দ্র কাঁদিয়া, কল্যাণীর দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মা! তুমি গিয়াছ—তাহা ত আমি ভাবিতে পারিতেছি না। এই তোমার সাক্ষাতে তোমার সমস্ত দ্রব্য তোমার স্বামী-হস্তে দিলাম—আমি মা! এ সকল কিছুই চাহি না—তোকেই এইবার এই হস্তে জ্বালাইয়া দিব, কিন্তু দেখিস

মা, যেন স্মরণে তোকে পাই। তোর মা, অনেক কাল আমায় ছাড়িয়াছে, তোদের লইয়া তবুও আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম—মা। তাহাও আজ কাড়িয়া লইয়া যাইলি—বলিয়া যা—মা, আর কতদিন এরূপে কাটিবে?"

গোলোকচন্দ্র বলিলেন, "বাবাজী মিলাইয়া পাইলে, বৈবাহিক মহাশয়কে গিয়া বল।" উভয়ে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। দুলাল বাক্সটী পিতার হস্তে দিলেন—বলিলেন, "আর দুই একখানা কাপড় ইত্যাদি যাহা ছিল, দিয়াছেন—লইয়া যাইবেন কি?"

খেলা। তোমার হাতেই থাক—উহা না আনিলেই হইত।

গোলোক। মা'র দ্রব্য মা ভিন্ন অন্যে ব্যবহার করিবে, আমি দেখিতে পারিব না।—আপনারা লইয়া যান।

তখন খেলারাম বলিলেন, "মহাশয়। দুলালের শরীর অসুখ, ও ত কিছুতেই যোগ দিতে পারিবে না আর আমি দিতেও দিব না। আমি মনে করিতেছি, এখন ত গাড়ী নাই—নৌকায় যাইব।"

গোলোক। আমার লোক বল নাই, যদি এ অবস্থায় আপনাদের যাইতে ইচ্ছা হয়—আমার কোন আপত্তি নাই।

খেলা। আপত্য অনাপত্যের নিমিত্ত বলিতেছি না। বলিতেছি—দুলালের অসুখ শরীর—আর আমিত বৃদ্ধ।

গোলোক। যাহা হইয়া গেল, তাহার বাড়া আর দুঃখ নাই, তবে, লোকে দেখিলে কি বলিবে? আমি সে জন্য বলি। এখনও আপনার মানে আমার মান আছে।

খেলা। সে সকল ছাড়িয়া দাও, লোকের কথায় কি হইবে? যাহা ভাল—তাহাই করিতে হইবে।

গোলোক। তবে তাহাই করুন—

তখন খেলারাম দুলালকে লইয়া, ভাগীরথী তীরাভিমুখে চলিলেন। দুলাল বলিল, "কায অতি গর্হিত হইল, আপনি পিতা, আমি কি বলিব।"

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

সুশীলা সেই দিন হইতে ভাবে। ভাবে—আমিই ভালবাসি না, কিন্তু রতিকান্ত আমায় ভালবাসে—যদি ভালবাসে, তবে আমায় বালিকা সম্বোধনে কেন সে দিন চলিয়া আসিতে বলিল। আমি যখনই রতিকান্তের মুখ দেখি—তখনই যেন কাঁদিতে দেখি, দেখিয়া কিন্তু আমারও এখন কাঁদিতে ইচ্ছা হয়—আগে এমন হইত না। হইত না—বোধ হয় আনন্দরাম ছিল বলিয়া, তাহাকে দেখিলে আমার আহ্লাদ হয়—বুঝি সেই জন্য। তাহাকে আর দেখিতে পাই না। আচ্ছা কেন?—আনন্দকে দেখিলে, আনন্দ হয় কেন?

সুশীলা ভাবিয়া কিছু পাইল না। কিন্তু মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া আসিল, তাহার সঙ্গে বুকের ভিতর যেন কি একটা নীরাশ নীরাশ ভাব দেখা দিল।

সুশীলা ভাবিল, "কেন? আনন্দ আমায় বিবাহ করিবে, এ ত এক দিনের জন্যও ভাবি না? সে যাইয়া অবধি আমার একথা মনে হয় কেন? তিনি পবিত্র, তিনি পবিত্র থাকিবেন—বাবার মুখে শুনিযাছি। আমি কি তাঁহার যোগ্য? আমি ত সে আশা কই করি নাই?

তখন সুশীলার বুকের ভিতর আবার কেমন করিয়া উঠিল, ঠোঁট কাঁপিয়া যেন কাঁদ কাঁদ হইল, ভাবিল—বুঝিয়াছি, আমি বিবাহ করিতে চাহিনা—রতিকান্ত তাহা জানে, তাই রতিকান্ত আমায় দেখিয়া কাঁদিতে চায়।

তবে রতিকান্ত ত আমার মত দুঃখী। রতিকান্ত। তুমি কাঁদিতে পার, আমিও তোমার সহিত কাঁদিব।

আত্মারামের অবস্থা ভাল নহে, তাই সুশীলা এখনও অবিবাহিতা, নচেৎ বাঙ্গালী-ঘরে বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ প্রায়। রমা সে জন্য বড় দুঃখী, মনে সুখ নাই; সুশীলাকে দেখিলে অনেক সময় তাঁর ভয় হয়। কিন্তু আত্মারাম তাহা দেখিয়াও দেখেন না। তিনি মনে করেন, যাহা হইবার তাহা হইবে, আমি ভাবিয়া কি করিব—আমার যাহা চেষ্টা, তা ত করিতেছি।

আনন্দ গিয়া অবধি আত্মারাম কিছু বিমর্ষ। আনন্দকে লইয়া আত্মারাম বড় আনন্দে ছিলেন। আনন্দ প্রায়ই আত্মারামের গৃহেই থাকিত। আনন্দরমাকে 'মা' বলে।

আনন্দের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সুশীলা বড় সুখী হইত—কেন, সুশীলা জানে না। সুশীলা হা করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া শুনিত—কিন্তু বুঝিত না, বুঝিত—ধর্ম্ম কথা হইতেছে। দিন দিন শুনিতে শুনিতে সুশীলার, আনন্দরামের উপর কেমন একটা ভাব হইতে লাগিল, তাহাতে আনন্দরামের সহিত কথা কহিতে বা তাহার সম্মুখে বাহির হইতে, তাহার লজ্জা হইতে লাগিল। সে এদানী আর বাহির হইত না—কিন্তু দূরে থাকিয়া, না দেখিয়াও থাকিতে পারিত না।

আনন্দ সুশীলাকে, তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিত। ওই দেখাই সুশীলার কাল হইয়াছিল। ওই কালের প্রথম অঙ্কুর দেখা দিল।

আনন্দরাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়া আর সুশীলার দিকে তাকাইত না। মনে মনে ভাবিত, "সুশীলা তুমি বালিকা—স্ত্রী জাতি, স্ত্রী-হৃদয় কমনীয় তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি যে কঠিন হইতে কর্কশ—তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? আমি বুঝিতে পারিতেছি—গুরু আমায় পরীক্ষায় আনিতেছেন, যদি আমার তাঁহাতে ভক্তি থাকে, তবে সুশীলা! তুমি আমায় ক্ষমা করিবে। বিনা অপরাধে আমায় অপরাধী করিয়া, আমার মনে ঘৃণা আনিবে না। আমি ফকির, তোমরা না কৃপা করিলে, আমার কি সাধ্য তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হই? তোমরা মায়ার প্রথম রূপ।"

সুশীলা দরিদ্র কন্যা। বাল্যকাল হইতে মুখ তাকাইয়া সে অনেকটা শিখিয়াছে। আনন্দরামের ভাবটা সে অনেক সময়ে বুঝিতে পারিত, কিন্তু মনকে বুঝাইতে পারিত না। সেই জন্য সে বিবাহের আশা একদিনও করে নাই, কিন্তু মনে আপনা আপনি সময়ে সময়ে হইত, তখনই ভাবিত, 'ছি। সে পবিত্র—তাহাকে অপবিত্র করিব কেন? আবার ভাবিত, বিবাহ কি অপবিত্রের কথা!'

সুশীলা আজও তাহাই ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, সে মা'র নিকট গেল, বলিল, "মা। এত খাবার কোথা হইতে আসিল।"

রমা বলিল, "মা, গিন্নী দিয়াছেন—আজকাল ত প্রায়ই দেন, তাহা ত জান।"

সুশীলা। কেন দেন মা? এখন কি উনি আমাদের ভালবাসেন? আমরা আগে কি করিয়াছিলাম, তখন কেন আমাদের দেখিতে পারিতেন না।

রমা। তুই যেন নেকা, কতবার বলিব? আবার কাল খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, খাইয়া আসিস্।

সুশীলা। আমি রোজ রোজ পরের বাড়ীতে খাইতে পারিব না।

রমা। কেন? তোকে এত আদর করেন, পড়াইতে চাহেন, সেটা কি মন্দ?

সুশীলা। আমায় ত আর টাকা আনিতে হইবে না— এই যে তুমি পড় নাই—তোমার কি দুঃখ?

রমা। আমার আবার টাকার সুখ দেখিলে কবে মা?

সুশীলা। কেন, তোমার ত মুখে হাসি ছাড়া নাই। আমাদের কি দুঃখ? আমরা যেমন, আমরা তেমনই থাকি— আমরা ত আর বড়মানুষ নহি।

রমা। তোমার কামময়ী কেমন সুখে আছে বল, ওরূপ তোমার কি ইচ্ছা হয় না?—বল দেখি মা, তোমার ইচ্ছা কি?

সুশীলা। না—মা, ওরূপ আমার ইচ্ছা হয় না। কামময়ীকে গিন্নীর মেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। মায়ে ঝিয়ে যেরূপ কথাবার্ত্তা, উহাদের তাহা নাই। কি সকল কথাবার্ত্তা হয়, আমি সব বুঝিতে পারি না। মা'র অসুখ হইলে মেয়ে কাছে থাকে না, এক একবার দেখিতে আসে মাত্র। এই সে দিন রতিকান্তের জ্বর হইয়াছিল, মা—বল কি গা, যেন পরের মতন দুই একবার দেখিতে গেলেন। তার পর রোজ যা করেন

তা বন্ধ হবার নয়—ওসব আমার ভাল লাগে না। এতে ছেলের কত দুঃখ হয়। ও বাড়ীর সবগুলিই যেন ওই রকম। কেবল কর্ত্তা ওরূপ নহেন; আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না।

এই বলিয়া সুশীলা আর দাঁড়াইল না। মনে মনে বলিল, 'রতিকান্ত। তুমি ধন্য—আমি দরিদ্র-কন্যা, আমার জন্য তোমাদের এসব কেন? আমি কি তোমাদের যোগ্যপাত্রী? আমরা দরিদ্র, দরিদ্রই আমার ভাল। তোমার এ ভাব ত চিরদিন থাকিবে না।'

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

খেলারাম ও দুলালের ব্যবহারে, গোলোকচন্দ্রের বড় দুঃখ হইল, কিন্তু সে দুঃখ ভাবিবার আর তত সময় নাই। ভাবিলেন, 'দুলাল। যাহাকে ভালবাসি, তাহার ভালবাসার সামগ্রীকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, আজ সে নাই বলিয়াই কি তোমার, তাহার দেহখানা পর হইল? দেখ। এই দেহকে সে কত ভালবাসিত—ছি! ছি। তবে তুমি কি ভালবাসা শিখিয়াছিলে? যে না ভালবাসিতে শিখিয়াছে—সে কি পিতৃমাতৃ-ভক্তি জানে?'

আনন্দ গোলোকচন্দ্রের নিকট হইতে গিয়া, গ্রামস্থ প্রতি-বাসীর দ্বারস্থ হইল—কাহাকে পাইবে? এক দলাদলীর যেরূপ গতি—তাহাতে এ সময়ও দলাদলী, তাহার পর কাহার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, কাহার শরীর অসুখ, কাহাকে বলিবেন—অনেকেই বাড়ী নাই শুনিলেন। তখন অনেক করিয়া

দুই চারি জন সংগ্রহ হইল। তাঁহারা বলিলেন, "চল, আমরা যাইতেছি।" আনন্দ, গোলোকচন্দ্রের নিকট আসিল।

গোলোকচন্দ্র বলিলেন, "কি হইল?—এদিকে রাতও যে হইতে চলিল। তাই ভাবিতেছি—এ বিবাদেও কি দলাদলীর হাঙ্গাম দেখিলে না—কি? নহিলে এত দেরি কেন।"

আনন্দ। বলুন দেখি—বিপদের বন্ধু কয় জন পৃথিবীতে? যে সংসারে আপনি আমি, সে সংসারে কয় জন বন্ধু পাওয়া যায়? যদি তাহা এতই সুলভ হইত, তবে সংসারে বন্ধুর মূল্য এত অধিক কেন? ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া প্রাণ দিয়া তাহা কিনিতে হয় কেন?

গোলোক। সে কথা কি বলিতে হইবে?—এখন করিয়া আসিলে কি?

আনন্দ। সকলেই কি এইরূপ, আমি দুই চারি জন ঠিক করিয়া আসিয়াছি—খেলারাম বাবু, দুলাল বাবু কোথায়?

গোলোকচন্দ্র সমস্ত বলিলেন, আনন্দ চুপ করিয়া রহিল, ভাবিল—সংসারে আর থাকিব না।

তখন ঠিক হইল, আনন্দ বাড়ী থাকিবে, কারণ—আনন্দের শরীর অসুখ, আর বাড়ীতে একা কমলিনী। কিন্তু আনন্দের ইচ্ছা—সে নদীতীরে যাইয়া কিছু সাহায্য করে। অশেষে কাহার মত না দেখিয়া, অগত্যা বাড়ী থাকিতেই সম্মত হইল।

যখন জন্মের মত যাইবার সময় কল্যাণী, আত্মীয় স্বজন মুখে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলাইয়া, জড়বৎ দেহে স্বজন স্কন্ধে উঠিলেন, তখন আনন্দরাম বহির্ব্বাটীতে। যাইবার সময় গোলোকচন্দ্র আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ! কমলিনী রহিল,

তুমি রহিলে—দেখিও—যেন ফিরিয়া আসিয়া কমলিনীকে পাই। তুমি বাড়ীর ভিতর যাও—কমলিনী আর তুমি, ভাই ভগ্নীর মত—আজ নহে, তোমরা শৈশব হইতে—কমলিনী তোমায় ছোট ভায়ের মত ভালবাসে।"

অসুস্থ শরীরে পথ হাঁটিয়া, লোক সংগ্রহ করা, তাহে রাত্রের শীতলতায়, আনন্দরামের শরীর আরও অসুস্থ বোধ হইতে ছিল। তিনি ভাবিলেন, কমলিনী—স্ত্রীজাতি, আমি পুরুষ, একলা এক সঙ্গে রাত্রে থাকা ভাল নহে, সেজন্য তিনি বাহিরে একটা ঘরে ভূমিশয্যায় শুইলেন। তাঁহার কানে যেন 'হরিবোল' 'হরিবোল' শব্দ বাজিতে লাগিল, তাহাতে কি যেন একটা তিনি দেখিলেন, কি যেন পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহার মনে উদয় হইল। উদয় হইল—আজ দুলালের মনে চিন্তা কিরূপে বহিতেছে; আমারও এ দিন একদিন হইয়াছিল, সে দিনের কথা আজ আর মনে করিতে পারিতেছি না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, জন্মের মত গিয়াছে—কিন্তু স্মৃতি যায় নাই।

আনন্দরাম যেন কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবনা যেন বহিয়া চলিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন,—

মানুষ নিত্য আসে, নিত্য যায়—এক দিন যুধিষ্ঠিরকে এ প্রশ্ন হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির ইহাকে আশ্চর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ আশ্চর্য্যের দিকে মনুষ্য না তাকাইয়া, আবার নূতন আশ্চর্য্য দেখিতে যায়। চক্ষের সম্মুখে নিত্য—মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখে না, আমিও মানুষ—আমিও দেখি না।

দেখিনা কেন—কে জানে কেন দেখিনা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ত আর দেখিনা। যদি দেখিয়া কিছু শিখিবার থাকে,

তবে এ শিক্ষার উপর আর শিক্ষা নাই। ইহাতে সংসার, ধর্ম্ম দুই মাথা আছে—দুই দেশেরই কথা বলে।

কিন্তু আর এক আশ্চর্য্য। এই আশ্চর্য্য ঢাকিয়া আর এক আশ্চর্য্য খেলিতেছে। সে আশ্চর্য্য নিত্য জন মানবকে নানা রূপে সুখদুঃখ দেখাইয়া, আবার ওই আশ্চর্য্যে পরিণত হইতেছে। সুখ বল, দুঃখ বল, ধর্ম্ম বল, অধর্ম্ম বল, তাহা ওই দ্বিতীয় আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি এ আশ্চর্য্য না থাকিত, তবে এ সংসারও থাকিত না, আমরাও থাকিতাম না।

তবে কি—ওই দ্বিতীয় আশ্চর্য্য প্রথম আশ্চর্য্যের ভিত্তি? না, না—তাহা নহে। গুরু-মুখে শুনিয়াছি—দ্বিতীয় আশ্চর্য্যই জন্ম মরণ দেখায়, বস্তুতঃ সে নির্গুণ আত্মার জন্ম মরণ সম্ভবে না। আশ্রিত বেশ পরিবর্ত্তন করি, বালকের এক হইতে অন্য বেশ পরিবর্ত্তনে ভ্রম জন্মায়। বেশই যাহাদের চিনিবার জিনিষ, তাহারাই জন্ম মরণ বলে। যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্যরূপে জগন্ময়ী হইয়া, আত্মহারা ভাবে নিজেই নিজেকে আশ্চর্য্য দেখিতেছেন, তাঁহারই এ দুইটী ভাব—ইচ্ছায় প্রকাশ, অনিচ্ছায় লোপ।

তখন কমলিনী আসিয়া বলিল, "আনন্দ! বাটীর ভিতর আইস, বাবা বলিয়া গিয়াছেন—দেখ, যেন একা থাকিও না—আমারও ভয় হইতেছে।"

আনন্দ বলিল—"যাইতেছি।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

নদী তীর। গঙ্গার কুল কুল ধ্বনি, লেখকের বর্ণনায় আর কাণে শুনিয়া পাঠকের রুচি আছে কি না, জানি না; কিন্তু এখন আর আমার তাহাতে কা৷ নাই। গোলোকচন্দ্রেরও নাই। এ সুখ-মর্ম্মবাহিনী, যখন সুখ উথলিয়া পড়ে, তখন এক রকম কাণে লাগে, আর যখন সংসারে দুঃখ উথলিয়া উথলিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তখন চক্ষু কর্ণ বুজিয়া যায়, কোমল হস্তের আঘাত আর লাগেনা, কঠোর কর্কশ হস্তের প্রবল বল, কিঞ্চিৎ মাত্র যদি—বল, আনয়ন করিতে পারে, তবে সংজ্ঞার উপলব্ধি হয়।

চিতা সজ্জিত হইয়াছে। মুখ অগ্নির সময়। গোলোক-চন্দ্রকে কেহ বলিতে সাহস করিতেছেন না—গোলোকচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে ভাবিলেন –'ভয় কি? কি করিয়া বলিবে, তাহা আবার ভাবিতেছ? স্বহস্তে যখন এই দেহ ভস্মীভূত করিতে আসিয়াছি, তখন 'বলার' ব্যথা আবার সহ্য করিতে ভয় পাইতেছ? মানুষ—পারে না কি? মানুষ যখন প্রাণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া—ঘরে ফিরিতে পারে, বাঁচিতে পারে, তখন মানুষ পারে না—কি?'

তখন যেন সুখ, দুঃখ অতীত ভাবের মুখে, মুখঅগ্নি শেষ করিলেন। চিতা "ধূ" "ধূ" করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

যখন খেলারামবাবু দুলালকে লইয়া নদীতীরাভিমুখী হন, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানে দুই চারিখানি নৌকা মিলিল বটে, কিন্তু রাত্রে কেহই কলি-

কাতায় আসিতে চাহে না, অধিক প্রলোভনেও খেলারামের ইচ্ছা নাই, কারণ বৃথা পয়সা নষ্ট করা কেন। না হয় এক রাত্র একটু কষ্ট হইল, তাহাতে আর ক্ষতি কি? তখন এক-খানি নৌকা এই বন্দোবস্তে ভাড়া হইল, যে রাত্রে নৌকায় তাঁহারা অবস্থিতি করিবেন ও প্রত্যূষেই রওনা হওয়া হইবে। খেলারাম মনে মনে করিয়াছিলেন, যদি রাত্রে নৌকায় থাকিতে হয়, তবে এপারে থাকা হইবে না, কারণ যদি কাহার সহিত দেখা হয়, তাহা হইলে বড়ই বিরক্ত হইতে হইবে, আর ঘুমেরও ব্যাঘাত হইবে। সেজন্য পর পারে একটু দূরে গিয়া নৌকা লাগিল।

পর পারে যেখানে নৌকা বাঁধা হইল, তাহার এ পারেই সুকচরের শ্মশান ঘাট। খেলারাম মাঝিদের বলিয়া, কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া জলযোগ করিলেন, কিছু দুলালকেও দিলেন। দুলাল হাত পাতিয়া লইলেন বটে, কিন্তু খাইলেন না—খেলা-রাম তাহা দেখেন নাই। নৌকাখানা ক্ষুদ্র নহে, খেলারাম ভিতরে গিয়া শুইলেন, দুলালকেও শুইতে বলিলেন। দুলাল 'যাইতেছি' বলিয়া বসিয়া রহিল। কিঞ্চিৎ পরেই খেলারামের নিদ্রা আসিল। তিনি নিদ্রায় সংজ্ঞাহীন হইলেন।

দুলাল বসিয়া বসিয়া, পর পারে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কিসের আলো?' মাঝিরা বলিল, "উহা শ্মশান ঘাট, বোধহয় চিতার আলো।"

দুলাল চমকিয়া উঠিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। এক দৃষ্টে সেই দিকে কেবল চাহিয়া রহিল। মাঝিরা দুই চারি বার ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু দুলাল তাহা

শুনিতে পায় নাই। কোন উত্তর না পাইয়া মাঝিয়া নিদ্রাভিভূত হইল।

কিছুক্ষণ পরে দুলাল যে, নৌকায় বসিয়া আছেন, তাহা ভুলিলেন। পর পার হইতে আলোটা যেন নিকটবর্ত্তী হইয়া চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে দুলালের মন যেন অন্তরমুখী হইল। মন যতই অন্তরমুখী হইতে লাগিল, ততই যেন সে আলোক নয়নপথ দিয়া প্রবেশ করত সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আসিল, হৃদয় যখন সে আলোকে আলোকিত হইল, তখন দেখিলেন—কল্যাণী সম্মুখে।

দুলাল শিহরিলেন, কিন্তু কল্যাণী যে নাই, তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিনি বলিলেন, "কল্যাণি। নিত্যইত তোমায় দেখি, নিত্যই তোমার রূপ দেখিয়া একাত্মা হইয়া যাই, আজ কেন দূরে থাকিয়া ভক্তির ভাবে দেখিতেছি? আজ তুমি আমার প্রণম্য বোধ হইতেছে—ইহাত ভাল নহে। আমি স্বামী—প্রেমে আমায় গ্রহণ কর, নচেৎ তোমার অমঙ্গল হইবে; তোমার অকল্যাণ আমিত দেখিতে পারিব না।"

কল্যাণী যেন বলিতেছে, তাঁহার মনে হইল—"এই যে আমার আসন দেখিতেছ, ইহা তোমার হৃদ্মধ্যে হইলেও ইহা আমার, যদি তাহা না হইত, তবে ইহা ত্যাগ করিতে আমি কাঁদিব কেন? আমি কিন্তু এ আসনে দুই দিন বসিব না, দুইদিন আমার মত দেখিতে, আর একটীকে এই আসনে বসাইব—দেখিব সে বসিলে এ আসন কেমন সুন্দর দেখায়। আমি বসিয়াত এত দিন দেখিলাম, এখন দেখাইব—তোমার রূপে তোমার রূপ, কি আমার রূপে তোমার রূপ—এত সুন্দর। আমি সুন্দর নহি,

তোমার রূপে আমি সুন্দর, কিন্তু তুমি তাহা বুঝ নাই, তুমি নিজের রূপে সুন্দর হইতে চাহিয়াছিলে। তুমি সুন্দর নহ, তাহা আমি বলিতেছি না। তোমার পিতৃ মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃ-ভালবাসা, হৃদয়ে রাশী রাশী ঢালা। কিন্তু বল দেখি, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থান বিশেষ নির্দ্ধারিত না হইলে কি সুন্দর দেখাইত?"

দুলাল বলিল, "কেন, কল্যাণি! আমি ত তোমায় নিত্য ভালবাসি—এখনও বাসি।"

কল্যাণী। ভালবাস, কিন্তু আর ভালবাসিতে পারিবে না। জন্য ভালবাসা—ভালবাসার মধ্যেই গণ্য নহে। তুমি যাহার জন্য আমায় ভালবাসিতে, সে ওই দেখ পুড়িয়া ছাই হইতেছে।

দুলাল। কেন, কল্যাণি! আমি কাহার জন্য তোমায় ভাল-বাসিতাম—আমিত তোমার জন্যই তোমায় ভালবাসি।

কল্যাণী। তুমি আমায় চিনিতে না—আজও চিন না, তবে চিনিবার সময় আসিয়াছে—চিনিবে। তুমি যাহাকে চিনিতে—তাহাকেই ভালবাসিতে, তাহা আমাতে আর স্পর্শিবে না। যাহার দ্বারা স্পর্শিত, তাহা ওই দেখ পুড়িয়া ছাই হইতেছে।

দুলাল। কেন কল্যাণি!—কেন এরূপ হইল?

কল্যাণী। কেন? যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে একথা মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে, তবে বুঝিতে—যাহাকে লইয়া তোমার এত রূপ, তাহাকে হারাইয়া তোমার একরূপ থাকিবে না। তাহা হইলে কি নিজের রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে, এত একদৃষ্টি হইতে পারিতে? তুমি ভালবাসিতে গিয়া ভালবাসা চিনিলে না, বুঝিলে না—পিতৃ মাতৃভক্তিতে সন্তানের মায়া বোঝা যায়, বুঝিলে না—

সন্তানের ভালবাসায় পিতৃমাতৃ ভক্তি শিক্ষা হয়, বুঝিলে না—নিজের ভালবাসায় স্ত্রীর ভালবাসা শিক্ষা হয়, বুঝিলে না—স্ত্রীর ভালবাসায় নিজের ভালবাসা শেখা যায়। যে নিজেকে নিজে ভালবাসিতে জানে না, বল দেখি, সে অন্যে ভালবাসিবে কি প্রকারে?

দুলাল। বল কল্যাণি!—আজ এ রুদ্রমূর্ত্তি কেন?

কল্যাণী। এখন আমি ভাবময়ী—আর সে কল্যাণী নাই। কল্যাণীর সহিত তোমার দেহগত সম্বন্ধ ছিল। কল্যাণীর চক্ষু কেবল ভাব পথে বেড়াইলে চলিত না। কল্যাণী দেখিত—কোন পথে তোমার দেহ, মনের উন্নতি হয়। কিন্তু দেহগত ধর্ম্ম আমার এখন নাই। সে সহানুভূতি আমি এখন হারাইয়াছি। আমাদের বিবাহ কেবল দেহ লইয়া হয় নাই, এখনও আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী। স্ত্রী এবং স্বামী এ কেবল ভাবে আর জ্ঞানে। আমি এখন ভাবময়ী হইয়া, তোমার নিকটে, এখন আমি যাহা—তোমার তাহা লইয়া—তাহারই উন্নতি দেখিব। এখন আমার আর দাঁড়াইবারস্থান নাই, তোমার দেহই আমার দেহ, কিন্তু তুমি তাহা এখন বুঝিতে পারিবে না। তুমি যদি আমায় চিনিতে, তাহা হইলে প্রতি বস্তুতেই আমার মুখ দেখিতে পাইতে, কারণ আমি এক বস্তু, কেবল অংশ হইয়া তোমার হইয়াছি, এমনি প্রত্যেকের—এ অংশের কারণ কেবল লীলা। তুমি আমায় দেখ নাই চিন নাই, তাই তুমি অবলম্বন ভিন্ন আমায় ভাবিতে বা ডাকিতে পারিবে না। তুমি যে অবলম্বনে আমায় পাইতে, তাহাই স্মরণ করিবে—আমায় পাইবে; পাইবে বলিতেছি—কারণ, তুমি সে ভাব বুঝিতে

পারিবে, নচেৎ আমি তোমার নিত্য সঙ্গী, আমি তোমার নিকট নিত্যই থাকিব; কিন্তু সে পাওয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। কারণ, এখন আমি দেহগত ধর্ম্মী নহি।

দুলাল। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে কল্যাণি—ডাকিলেই তোমায় পাইব?

কল্যাণী। পাইবে—কিন্তু তুমি ডাকিতে পারিবে না। কল্যাণী রূপে আর একজনকে আমার এ আসনে বসাইব। সে তোমায়, আমাকে ডাকিতে দিবে না। আমি কল্যাণী-রূপে আর এ আসনে বসিব না। যখন এ আসনও পুড়িয়া ছাই হইবে, তখন দুই জনে আবার নূতন আসন গ্রহণ করিয়া—যেমন এবার বসিয়াছিলাম, সেইরূপ বসিব।

দুলাল। তোমার রূপে আর এক জনকে বসাইতে চাহ কেন কল্যাণি? আমি ত তোমার মুখ ভিন্ন আর কাহারও মুখ দেখি নাই—দেখিব না।

কল্যাণী। তাইত দেখাইব—তুমি কাহাকে চিনিতে। তুমি যাহাকে চিনিতে, তাহাকে লইতে বলিয়া আমায় পাইতে; আবার তাহাকে লইবে, কিন্তু আমায় পাইবে না। তোমার দৃষ্টি কেবল এক দিকে বলিয়া, কাহার কত মূল্য তাহা তুমি ঠিক করিতে পার নাই। এখন পারিবে—তুমি যাহাকে চিন, তাহাকে চিনিয়া লইবে। কিন্তু তাহাকে পাইয়া, যখন আমা বিনিময়ে, আর এক জনকে দেখিবে, তখন তুমি এ রূপে ভ্রষ্ট হইবে। সে ভ্রষ্ট রূপে তুমি আত্মহারা হইবে। তখন দেখিবে—কাহার জন্য তোমার পিতৃমাতৃ ভক্তি এত সুন্দর—কাহার রূপে তোমার এত রূপ—কাহার ভালবাসায় তোমার ভ্রাতৃ-

ভালবাসা। তখন বুঝিবে—তোমার পিতৃমাতৃ ভক্তি অহঙ্কার রূপে দাঁড়াইয়া, তোমায় অন্ধ করিয়া, তোমার চক্ষু কিরূপে রোধ করিয়াছিল যে, সে ফলে আজ তোমার সোণার সংসার ছারেখারে যাইতে বসিল।

তখন আবার আমার জন্য তোমায় কাঁদিতে হইবে। আমি জানি, আবার কাঁদিবে—কিন্তু বড় দুঃখ, এত সুন্দর হইয়াও কালি মাখিল। তোমায় যাইতে হইবে। কারণ, তুমি আমি এক অঙ্গ, অন্যে ফেলিলেও আমি ফেলিতে পারিব না। তাহা আমার দেখিতে হইবে। তখন আমায় চিনিতে পারিবে। চিনিলে কি হইবে—এখন তোমার আসনই আমার আসন, অন্যে এ আসন কলুষিত করিলে, আমি কিন্তু আর এ আসন গ্রহণ করিব না। আমার জন্য তোমায় আসন ছাড়িতে হইবে—আবার নূতন আসনে উভয়ে বসিব।

দুলাল। এ হৃদয় কলুষিত করিবে কে কল্যাণি? তুমি বিনা এ হৃদয়ে কে বসিবে কল্যাণি? চিনাইয়া দাও, আমি দূরে থাকিব, আমায় চিনাইয়া দাও।

কল্যাণী। চিনাইতে হইবে না—সে দূরে থাকিবে, তুমি নিকটে গিয়া চিনিবে। যদি না চিনিতে পারিবে, তবে এত দিনের পিতৃমাতৃ ভক্তি ভ্রাতৃ ভালবাসা স্ত্রী-প্রেম, এ সুচরিত্রের ফল কি কিছুই নাই?

দুলাল। তবে কল্যাণি! হৃদয় যদি কলুষিতই হইল—তবে কি ইহা সমস্তই বৃথা—পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃ-ভালবাসা, স্ত্রী-প্রেমের কি কোন মূল্যই নাই?

কল্যাণী। কে বলে নাই—তবে আবার তোমায় আমার

মিলিত হইব কি প্রকারে? তবে আবার পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃ-ভালবাসা, স্ত্রী-প্রেমে ভূষিত হইব কি প্রকারে? তবে আবার তোমার প্রেমে আমার প্রেম, আমার প্রেমে তোমার প্রেম, শিক্ষা হইবে কি প্রকারে? প্রেম না জন্মিলে কি চক্ষু ফুটে? না চক্ষু ফুটিলে কি এক সংসারে থাকিয়া, শত সংসার বোঝা যায়?—শত সংসার না বুঝিলে কি সংসার খেলা শিক্ষা হয়?—সংসার খেলা না শিখিলে কি সংসারী হওয়া যায়?—সংসারী না হইলে কি সংসার ধর্ম্ম লাভ হয়?—সংসার ধর্ম্ম না লাভ হইলে কি নিজের ধর্ম বোঝা যায়?—নিজের ধর্ম্ম না বুঝিলে কি পরধর্ম্মে জ্ঞান হয়?

দুলাল। আমার সংসারে প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় লইয়া সন্ন্যাসী হইব—আমায় সন্ন্যাসী কর, আমায় সন্ন্যাসী কর।

কল্যাণী। পর ধর্ম্মে জ্ঞান না হইলে কি ত্যাগে জ্ঞান জন্মে?—ত্যাগে জ্ঞান না জন্মিলে কি সন্ন্যাস ধর্ম্ম লাভ হয়?—সন্ন্যাস না হইলে কি একাত্মা হওয়া যায়? এখন তুমি আমিত দুই জন। দুই জন না দেখিলে কি নিজের রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে এত নির্ম্মম হইতে পারিতে?—তাহা না হইলে কি অহঙ্কার দাঁড়াইতে পারিত?—অহঙ্কার না দাঁড়াইলে কি এ সুন্দর রূপে অন্ধতা আসিতে পারিত?—অন্ধতা না আসিলে কি মূল্য নিরূপণ বাকি থাকিত?—মূল্য নিরূপণ হইলে কি এ সোণার সংসার আজ ছারেখারে যাইতে বসিত?

দুলাল। তবে কল্যাণি। তবে কি হইবে?

কল্যাণী। যাহা হইবে, আজি হইতে তুমি দেখিতে থাক,

আমিও দেখিতে থাকি। যখন দেখা শেষ হইয়া যাইবে, তখন আবার তুমি আমার জন্য কাঁদিতে বসিবে।

প্রভাতের শুকতারা যখন দেখা দিল, তখন খেলারাম নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, দুলাল সেইখানেই বসিয়া। মাঝিদের জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল, "বাবুকে 'ছইয়ের' ভিতর আসিতে বলা হইয়াছিল—আমরা 'আসিতেছেন' 'আসিতেছেন' বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

খেলারাম দুলালকে ডাকিয়া কোন উত্তর পান নাই, দেখিলেন, দুলাল সংজ্ঞাহীন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রথমে জলের ছিটা, অবশেষে মাঝিদের, মাথায় জল ঢালিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে, নৌকায় বসিয়া আছেন দুলালের স্মরণ হইল। তিনি ডাকিলেন, "কল্যাণি।" "কল্যাণি!" তখন খেলারামের স্বর একবার হৃদয়মধ্যে গেল—তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন, অল্প অল্প শীত বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার ক্রমশঃ চৈতন্যের উদয় হইল দেখিলেন, মাঝিরা মাথায় জল ঢালিতেছে। খেলারাম দরদরিত অশ্রুধারায় ডাকিতেছেন, "দুলাল।" দুলাল।"

দুলাল বলিল, "আমায় কেন চেতন করাইলেন।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কমলিনী একা। ভাবিল 'আমি একা।' সে একবার জগৎসংসার চাহিয়া দেখিল—দেখিল সে একা। সে নির্ম্মম হইয়া হা করিয়া চাহিয়া যখন দেখিল, সে নিজের শরীর নিজে

ধারণ করিতে পারিতেছে না, তখন ভাবিল 'কেন ? আমি একা কেন ? আমার পিতা আছেন, যাহার পিতা আছে, তাহার মাতাও আছে—পিতা মাতা ত রূপে ভেদমাত্র, তবে আমি একা কেন ?'

কিন্তু তাহাতে মন আরও উদ্বেলিত হইল। ভাবিল, 'পিতা থাকুন, মাতা থাকুন, ভাই থাকুন, ভগ্নী থাকুন—কিন্তু আমি কার ? কে আমার ? কে আমার সর্ব্বস্ব লইবে ? আমি কাহার সর্ব্বস্ব লইব ? সর্ব্বস্ব না লইলে সর্ব্বস্বের কথা কে লইবে ? জগতে কে এমন—যাহার কাছে সকল দুঃখ সুখের কথা বলা যায়, সকল কথা বলে ?—কে এমন দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী—যাহাকে লইয়া এ কষ্টের সংসার সুখের সংসার হয় ?

তখন কমলিনী জানু পাতিয়া নিত্য চিন্তিত সেই মানস-চক্ষে দেদীপ্যমান মনকল্পিত নানা ভাবে বিভূষিত সেই বহু-দিনের দেখা আকৃতি, মুদিতচক্ষে জাজ্বল্যমান দেখিবার আশায় জোড়হস্তে ভূমি আসন গ্রহণ করিলেন। দরদরিত অশ্রুধারা গণ্ডে গণ্ডে বহিয়া হৃদ্‌মণ্ডল স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। সে স্নিগ্ধে হৃদয় হইতে কি এক পীযূষ হৃদয়কে মথিত করিয়া স্ববলে সেই বাল-সহচর কমলিনী-পতিরূপে গঠিত হইয়া, কম-লিনীর মানস চক্ষু সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাতে কমলিনী কমলিনী-পতি সঙ্গে যেন স্তরে স্তরে ভাসিতে লাগিলেন।

রাত্রও অধিক হইতে চলিল। একে একে প্রতিবাসিনী যতগুলি ছিল ক্রমশঃ কাক হইতে চলিল—চলিবে না কেন ? কাহার মন রক্ষা—কাহার লজ্জা রক্ষা - কাহার ভবিষ্যৎ আশা—কাহার রহস্য দেখা—এ দেখা কতক্ষণ কাহাকে নিজের ঘর

সংসার ভুলাইয়া রাখিতে পারে? তবে যাহার অন্তরে অন্তরে কি ভাব খেলে, সে আপনিই তাহা বুঝিতে পারে না, তবুও সে তাহার পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই আত্মপর ভুলিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া প্রাণ ভরিয়া জন্মাবধি দাঁড়ায়—সে কয়জন পৃথিবীতে জন্মায়? যাহা কামিনী-রস ভোগে দুই এক জনকে দেখা যায়, তাহাও চিরদিনের নহে, এক দিন, এক বৎসর, না হয় এক যুগ, কিন্তু যাহার স্বার্থের পরিমাণ আছে, মনে হয়—মানুষ যদি শত যুগ বাঁচিত, তাহা হইলে দেখা যাইত তাহাতেও বিপত্তি ঘটায়।

কমলিনীর কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। বারে বারে মন যেন উঁকি মারিয়া আঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিল। মনকে যতই কমলিনী দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ততই যেন মন কল্যাণী স্মরণ আনিয়া ঢাকা দিতেছিল। শেষ কমলিনীই হারিলেন। কমলিনী তখনও ভগ্নকণ্ঠে গুণ গুণ স্বরে কল্যাণীর গুণ গাহিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছিলেন।

আনন্দরাম আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "কাঁদিতেছ কেন?—কাহার জন্য?"

কমলিনী উত্তর দিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাব বাক্যে ফুটিতে গিয়া রোদনে পরিণত হইল। আনন্দরামের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন "দিদি! কাহার জন্য কাঁদিতেছ? এইরূপ আমাদের জন্যও একদিন লোকে কাঁদিবে, এইরূপ আমাদেরও একদিন আসিবে—তাহার জন্য কাঁদিতেছ কেন? যাহা নিত্য, যাহা হইবেই হইবে—তাহার জন্য ক্রন্দন কেন? তবে কাঁদিতে হয় বটে, যেন—সংসারের এ নৃত্য আর দেখিতে না হয়—যেন যাহার এ লীলা তাহাতেই মিশিয়া আর এ লীলায় আসিতে না হয়।

তাহার জন্য কাঁদিতে শিখ, ইহার জন্য কাঁদিয়া কি হইবে? যাহার উপায় নাই, যাহাতে হাত নাই, যাহা জীবন দিলেও ফিরে না, তাহার জন্য কাঁদিয়া—যাহার জন্য কাঁদিলে আর ইহার জন্য কাঁদিতে হয় না—তাহা ভুলিবে কেন?"

কমলিনী বলিলেন "তাহা জানি—এ ক্রন্দন যে বৃথা তাহা জানি, কিন্তু জানিলে কি হইবে? মনত বুঝেনা। মনকে অনেক বুঝাই, মনও বুঝে, কিন্তু আবার যে বুঝেনা—বুঝেনা বলিযাইত কাঁদি"।

আনন্দ। মন বুঝিবে, মনকে সর্ব্বদা ঈশ্বর সমীপে রাখিলেই মন বুঝিবে—রাখিতে শিখ; রাখিতে শিখ—বৃথা ক্রন্দন ফেলিয়া দাও। দুই দিন পৃথিবীতে আসিয়াছ, দুই দিন বাদে আবার যাইতে হইবে। এ ত প্রবাস। প্রবাসের আত্মীয় কি আত্মীয়? বাড়ী যাইলে কয় দিন প্রবাসের আত্মীয়ের জন্য দুঃখ থাকে? এ ত ভালবাসা নয়, ইহা কেবল একত্র থাকার ফল। ভালবাসা ভুলিয়া আপনার বাড়ী ছাড়িয়া ইহাদের লইয়া কয়দিন চলিবে? সম্পদে ইহারা আপনার, বিপদে কেহ নয়, সঙ্গে কেহ যায় না, ভালবাসা এ জগতে—এ মায়া সংসারে নাই—যাইবে কোন পথ দিয়া। গুরু যে দিন যেখানে রাখিবেন, সেই দিন সেই খানে থাকিতে হইবে। যদি তুমি বাড়ী ভুলিয়া ইহাদের ভালবাসায় মোহিত হও, তবে এ নিত্য ছাড়ন ছিড়েনের দেশে নিত্যই বড় কষ্ট পাইবে।

কম। আমি ঈশ্বর কখন দেখি নাই। গুরুকেই আপনার বলিয়া জানি। আমি পাঁচবৎসর হইল বিধবা হইয়াছি, কিন্তু আমি আজ দশবৎসর হইল গুরুকেই নিজের ইষ্টদেবতা বলিয়া

জানি; স্বামীই আমায় তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন। গুরু-মন্ত্রে দেখিযাছি—এ সকলই বৃথা, তুমি যাহা বলিতেছ—তাহাই, কিন্তু বল দেখি—ওই যে আমাব মন আবাব সেই কল্যাণী মুখ স্মরণ কবাইযা গুরুমুখ চক্ষু হইতে সবাইতে আসিতেছে। আমার বল যে কুলাইতেছে না—আমি কি কবিব, তাই আমি কাঁদিতেছি।

আনন্দবাম কমলিনীব এ বিশুদ্ধ ভাবে বড়ই মথিত হইযা গেলেন, বলিলেন, "দিদি। সুধু মনেব জ্ঞানে তাহা হয় না, যে শক্তিতে আমবা বেড়াই, খাই দাই, আনন্দ করি—সে শক্তি ইহা নিবাবিত কবিতে পাবিবে না। ইহাতে গুরুশক্তি চাই—সে শক্তি ভক্তিতেই জন্মায়। মন্ত্র দিলেই গুরু হয় না—শক্তি দানই গুরুব ধর্ম্ম।

কম। হইতে পাবে—জানিনা, আমিও গুরু মুখে তাহাই শুনিযাছি—ভক্তি দিবাব কাহাব ক্ষমতা নাই। গুরুরও ভক্তি দিবাব ক্ষমতা নাই। গুরু, মন্ত্ররূপে শক্তি দেন, সেই শক্তি ভক্তি আনযন কবিযা গুরু দশন কবান। দীক্ষাগুরু আব জগৎগুরু দুই হইলেও এক। আনন্দ! আমাব এমন কি পুণ্য—আমাব হৃদযে সে ভক্তি জন্মাইবে?

কমলিনীব ভাবে আনন্দ কাঁদিযা ফেলিলেন, বলিলেন, "দিদি! আজ তোমাব নিকট ভক্তি মূর্ত্তিমতী দেখিলাম—ভক্তিব জন্য আমিও লালাযিত। কিন্তু দিদি, ভক্তিতে মানুষকে কেবল দ্রব কবে; ভক্তি-দেহে জ্ঞানচক্ষু না ফুটিলে, এ মাযা স্পর্শেও নিস্পর্শ থাকা যায না—না থাকিলে অবশ্যই কাঁদিতে হাসিতে হয়, তাই তুমিও কাঁদ—আমিও কাঁদি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় রাত কাটিল। রাত যে কোথা হইতে

চলিয়া গেল, উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। তখন একবার 'হরিবোল' 'হরিবোল' শব্দে উভয়েই শিহরিলেন। বাড়ী আসিয়া গোলোকচন্দ্র ও আর আর সকলে আর একবার 'হরিধ্বনি' দিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে কল্যাণীর মৃত্যু আত্মারামের কাণে গেল। রমা, সুশীলাও কাঁদিলেন। রমা কল্যাণীর মৃত্যুসংবাদে বড়ই কাতর হইলেন। সে দিন কিছু খাইলেন না, তাহা দেখিয়া সুশীলাও খাইল না; কারণ, সুশীলাকে কল্যাণী বড় ভাল বাসিত; যতই কল্যাণীর কথা হয়, ততই দুইজনে কাঁদিতে থাকেন।

দিনে দিনে সকলই ভুল হয়—ইহারও যে ভুল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তবে রমা ও সুশীলা একেবারে ভুলিলেন না।

সুশীলার সহিত রতিকান্তের বিবাহে, আত্মারামের যে আদৌ মন নাই, কৃষ্ণকান্ত বাবুর আর বুঝিতে বাকি রহিল না, কিন্তু সে জন্য আত্মারামের প্রতি তাঁহার ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

বিলাসিনী তাহা ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমাদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে আত্মারামের সাহস হয় নাই, কারণ—দরিদ্রতা। যাহাতে রমার বা সুশীলার মন ক্রমশঃ দ্রব হইয়া আসে, সে জন্য বুদ্ধি বিকাশে সাধ আহ্লাদে অর্থের প্রলোভন দেখাইবার চেষ্টায় আছেন। সেই জন্যই এখন নিত্য উপঢৌকন ও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে।

আত্মারাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও তিনি স্বীকৃত হইতেন, কিন্তু বিলাসিনী তাঁহাকে একরূপ নীচ প্রকৃতির লোক মনে করেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের প্রতি তাঁহার সেই ভাবই রহিল, কারণ এ বিষয়ে কৃষ্ণকান্ত আর কিছুই বলেন নাই এবং কৃষ্ণকান্তের তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার, সেই ব্যবহারই আছে। আত্মারাম ভাবিলেন, 'এ সময়ে মনকে প্রকৃতিস্থ রাখা অবশ্য বলীরই কার্য্য', সে জন্য কৃষ্ণকান্তের উপর তাঁহার আরও ভক্তি বাড়িল।

আত্মারাম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে রমা আসিয়া দেখা দিলেন। রমা বলিলেন, "তুমি কি কেবল ভাবিবে, দেখ দেখি, আমি কেমন ভাবিনা।" আত্মারাম বলিলেন, "তুমি ভাবিবে কেন? আমি মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া যাহা করিব, তুমি তাহা ভোগ করিবে—তোমার ভাবিতে হইবে কেন? আর জন্মে তুমি আমার স্বামী হইবে, আমি তোমার পত্নী হইব, কেমন?"

রমা। কেন?—এ জন্মে বুঝি, সেটা হতে বড ব্যথা লাগে।

আত্মা। আমিত বাজি আছি, লোকে নেবে কেন?

রমা। এখন নেবে—এইত বিলাসিনী তাই, এখন নামটা উল্টাইয়া দিলেই হইল। কাযেত তাহাই। কৃষ্ণ বাবুত নাম মাত্র। কি ভাবিতেছিলে—বলনা?

আত্মা। ভাবিতেছিলাম, কৃষ্ণকান্ত যাহার শ্বশুর হইবেন, তাহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে—তাহার সৌভাগ্যে রতিকান্তও ফিরিবে—সুশীলার সহিত বিবাহ দিলে কি হয় না?

রমা। তোমায় কৃষ্ণ বাবু আর কিছু বলিয়াছিলেন?

গিন্নী আমায় অনেকবার অনেক দিন, মধ্যে মধ্যে বলেন—আমি তোমায় কিন্তু সে কথা সব দিন বলি না,—আর এখনকার আদরও সেই জন্য।

আম্মা। এত আদর কেন করিতেছেন, উঁহারা কি আর মেয়ে পাইতেছেন না? কলিকাতা সহরে মেয়ের আর অভাব কি? বিশেষ টাকা আছে—আমি ত কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

রমা। বুঝ নাই? এখনকার ছেলেদের নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না হইলে মনঃপুত হয় না। বাপ মার দেখা আর মঞ্জুর নহে; ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সুশীলাকে রতিকান্তের বড়ই পছন্দ হইয়াছে।

আম্মা। তবে গিন্নীরও মত হইয়াছে—আগেত গিন্নীর আদৌ মত ছিল না, কৃষ্ণ বাবুর ইচ্ছা ছিল বটে।

রমা। মত কি সাধ করিয়া হইয়াছে; গিন্নী রতিকান্তের মন ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, কত বিচার—কত ব(ই)য়ের কথা লইয়া তর্ক হইয়া গিয়াছে। লেখা পড়ার কি ব্যাপার বলিতে পারি না, মার—ছেলের সঙ্গে, এই লইয়া আবার বিচার; আমার শুনিতেও লজ্জা হয়—এই দেখিলাম।

আম্মা। তাহা যেন হইল—আজ কালকার সভ্যদের ধরণই ওই—তাহার পর দাঁড়াইল কি?

রমা। দাঁড়াইবে আর কি—গিন্নীর হার হইল। গিন্নীও এখন বুঝিয়াছেন যে, ছেলের যাহাকে পছন্দ, তাহার সহিত বিবাহ দেওয়াই উচিত—তাই সুশীলার এত আদর। রতিকান্ত সুশীলা না হইলে বিবাহ করিবে না বলিয়াছে।

আত্মা। তবে দাও—রতিকান্তের যখন এতই ইচ্ছা। সুশীলা উহার স্ত্রী হইলে, রতিকান্ত ভাল হইবে; রতিকান্তের একটা গুণ—মাননীয় ব্যক্তির সহিত তর্ক করে না। আর বিশেষ সুশীলা ভাত কাপড়ের দুঃখ পাইবে না, এটা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

রমা। স্বভাব ভাল না হইলে পয়সা কতক্ষণ? পয়সা কি সংসারে সুখ দিতে পারে? বল দেখি, আমাদের ত পয়সা নাই, আমরা কি দুঃখী?—আমি তোমায় পাইয়া কত সুখী। এ সুখ যাহার নাই বা থাকিবে না, তাহার কি আছে বা থাকবে—তোমার ইচ্ছা হয় দিতে পার। তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে, আমার যাহা বলিবার তাহা বলিলাম।

আত্মারাম দেখিলেন, রমার মুখখানি কিছু বিষণ্ণ হইল। রমা যাহা বলিল, তাহাও সত্য। আবার ভাবিলেন, ‘আমি যে জন্য বলিলাম, তাহা রমা লইল না। না লউক—রমার যখন ইচ্ছা নাই, তখন এ বিবাহ দিব না। স্ত্রীলোকে টাকার কথা ভাল বুঝে, রমা যখন তাহা কাটাইয়া অন্য বুঝিতেছে, তখন রমা যাহা বুঝিতেছে তাহাই ভাল।’

রমা বলিলেন, “আনন্দের সহিত হয় না?”

আত্মা। তাই দেখিতেছি—তা হইলেত ভালই হয়। তবে যে বিবাহে—ধর্ম্মের ক্ষতি মনে করে, আমার তাহার উপর জোর করিতে ইচ্ছা হয় না—আর করিতেও নাই, অধর্ম্ম হয়। আমি সেই টুকু জানিব, যদি তাহার মনে বিবাহ—ধর্ম্মবিঘ্ন না হয়, তবে তাহার সহিত সুশীলার বিবাহ দিব। আনন্দের নিকট

সুশীলা এক বেলা খাইয়াও সুখী হইবে। আর লেখা পড়া জানে, তাহা হইলে চাকরী বাকরী করিতে পারে।

রমা। তিনি আসিবেন কবে?

আত্মা। কৃষ্ণ বাবু পত্র লিখিয়াছেন, উত্তর আসিয়াছে, শীঘ্রই আসিবে—বোধ হয় দুই এক দিন মধ্যেই আসিবে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণীর মৃত্যু শুনিয়াই, বিলাসিনীর একটা চমক ভাঙ্গিয়া গেল। বিলাসিনী ভাবিলেন, 'দুলাল বেশ দশ টাকা রোজগার করে—দেখিতেও সুন্দর; বামমণীও উপযুক্তা, এ সুবিধা ছাড়া হইবে না—যাহাতে হয়, তাহা করিতে হইবে। আত্মারামকে সে জন্য আরও একটু আদর আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকান্তকে সম্বন্ধের স্থিরতার জন্য ব্যগ্র হইতে বলিলেন। কৃষ্ণকান্তও এ পরামর্শ উচিত বিবেচনা করিলেন।

ঘটক মহাশয়দের খুব হুড়াহুড়ী পড়িতে লাগিল। কিন্তু খেলারাম বাবুকে অনেকেই চেনেন, সহজে যে হইবে কাহারও বিশ্বাস হইল না। অনেকেই সরিলেন। দুই একজন মনে করিলেন, কৃষ্ণ বাবুও ধনী, টাকা খরচে ভয় খাইবেন না—তবে পলাইব কেন?

বিলাসিনী শুনিয়াছিলেন, দুলাল বিবাহ করিতে চাহে না। না চাহিবার কারণ, বিলাসিনী দুইটী ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম—দুঃখ, দ্বিতীয়—আবার একটা ছোট মেয়ে কত দিনে বড় হইবে, ওই ভাবিয়া হয়ত বিবাহে অমত।

তখন বিলাসিনী ভাবিলেন, 'দুয়েরই সুগম পথ আছে,

যদি সেই পথে লইযা আসিতে পারি, তবে আর পায কে? কামময়ীর মুখ দেখিলে, দুঃখ দূরে যাইবে, কামময়ী এখন বালিকা নহে—সে উপযুক্তা।'

দুলাল—ডাক্তার, তাহাতেও বেশ সুবিধা দেখিলেন। ভাবিলেন,—'প্রায় দুই মাস হইতে চলিল, এখন দুঃখ অনেক কমিয়াছে, আর লেখা পড়া শিখিয়াছেন—স্নায়ুর দুর্ব্বলতা কেন হইবে, উঁহার মনে কি দুঃখ দাঁড়াইতে পারে?'

বিলাসিনী, দুলাল ডাক্তারকে আনিতে আনন্দকে বলিলেন। আনন্দ বলিল, "কাহার অসুখ হইয়াছে?"

বিলাসিনী বলিল, "তুমি বাড়ী থাক, কাহার তত্ত্ব রাখ?—এই যে কয দিন কামময়ী পেটের বেদনায় ছট ফট করিতেছে, তাহার তত্ত্ব কে লয় বল?"

আনন্দ কোন কথা কহিল না। মনে মনে বলিল—'পেটে বেদনা হইয়াছে কেমন করিয়া জানিব? খাইতেছে, বেড়াইতেছে—কি বুঝিব?'

আনন্দ চলিযা গেল। বিলাসিনী, কামময়ীকে ডাকিয়া কি, কি বলিযা দিলেন। কামময়ী একটু হাসিল।

কিছুক্ষণ পরে আনন্দ দুলাল ডাক্তারকে সঙ্গে লইযা, বাড়ীর ভিতর আসিল। তখন বাড়ীতে আত্মারাম বা কৃষ্ণকান্ত নাই, উভয়েই আফিসে, রতিকান্তও বাড়ী নাই। রমা সুশীলাও সে দিন বাড়ী ছিল না। রমা ভগ্নীর বাড়ী গিযাছেন, সুশীলাও সঙ্গে গিযাছে।

কামময়ী শয্যায় শুইযা, মুখের ভাব যেন বড়ই কষ্টদায়ক। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে এক একবার হাসিমুখ খানার

আবছায়া দিতে ত্রুটি হইতেছে না। দুলালের সে দিকে বড় নজর নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পীড়া কি?"

কৃষ্ণকান্ত বাবুর পরিবারের সহিত, খেলারাম বাবুর পরিবারের কখনই আলাপ নাই। এখন আত্মারাম বাবুর জন্য, নাম ধাম ইত্যাদি শুনা আছে মাত্র। সে জন্য দুলাল কৃষ্ণকান্তকে ভক্তি করেন। তাই বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন।

আনন্দ বলিল, "আমি ভাল জানি না।" কামময়ীকে বলিল,—"বল না?"

কামময়ী বলিল, "আজ কয়দিন হইতে আমার তলপেটে, একটা বেদনা হইয়াছে। উপরে কিছু জানা যায় না, কিন্তু ভিতরে বড় কষ্ট।" এই বলিয়া একবার মুখ বিকৃত করিল।

দুলাল বলিলেন, "আমি দেখিতে পারি কি?—না হয় আমি অমনিই ঔষধ লিখিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই ভাল হইয়া যাইবে।"

কাম। না, না—তাহা হইলে আপনাকে আনা হইল কেন?

কামময়ীর এ কথায়, আনন্দরামের মনে কেমন একটা ঘৃণার উদয় হইল। ভাবিল—ইহা ভাল নহে। আমি মিথ্যা মনে করিতেছি, কিন্তু সত্যও হইতে পারে। দূরে বিলাসিনীকে দেখিয়া একজন চাকরাণীকে ডাকিয়া দিয়া, দুলালকে বলিল, "আমি বাহিরে গিয়া বসি, আপনি ডাক্তার, আপনাদের সবই সাজে। আমরা ঘরের লোক, কোথায় পীড়া—আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।"

দূরে বিলাসিনী ও সম্মুখে একজন চাকরাণীকে দেখিয়া, দুলাল আর কিছু বলিলেন না। দুলাল তখন বেদনাটা কি কারণে হইয়াছে, তাহাই ভাবিতেছেন ও যাহা যাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইতেছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চাকরাণী বলিল, "দিদি বাবু উঠিতেও পারেন না, খাইতেও পারেন না; শরীর একেবারে নাই বলিলেই হয়।"

এ কথায় দুলালের একটু হাসি আসিল। কামময়ী একটু হাসিয়া বলিল, "যা তোর আর বকিতে হইবে না—কি বলে।"

দুলাল কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—কোথায় ব্যথাটা না দেখিলেত ঔষধ দেওয়া হইতে পারে না।' বলিলেন, "তবে একবার কাপড়টা একটু খুলিতে হইবে, তুমি হাত দিয়া যেখানটায় ব্যথা দেখাও, তাহা হইলেই আমি বুঝিতে পারিব।"

তখন কামময়ী কাপড় উন্মুক্ত করিয়া, দুই হাত দিয়া দুই মূত্র যন্ত্রের (Kidney) দুই নিম্ন দেশ দেখাইল।

দুলাল বলিল, "আর একটু উপরে হাত দাও দেখি, ব্যথা আছে কি—না?"

কাম। একটু একট—

দুলাল। তবে বলিতে পারিতেছিলে না কেন? তাহা হইলে ত আমার দেখিবার আবশ্যক হইত না।

এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। দুলাল যখন বাহিরে যান, তখন কামময়ী একবার বেদনার কণ্ঠের আওয়াজ দিল। দুলাল মুখ ফিরাইয়া কামময়ীর দিকে তাকাইয়া ভাবিলেন,—'এরূপ স্থলে এরূপ যাতনার ত কথা

নয়?' কামময়ী একবার চকোচকি করিল, ভাবিল—বেশ মুখখানি, দুলালের সে দৃষ্টি নাই, তাহা কামময়ী বুঝিল না। দুলাল ভাবিলেন—দেখা যাক, ঔষধে কি দাড়ায়।

দুলাল বাহিরে আসিলে, আনন্দরাম টাকা দিতে গেল। দুলাল বলিলেন, "যিনি আমার কাকার সুহৃদ, তাঁহার বাড়ীতে আমি টাকা লইব? বিশেষ আপনার সহিত আলাপে আমি বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি। আমি ইচ্ছা করি আপনার সহিত যাহাতে আমার আলাপ থাকে—আপনার নিকট আর একদিন আসিব।"

আনন্দ। আমি কাজ কর্ম্ম করিনা, আপনার সহিত আমিও দেখা করিতে পারি।

দুলাল। সেত ভালই—কবে যাইবেন? তাহা হইলে আমার গুটিকতক কথা আছে। আমি শুনিয়াছি—ধর্ম্মশাস্ত্রে আপনার বিশেষ জ্ঞান। সে জন্য কাকা আপনাকে বিশেষ ভালবাসেন।

আনন্দ। কাল বৈকালে যাইব। তবে শাস্ত্র আমিও কিছু বুঝিনা, সে জন্য যাইব বলিতেছি—তাহা নহে। আমার আপনাকে যেরূপ জ্ঞান ছিল, এখন আর সেরূপ নাই, তাই আমারও আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়।

দুলাল। আমি কাকীমার সহিত একবার দেখা করিতে ইচ্ছা করি—কাকা ত বাড়ী নাই।

আনন্দ। তিনিত বাড়ীতে নাই। বহুবাজারে তাঁহার ভগ্নীর বাড়ী গিয়াছেন।

দুলাল। আচ্ছা—তবে থাক। আমি কিন্তু কাল

বৈকালে আপনার আশায় থাকিব। এই বলিয়া দুলাল গাড়ীতে উঠিলেন।

ত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

বিলাসিনীর ইচ্ছা, রতিকান্ত ও কামময়ীর বিবাহ এক সঙ্গেই দেন। তবে আমোদ আহ্লাদের জন্য না হয়, দুই একদিন আগে পরেই হইবে, তাহাতে ক্ষতি নাই। বিলাসিনী রমার নিকট এ কথা নিত্য পাড়েন। রমা বলেন, "আমাকে বলিলে কি হইবে, কর্ত্তা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।" বিলাসিনী বলেন, "তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে—একের ওজর টালা তোমাদের উভয়ের যেন স্বভাব।"

কামময়ীর, দুলালের সহিত বিবাহের একরূপ কথা হইতেছে। অন্য স্থান হইতেও সম্বন্ধ আসিতেছে, তাহার জন্য বিলাসিনী তত ভাবেন না। ভাবেন—রতিকান্তের জন্য; কারণ, এত সম্বন্ধ আসিতেছে, অন্য কোথাও বিবাহ করিতে রতি সম্মত নহে; আবার রতির ভাব এখন পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, সে তেমন খাইতে পারে না, মুখে আহ্লাদ নাই, সর্ব্বদাই চুপ করিয়া থাকে, ভাল করিয়া কথা কয় না।

কৃষ্ণকান্ত ও আত্মারাম বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। নানা কথার পর কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমি বাড়ীতে শুনিলাম, আপনার স্ত্রীর কোন গহনা নাই, সুশীলারও কোন গহনা নাই। পায়ে দুই চাবি গাছা মল, তাহাও তাহার নাই—ছেলে মানুষ সাধ হয় না—কি?"

আত্মা। সাধ হয় বই কি—তবে, সে যেরূপ মেয়ে, পাছে

আমি বুঝিষা দুঃখিত হই, সে জন্য সে ভাবের কোন কথাই সে কয় না। আমি একটু সুস্থির হইলেই, আমার মল এক জনের নিকট বাঁধা আছে, ওধরাইয়া আনিয়া দিব। আনিতেও হইবে—বিবাহ ত দিতেই হইবে—আর রাখিতে পারি না।

কৃষ্ণ। তাহার চেষ্টা ত আপনি করেন না।

আত্মা। করিব কি—জানত সব—টাকা না হইলে কি করিব। তবে, দুই একটা সম্বন্ধ আসিতেছে, কিন্তু টাকার জন্য হইয়া উঠিতেছে না।

কৃষ্ণ। সুশীলার বিবাহে যাহা খরচ হয় আমি দিব। আপনি সম্বন্ধ ঠিক করুন—আমি সুশীলাকে বড় ভালবাসি—ঘরে আনিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনার মত নাই—কি করিব।

আত্মা। রতিকান্তকে আপনি চেনেন। আমার যে কেন মত নাই, তাহা বলিতে হইবে না—এ জন্য আমায় না অপরাধী করেন।

কৃষ্ণ। তাহা আমায় বলিতে হইবে না। আমি যদি তাহা না বুঝিতাম, তাহা হইলে জোর করিয়া বিবাহ দেওযাইতাম। সুশীলা কি আমার মেয়ে নহে? সুশীলা যদি ভাল স্বামীর হাতে পড়ে, সুশীলার উপর আমার ঢের আশা আছে। সে জন্য আপনি মনে কিছু করিবেন না। যদি ইহার জন্য আমার মন পরিবর্ত্তন হইবে, তবে আপনাকে ভালবাসি নাই। তবে নিজের ছেলে—তাই এক একবার সুশীলাকে মনে হয়।

আত্মা। আপনি আমায় যথার্থ ভালবাসেন, তাই আপনি

ইহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—আমি কিন্তু কেবল নিজের স্বার্থের দিকে যাইতেছি।

কৃষ্ণ। আমি আপনাকে ভালবাসি বা আপনি আমাকে ভালবাসেন বলিয়া—সুশীলার হিতাহিত দেখা হইবে না—ভালবাসা এ কথা বলে না। আমি আপনার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আনন্দিত হইতে পারি, কিন্তু আপনার স্ত্রী, তাহা পারিবেন কেন? আমি কি তাহা জানি না? আমি জোর করিলে এখনি রতিকান্তের সহিত সুশীলার বিবাহ দিতে পারি। সে ভাবনায় আপনার প্রয়োজন নাই, আর টাকার জন্যও ভাবিবেন না—টাকা আমি দিব।

আত্মা। আপনি টাকা দিলে আর না'ন না—আমি কিন্তু তাহা ভালবাসি না। আমি ধার স্বরূপ লইব।

কৃষ্ণ। সে যখন হইবে তখন বোঝা যাইবে। আপনি মল কগাছি আনেন না কেন?

আত্মা। টাকা এখন কোথায়? মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে. তবে তাহা যে টাকায় বন্ধক আছে, তাহার এখনও যোগাড় করিতে পারি নাই।

কৃষ্ণ। সে কত টাকা? না হয় এখন আমি দিতেছি, আপনার হয় দিবেন, না হয়—না দিবেন, সে জন্য আপনার ভাবিতে হইবে না।

আত্মারাম লইতে স্বীকৃত হইলেন না। কৃষ্ণকান্তও মল আনাইবেন। এইরূপ কিছুক্ষণ চলিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বালিকা—তাহাই বলিতেছি, আর আমার নিকট আপনার লজ্জা ভাল দেখায় না, কারণ আমি আপনার নিকট পরের

মত ব্যবহার আর আশা করি না। সে জন্য এ সকল ঘরের কথা আমি বলিতে সাহস পাই।” আত্মারাম বলিলেন, “আপনি আমার উপকারী বন্ধু, তাহা আমি জানি, কিন্তু পয়সা বড় খারাপ জিনিষ। পয়সা যাহার মধ্যে আছে, তাহা চিরদিন সমান থাকে না বা রাখা বড় শক্ত হয়, তাই ভয় হয়—যদি আমি এই পয়সার গোলে পড়িয়া অকৃতজ্ঞের ন্যায় হইয়া পড়ি। আমি ইচ্ছা করি পয়সা বিনিময়ে, বন্ধুত্ব বা ভালবাসা কেহ যেন না করে। পয়সার সম্বন্ধ পয়সার মত রাখাই উচিত। বন্ধুত্বের সহিত ইহা মিশাইলে বন্ধুত্ব শুদ্ধ, ইহা টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

কৃষ্ণ। আপনি পাগল হইয়াছেন? ওসব কথা এখন থাক। কত টাকায় বাঁধা, এখন বলুন দেখি?

আত্মারাম কিছুতেই বলিবেন না। অবশেষে, বলিতেও হইল—লইতেও হইল। কিন্তু টাকা হইলেই, টাকা তিনি ফেরৎ দিবেন ও কৃষ্ণকান্ত বাবু লইবেন, এই প্রতিজ্ঞায় টাকা কয়টী গ্রহণ করিলেন।

গ্রহণ করিয়া রমার নিকট গেলেন। রমা সে কথা শুনিয়া একটু আনন্দের হাসি হাসিয়া, পরক্ষণেই বিষণ্ণ হইলেন। আত্মারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার ভারী মুখ করিলে কেন? এখানে যখন আসি তখনই তোমায় বলিয়াছিলাম, যে মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন বন্ধুরূপে অনেক শত্রু দেখা যায়। জানি না—কৃষ্ণকান্ত বাবু দুই দিনে যেরূপ স্নেহ দেখাইতেছেন, ইহার ফল কি দাঁড়াইবে।”

রমা। এ সব গিন্নী বিলাসিনীর খেলা।

আত্মা। গিন্নী তাহাই ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের মন, ওরূপ নীচ নহে। কৃষ্ণকান্তের উদ্দেশ্য তাহা নহে, তাহা হইলে কি সুশীলার অন্য স্থানে বিবাহেও টাকা দিতে চান? লইতেও হইবে—শান্তকে লইয়া আসিব, সে চাকরী করিলেই ধার দুই এক বৎসরে শোধ করিয়া ফেলিতে পারিব।

একত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দুলাল ভাবিতে থাকেন, আর কাঁদিতে থাকেন, কিন্তু চক্ষে কিছু প্রকাশ নাই। দুলালের মনে হয়, 'একবার যদি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পাই, তাহা হইলে যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়। কিন্তু কাঁদিব কি প্রকারে। লোকে বলিবে আমি স্ত্রৈণ—লোকেত কল্যাণীর ব্যথা বুঝিবে না। কল্যাণী যে মানুষরূপে দেবী ছিল, তাহাত লোকে জানে না—দেবীর নিকট ভালবাসা শিখিতে পারিলে কি স্ত্রৈণ হয়?—যে স্ত্রৈণ, তাহারত সে দোষ কাটিবা যায়।

দিনের মধ্যে কতবার যে, কল্যাণীকে মনে হয়, দুলাল তাহা ঠিক রাখিতে পারেন না। তাহার সেই কার্য্য গুলি, তাহার সেই কথা গুলি, দুলাল যেন দেখিতে পান, শুনিতে পান—আর তাহার অভাব বোধ হয়। দুলালের আর যেন বল থাকে না। দুলাল থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে বসিয়া পড়েন, ভাবেন—এ ব্যথা কে বুঝিবে?—যে ভালবাসা কি বুঝিয়াছে, সেই আমার সহিত কাঁদিবে, নচেৎ সাধারণত হাসিবে, তাহাতে দুঃখ কি?

দুলালের বড় দুঃখ—এখন মনে হয় আর দুঃখ থাকে।

মনে হয়—কল্যাণী নৌকোপরি আসিয়া, যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। এখন সে গুলি যেমন বুঝিতে পারেন, আগে সেরূপ বুঝেন নাই। বুঝেন নাই বলিয়াই বড় দুঃখ হয়—তাই বুঝি কল্যাণীকে হারাইতে হইল। ভাবিলেন—আমিই কল্যাণীকে মারিয়াছি।

অনেক সময় মনে হয়—সেটাই বা কি! আমি যখন নৌকোপরি ছিলাম, তখনত কল্যাণী নাই, তবে সেটা কি? আমি দুঃখ ভরে কি দেখিয়াছিলাম, বুঝি তাহা কিছু নহে—কিন্তু কিছু নহে বলিয়াত মন, প্রবোধ মানে না।

সে কথা কাহাকেও দুলাল বলেন নাই, কেবল আনন্দ রামকে বলিয়াছেন, বলিয়া কিন্তু দুলালের একটু যন্ত্রণার লাঘব হইয়াছে। লাঘব হইয়াছে—কারণ, আনন্দ তাহাতে যেরূপ সহানুভূতি দেয়, অন্যে সেরূপ যেন দিইতে পারে না। আনন্দরামও নিজের ভাব কিছু প্রকাশ না করিয়া দুলালের ভাবেই যোগ দিয়াছিলেন; কারণ দুলালের মনের অবস্থা এখন বড়ই করুণীয়।

আনন্দরাম বলেন, "ওই যে দৃশ্য উহা সম্ভব। মন যখন দুঃখে হউক সুখে হউক একে বারে পরাকাষ্ঠায় উঠে, তখন কল্পিত জগৎ যেন প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে কখন কখন ইহা হয়। যদি ইচ্ছা করিয়া দেখিতে যাইতে হয়, তবে গুণযোগের দ্বারা, মনকে শরীর হইতে কিছু নির্লিপ্ত করিতে পারিলেই দেখা যায়। কিন্তু যাহা দেখা যায়, তাহাও গুণ—এই গুণময় জগতের উহাও এক গুণ। যাঁহারা গুণ ধর্ম্ম যাজন করেন, তাঁহারা উহাকে ধর্ম্মের বিভূতি মনে করেন।"

দুলাল আর কিছু চান না, ইহা যে সত্য হইতে পারে, এই টুকুই জোর করিতে চান, কারণ ইহা হইয়াছিল। যখন হইয়াছিল—তখন সে সত্যই কল্যাণী।

আনন্দ বলেন, "তাহাও হইতে পারে; ভাব-জগতে ভাব-দেহ বিচরণে সক্ষম। যতদিন না জীব মুক্ত হইবে, ততদিন বিনা দেহেও অভেদ থাকিবে না। গুণ ধর্ম্মে তাহাও দেখা যায়—এক শরীর হইতে অন্য মৃত শরীরে বা জীবিত শরীরেও মনের দূরত্ব অবস্থায় ভাবদেহ গিয়া, ক্রিয়া বা চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে—ইহাও গুণ ধর্ম্মের বিভূতি।"

আনন্দরামের এই সকল কথায় দুলালের কিছু যোগশাস্ত্রে মন বসিল। কিন্তু বসিলে কি হইবে—মধ্যে মধ্যে সেই এক রকম কেমন ভাব, তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া অধিকার করে, তাহাতে যেন বুক ফাটিয়া যায়, স্থির হইয়া যাইতে হয়। এক এক সময় দুলাল স্থির হইয়া স্থানুর ন্যায় বসিয়া থাকেন। দুই একবার ডাকে খেলারাম উত্তর পান না। তাহাতে খেলারামের ভয় হইল, যাহাতে বিবাহটা শীঘ্র শীঘ্র হয়, আর মেয়েটী বড় পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘটক তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। আত্মীয় কুটুম্বদের বলিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

খেলারাম বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। আত্মারাম আসিয়া পার্শ্বে বসিলেন। খেলারামের মনটা এখন একটু চঞ্চল হইয়াছে, সেজন্য মনের জোর আর তেমন নাই। আত্মারাম খেলারামের এবার কিছু কিছু আদর দেখিলেন। আত্মারাম তাহাতে বড় আনন্দিত হইলেন।

নানা কথাবার্ত্তার পর, আত্মারাম বলিলেন, "আমি সেই ২৪ চব্বিশ টাকা দিয়া মল কয়গাছি লইয়া যাইব মনে করিতেছি, সুশীলার পায়ে কিছু নাই দেখিয়া, কৃষ্ণ বাবু আমায় টাকা দিয়াছেন।" এই বলিয়া টাকা কয়টী খেলারামের সম্মুখেই রাখিলেন। খেলারাম যেন দেখিয়াও দেখেন নাই, বলিলেন, "ভায়া। এই দুলালের পরিবারটী মারা গেল, একবার কি দেখিতেও নাই? দেখ, আপদ, বিপদ সকলেরই আছে, উহাদের মনে দুঃখ হয়, এই জন্যই বলিতেছি, নহিলে তুমি ছোট ভাই, তোমার উপরে আমার আর দুঃখ কি—বুঝিতে না পার, ধম্‌কাইয়া শিখাইব—ইহাত আমার কায।"

আত্মা। আমি আর কি দেখিব বলুন, দুলালত ছোটও নহে, মূর্খও নহে—তবে দুট কথা বলা কহা, তাত করিতেছি, মনের কষ্টত হাত দিয়া তাড়ান হয় না। আর যে দিন এরূপ হয়, সে দিন আমি খবরই পাই নাই।

খেলা। তুমি কি পর যে, তোমায় খবর দিতে হইবে। বাপ খুড়া যদি না দেখিবে তবে আর দেখিবে কে? দেখ, আজ তুমি যেম দু দশ টাকা রোজগার করিতেছ, মলটী আছে, আর টাকাটীও জোগাড় হইযাছে, তা যখন না থাকিবে, তখন উহাদেরইত দেখিতে হইবে। এরূপ করিলে, তা তখন উহারাই দেখিবে কেন? যেন এগুলা মনে থাকে—আমি তোমায় কিছু বলিতেছি না—যেন এগুলা মনে থাকে।

আত্মা। আপনিত সেদিন আমাকে ডাকাইতে পারিতেন—ডাকিয়া বলিতে পারিতেন।

খেলা। আমি আর বলিব কি? এ কি সুখের কথা, যে

বলিয়া বলিয়া বেড়াইব? দেশ শুদ্ধ লোক জানিতে পারিল, তুমি জানিতে পারিলে না—তা পারিবে কেন? যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।

আত্মারাম বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইলেন। ভাবিলেন—ঈশ্বর সাক্ষাতে আমি বলিতে পারি, ইহার ঘুণমাত্র আমার অগ্রে কাণে যায় নাই, তবে যাহাই হউক যখন, সেদিনে উপস্থিত হইতে পারি নাই, তখন বড়ই অন্যায় কায হইয়া গিয়াছে। দাদা ও দুলালের সহিত গিয়া সেখানে দেখা উচিত ছিল, দাদার সে জন্যই দুঃখ হইয়াছে। তিনি কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু মনের কথাও সেদিন বলিতে পারিলেন না। নানা কথার পর যখন উঠেন, তখন ভাবিলেন—টাকা কয়টী সম্মুখে যখন দিয়াছি, তখন আর কি বলিয়া লইয়া যাই, উনি হয়ত আপনি দিবেন। কিন্তু এ দিকে বেলাও হইতে লাগিল, আবার আফিসে যাইতে হইবে, আর বিলম্ব করিতেও পারেন না। ভাবিলেন, দাদা ত শুনিয়াছেন, কিসের জন্য টাকা—তা উঁহার নিকট থাকিলেই বা আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইলেই হইবে। সে দিন উঠিলেন। খেলারামও, "আচ্ছা—এস" বলিয়া আর কি বলিলেন না।

দ্বাত্রিংশত্তিতম পরিচ্ছেদ।

সুশীলা, আনন্দরামের কথা শুনিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু এবার আনন্দরাম কলিকাতায় আসিয়া, আর সুশীলাকে দেখিতে

পান নাই। পূর্ব্বে সুশীলার, আনন্দরামের নিকট বাহির হইতে লজ্জা হইত না, কিন্তু এবার হইয়াছে—সে আর আনন্দরামের নিকট আসে না।

আসে না বলিয়াই যে, সে আনন্দরামকে চক্ষের আড় করিয়াছে, তাহা নহে। দূর হইতে আনন্দরামকে দেখে, পাশের ঘর হইতে আনন্দরামের কথা শুনে, আর কেমন একটু কান্না আসে—সে পলায়।

আত্মারাম আনন্দরামে নিত্য নানা কথা হয়, সকল দিন এক রকম নহে—অধিকই ধর্ম্ম সম্বন্ধে। সুশীলা তাহা বুঝিতে পারে না, তবে তাহার মধ্যে এরূপ সংসারের দুই একটা কথা থাকে, যাহা সুশীলা বুঝিতে পারে ও নিজের ভাবে কাঁদিয়া ফেলে—রমা তাহা দেখিতে পায় না।

সুশীলা পাশের ঘরে বসিয়া আত্মারাম আনন্দরামের কথা শুনিতেছে। রমা তখন সেখানে নাই—রন্ধন-গৃহে।

আনন্দ বলিল, "সম্বন্ধত অনেক আসিতেছে, তবে হয় না কেন?"

আত্মারাম বলিলেন, "হইবে কি—আগে আমার টাকা নাই ভাবিয়া তত গা করি নাই, দুই একটা আসিতেছিল, আমিও দেখিতেছিলাম, এখন কৃষ্ণকান্ত বাবু টাকা দিবেন বলিয়াছেন, দেখিতেছিও। কিন্তু আর একটা গোল দাঁড়াইয়াছে—সেই জন্যই গোলে পড়িয়াছি।"

আনন্দ। গোল আবার কি?

আত্মা। সম্বন্ধও আসিতেছে, ঠিকও হইতেছে, আবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, বলে—মেয়ের রোগ-আছে; এ কিরূপ কথা

বলিতে পারি না। একজন নয়, দুইজন নয়, অনেক এইরূপে ভাঙ্গিয়া গেল। একে আমার পয়সার বল নাই, তাহার উপর এ দোষ বড় ভাল নয়—আমার মেয়েরত কোন দোষ নাই।

আনন্দ। আমার বোধ হয়—এটা কাহার ষড়যন্ত্র।

আত্মা। আমারও তাহাই বোধ হইতেছে, কিন্তু ধরিতেও পারিতেছি না, আর ধরিয়াইবা কি করিব—আমি গরীব।

আনন্দ। তবে কি করিবেন, মেয়ে ত বড় হইতে চলিল—আর রাখিলেত হিন্দুর ঘরে চলিবে না।

আত্মা। আমি তোমাকেই মনে মনে করিতেছি, তাহা হইলে আর আমায় এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না, তবে যদি তোমার ধর্ম্মের হানি হয়, আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। সেজন্য তোমায়, আমার দুই একটী কথা বলিবার আছে, যদি আমার ভুল হয়—আমি তোমার নিকট শিক্ষাও পাইব।

আনন্দ। সংসারে যে ধর্ম্ম লাভ হয় না—তাহা আমি বলি না, তবে অনেক সময় হয় না বটে, সেজন্য আমি ভয় করি।

আত্মা। আমিও তাহা জানি, পাশব বিবাহে ধর্ম্মের হানি হয়। পাশব বিবাহে যে ধর্ম্মের গন্ধ, তাহা কেবল তাহাতেই মুগ্ধতার হেতু, কারণ পাশব বিবাহে ধর্ম্মের ভিত্তি না থাকার কারণ, সৃষ্টির বা সৃষ্টিস্থিতির উদ্দেশ্যে ক্রিয়া নহে, সে কেবল পাপের সুখসিদ্ধি; কিন্তু ধর্ম্ম বিবাহত তাহা নহে, ধর্ম্ম বিবাহে পাশবের গন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহা সৃষ্টিস্থিতির কারণ, ধর্ম্মই তাহা রক্ষা করেন, তাহাতে মনুষ্যকে নিম্নগামী হইতে হয় না।

আনন্দ। সত্য—কিন্তু মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্ম এবং পাশব, দুই

ভাবই বর্ত্তমান; ধর্ম্মে ধর্ম্মে বা পাশবে পাশবে বিবাহে ক্ষতি নাই, তাহার বিপরীতে ক্ষতি হইতে পারে; কারণ কোন হৃদয়ে কি আছে, তাহা জানিতে হইলে, হৃদয় ভাল করিয়া দেখা উচিত, আবার দেখিতে গিয়া মোহেও ভুলিতে কতক্ষণ?

আত্মা। প্রথমে বিবাহ রীতি ছিল না; কারণ, তখন ধর্ম্ম এত অক্ষুণ্ন ছিল, যে সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু যখন মনুষ্য হৃদয়ে এই দুই ভাবের উদয় হইল, তখন বিবাহের রীতি প্রচলিত হয়; কারণ অধর্ম্মকে একেবারে জয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সেজন্য চোরের ভয়ে বৈষ্ণব বাড়ীতে কুকুরকে মাংস দিয়া রাখার ন্যায় এ বিধি বিধির মধ্যে গণ্য করিতে হইয়াছিল। কালধর্ম্মে এখন, ধর্ম্মভাব অপেক্ষা অধর্ম্ম ভাবের আধিক্য হওয়ায়, ওই কুকুরের খাদ্যই নিজের খাদ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলি, যে হৃদয়ে এখনও ধর্ম্মভাবের আধিক্য আছে, তাহাকেও চোরের ভয়ে নিজ ভাব অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত বিবাহিতা স্ত্রীকে কেবল স্ত্রী বলিয়া না লইয়া, সহধর্ম্মিণী বলিয়া লইতে হয়, কারণ পাশব ভাবই মনুষ্য হৃদয়ে বাদীর স্বরূপ, তাহাকে কিছু কিছু খাদ্য দিয়া স্ববশে রাখাই উদ্দেশ্য।

আনন্দ। অবশ্য বিবাহ সেই জন্যই। মনুষ্যের, ধর্ম্মে ধর্ম্মে আর পাশবে পাশবে মিলনকেই বিবাহ বলে; কারণ, এই দুই ভাব প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়েই নিহিত আছে, মিলনে উভয় দেহে উভয় ভাবে, যে যাহার সে তাহার ভাবে আকর্ষিত হয়। এক—বিবাহে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্বন্ধ তাহা অন্তর্জগতের, অন্য—পাশবে পাশবে সম্বন্ধ, তাহা বাহ্য জগতের। ধর্ম্ম জগতে যাহার সহিত যাহার মিলন বা বিবাহ হয়, উভয়ই নিত্য। বাহ্য জগতে তাহা

নহে, কারণ দেহের বিনাশ আছে, থাকিলেও যতদিন দেহ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ওই ধর্ম্মভাব পরিপক্ক হইতে সময় পায়। তাহা আমাকেও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যদি চোরের ভয় না রাখিয়া কুক্কুর পালন না করা যায়, তাহা হইলেত আরও সুন্দর হয়।

আত্মা। তাহাত সত্য—কিন্তু কে এমন? যাহাকে মায়া জীত করিতে ভয় পান—তুমি কি মনে কর স্ববলে মায়াজয়ী হইতে পারিবে? আমি গুরু মুখে শুনিয়াছি, যদি মায়া কৃপা করিয়া মুক্তি দেন, তবেই জীবের মুক্তি, নচেৎ তোমার যোগসাধনের ও মুক্তামুক্তের বিচার বৃথা।

আনন্দ। মায়া কিরূপে মুক্তি দিবে।

আত্মা। একের দুই শক্তি—অপরা এবং পরা। তুমি আমি এই জগতে মায়া কুহরে; গুরুমন্ত্ররূপ ঈশ্বর কৃপাবীজ যখন হৃদয়-ক্ষেত্রে পড়িয়া কার্য্য করিতে থাকে, তখন মায়ার দেখিয়াও দয়া হয়। মায়া দয়া করিয়া নিজ বাগুরার বাহিরে দিয়া আসেন—তাহাকেই মুক্তি বলে। যিনি নিজের বল দেখাইতে যান, মায়া তাহাকে বাগুরার বাহিরে না দিয়া, আরও ঘুরাইতে থাকেন, সেই ভণ্ডরূপে পরিচিত হয়, কিন্তু সে মনে করে, আমি সাধনে মায়া হইতে দূরে যাইতেছি, মনের এ ক্রিয়াও—মায়ার। তুমি ভাবিতেছ, বিবাহ না করিলেই মায়া হইতে অস্পর্শ থাকা হয—তাহা নহে। মায়া হইতে অস্পর্শ থাকিবার উপায় পরা, পরা জন্ম না হইলে তুমি বিবাহ কর বা নাই কর, নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে পারিবে না।

আনন্দ। তাহা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু বিবাহ না করিলে কি পরা লাভ হয় না?

আত্মা। হয়—অঙ্কুর হয় বটে, বৃক্ষ হয় বটে, কিন্তু ফল ফলে না।

আনন্দ। কারণ—

আত্মা। তুমি যে যোগে এখন যোগী, তাহা গুণ যোগ। গুণ যোগে—অষ্ট সিদ্ধি, তাহা হইতে পারে, কিন্তু হইয়া কি হইবে? তুমি যে শক্তিতে জন্মিয়াছ, তাহারই না হয় বৃদ্ধি করিবে। এখন যাহা পার না, তখন না হয় তাহাই পারিবে। কিন্তু পারিয়া কি হইবে—তাহার জন্য যদি তোমার সংসার ভাল না লাগে, তুমি না করিতে পার; কারণ, সংসারে লেখাপড়ার জন্যও অনেকে স্ত্রী, পুত্র ছাড়িয়া বিলাতে যায়। আমি বলি, এই সুখের জন্য কি তোমার মন ব্যাকুল, না—অন্য কিছু আশা করে?

আনন্দ। এ সকল বা ইহার বৃদ্ধির আমার আশা নাই, তাহাওত মায়া। আমার আশা নিষ্কাম ধর্ম্ম পালন করা।

আত্মা। তবে বিবাহ ভিন্ন লাভ হইবে না। যেমন এই মায়া-জগতে আমরা মায়া-ভাবে, মায়া-সেবায় মায়া-প্রেম লাভ করি, তেমনি সেই পরাভাবে ঈশ্বরের সেবাই সেবা, যদি মায়া আভাসে, তাহা সংসার হইতে না শিখিতে পার, তবে পরা উদয়ে সেবার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে কি প্রকারে? সেবা না শিখিলে প্রেম লাভ হইবে কি প্রকারে? সে সেবা শিক্ষার উপায়—বিবাহ। জ্ঞানে সেবা শিক্ষা হয় না। তুমি হাজার জ্ঞানে সন্তানের ভালবাসা শিক্ষা করিতে যাও তত্রাচ, মূর্খের সন্তানে মায়া যেমন সহজবোধ্য, তোমার তাহা হইবে না—ওই রূপ

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সকল অবস্থাতেই সহজ হয় না। বিবাহে সকল ভাবেরই স্ফূর্ত্তি পায়।

আনন্দ। তবে যোগ কি ধর্ম্ম নহে?—যোগেত বিবাহ নিষিদ্ধ।

আত্মা। যোগ দুই প্রকার—গুণজ আর অগুণজ। বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধির লক্ষণই—ধর্ম্ম, ঐ লক্ষণ সমষ্টি স্বতঃই বস্তু, নচেৎ বস্তু কি—তাহা এ জ্ঞানে ধারণ হয় না। এই ধর্ম্ম শব্দ যখন ঈশ্বর উন্মুখী, তখন আত্মাই বস্তু ও তাহার স্বরূপগত যে লক্ষণ, তাহাই ধর্ম্ম। যে আত্মা অরূপ হইয়াও রূপে পরিণত, তাহাকেই জীবাত্মা বলা যায়। এই জীবাত্মা যখন রূপ হইতে রূপের বৃদ্ধি উন্মুখী, ঐ যোগই গুণযোগ। সেই জন্য গুণযোগের বিভূতিই সংসার, আর যখন রূপ হইতে তাহার স্বরূপ যে অরূপ—তাহাতে গতি, তাহাই অগুণজ যোগ। যোগ ধর্ম্ম-লাভের উপায় বটে, কিন্তু গতিভেদে সকাম ও নিষ্কামে প্রভেদ, তবে বল দেখি, তুমি যে যোগের কথা বলিতেছ, তাহা মুক্তিপথে লইয়া যাইবে কি প্রকারে? গুণজ যোগ এই মায়া শক্তির দ্বারা সাধিত হয়—কারণ, গুণ এই দেশের। এমন অনেক কার্য্য আছে, তাহা লাভ করিতে গেলে, এই সংসারে অনেকগুলি ত্যাগ করিতে হয়; যেমন পড়ার সময় গল্প ত্যাগ না করিলে পড়া হয় না। সেইজন্য ওই গুণযোগে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু অগুণজ যোগ এ শক্তির দ্বারা হয় না, তাহাতে পরাশক্তির প্রয়োজন হয়। গুরু মুখে পরাশক্তি লাভ করিয়া, তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন; যদি পূর্ব্বে মায়া শক্তির ব্যবহার জানা থাকে, তবে সেইরূপে ব্যবহার

করিতে পারা যায়—যদি না শিখ, তবে ব্যবহার করিবে কি প্রকারে? সেজন্য ধর্ম্ম বিবাহে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা যায়।

আনন্দ। যাহা নিষ্কাম, তাহার আবার ব্যবহার কি?

আত্মা। আছে—মায়া শক্তিতে, দম্পতীর কোন্ কথা না থাকিলেও বৃথা দুইটা কথা বাড়াইয়া ভাবের সৌন্দর্য্য আনিতে ইচ্ছা হয়, তেমনি পরা ভাবেও হইয়া থাকে। তুমি নিষ্কাম শব্দে কামনাশূন্য অর্থ শিখিয়াছ, কিন্তু তাহা নহে, নিষ্কাম শব্দে মায়াগত কামনাশূন্য ভাব বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর কামনা—কামনার মধ্যে গণ্য নহে, কারণ তাহা মায়া-জগতের কিছুই নহে।

আনন্দ। অষ্ট সিদ্ধি কি মুক্তি দিতে পারে না?

আত্মা। না—ওত মায়ার রূপান্তর মাত্র, মায়া হইতে মহামায়ার খেলা।

আনন্দ আর কোন কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। সে দিন এইরূপ কথাতেই কাটিয়া গেল, যাহা হইতে কথা উঠিয়াছিল, তাহার কিছুই হইল না। সুশীলা পার্শ্বগৃহে থাকিয়া শুনিতেছিল, তাহার মনে যেন আঁধার আসিয়া ঢুকিল। সুশীলা বিছানায় আসিয়া শুইয়া মুখে কাপড় দিয়া কত কি ভাবিল—কাঁদিল, মনে মনে বলিল—আমি যাহা ভাবি নাই, মনে স্থান দিই নাই, তাহার জন্য কেন মন আমায় বিরক্ত করে, দুঃখ দেয়—আমি যে মনের হাত ছাড়াইতে পারি না, আমায় কৃপা কর, ক্ষমা কর। আনন্দ। তোমার ওবিমল চরিত্রে আমি, পাপ কেন ঢুকিতে আশা করি। তুমি তাহা ঢুকিতে দিবে না, আমি জানি—জানিয়াও কেন পুড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

ত্রয়োত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

খেলারামের আগ্রহে, নানা স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে। কিন্তু খেলারাম দেখিতেছেন—দুলালের বিবাহে ইচ্ছা নাই। দুলাল বোঝে না, কোন কথাই কহে না। না কহিলে কি হইবে—বিবাহ দিতেই হইবে। না দিলে, না কল্যাণীকে ভুলিবে—সংসার করিতে পারিবে না, বিশেষ দুলালের মন অনেক সময় বিকৃত হইতে দেখা যায়।

দুলালের সহিত আনন্দরামের নিত্য দেখা হয়, কথাবার্ত্তা হয়। আনন্দ শাস্ত্র-কথা অধিক কহে না। আনন্দের জ্ঞান—দুলালের এ শ্মশান-বৈরাগ্য, আর আমিই বা ধর্ম্মের কি জানি? দুলালের কিন্তু তাহা মনে হয় না—অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন।

অদ্য খেলারাম বিবাহের কথা লইয়া দুলালকে একটু ভৎ-সনা করিয়াছেন। দুলালের মনে তাহাই উঠিতেছে।

আনন্দরাম দুলালের সম্মুখেই বসিয়া আছে। দুলাল বলিল, "বিবাহে তোমার মত কি?"

আনন্দ বলিল, "মতামত আর কি—ইচ্ছা হইলেই করিবে, আর না ইচ্ছা হইলেই না করিবে—ইহাতে আর মতামত কি?"

দুলাল। আমি রহস্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি না—বাবা আমায় পুনরায় বিবাহ করিতে বলিতেছেন, করা উচিত কি—না?

আনন্দ। আমায় জিজ্ঞাসা করিলে—আমি না বলিব। যদি ধর্ম্মবিবাহ হইয়া থাকে, তবে তাহা নিত্য সম্বন্ধ। আত্মা—জন্মমরণশীল নহে। ধর্ম্ম-জগতে যাহার সহিত যাহার বিবাহ—

উভয়ই নিত্য। যেমন দেহ সম্বে পাশবে পাশবে মিলিত হইয়া একাত্মা ভাব হয়, কিন্তু এক হওয়া অসম্ভব; তেমনি আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া একাত্মা হইয়া যায়—কারণ, ইহা সম্ভব। যদি ইহার মধ্যে একের দেহ ভগ্ন হয়; হইলে কি হইবে, আত্মায় আত্মায় একত্ব হেতু, ভিন্ন আত্মায় মিলন অসম্ভব। অতএব বিবাহ উচিত নহে।

দুলাল। আমারও তাহাই বোধ হয়, কিন্তু লোকে যাহা-করে—তবে কি?

আনন্দ। পাশব বিবাহ কিন্তু এ নিয়মের বশবর্ত্তি নহে; যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার সংসারের কোন বিঘ্ন না ঘটিলেই হইল। সংসারে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহে বোধ হয় কোন বিঘ্ন ঘটে না, সে জন্য প্রচলিত, কিন্তু ধর্ম্ম বিবাহে উভয়েরই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বলিয়াই, আজও দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহিতা স্ত্রীর মঙ্গলাচরণে যোগ দিতে নাই।

তখন খেলারাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খেলারাম, আনন্দকে বলিলেন, "তোমরা দুলালকে বিবাহ করিতে বল, ওর ওসব বুদ্ধি ভাল নহে।" আনন্দরাম আর বসিল না, চলিয়া গেল।

খেলারাম বলিলেন, "দুলাল! তুমি কৃষ্ণকান্তের মেয়েটীকে দেখিয়াছ না—দেখিতে কেমন? আমি শুনিলাম সম্প্রতি তাহার পীড়ায়, তুমি দেখিয়াছ।"

দুলাল। দেখিয়াছি বটে—আনন্দই আমায় লইয়া গিয়াছিল।

খেলা। ভাল হইয়াছেত?

দুলাল। হাঁ—দুই তিন দিন দেখিয়াছিলাম; এখন সারিয়াছে।

বিলাসিনী, কামময়ী যে, দুলালের ঔষধ নর্দ্দামায় ফেলিয়াছিলেন, তাহা দুলাল, আনন্দ বা কৃষ্ণকান্ত কেহই জানিতেন না।

খেলা। আমার ওই মেয়েটীকেই পছন্দ হয়, বেশ দেখতে শুনিলাম, আর একটু বড়ও হইয়াছে। এখন বেশ সাজিবে।

দুলাল। আর বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই।

খেলা। তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও, আমার ইচ্ছায় করিতে হইবে; আমি বলিতেছি—করিবে না?

দুলাল। আপনি ওরূপ বলেনত করিতেই হইবে, নচেৎ আমার ইচ্ছা নাই।

খেলা। আমি বলিতেছি।

দুলাল আর বসিল না—উপরে গেল। খেলারাম উপরে যাইতে উঠিতে ছিলেন, আত্মারাম আসিয়া বসিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর মলের কথা তুলিয়া, মল কয় গাছি চাহিলেন।

খেলারাম বলিলেন, "তাহা বটে—আগে কৃষ্ণবাবুর মেয়েটীর সহিত দুলালের বিবাহটা দিয়া দাও দেখি।"

আত্মা। আমার সেখানে ইচ্ছা নয়, তবে ভবিতব্যের কথা বলা যায় না।

খেলা। কেন বল দেখি?

আত্মা। সে বাড়ীর গুণ আমাদের বাড়ীতে ভাল শোভা পাইবে না।

খেলা। কেন?—কেন?

আত্মা। তাহারা কিছু ইংরাজী ধরণের; আমাদের ঘরে ঠাকুর দেবতায় ভক্তি—বিনয়ী না হইলে কি চলে?

খেলা। ভায়া! একবার ঘরে পুরিতে পারিলে, তাহার পর সব বুঝিব। এখন তুমি যাহাতে যোগাড় হয়, তাহা দেখ।

আত্মা। ওসম্বন্ধ আমি ঠিক করিতে পারিব না—আমি কাকা—দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়া—ঘরে ওবউ আনিতে আমার ইচ্ছা নাই।

খেলা। তাহা কি আমি বুঝিনা? আমাকে যে একেবারে গাধাই ঠাওরাইতেছ—দেখিতেছি। আমার ঘরে যিনি আসিবেন, সুর, বীর হইলেও তিনি ঠিক হইয়া যাইবেন—ইহা জানিও।

আত্মা। ওভার আমায় দিবেন না; বরং আমি অন্য দেখিতে পারি, তাহাতে যদি আপনার মত হয়। দুলাল বিবাহ করিতে চাহিলে, শত শত মেয়ে জুটিবে—তাহারত আর ভাবনা নাই।

খেলা। ওসবত কেবল কথার কথা। যদি শতটা জুটাইতে পার, তবে আর একটার ভার লইতে পার না? বুঝিয়াছি, তা নহিলে একবার দেখিতে আসিতেও পার নাই— একেই বলে আপন, আর পর।

আত্মা। সেজন্য বলিতেছি না। ভাল পাইলে মন্দ কে লয়, আর কি মেয়ে পাওয়া যাইবে না—তাই বলিতেছি।

খেলা। মেয়েটী বড—আসিয়াই ঘরকন্না বুঝিয়া লইতে পারিবে। তোমার কথা শুনিয়া কি আমি এখন একটা দুধের মেয়ে আনিয়া দুধ খাওয়াইতে বসিব? তুমি না পার, আমিই এ সম্বন্ধ ঠিক করিতেছি।

খেলারামের দুই একটী কথায় আত্মারামের বড় দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন—আমি কি জন্য এ সম্বন্ধে রাজি হইতেছি না,

দাদা তাহা একবার না ভাবিয়া, পরের মত আমায় মনে করিলেন। তিনি আর কোন কথায় উত্তর করিলেন না।

উভয়ে নীরব। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মারাম বলিলেন, "সেই মল কষগাছি যদি দেন।"

বৈঠকখানাটী রাজপথের ধারে। রাস্তার দিকে জানালা উন্মুক্ত। মানুষের গতিবিধি বেশ দেখা যাইতেছে। খেলারাম আত্মারামের কথা যেন শুনিতে পান নাই, হরচন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন, "হরচন্দ্র! হরচন্দ্র।"

হরচন্দ্র আসিলে বলিলেন, "এই পথ দিয়া যাও, একবারও কি উঁকি মারিয়া দেখিয়া যাইতে নাই?—আমি কি মরিয়াছি।"

হর। তুমিই বা কোন একদিন দেখ—আছি কি মরিয়াছি? আসিব কি? তোমার দরজা দিন রাত্র বন্ধ থাকে। বিনা দরকারে হাঁকাহাঁকি করিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না।

তখন নানা কথাবার্ত্তা উঠিল। এদিকে আত্মারামের বেলাও হইতেছে। বলিলেন, "আমার আফিসের বেলাও হইতেছে, সেইটা যদি দেন।"

খেলা। একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন দেখিতেছ, না হয় আর একদিন হইবে, তার আর ভাবনা কি? তোমার কাছে থাকাও যা, আমার কাছে থাকাও তা—কি মনে হয়, তাহাতে যদি সন্দেহ হয় বল?

আত্মা। না—না, সেজন্য বলিতেছি না, থাক—আর একদিন লইয়া যাইব।

আত্মারাম এই বলিয়া উঠিলেন।

চতুর্ত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম উঠিয়া গেলে, খেলারাম হরচন্দ্রকে বলিলেন "স্নানের প্রায় সময় হইয়া উঠিল—আজ স্নান করা হইবে কি? আমার আবার বেলা করিয়া স্নান করিলে মাথা ধরে।"

হর। স্নান করিতে হইবে বই কি, তুমি ডাকিলে তাই, নহিলে বাড়ী যাইতেছিলাম—তবে উঠি।

খেলা। না, না—একটু বস, যদি ভাগ্যক্রমে দেখা হল।

কিয়ৎক্ষণ পরে খেলারাম আর বসিতে পারেন না, বেলাও হইল। হরচন্দ্র বসিয়া বসিয়া খেলারামের ভঙ্গি খানা দেখিতে ছিলেন। তিনি খেলারামকে ভালরূপ চিনিতেন; মনে মনে ভাবিলেন, একটু আমোদ করা যাক। বলিলেন, "তোমার দুলালের যে কৃষ্ণ বাবুর মেয়েটীকে বিবাহ করিতে বড় পছন্দ হইয়াছে।"

তখন খেলারাম বাবু কিছু ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হইয়াছে—তা তোমরাই যোগাড় করিয়া দাও। আমায়ত দেখিতেছ, আমি কিসে আছি বল, চারিটা চারিটা খাইমাত্র, সংসারে যাহা বৌমারা করেন—তাহাই হয়, তা অমন সুন্দর বৌটীত মারা গেল। ছেলেরা আবার বামুন রান্না খাইতে পারেন না। মেয়েটী শুনিতেছি ১৩।১৪ বৎসরের—বেশ হইবে।"

তখন চাকরকে এক ধমক দিলেন—বলিলেন, "তামাক দিতে বলিব, তবে দিবি? শীঘ্র দে।"

চাকর মনে মনে বলিল, যে সে বাবুকে তামাক দিতে বারণ করিয়াছেন—আমরা, না দিতে বলিলে কি করিয়া

জানিব কাহাকে দিতে হইবে—না হইবে। তখন চাকর তামাক দিল।

হর। যখন পছন্দ হইয়াছে, তখন দেওয়াই উচিত।

খেলা। পছন্দের কথাত আমি এই শুনিতেছি—তা তাই ঠিক। ঘটকের প্রয়োজন নাই, বৃথা পয়সা খরচ কেন? দেখিতেছত আমরাত আর বড় মানুষ নহি।

হর। ঘটকের কি প্রয়োজন? সেই বাড়ীতেইত আপনার কনিষ্ঠের থাকা হয়। তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, অন্যের দ্বারায় তাহার অধিকত হইতে পারিবেনা।

খেলা। তিনি ঘটকতী করিবেন? তাহা তিনি পারিবেন না।

হর। তিনি কাকা—এ আবার ঘটকতা কি?

খেলা। আমি বলিয়াছিলাম—তাইত এতক্ষণ বলিতেও ছিলাম। দুঃখের কথা কও কেন—মনে মনে ভাবেন কত বুঝেন, ভাল মন্দ তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারেন। তিনি বলেন, "ওমেয়ে ভাল নয়, ওমেয়ে ঘরে আনিলে—ঘর খারাপ হইয়া যাইবে।"

হর। তাত আমরা জানি না। আমরা ভাল বলিয়াই জানি। কৃষ্ণ বাবু অতি ভদ্র—বিশেষ আত্মারাম বাবুর প্রতি ব্যবহারেই জানা যায়, আর মেয়েটীও দেখিতে বেশ, আপনাদের সুশীলার মত, লেখা পড়াও বেশ শিখিয়াছে। তবে ঘরের খবর বলিতে পারি না, উনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা বেশী বলিতে পারেন।

খেলা। তোমরা এখানকার পনেদী লোক—তোমরা যাহা জানিবে, তাহার উপর আর কে জানিবে? ওকথা আমি শুনি না। এখন তাঁহাদের মত কি বল দেখি?

হর। আপনাদের মন যদি হয়, তবে দিতে পারেন—ভেদও নাই অভেদও নাই। সেজন্য তাঁহারা কোন কথা কহেন নাই; তবে কহিয়াছেন কি—না, বলিতে পারি না।

খেলা। হাঁ—প্রথম প্রথম দুই একটা ঘটক আসিয়াছিল বটে—কই কোন কথা হয় নাইত।

হরচন্দ্র খেলারামকে ক্ষেপাইবার নিমিত্ত বলিল, "তা আপনি জানেন না, দুলাল গোপনে গোপনে কৃষ্ণবাবুর মতের নিমিত্ত লোক দ্বারায় জানাইয়াছিল।"

খেলা। বটে!—তাহার পর কি হইল?

হর। তাহার পর কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জানি না।

খেলা। না হে না—আজকাল ছেলে চেনা ভার। আমরাত বাবা যাহা করিয়াছেন, তাহাই মানিয়াছি; মা'র কথাও অনেক সময়ে শুনিতাম।

হর। মা'র কথা না শুনা—সেটা ভাল নহে।

খেলা। না—কথায় বলিতেছি। তা তোমরা দুলালকে বলিও যে, আমায় ছাড়িয়া যদি কথাবার্ত্তা কয়, তবে আমি উহাতে নাই, ও বিবাহ তাহা হইলে দিব না।

হর। না, না—সে যেরূপ আপনাকে ভক্তি করে, সে তাহা করিবে কেন? কত লোকে কত কথা কয়—তা কি সত্য।

খেলা। যাহা হউক, তাহাকে বলিও।

হর। তবে, কৃষ্ণবাবুকে আপনার মত জানাইয়া, তিনি যাহা বলেন, জানাইব কি?

খেলা। হাঁ—তা বলিবে বৈ কি। তবে দুলালকে বলিতে ভুলিও না; যাহা কথা হইবে—আমার সহিতই হইবে।

হর। তাত হইবেই—আপনি কর্ত্তা।

খেলা। তোমরাইত আমার ডান হাত, তোমরা না করিলে কে করিবে?—তোমাদেরইত কায। এ সকল কি ঘটক দিয়া হয়—তাহারা কেবল টাকা খাইতে জানে।

তখন হরচন্দ্র চলিয়া গেলেন। খেলারাম মনে মনে বলিলেন—কেবল মুখ খানা দেখিয়া ভুলিলে কি হইবে? কিছু আদায় চাই। তোমরা ছেলে মানুষ, পাকা কলা পাবে--ভয় কি, এটা না হয় আর একটা হবে। সুন্দরী কি ওটীরই জগতে আর নাই? তাহা যদি না কর বাপু, তবে আমি উহাতে নাই। আমার অপমান—তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।

পঞ্চত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম, খেলারাম বাবুর বাটী হইতে বাটী ফিরিয়া সম্মুখেই কৃষ্ণকান্তকে দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "গল আনা হইল কি?"

আত্মারাম বলিলেন, "না—আজ আনা হয় নাই, যাঁহার কাছে আছে, তাঁহার নিকট একটী ভদ্রলোক কথাবার্ত্তা কহিছেন, সেজন্য সুবিধা হইল না।"

কৃষ্ণ। টাকা দিয়া নিজের জিনিষ আনিবেন, তাহাতে আবার সুবিধা অসুবিধা কি? এই সেদিনও ফিরিয়া আসিলেন; অত ভাল মানুষ হইলে কি চলে? আজ কালকার লোক কি সব আপনার মত!

আত্মারাম মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যদি তাহা খরচ হইয়া গিয়া থাকে, তবে বলুন, না হয় যাহা খরচ হইয়া গিয়াছে, তাহা দিতেছি। বাড়ীতে বড় ইচ্ছা, সুশীলা মল পরে—আর যখন রহিয়াছে।"

এ কথায় আত্মারামের মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। তিনি দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কাটাইলেন। কৃষ্ণকান্ত কি ভাবিয়া আর দাঁড়াইলেন না, যাইবার সময় বলিলেন, "আপনাকে আমি পরের মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না, সেজন্য যাহা হয়—বলি, কিছু দোষ লইবেন না। আমায় ঘরের লোক মনে করিবেন।"

কৃষ্ণকান্ত চলিয়া গেলে, আত্মারাম রমার নিকট গেলেন। রমা বলিল, "আমাদেরত এই দুর্দ্দশা, সহজেই লোকের মনে মন্দ গাইতে পারে—মল আনা হ'ল ?"

আত্মা। আর আমায় মল আনিতে বলিও না। এক মলের নিমিত্ত আমি অনেক কথা শুনিলাম।

রমা। আমাদের যেমন কপাল—তা, কি হইয়াছে শুনিতে পাই না ?

আত্মা। তুমি শুনিবে না ত—কে শুনিবে ? তুমি আছ বলিয়াই—আমি এখনও দাঁড়াইয়া আছি, নহিলে এ নীরস পৃথিবীতে কয় দণ্ড দাঁড়াইতে পারিতাম ?

এই বলিয়া দাদার ভৎসনা, কৃষ্ণকান্ত বাবুর মল সংক্রান্ত কথা—বলিলেন। রমার চক্ষে জল দেখা দিল।

আত্মা। রমা। কাঁদিও না, তাহা হইলে দাদার বা কৃষ্ণকান্ত বাবুর অমঙ্গল হইবে। বিশেষ কৃষ্ণ বাবু আমার পরম উপকারী। কৃষ্ণবাবু ভায়ের মত ব্যবহারেই, আমায় বলিয়াছেন। তুমি

যদি কাঁদ, তবে এ কান্না ঈশ্বর সহিবেন না। আমাদের হইতে যেন কাহারও অমঙ্গল না হয়।

রমা। সেজন্য কাঁদিতেছিনা। আমি শুনিযাছি, তুমি এক দিন বলিয়াছিলে, 'স্বামী ভাগ্যে পুত্র, স্ত্রী ভাগ্যে ধন'—তাই ভাবিতেছি, আমার ভাগ্যে তুমি বড়ই দুঃখ পাইতেছ। যদি আমি মরি, তুমি আমায় ভাবিয়া কষ্ট পাইবে, তাই ভাবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয না; নহিলে আমার ভাগ্যে আর তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না। তুমি স্বামী, তোমার হুকুম বিনা যাইতেও পারি না—যমে লইলেত ভাল হয। কিন্তু তাহাতেও ভাবি—তাহা হইলে, তোমার মুখ তাকাইয়া কে তোমার সেবা করিবে? তাই আবার মরিতে ইচ্ছা হয না।

আত্মা। রমা! এখনত আহার চলিতেছে। পয়সার জন্যত কষ্ট হইতেছে না—হইতেছে আমার কপালে, ইহাতে তোমার ভাগ্যের দোষ কি? যে দিন হইতে তোমায় পাইয়াছি, সেই দিন হইতে জানিয়াছি—সংসারে সুখ কি? তোমার দোষ কি? পয়সার জন্য সুখ কি আটকাইয়া থাকে। এক বেলা খাইয়াও সুখী হওয়া যায—যদি দৈব বিড়ম্বনা না ঘটে।

তখন সুশীলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলা পাশের ঘর হইতে সব শুনিয়াছিল। কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "বাবা আমার মলে কায নাই—আমি মল পরিব না।"

আত্মারাম সুশীলার চিবুক ধরিয়া কি বলিতে গেলেন, বলিতে পারিলেন না। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাহিরে গেলেন।

ষষ্ঠত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

রতিকান্তের মনে সুখ নাই, সে বক্তৃতা আর নাই, কাগজে আর প্রায়ই লিখিতে পারেন না। আর বেশ ভূষাও নাই, আহার নাই—যেন কেমন কেমন এক রকম হইয়া-গিয়াছেন, কোন বিষয়ে যেন আর তেমন প্রফুল্লতা নাই।

প্রথমে সুশীলার ভাব গতিক দেখিয়া, রতিকান্ত ভাবিয়া-ছিল যে সুশীলার ইচ্ছা নাই। মনকে তখন একটা প্রবোধ দিবার কথা ছিল, দিইতেনও তাহাই, কিন্তু এখন আর তাহাতে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না।

সুশীলাকে এখন পূর্ব্ব হইতে অনেক বার দেখিতে পান। দেখিতে পান—তাহার মুখখানিও নিজের মত, সেও যেন কম্পিত অধরে, কম্পিত চক্ষে তাঁহার দিকে এক একবার তাকায়। ভাবেন, তাকায় কেন? যে দেখিলে পলাইয়া যাইত, আমি বাড়ী আছি জানিলে, বাড়ীর ভিতর আসিত না, এখন মধ্যে মধ্যে আসে—আবার তাকায় কেন? তবে বুঝি সুশীলা আমার দুঃখ বুঝিয়াছে, সুশীলার আমার উপর কৃপা হইয়াছে—সুশীলা। তবে কি তুমি আমার হইবে?

কিন্তু রতিকান্তের যে বুঝিতে ভুল হইয়াছিল, রতিকান্ত তাহা বুঝেন নাই। প্রথমে যখন সুশীলা, রতিকান্তের নিকট যাইত না, তখন সুশীলা ভালবাসা কি—তাই ভাল করিয়া বুঝে নাই। আনন্দরামের অদর্শনে, সে যে আনন্দরামকে ভাল বাসে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাতে ভালবাসা কিছু অংশ সে বোধ করিয়াছে। ভালবাসা যদি ভাল না বাসে,

তাহাতে যে কি যন্ত্রণা, তাহা সে এখন বুঝিতে বসিয়াছে—সে নিজেও জ্বলিতেছে। সে যদিও আনন্দরামের সহিত বিবাহ বা ভালবাসা একদিনও ভাবে নাই, তত্রাচ তাহা হৃদয়ে অকস্মাৎ অঙ্কুরে পল্লবিত দেখিল। তখন তাহার সে মূল উচ্ছেদে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, বুঝিল এইরূপ রতিকান্ত হৃদয়ে—তাই তাহার রতিকান্তের প্রতি বড়ই সহানুভূতি। এই সহানুভূতিই, রতিকান্ত নিজের ভাবে লইল। সুশীলা কিন্তু তাহা বুঝে নাই।

সুশীলা ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবিত, যখন ভাবিয়া কূল পাইত না—মনে হইত, যাহা হইবার নহে, তাও কি হয়—যে সংসারে বৈরাগী, সে আমায় ভালবাসিবে কেন? আমায় ভাল বাসিতে হয়—আমিই ভাল বাসিব, তাহাকে কেন এ মলিন জগতে আনিতে সাধ, ইহাত আমার স্বার্থ। আনন্দ! আমার ভালবাসায় যেন স্বার্থ না থাকে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন আর স্থির হইতে পারে না, তখন মনটাকে স্থির করিবার নিমিত্ত, এদিক সেদিক বেড়ায়; বিলাসিনী কামময়ীর নিকটেও যায়, তাই এখন প্রায়ই রতিকান্ত দেখিতে পান।

রতিকান্তকে দেখিয়া এখন সুশীলার একটু দুঃখ হয়, ভাবে—এও আমার মত দুঃখী। নিজের দুঃখ রতিকান্তকে বলিতে ইচ্ছা হয়, ভাবে—এ ভিন্ন আমার হৃদয় যন্ত্রণা আর কে বুঝিবে? তাই রতিকান্তের দিকে এক একবার তাকায়। কিন্তু রতিকান্ত পুরুষ, সুশীলা স্ত্রীজাতি—কি বলিবে? সুশীলা রতিকান্তের মুখ অধিকক্ষণ দেখিতে সাহস করে না, জানে রতিকান্তের দুঃখ আমায় লইয়া, এজন্য বড় দুঃখ হয়—বড় দয়া হয়। রতিকান্তের

মুখ দেখিয়া মনে হয়, যদি আমি মনকে ফিরাইতে পারিতাম, তবে তোমার দুঃখ দূর করিতে আমি অন্য দিকে না তাকাইয়া তোমার শত দোষ সত্বেও—তোমার হইতাম, কিন্তু করিব কি? আমার ত হাত নয়, আমায় মাপ কর।

সুশীলা বসিয়া বসিয়া আর ভাবিতে পারে না, কামময়ীর নিকট গেল, বলিল, "কেমন পছন্দ হইয়াছে ত, সব যে ঠিক হইয়া গেল।"

কাম। হইবে না কেন? তোমার মত ত আর নয়—তোমার কপালে নাই, তার আর কি হইবে? নহিলে আমাদের ঘরে পড়িলে মানুষ হইয়া যাইতে, বড় দাদার কত কনে জুটিবে; তোমার বাপ ভাবিলেন, আর বুঝি জুটিবে না—বাবার কি টাকা নাই? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

সুশীলা চুপ করিয়া রহিল। বিলাসিনী আসিলেন, বলিলেন, "সুশীলা! তোমার দুলাল দাদার সহিত যে কামময়ীর বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। আগামী শনিবারে হইবে—আচ্ছা কিন্তু, তোমার জ্যেঠা বাবু, ৫,০০০ পাঁচ হাজার নগদ, আবার গহনা সমস্ত, তবে রাজি হইলেন। কর্ত্তাত কিছু বোঝেনও না, শোনেনও না, আর জানেনও না, যাই উপেন্দ্র বাবুকে আনিয়াছিলেন, তাই উপেন্দ্র বাবু আর হরচন্দ্র বাবু অনেক করিয়া চুকাইয়াছেন। তা নহিলেত তোমার জ্যেঠা বাবু ১০,০০০ দশ হাজারের ফর্দ্দ দিয়াছিলেন।"

সুশীলা। কেন—উপেন্দ্র বাবুকে যে দেশ হইতে আনা হইল?

বিলা। কর্ত্তা বলিলেন, আমিত এ সকল বিষয়ে ভাল

জানি না, আর রতিকান্ত আনন্দত ছেলে মানুষ, একটা হাত ধরা জানা লোক চাই—তাই আনা হইয়াছে।

সুশীলা। উপেন্দ্র বাবু এ সকল কর্ম্মে খুব পাকা।

বিলা। পাকা বটে, কিন্তু সেকেলে সেকেলে। ইংরাজী লেখা পড়া ত জানেন না। আগেকার টোলে পড়া—এখন কি আর তা চলে, তবে এই ঘোটমঙ্গলে কাযে উনি বেশ বটে। আমার ইচ্ছা, রতিকান্তের সহিত তোমার বিবাহ এই সম্বেই দিই—তোমার বাপ মাকে রাজি কর না?

সুশীলা একটু লজ্জিতা হইল।

রতিকান্ত, ঘর হইতে সুশীলার কথা শুনিতে পাইযাছিল, ভাবিল—একবার একটা ছুতা করিযা ডাকি, সুশীলা আসিবে না কি?

রতিকান্ত ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, "সুশীলা! একটা পান আনিতে পার?"

বিলাসিনী সুশীলাকে বলিলেন, "সুশীলা। একটা পান দিয়া এস ত। তুমি ত জান—পান কোথায় থাকে।"

বিলাসিনীরও ইচ্ছা—সুশীলা যাহাতে রতিকান্তের নিকট যায় এবং বিবাহে ইচ্ছা হয়।

সুশীলার মাথায় যেন বাজ পড়িল। একবার তাহার মাথাটা যেন ঘুরিযা গেল, সে নড়ে না। বিলাসিনী বলিলেন, "আমরা তোমাদের জন্য এত করি, তুমি পানটা দিযা আসিতে পার না?"

সুশীলা দেখিল—না দিযা আসাট' ভাল হয় না, যাহাদের আশ্রয়ে আছি, তাহারা মনে করিবে কি? তখন বলিল, "যাইতেছি।"

এই বলিয়া পান লইয়া গেল। বিলাসিনী ও কামময়ী সেখান হইতে ঘরে গেলেন। সুশীলা পান দিতে গিয়া দেখে—রতিকান্ত যেন কাঁদিতেছে, তখন দয়া যেন সুশীলার হৃদয় পিষিয়া ফেলিল, সুশীলাও কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল, "কাঁদিতেছেন কেন?"

রতি। তুমি কাঁদিতেছ কেন? যদি আমায় বল—সাহস দাও, আমি তোমার পিতা মাতার পায়ে ধরিব, কাঁদিব—তাঁহাদের সম্মত করাইব—আমার যন্ত্রণায় আমি লজ্জা ভুলিয়াছি—তুমি বল।

এই বলিয়া রতিকান্ত, চেয়ার হইতে উঠিয়া যেন সুশীলার পায়ে ধরিতে আসিল। সুশীলা একটু দূরে দাঁড়াইল, বলিল, "ছি! ছি! করেন কি? আপনি আমা হইতে বয়সে বড়, ভক্তির যোগ্য—ছি! ছি! করেন কি? যিনি আমায় বিবাহ করিবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন—আপনি আমায় স্পর্শ করিবেন না।"

রতিকান্ত থমকিয়া দাঁড়াইল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উপেন্দ্র বাবু খেলারামকে ভালরূপ চিনেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা প্রথম হইতেই জানেন, বিশেষ করিয়া আর বলিতে হইবে না।

হরচন্দ্রই ঘটক হইয়াছিলেন, উপেন্দ্র বাবু কৃষ্ণকান্তের হইয়া

কথাবার্ত্তা ঠিক করেন। তাহাতে যেরূপ ধার্য্য হয়, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছেন।

উপেন্দ্রের কিন্তু তাহাতে কিছু রাগ হইয়াছিল, ভাবিলেন—খেলারামকে আর একবার চিনাইতে হইবে। খেলারামের মত এখন অনেক লোক সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়—নিজের মেয়ের বিবাহ দিবার সময় নাকে কাঁদে, দেশাচার বড় মন্দ দেখে—কিন্তু ছেলের বিবাহ সময়ে সব ভুলিয়া যায়—তা নহিলে কি, সকলের ইচ্ছা থাকিলে এ দেশাচার আর উঠে না?

তখন হরচন্দ্রের সহিত একটী পরামর্শ করিলেন। হরচন্দ্র বলিল, "আমারও তাহাই ইচ্ছা, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বাবুত ইহাতে রাজি হইবেন না?"

উপেন্দ্র। সে আমি যোগাড় করিব—তুমি পারিবে ত?

হর। আপনি যোগাড় করুন, আমি বেশ পারিব।

কৃষ্ণকান্ত উপেন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—আরত দেরী নাই, সব ঠিক হইয়াছে ত? আর তোমার টাকা চাই?

উপেন্দ্র। দেরী নাই, তবুও দুই তিন দিন বাকি, তাহাতে ভাবনা কি? আমি যখন আছি, কোন ভাবনা নাই, এখন কিছু টাকা আমায় দিতে হইবে।

কৃষ্ণ। আর কি কি কিনিতে বাকি?

উপেন্দ্র। কিছুই নহে—বিবাহের কিছুই বাকি নাই। তুমি আমায় বড় ভালবাস, তোমার মেয়ের বিবাহও যাহা—আমার মেয়ের বিবাহও তাহা, আমার এই বিবাহে কিছু দিতে ইচ্ছা হয়—তা আমারত টাকা নাই, তুমি আমাকে কিছু দাও, আমি তাহাতে সাধ পূরণ করি।' আমার থাকিলে

তোমার নিকট চাহিতাম না। আর তুমি যেরূপ বৃহৎ খরচ করিতে বসিয়াছ, তাহাতে তিন শত টাকায় তোমার কিছুই এসে যাবে না, আর তোমার মেয়েই পাবে—মেয়ে পাইলেও মেয়ের পাওয়া, জামাই পাইলেও তোমার মেয়ের পাওয়া, আর কথায় বলি—তোমার বৈবাহিক মহাশয় পেলেও, তোমার মেয়ের পাওয়া—ওত একই কথা।

কৃষ্ণ। অত কথায় কায কি—তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, খরচ করিও।

এই বলিয়া কৃষ্ণকান্ত আত্মারামের নিকট গেলেন। দেখিলেন, আত্মারাম দুই একখান কাপড়, মাদুর সংগ্রহ করিতেছেন, বলিলেন, "ভায়া আজই যাইতে হবে না কি ?"

আত্মা। হাঁ, দাদা আজই যাইতে বলিয়াছেন, আর দিন ত নাই—দুই দিন মাঝে, ঘরে স্ত্রীলোক নাই, কাযেই ইহাদের না লইয়া গেলে, চলিবে কেন ?

কৃষ্ণ। তবে আসিবে কবে ?

আত্মা। বিবাহের পরেই আসিব।

কৃষ্ণ। না—কামময়ী যতদিন থাকিবে, ততদিন থাকিতে হইবে—না হয়, এক সঙ্গেই আসা হইবে। ৮।১০ দিন বইত নয়, তাহা হইলে কামময়ীর কষ্ট হইবে না।

আত্মা। তাই—তাই।

কৃষ্ণ। আমার একটা কথা আছে, আমার তাহাতে বড় দুঃখ হইয়াছে, তাই বলিতে আসিয়াছি।

আত্মা। কি ?—বল দেখি।

কৃষ্ণ। এখানে বলিব না, বাহিরে নিরালয়ে তবে বলিব।

তখন উভয়ে একটা নির্জ্জন ঘরে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দুলালের সহিত কামময়ীর বিবাহে কি, আপনি অসন্তুষ্ট?"

আত্মা। এ কথা জিজ্ঞাসা—কেন বল দেখি?

কৃষ্ণ। আমি সুশীলাকে বড় ভালবাসি, রতিকান্তকে উপযুক্ত নহে ভাবিয়া মনে দুঃখ আনি নাই—কিন্তু ইহাতে আমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে—আমি কামময়ীর বিবাহে কতকগুলি কুৎসা, আপনার মত লোকের কাছে আশা করি নাই।

আত্মা। কই—আমি কি কুৎসা করিয়াছি?

কৃষ্ণ। আমিত শুনি নাই, তবে যে ভাইকে আপনি এত ভক্তি করেন, সেই ভাই বলিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস করিতে পারি কি? যদি কামময়ী আপনার কন্যা হইত, তাহা হইলে কি আপনি ওরূপ বলিতে পারিতেন?

আত্মা। আমি নিন্দা করি নাই—যাহা সত্য, তাহাই বলিয়াছি। যদি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিয়া থাকি—আমি শাস্তির উপযুক্ত।

কৃষ্ণ। যদি আপনার কন্যা হইত, তাহা হইলে এইরূপ সত্য বলিতে পারিতেন?

আত্মা। পারিতাম—যেখানে বলিতাম—সেখানে এ সত্য সুখ্যাতের হইত। যদি আমার কন্যা হইত, তাহা হইলে কন্যাকে যেরূপ তৈয়ারী করিয়াছি, সেইরূপ ঘরেই দিতে চেষ্টা করিতাম; আর কার বলিয়াইত রতিকান্তের সহিত সুশীলার বিবাহ দিই নাই—তাহা জান?

কৃষ্ণ। যদি জানেন, সেখানে বলিলে এ সুখ্যাত—তাঁহারা অখ্যাত ভাবিবেন, তবে বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?

আত্মা। প্রয়োজন ছিল—উভয় পক্ষেরই মঙ্গলের জন্য। আপনাদের যাহা সুখ্যাত, তাঁহাদের তাহা নিন্দা, তাঁহাদের যাহা সুখ্যাত, আপনাদের ঘরে তাহা নিন্দা এরূপ স্থলে এ সকল কার্য্যে কখন সুখ হয় না, তাই যাহাতে এ বিবাহ না হয়, তাহারই চেষ্টায় বলিয়াছিলাম, উভয়ের শুভ চেষ্টা করিয়াছি কি, না করিয়াছি. পরে উভয়েই টের পাইবেন। এখন উভয়েই আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আমি একদিন আপনাকে বলি, দুই পাল্লা সমান না হইলে বন্ধুত্ব হয় না, আপনি তখন ভাবিয়াছিলেন—ধনী এবং জ্ঞানী, আর দরিদ্র এবং মূর্খ, তাহার পরিমাণ, তাহারই ইতর বিশেষে সমভাব ধারণ করা, তাহা নহে; যদি তাহা হইত, তবে রতি-কান্তের সহিত সুশীলার বিবাহ—আমার ভাগ্য মনে হইত, আমি ভিক্ষা করিয়া খাইতে পারি—নিজ হস্তে শোণিত অবধি দেখিতে পারি, তবুও বে-দরদীর হাতে দরদীর প্রাণ দিতে পারি না—সেই জন্যই দুলালের সহিত কামময়ীর বিবাহে আমার ইচ্ছা ছিল না—উভয়েই কাহারও দরদ, কেহ বুঝিবে না—আমার এই জ্ঞান।

কৃষ্ণ। আপনি যাহা বলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, আমি অত গভীর তত্ত্বে সংসার বুঝি না।

আত্মা। আপনি বুঝেন না—আমি বুঝি। দুই জনেরই ইহা সহজ ধর্ম্ম, বলুন দেখি—আপনি আমার উপর দুঃখিত হইলে, আমিও আপনার উপর দুঃখিত হইতে পারি কি—না?

কৃষ্ণ। আপনিই প্রতিবাদীর স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন, আমিত করি নাই।

আত্মা। অবাধ্য সন্তানের প্রতি পিতার উপদেশ, সময়ে প্রতিবাদীর ন্যায; বলুন দেখি, সন্তান যদি বুঝে, তবে পিতার ভৎর্সনায় কিছু দুঃখিত হইবার থাকে কি? সে নিজের স্বভাবের প্রতি তাকাইয়া দুঃখিত হইতে পারে।

কৃষ্ণ। এত ভাবিয়া সংসার কেহ করিতে পারে না, তাই আমার মনে হইতেছে, এ সকল বিষয়ে আমি আর থাকিব না—বাড়ীতে যাহা ভাল বোঝে, করিবে—তাহাই হইবে, কিছুই তাকাইব না।

আত্মা। তাকাইবেন না বটে, কিন্তু ভুগিবেন।

কৃষ্ণ। না তাকাইলে আর সুখ দুঃখ কি?

আত্মা। জ্ঞানে বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু কার্য্যে করা বড় শক্ত। মায়ার টান মায়াজ্ঞানে খণ্ডন হয় না। সুখ দুঃখ অতীত হইতে গিয়া, অবশেষে অধিক দুঃখভাগী হইতে হয়, কারণ, যদি প্রথম হইতে কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকা যায়, তাহাতে মন্দ হইলেও সঙ্গে সঙ্গে থাকার কারণ—দুঃখ ক্রমশঃ শমিত হইতে থাকে, কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে না থাকিয়া, শেষে মন্দ ফল ফলে, তাহা হইলে মনে হয়, প্রথম হইতে থাকিলে হয়ত এরূপ হইত না—ইহাই অধিক দুঃখ। শেষ মন্দ ফলেও যে নির্লিপ্ত বা নিশ্চল থাকিতে পারে, তাহার কথা বটে—সুখ দুঃখ কি।

কৃষ্ণ। যাহাই বলুন, আপনি যাহা বলিতেছেন—তাহাও আমি বুঝিতেছি—অতি সুন্দর, কিন্তু সেরূপ বুঝিয়া কয়টা লোক চলিতে পারে? সেই জন্যই বলিতেছি—আমি এ উভয়ের মধ্যেই থাকিব না। আমায় যাহা বলিবে, তাহাই যন্ত্রের মত করিব মাত্র।

আত্মা। এ কথা শুনিতে বড় মিষ্ট, কিন্তু আমার বোধ হয় ইন্দ্রিয়জয়ী ভিন্ন এ ভাব অসম্ভব। আপনাকে দুঃখও লইতে হইবে, সুখও লইতে হইবে, সুখ দুঃখ লইলে, সুখ দুঃখ কারণ-ঘটনার উৎপত্তি আপনা হইতেই হইবে, তাহা হাত দিয়া বাধা দিতে পারিবে না, তখন তোমার জ্ঞান তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না; সুখ দুঃখ আধিক্যেই জ্ঞানের লোপ হয়।

তখন উভয়েরই মনোমালিন্য ঘুচিয়া গেল। আত্মারাম বলিলেন, "যত দিন এইরূপ খোলাখুলি থাকিবে, ততদিন আমাদের পার্থক্য হইবে না। কিন্তু যে দিন হইতে অন্তরে অন্তরে রাখিতে চেষ্টা করিবে, সেই দিন হইতেই দূরে পড়িতে হইবে।

কৃষ্ণকান্ত হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে দ্রব্যগুলিও দেখা দিল। কল্যাণীর গাত্র হরিদ্রার সমস্ত দ্রব্যগুলি, খেলারাম বাবুর ঘরে তোলা ছিল, যদি দুই একটা কেহ চাহিত, খেলারাম বাবু বলিতেন, "ওহে জিনিষ রাখিলেই কাযে লাগে, বৃথা নষ্ট করিয়া কি হইবে; এই দেখ, আজ অবধি আমার পৈত্রিক জিনিষ গুলি সমস্তই রহিয়াছে, যদি লইতে, তাহা হইলে কি থাকিত?" তবে ছেলেরা লুকাইয়া লুকাইয়া ব্যবহারের জন্য দুই একটা যা লইয়াছিল, তাহাই গিয়াছিল। নচেৎ খেলারাম বাবুর চক্ষু, সে দিকে যেরূপ থাকিত—কাহারও লওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি যে ঘরে শুইতেন ও সর্ব্বদা থাকিতেন, সেই ঘরেই সমস্তগুলি রাখিয়াছিলেন। যদিচ ভাঙ্গা বাসন ভাঙ্গা পেঁটরায়, ঘরটী খারাপ দেখিতে হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কোন কষ্ট বোধ করেন নাই। আজ সেই গুলি কাযে লাগিল।

গাত্র হরিদ্রার দ্রব্যগুলির চেহারা দেখিয়াই, বিলাসিনীর অঙ্গ জল, তাহার সঙ্গে মাছটা /৫ সের হইবে কি-না সন্দেহ, বারাণসী শাড়ী বটে—শাড়ী খানি কল্যাণীর বিবাহের। তবে ভাল করিয়া তুলিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া, পুরাতন কি নূতন, দুই একবার সন্দেহ হইয়াছিল। দধি ক্ষীর এক হাঁড়ি এক হাঁড়ি।

কামময়ী, তাড়াতাড়ি আতর গোলাপ খুঁজিতে আসিল, আতর নাই, তবে একটা কিসের তেলের মত, তুলাটায় আতর বলিয়া জানা যায় মাত্র। গোলাপ যাহা, তাহা বাজে কোম্পানির বাড়ীর। দেখিয়াই কামময়ী আর সেখানে দাঁড়াইল না। বিলাসিনী বলিলেন—"মা! আমাদেরত বৈবাহিক মহাশয়কে জানা আছে, তা তুমি গিনা সব ঠিক করিয়া লইবে, তাহার আর ভাবনা কি?"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিল। কৃষ্ণকান্ত, খেলারাম বাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, বরযাত্রী কত গুলি হইতে পারে। খেলারাম উত্তর দিলেন—দশ জন আত্ম কুটুম্ব আছেন, অবশ্যই সকলকে বলিতে হইবে, কাহাকে ফেলিব কাহাকে লইব।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। কৃষ্ণকান্তের বাড়ীতে মহাধূম। আসর ভাল করিয়াই সাজান হইতেছে, তবে একটু সেকেলে ধরণ কম। ভাল করিয়া আপ্যায়িত করিতে গেলেই পাঁঠা ভিন্ন চলেনা, আর এখন পাঁঠা ভিন্ন কোন কার্যই হয় না, কিন্তু কতক গুলা সেকেলে লোক ও উপেন্দ্র বাবু, সর্ব্ব সাধারণের

আত্মা। ভাল ভাল, আচ্ছা বল দেখি, নিদান কাহার প্রণীত?

সে বলিল, "নিদান আবার কাহার প্রণীত, নিদান নিদানের প্রণীত।" ছেলে গুলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—হারাইতে পারিল না, হারাইতে পারিল না।

তখন স্বয়ং উপেন্দ্র বাবু, সভাস্থলে আসিয়া সকলকেই বলিলেন যে, আমার একটী নিবেদন আছে—কৃষ্ণকান্ত আমার আত্মীয় এবং বন্ধু, বৈবাহিক মহাশয় যেমন কৃষ্ণকান্তের আত্মীয় হইলেন, তেমনি আমারও হইলেন। কৃষ্ণকান্ত, কন্যাকে বা জামাতাকে যাহা অবস্থাসঙ্গত, তাহা দিলেন, কিন্তু বৈবাহিক মহাশয়ের দিকে তাকাইলেন না। বৈবাহিক মহাশয়, কৃষ্ণকান্তের উপর যে অমায়িকতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে সকলেই বড় সন্তুষ্ট। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞতা বিধান অনুসারে, একটা চিরস্মরণীয় দ্রব্য, বৈবাহিক মহাশয়কে উপহার দিব, আপনারা সকলেই সাক্ষী হউন। উপেন্দ্র বাবু বসিলেন। হরচন্দ্র উঠিয়া একটা সোণার 'লেজ' বাহির করিয়া দুই হস্তে উর্দ্ধে তুলিয়া, সকলকে দেখাইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—এটী ৩০ ভরি গিনি সোণার, যদি খেলারাম বাবু নাই লন, আমার পক্ষে ভাল হয়, আমিও লইতে পারি। এখন আপনারা সকলে, খেলারাম বাবুকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লউন।

উপেন্দ্র বা হরচন্দ্র জানিতেন, খেলারাম বাবু ইহা 'লইবেন না' বলিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ইহার রস আরও বাড়িবে।

খেলারাম বাবু একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমায় এরূপ অপমান করা, ইহাত ভাল হইল না। আমি ছেলের বিবাহ দিব না, ইহাতে বৈবাহিক মহাশয়েরও যোগ আছে, এখনই ছেলেকে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া উঠিতে যান, কৃষ্ণকান্ত বাবু কোথা হইতে তখন আসিয়া ধরাধরি করিয়া যতই তাঁহাকে বসাইতে যান, তিনি ততই আস্ফালন করিয়া উঠেন। শেষ কৃষ্ণকান্তের পায়ে ধরা। তখন খেলারামের একটু রাগ ভাঙ্গিল, বলিলেন, "আমি মেয়ে দিতে আসি নাই, লইতে আসিয়াছি। আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহার ফল অবশ্য ভুগিতে হইবে।"

বর ভিতরে গেলেন। ক্রমে ক্রমে লোক ফাঁক হইতে লাগিল, খেলারামও যেখানে সম্প্রদান হইতেছে, সেই খানে গেলেন। গিয়া দেখেন—হরচন্দ্র বসিয়া, হরচন্দ্রকে চুপি চুপি বলিলেন, "হরচন্দ্র! যদি উপেন্দ্র তামাসাই করিল, তবে সেটা কই?"

হর। আপনি সকলের সাক্ষাতে না চাহিয়া লইলে উনি দিবেন না, তবে না চাহিতে পারেন, তিনি দিতেও পারেন, তাহা আমি জানি না।

খেলা। তবে আমি ছেলের বিবাহ দিব না।

হর। আর এখন বলিলে কি হইবে? বিবাহত হইয়া গেল।

খেলারাম চুপ করিয়া রহিলেন, পরে প্রাতে শয্যা তুলানি, গ্রামভাটী ইত্যাদি বাবুদে সেই রাগ তুলিলেন। গতিক দেখিয়া কৃষ্ণকান্তকে সেই গুলি দিতে হইল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এ ত পুরুষ মহলের কথা বলা হইল। মে'য় মহলের কথা এখনও বলা হয় নাই। যে যে ঘরে বিলাসিনী বা তরঙ্গিণী ঢুকিয়াছেন, সে সে ঘরে আর সেরূপ সেকেলে ধরণে বাসরশয্যা হয় না। তাহা বড় কুৎসিত কুরুচির পরিচয়। বেশী মাকু 'টাকু' ধরিবার কথা বলা হয় নাই, স্ত্রী পুরুষের ঈক্ষণের দিকেই বেশী নজরটা রাখা হইয়া ছিল। কামময়ী, দুলালের মুখ খানি দেখিয়াই একবার মৃদু মন্দ হাসিয়াছিল।

তাহার পর বাসর। দিব্য গদি, পালঙ্কের উপর প্রায় দেড় হাত উঁচু। চারি ধারে ৮।১০টা তাকিয়া। নানাতর বালিশ—কোনটা ছোট, কোনটা মধ্যম, কোনটা বড; কোনটা সরু, কোনটা মোটা। কোনটা পায়ের ভিতর থাকে, কোনটা গলির ভিতর থাকে, কোনটা কাণের নীচে থাকে—কোনটা গালের নীচে থাকে, কোনটা বিরহে মুখের উপর থাকে—কোনটা মুখোমুখী করিয়া থাকিতে হইলে দুই পাশে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফুলেরত—কথাই নাই। ফুলত বিছানায় হাত পা মেলিয়া, প্রেমিক প্রেমিকার মনের ভাব হৃদয়ে লইয়া, শয্যায় হাসিতেছে। একটী নেটের মশারী ফেলা মাত্র, তাহাতে আরও সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে।

এই ত শয্যার কথা গেল, ঘর খানির কথা একবার বলি। মধ্যে শয্যাটী, আর চারি ধারের দেয়ালে ছবিগুলি। ছবিগুলি সেকেলে ঠাকুর দেবতার নহে, একেলে রঙ্গিনীদের।

কেহ পুস্তক পাঠ করিতেছেন, কেহ পশম বুনিতেছেন—কেহ প্রেমিকের গলা ধরিয়া বিরহ দুঃখের কথা বলিতেছেন—কেহ প্রেমিকার মুখ চুম্বনে আত্মহারা হইয়াছেন। এই ভাবটী যেন জ্বলন্ত লেখা, এখানি দেখিলে অদ্যকার দিনে, শিল্প-কৌশল যে কত উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বোঝা যায়; কারণ লেখকের গুণপণা তাহার প্রত্যেক তুলিতে জানা যায়। সেই ভাব যিনি মনে করিয়া তুলিতে বাহির করিয়াছেন, তাঁহাকে কাহার না মাথায় তুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়?

তাহার পর আর দুইখানি ছবি। এটী শয়ন গৃহ, অন্য লোকের আমদানী নাই, সেজন্যই এ ঘরে এই ছবি দুই খানি। একটী বিলাসিনী বা তরঙ্গিনী, একখানি মিহি শান্তিপুরে কাপড় পরিয়া সবে মাত্র স্নান করিয়া উঠিতেছেন। তাহারই সম্মুখ ভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ লইয়া এই দুই খানি ছবি। এ দুই খানিতে অন্দর এবং বাহির মহল একাধারে দেখা যায়। আজ কালকার অন্দর সুরুচির এই জ্বলন্ত মহিমা।

পার্শ্বে একটী 'হারমোনিয়ম' মাত্র। অন্য দুই একটী সামান্য সামান্য জিনিষ থাকিলেও বর্ণনার আর অধিক কিছুই নাই।

বাঙ্গালীর বাড়ীতে হাজার ধন বল, বিদ্যা বল, ঢুকিলেও সেই দেশাচার মত চলিতে বা স্ত্রী-আচারে যোগ দিতে হয়। যদিও কুসংস্কার গুলি বিলাসিনী বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, কিন্তু পাড়া প্রতিবাসীরা তত বুঝিতে পারে নাই, আর নিমন্ত্রিত অনেক গিন্নীরাও তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। সেজন্য অগত্যা বিলাসিনীকে সে সকল বিষয়ে যোগ দিতে হইল।

একজন প্রতিবাসিনী বলিল, "এস মা লক্ষ্মী, তুমি না হইলে চলিবে কেন, তোমার ভাগ্যেইত মা, সব জাজ্জল্যমান।"

বিলা। চল যাইতেছি, কিন্তু অধিকক্ষণ নীচে থাকিতে পারিব না।

প্র। তুমি কেন অধিকক্ষণ নীচে থাকিবে? ওরা সকলই করিবে। তুমি কেবল হাত দিয়া একবার ছুঁইয়া আসিবে। তোমার লক্ষ্মীর হাত একবার না পড়িলে, আমাদের মন সন্তুষ্ট হইবে কেন?

তখন একবার নামিতেই, কায যেন আপনিই হইয়া গেল, প্রতিবাসিনী বলিল, "দেখিলে মা, যাহার কায সে না হইলে কি হয়?"

বর কন্যা বাসরঘরে ঢুকিলেন। সেখানে কিঞ্চিৎ জল-যোগ হইল। কন্যা এ সুখের দিনে না খাইয়া যে, ছিল কি—না, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তখন কিছু খাইল না, ঘুম যেন আপন হইতেই আসিতে লাগিল।

দুই একটা রহস্যের জন্য, দুই এক জন প্রতিবাসিনী ঘরে ঢুকিতে ছিলেন, কিন্তু কুড়ি টাকা জোড়া মিহি শান্তিপুরে ঢাকা 'সেমিজ' সৌন্দর্য্য ও সাণস্কারা 'বডি' রূপ মাহাত্ম্যে গিন্নী বিলাসিনী যেরূপ আসর গরম করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সে রহস্য আর জমাট লাগিবে না দেখিয়া, সকলেই সরিতে লাগিলেন। বাড়ীছাড়া কেহ হইলেন না, কারণ বিলাসিনী টের পাইলে, তাঁহাদের সহিত আর কথাবার্ত্তা কহিবেন না, বড় মানুষের পাশের বাড়ীতেও থাকা ভাল।

বিলাসিনীর সখি—তরঙ্গিনী, অর্থাৎ স্নেহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী মহাশয়াকে, বাসর ঘরের জন্যই বিলাসিনী আজ রাত্রে ছাড়েন নাই, জামাতার সহিত বিলাসিনী সম্যক কথা কহিতে পারেন, তবে আজ প্রথম, আর সখী রহিয়াছে, তাহাকে দিয়াই দুই একটা রঙ্গচ্ছলে বলা, চির প্রথাটা একবারে উঠান ভাল নহে।

তরঙ্গিনী বলিলেন, "দুলাল বাবু! তুমি আজ হইতে আমাদের হইলে। দেখ—কাণ টানিলে মাথা আসে, তা তোমায় এ সব বুঝাইতে হইবে না, তুমি ভুক্তভোগী। কামময়ী আমাদের বড় আদরের মেয়ে, ও যাহাতে কষ্ট না পায়—সেইটাই তোমাকে করিতে হইবে।"

দুলাল বলিল, "সে কথায় এখন কায কি? আমিত বাড়ীর কর্ত্তা নই।"

তর। ওমা, সে কি কথা গা তুমিইত টাকা রোজগার করিতেছ, সেকালের কথা শুনিতে গেলে কি এখন আর চলে? তোমায় কি বলিতে হইবে যে, স্ত্রীকে বিদ্যায়, সভ্যতায় ভূষিতা করিতে হয়? আর তাহা হইলে তোমারই উপকার, সেই এক খানা কাল কাপড় পরে, তোমার কাছে যদি শুইতে আসে, তাহা হইলে কি তোমার সে প্রেমের ভাব হয়—না হইতে পারে? বিবাহের কর্ত্তব্যত তুমি জান, আর পড়িয়াছত, গায়ের গন্ধতেইত ভূত পালাইবে। দুইটা যদি ভাল মন্দ কথাই না বলিতে পারিবে, তবে প্রেমের সৌন্দর্য্য কাহার দ্বারায় বুঝিবে? সেকেলে লোক গুলা বলে—লজ্জা লজ্জা, লজ্জাত—মনের দুর্ব্বলতা, পতিকে আবার ভক্তি করিতে বলে,

বোঝে না যে একাত্মা হইলে কে কাহাকে ভক্তি করিবে! ভক্তি ত স্নায়ুর দুর্ব্বলতা।

দুলাল। আপনিত—অনেক লেখাপড়া শিখিয়াছেন, দেখিতেছি।

তর। কামময়ী দুই দিনেই এই সকল আপনাকে শিখাইয়া দিবে।

দুলাল। কে কাহাকে শিখাইবে—তাহার ঠিক কি?

তর। আচ্ছা! দেখা যাবে। এ যে কল—বড়ই কল, তাহে কামময়ী আমাদের শিক্ষিতা, কামময়ি! সেই তোর ঈশ্বর-বিরহ সঙ্গীতটী একবার বল ত'।

কামময়ী বলিল, "আমার মনে নাই।"

তর। তুমিই বর্ণনা করিয়াছ, তোমার মনে নাই?

দুলাল। আর কায নাই, আমায় মাপ করুন।

তর। আজত আমরা মাপ করিলাম, কাল ত কামময়ী মাপ করিবে না।

তখন তরঙ্গিনী দুলালকে বলিলেন, "স্বরলিপি পাঠে সঙ্গীত আসে কি?

দুলাল বলিল, "না।"

তরঙ্গিনী বলিলেন, "তবে যাহা আসে—গান।"

এই সময় কৃষ্ণকান্তের গলা দুলাল যেন শুনিতে পাইলেন। দুলাল বাহিরে যাইবেন বলিয়া, কৃষ্ণকান্তের নিকট গিয়া বলিলেন "মহাশয়! যদি বলিয়া দেন, তবে আমি নিশ্চিন্তে একটু ঘুমাইতে পারি, আমার বড়ই অসুখ করিতেছে।"

তখন কৃষ্ণকান্ত মেয়েদের ধমক দিলেন। আর কেহ

বিরক্ত করিল না। গৃহে দ্বাররুদ্ধ হইল, বাহির হইতে ভৃত্য পাখা টানিতে লাগিল।

বস্তুতঃই দুলালের মন সে দিন ভাল ছিল না। দুলাল খেলারামের ভর্ৎসনায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিবাহে রাজি হইয়া ছিলেন। বিবাহত হইয়া গেল। দুলাল ভাবিলেন— করিলাম কি?

চত্বারিংশত্তিতম পরিচ্ছেদ।

ভাল বাসায়—ভাল বাসার বস্তু পাইতে মন এত কোমল হয়, তাহা আমি জানিতাম না। রতিকান্তকে দেখিয়া বোধ হয়—হয়। নহিলে সেই রতিকান্ত, আর এই রতিকান্ত—এত প্রভেদ কেন? ভাল বাসায় কি চক্ষু ফুটে? যাহার যেমন চক্ষু হউক না কেন, সে অন্তর বুঝিতে পারে। অন্তর বুঝিয়া, সে অন্তরের সহানুভূতি আনিয়া, পরের অন্তর গলাইতে পারে।

পারে বটে, চক্ষু ফুটে বটে, কিন্তু অন্ধও হয—হয কেন? যদি চক্ষু ফুটে—তবে অন্ধ হয কেন? হয—দ্রব হয বলিয়া। যখন মন কঠিন থাকে, আশে পাশে কোমল তুলি না বুলায় —তখন মন নিজের সরসতা আনিতে, নিজের দিকে জ্ঞানকে লইযা জাগিয়া বসিয়া থাকে, তাই নিজের চক্ষে, নিজেকে দেখিতে পায়, সেই চক্ষে পরকেও দেখে। দেখে বটে, কিন্তু নিজের মত, নিজে যেমন—দেখে তেমন। তাই কোমল মনের কোমল ব্যথা, হয়ত সকল সময়ে তেমন আদর পায় না।

কিন্তু ভালবাসায় যখন চক্ষু ফুটে, তখন কঠিন ও কর্কশ চক্ষু যেন কোথায় পলায়—পলায় বলিয়া জ্ঞান অন্ধ হয়—থাকে বটে, কিন্তু কার্য্য করিতে পারে না—থাকে বলিয়া, সে নিজের কার্য্য করিতে যায় বটে, কিন্তু করাইতে পারে না; পারে না—কারণ, মন তখন এত গলিয়াছে যে, জ্ঞানের তাহাকে তোলা ভার হয়। তাহাতেও ক্ষতি নাই, জ্ঞান চেষ্টা করিত—যদি মন আপনা না ভুলিত।

যে মনে আপনা ভুল না হয়, সে মনের ভালবাসা—ভালবাসা নহে, তাহার অন্ধতা কোমলতার জন্য নহে,—স্বার্থ-সুখ সিদ্ধির। সে কথায় আর কায নাই। রতিকান্তের কপালে কি আছে জানি না—কিন্তু আজও আমার রতিকান্তকে বিশ্বাস নাই। কাচও অনেক সময়ে দেখা যায়, যেন হীরার মত—জহরীরও অনেক সময়ে ভ্রম লাগে—তবে নাড়িতে চাড়িতে ভ্রম ভাঙ্গে—রতিকান্তকে দেখিতে হইবে। এমন অনেক হৃদয় দেখা যায়, কঠিনের পর কোমল—কোমলের পর আবার কঠিন, হয়ত আবার কোমলে পরিণত হয়, সংসারের এ বিচিত্র গতি, চিরকাল দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তবে দুই দিন অবশ্য রতিকান্তকে দেখিতে পারি।

রতিকান্ত-মন যেন কিছু উদাসীন উদাসীন; আহার করেন তাহাই, পড়েন তাহাই, বেড়ান যেমন বেড়াইতেন, কথা কন যেমন কহিতেন, বেশভূষা তাহাই, কিন্তু রতিকান্ত যেন কিছু উদাসীন উদাসীন।

রতিকান্ত এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, অন্তরের ব্যথা বুঝিবার জগতে কেহ নাই, যাহা আছে, ব্যথা যদি তাহাদের

সহিত মিলিল, তবেই বুঝিল—যদি না মিলিল, তবে আর বুঝি কেহ বুঝিবে না। রতিকান্ত দেখিলেন—যখন সুশীলা বুঝিল না, তখন জগতে আর কেহ বুঝিবে না। রতিকান্ত ভাবিলেন—

"সুশীলা যদি বুঝে নাই, তবে কাঁদিল কেন? যে কাঁদিতে জানে, সে পরের ব্যথা বুঝিতে জানে। যদি জানে, তবে আমায় তাহার বাপ মাকে বলিতে আদেশ দিল না কেন?

ছি। সুশীলার ইহাতে লজ্জা হয়, হইতে পারে—স্ত্রী জাতি। স্ত্রী জাতি কেন?—আমারও আগে হইত না, এখন হয়। হয়—কেন? বুঝি, যাহাকে বলিব, সে যদি না ব্যথা বুঝে, তাই বুঝি ভালবাসা এত গোপনের সামগ্রী।

হউক—গোপনে রাখিব—সুশীলা। আমিও গোপনে রাখিব, কিন্তু তোমারই কথা, যিনি তোমায় বিবাহ করিবেন, তিনিই তোমার পতি হইবেন। কে পতি সুশীলা। একটা কথায় যে মরিতে বাচিতে পারে, তবে কেন তাহাকে শুনাইলে না?"

বিলাসিনী, রতিকান্তের ভাব দেখেন, আর সুশীলার উপর রাগ হয়। রাগ হয়—সুশীলা না জন্মিলে, রতিকান্তের এ ভাব হইত না, আমি বলি—রতিকান্ত না জন্মিলে অনেক গোলই হইত না।

বিলাসিনী, রমা আত্মারামকে অনেক করিয়া দেখিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। সেই একভাব, আগে যেমন এখনও তেমন। বুদ্ধি খাটিল না, তখন রাগ হইল। মনে হইল—যদি আমি কৃষ্ণকান্তের গৃহিণী হই, যদি আমি লেখাপড়া শিখিয়া থাকি, তবে এ বিবাহ আমি দিব—দিয়া পুনরায়

আবার রতিকান্তের বিবাহ দিব—তখন দেখিব ইহার প্রতিশোধ কিরূপে লইতে হয়।

বিলাসিনী রতিকান্তের উদ্দেশে, রতিকান্তের ঘরে গেলেন—দেখিলেন রতিকান্ত নাই। ভৃত্যকে ডাকিলেন, বলিলেন—"রতি বাবু কোথায় ?"

রতিকান্ত শয্যা হইতে উত্তর দিলেন—"আমি এই খানে—শয্যায়।" বিলাসিনী বলিলেন—"গ্রীষ্মে তিষ্ঠিতে পারা যাইতেছেনা, তুমি কাপড় মুড়ি দিয়া শয্যায় কেন ?"

বিলাসিনী বুঝিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। রতিকান্ত সম্মুখে বসিল।

বিলাসিনী বলিলেন, "তোমার কি হইয়াছে ?"

রতি। হইবে কি, আমার অসুখ হইয়াছে।

বিলা। হইতে পারে। সুশীলার সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে—শুনিয়াছ ?

রতি। না, কোথায় ? তাহারা ত শীঘ্র এখানে আসিবে।

বিলা। না, কামময়ীর শ্বশুর বলিয়াছেন—সুশীলার বিবাহ না হইলে, এখানে আসা হইবে না, সেজন্য আসেন নাই। আমাদের বাগাঘাটের অখিলের সহিত স্থির হইল।

রতিকান্ত চুপ করিয়া রহিল। কিছু পরে, বলিল, "আত্মারাম বাবু টাকা পাইলেন কোথা হইতে—বাবা দিয়াছেন কি ?"

বিলা। নহিলে, এমন বোকা আর কে ?

রতি। ভালই হইয়াছে।

একথায় বিলাসিনী, রতিকান্তের মুখ খানা একবার

দেখিলেন। দেখিলেন—সে মর্ম্মে মর্ম্মে ভাঙ্গিয়া গেল; উপরে কিন্তু হাসিয়া বলিলেন, "সুশীলাকে বিবাহ করিবে?"

রতি। না।

মনে মনে বলিলেন—সুশীলাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়—দেখিতে ইচ্ছা হয়, আজ তাহার মন সুখে—কি দুঃখে।

বিলাসিনী বলিলেন, "আমার কথা শুনিবে?"

রতি। কি?

বিলা। সুশীলাকে বিবাহ করিবে?

রতি। করিতাম, আর করিব না।

বিলা। কেন?

রতি। অনেক দিন দেখি নাই, যদি একবার দেখিতে পাই, তবে বলিতে পারি—করি কি—না করি।

বিলা। কামময়ী সেখানে আছে, তুমিত যাইতেও পার, দেখিতেও পার—কিন্তু ওরূপে হইবে না। রমা আত্মারাম দিবে না—তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। যদি আমার কথা শুন, তবে আমি বলিতে পারি, তাহা হইলে হয়—নচেৎ স্থির জানিও হইবার নহে, কর্ত্তা তাঁহাদের দিকে।

রতি। তবে, কি রূপে হইবে?

তখন বিলাসিনী নিজ কল্পিত কৌশল সমস্ত বিবৃত করিলেন। রতিকান্ত বলিল, "বাবাকে না জানাইয়া?"

বিলাসিনী বলিলেন, "তোমার বাবা যদি মানুষ হইতেন, তবে দোষ হইত, তিনি যখন ছেলের বিবাহ না তাকাইয়া, পরের মেয়ের বিবাহে মাতিতে পারেন, তখন আমাদের ইহাতে দোষ কি?"

রতি। আমি পারিব না।

বিলা। ভাবিয়া দেখ, রমা আত্মারাম আমাদের কি অপমান করিয়াছে—কর্ত্তা নিজের অপমান নিজে বুঝিতে পারেন না, তখন সে রমা আত্মারাম, সে কর্ত্তার প্রতি তাকাইবার প্রয়োজন নাই।

রতি। যদি ইহাই করিতে হয়, অগ্রে কিন্তু একবার কামময়ীর বাড়ীতে, আমায় যাইয়া দেখিতে হইবে।

বিলাসিনী চলিয়া গেলেন। রতিকান্ত মনে মনে কহিল—সুশীলা! যদি আমি তোমার মুখে হাসি দেখি, তবে আমি এ গর্হিত কার্য্য করিতে পারিব না।

একচত্বারিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

আমি করিলাম কি? দুলালের প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া বলে, তুমি করিলে কি? মন বলে—বাবা বলিলেন, বাবার কথা—কেমনে ফেলিব? কেহ যে করে না, তাহাত নহে—তা হইয়াছে কি?

মনে প্রাণে এ বিবাদ নিত্য হয়, আর দশ হাত করিয়া বুক বসিয়া যায়। বসিতে বসিতে মন যখন দুর্ব্বল হয়, তখন আবার সেই—সেই যেন চিতা, সেই যেন কল্যাণী—কিন্তু তেমনটী আর হয় না, কল্যাণী আসিতে আসিতে যেন আসে না।

প্রাণ বলে—কল্যাণি! কেন এমন হইল? যদি হইল, তবে আমিও কেন গেলাম না—তা হইলেত এত ঘটিত না।

দুলাল আর সে সুখ পান না। যাহা ছিল—যাহা কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে—যাহা জন্মের মত হারাইয়াছেন, সে সুখ, সে শান্তি আর পান না। মন নানা রূপে বুঝায়—নানা রূপে দেখায়—প্রাণ কিন্তু লইতে পারে না। তাই দুলাল সে সুখ আর পান না।

কিন্তু চান। চাহিলে কি হইবে—সে কই? সে কল্যাণী কই? মন বলে, কেন? সে এই, এই কামময়ী সেই, রূপে ভেদ মাত্র, তাহাতে ক্ষতি কি? ইহার কথা, ইহার স্নেহ, ইহার ভালবাসা, একি সুন্দর নহে? তোমায় কত আদর, কত স্নেহ কত ভালবাসে। তোমায় দেখিয়া, তোমার মনের ভাব বুঝিয়া, তোমার মনে আনন্দ আনিবার জন্য কত চেষ্টা, কত নিঃস্বার্থতা—দেখ বাপের বাড়ী যাইতে কাঁদে নাই—লজ্জাকে মাথায় রাখিয়া প্রথম হইতেই যেন প্রকৃত বয়স্থার ন্যায় ভাল বাসিয়া—তোমার জন্য ভাবে—ইহা কি ভালবাসা নহে? কল্যাণী কি ইহা হইতেও সুন্দর ছিল? ছি। তুমি হাতের ধন ফেলিয়া দাও, দূরের ধন আনিতে চেষ্টা কর—কল্যাণী যখন ছিল, তখনও এইরূপ করিতে—তাইত এরূপ হইল।

প্রাণ আর কথা কহে না—দেখে, মন বোঝে না—সে আপনার দুঃখেই যেন লুকাইয়া পড়ে, তখন মন প্রফুল্ল হইয়া কামময়ীর ভালবাসায় মিশিতে যায়।

বিবাহের পর কৃষ্ণকান্ত কন্যাকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। খেলারামের, সভাস্থলে অপমান মনে ছিল—তিনি কামময়ীকে পাঠান নাই। কৃষ্ণকান্ত, রতিকান্ত, আনন্দ, আত্মারাম অনেক বলিয়া কহিয়াছিল, কিছুতেই কিছু হয় নাই—খেলারামের সেই

এক কথা—যাহা করিতে হইবে, তাহা আমিই করিব—অন্যের বলিতে হইবে না। দেখিয়া শুনিয়া সকলেই স্থির হইয়াছিলেন।

কামময়ীও যাইবার জন্য একদিন কাঁদে নাই। মুখে বলিত বটে, যাই যাই! পত্র লেখালিখিও চলিত বটে, কিন্তু মনে বলে—দুলালের মনটা একটু হস্তগত করিলেই আর আমায় বাধে কে? তাই এখন যাইতে ইচ্ছা নাই।

রমা এখানে—সুশীলাও এখানে। সুশীলার সহিত কামময়ীর এখন বেশ আলাপ। কামময়ী বউ, সুশীলা ঝি—কাযেই সুশীলা পূর্ব্বের সে কামময়ী আর ভাবে না, এখন নূতন বৌ যাহাতে ভাল থাকে, তাহার তাহাই চেষ্টা। রমা যেরূপ শিখাইয়া দেন, সুশীলা তাহাই করে—তাহাতে কামময়ী বড়ই সন্তুষ্টা।

রমা কিন্তু কামময়ীর নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে রন্ধনগৃহে থাকিতে হয়, কারণ রমা আসিলে খেলারাম বাবু সে পূর্ব্বের ব্রাহ্মণকে জবাব দেন। বলিয়াছিলেন, "বাড়ীতে স্ত্রীলোক থাকিবে, তুমি পুরুষ মানুষ, কেমন করিয়া অন্দর মহলে রাঁধিবে—আর বাহিরেও রাঁধিবার স্থান নাই, অতএব অন্য স্থানে কর্ম্ম দেখিয়া লও—তোমাকে ছাড়াইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করি" অগত্যা তাহাকে যাইতে হইয়াছিল।

রমার মুখে আর প্রফুল্লতা নাই। সুশীলার বিবাহের জন্য তাঁহার বড় ভাবনা হইয়াছে, সম্বন্ধ ঠিক হয়, আবার ভাঙ্গিয়া যায়—ইহাতেই বড় ভাবনা হইয়াছে। রমা ভাবেন, কেন ভাঙ্গে—আমার মেয়েরত কোন দোষ নাই, তবে কেন ভাঙ্গে—

রমা কাঁদিতে থাকেন। ঈশ্বরকে ডাকেন, বলেন—আমার সুশীলার বর দাও, সুশীলা বড় দুঃখী, আমি বড় দুঃখী, সব দুঃখ সহিতে পারি। কিন্তু আমার জন্য স্বামীর দুঃখ সহিতে পারি না।

রমা বাঁধিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন। আত্মারাম আসিয়া বলিলেন—হইয়াছে কি? আমার যে বেলা হইল, আরত দেরি করিতে পারিব না।

রমা। হইল, আর দেরি নাই—তবে কি হইবে?

আত্মা। কিসের—কি হইবে?

রমা। তাঁহারাত করিলেন না, কিন্তু সুশীলাকে আর যে রাখিতে পারি না।

আত্মারাম সেই স্থানে বসিলেন। বলিলেন, "কি করি বল দেখি—দেখিয়া পছন্দ হইল, টাকা দিয়া মুখ দেখিয়া গেল—বিবাহের দিন স্থির হইল—তাহার পর হইল না—কি করি বল দেখি? আমারত শত্রু কেহ নাই। তবে শত্রুতা কে করিল? আমার মেয়ের কি রোগ, তাহাও ত কেহ বলে না—কেবল বলে, 'রোগ', 'রোগ' কি করিব বল?"

রমা। তুমি আনন্দরামকে এক খানা পত্র লিখ। আমাদের দুঃখ দেখিয়া সে হয়ত করিতে পারে।

আত্মা। এই দেখ দেখি—কপালে সকলই করে—সেত ছিল। থাকিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম, সেওত আমার জন্য ঘটিল—ওই সুশীলার বিবাহ ভাঙ্গার কথা সকলেই বলে, 'আনন্দ মিথ্যা করিবা রটিয়া বলিয়া ভাঙ্গায়,' আমার কিন্তু তাহা ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস হয় না—আনন্দ কি তাহা পারে? আর তাহার প্রয়োজন কি?

রমা। তিনি কি এই জন্যই গিয়াছেন?

আত্মা। ওই কথা—কৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে উঠায়, কৃষ্ণ বাবুর স্ত্রী আনন্দরামকে লইয়া একটা গোল করিয়া কৃষ্ণ বাবুকে শোনান—রতিকান্ত যথেচ্ছা বলে, আর সে কুলগুরুর কাছে যাইবে যাইবে বলিতেছিল—পাঁচ কারণে গিয়াছে।

রমা। কোথায় আছে, তাহা জান?

আত্মা। তা জানি বই কি।

রমা। তবে, তাহাকে একখানি পত্র লেখ যে, আমাদের জাতি যায়—তুমি না রক্ষা করিলে উপায় নাই।

আত্মা। বোধ হয় লিখিতে হইবে না—আমি একদিন বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা তাহাকে বলি—আগে দুই একটা তর্ক বিতর্ক করিত, তাহার পর চুপ করিয়া থাকিত—আমি এ সম্বন্ধে অনেক বার তাহাকে বলিয়াছি, আর কোন উত্তর করে না—তাহাতেই বোধ হয় এখন বুঝিয়াছে। তবে কি করিবে, তাই ভাবিতেছে—তাহাকে লিখিলে বোধ হয় সে করিবে।

রমা। তবে আজই লেখ—শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেল।

আত্মা। হাঁ, আর অন্য দিকেত কুল দেখিতে পাইনা. একটা দোষের কথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে—কেহ আর বিবাহের কথায় কাণ দেয় না—আনন্দই ভরসা দেখিতেছি। আর কৃষ্ণকান্ত বাবুর বড় ইচ্ছা যে সে সংসারী হয়, আমিও তাহাকে বড় ভাল বাসি—আমার মেয়ের জন্য কেবল, তাহাকে সংসারী হইতে বলি—তাহা নয়।

রমা। কৃষ্ণ বাবু কি বলেন?

আত্মা। কৃষ্ণ বাবু যে কি বস্তু বলিতে পারি না। তিনি

আপনার মেয়ের মত সুশীলার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তবে—আমাদের কপাল, তিনি কি করিবেন?

এই বলিয়া আত্মারাম বাহিরে গেলেন।

দ্বিচত্বারিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

বৈঠকখানায় খেলারাম ও দুলাল বসিয়া। দুলাল বলিল, "এবার প্রসাদ ও চরণকে ৫০৲ করিয়া ১০০৲ টাকা দিতে হইবে।"

খেলারাম বলিলেন, "কেন?"

দুলাল। কয় মাসের মাহিনা, আর পরীক্ষার ফি।

খেলা। যাহা ভাল বুঝ কর, দিইতে হয় দাও।

দুলাল। আপনিইত দিবেন—আপনার আজ্ঞাত চাই।

খেলা। তাহা জানি—তবে প্রয়োজন দেখিনা।

দুলাল। লেখা পড়া না শিখলে, আজ কালকার বাজারে আর চলে না—না হইলেই বা কি হইবে—করিয়া খাইতে হইবে ত?

খেলা। লেখা পড়া শিখিয়া তোমার আমার আর কি করিবে—নিজের নিজের ছেলে পিলেরই ভাল, বিদ্বান্ত যত হইবেন, তাত বুঝিতে পারিতেছি।

দুলাল। তা ওরা আর কি করিবে—আমরা লেখা পড়া না শিখাইলে, কে শিখাইবে? আমরা বিদ্বান হইতে দিই, আর মনোযোগ দিয়া পড়ে—না হইবে কেন? তা ওদের ত দেখি—লেখা পড়ায় বেশ আঁট আছে।

খেলা। আমরা কত লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম? আমরা কি আর করিয়া খাই নাই—না তোমরা উপবাসী ছিলে?

দুলাল। তাহা নহে, ঠাকুরদাদার ত অবস্থা ভাল ছিলনা, ভাল থাকিলে আপনাদের আরো পড়াইতে পারিতেন, আর ওদেরত তত বয়স হয় নাই, পড়ান চাই বই কি। আমার ইচ্ছা এইবার পাশটা দিয়া এক জন ওকালতীতে যাক, আর একজন ইঞ্জিনিয়ারিং শিখুক, তাহা হইলে আমাদের ঘরের-কাযের জন্য আর ভাবিতে হইবে না।

খেলা। আর ছেলেমানুষ কি? আজ বাদে কাল ছেলে হইবে, বউরাত মস্ত মস্ত হইয়াছে। দিন আর দুই বৎসরে মিলিল না, তোমার বিবাহের দিন—রাত আর কাটাইতে পারিল না, তা আমাদের বাঙ্গালীর নিয়ম, আমি কিছু তাহাতে বলিলাম না—বৈবাহিক মহাশয়েরা আপনারা আসিয়া বলিলেন, কথা রাখিতে হয়।

দুলাল। হাঁ। ওমাসের প্রথমেই দিন আছে, সেই দিন সকলেই আসিবেন। আবারত সুশীলার বিবাহ আসিতেছে। তাহাতেও ত এক দিন আনিতে হইবে।

খেলা। কই? সে সম্বন্ধত ভাঙ্গিয়া গেল।

দুলাল। না—আর একটি বিবাহ করিতে বলিয়াছে, তাহারই যোগাড় হইতেছে—পত্র লেখালেখি হইতেছে।

খেলা। সে কি বলিয়াছে—করিব।

দুলাল। হাঁ, বলিয়াছেন—তাঁহার গুরু লিখিয়াছেন—আমি অনেক করিয়া সম্মত করাইয়াছি, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয়, তাহার চেষ্টা দেখিবে।

খেলা। ভাল, কই আমাকে আত্মাত বলে নাই?

দুলাল। আপনিত কয় দিন এখানে ছিলেন না—ইহার মধ্যেই ঠিক হইয়াছে—আজ বোধ হয় বলিবেন এখন।

খেলা। তা বেশ হইয়াছে, তা সে বিবাহে আর মেজ ছোট বৌকে আনিয়া কায নাই, বৃথা খরচ আত্মারাম কোথায় পাইবে? খরচ ত বেশী করিতে পারিবে না। কৃষ্ণবাবু টাকা ধার দিবেন বলিয়াছেন, তাই হইতেছে। আর এখন ছোট গিন্নী আছেন, বড় বৌমা আছেন, আমাদেরত এখন কষ্ট হইতেছে না।

দুলাল। তাঁহারাত এখন আসিয়া থাকিতেছেন না, সেই আসিবেন, আবার সেই দিনই চলিয়া যাইবেন। না হয় দুই দিন থাকিবেন, দিন না দেখিয়া আসিলে, থাকার মত থাকা হয় না, বটে, তবে ২।৪ দিন থাকিতে পারা যায়।

খেলা। তবে যে দিন বিবাহ—আত্মারামকে জিজ্ঞাসা করি, তাহার ২১ দিন আগে লইয়া আসাই উচিত, না হয় বিবাহের পরেই চলিয়া যাইবেন, আর ত মাসের দিন নাই—১০।১১ দিন, বিবাহের ৫।৭ দিন পরেইত আবার আসিবেন।

দুলাল। আপনি সুশীলার বিবাহে কি দিবেন?

খেলা। আমি আর কি দিব, আমিত আর চাকরী করি না।

দুলাল। সেটা কি ভাল হয়? আমাদেরত রহিয়াছে।

খেলা। তোমরা কি করিবে? তোমরাত আর সংসার চালাও না—সে আমি যাহা হয় করিব?

দুলাল। আপনার কিছু না দিলে ভাল দেখায় কি?

খেলা। এত শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ, আমার কাছে কি আছে? তোমাদেরই গহনা—সে কি আমি অন্যকে দিতে পারি?

দুলাল। এখনত কিনিতেও মেলে।

খেলা। সে গহনা কি ভদ্রলোকে পরে—সে তখন দেখা যাইবে—আমি মল দিব।

দুলাল ভাবিল—তবে বাবা মল দিবেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার লজ্জা হইতে লাগিল—ভাবিল, জ্যাঠা হইতেছেন, কিছু দেওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু মল যে কাহার, তাহা দুলাল জানিত না।

তখন প্রসাদ ও চরণ টাকার জন্য দুলালের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, স্কুলে যাইবে। দুলাল খেলারামকে বলিল—চাবিটা দিবেন কি? ওদের বেলাও হইল।

খেলা। ঢের করা গিয়াছে—বিবাহ দেওয়া গিয়াছে, এখন আপন আপন করিয়া খা'ক।

দুলাল। খাইবেত—তাহা আগে করিয়া দি'ন।

খেলা। তাত করিতে হইতেছেই—তাহার জন্য বলিতেছি না. কত করিবে? তোমার ওরা কি করিবে? পৃথিবীতে কেহ কার নয়—আমি যতক্ষণ, ততক্ষণ সব এক—তাহার পর—ভাগ লইতে আসিবে।

দুলাল। সে ওটাঁ ভাল ওদের কাছে—এখন আমাদের কর্ত্তব্যত আমাদের কাছে—আর সেরূপত ওদের দেখি না—উহাদের অতি সৎ বলিয়াই আমার জ্ঞান।

খেলারাম আর কোন কথা কহিলেন না। চাবিটী দুলালের হস্তে দিলেন, দুলাল টাকা দিলেন। খেলারাম বলিলেন, "খাতা খানা ওই খানেই আছে লিখিয়া রাখ।" প্রসাদ ও চরণ চলিয়া গেল।

—

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ রামের তাড়াতাড়ি গুরুসদনে যাইবার তিনটী কারণ ছিল। আনন্দরাম সংসারে থাকিয়া কাহারও সহানুভূতি পাইতেন না। এক দল লোকে আনন্দরামকে বিদ্রূপ করিতেন—বলিতেন যে, আনন্দ দেখ না—আনন্দ ধার্ম্মিক, ভাবে—ওসব এখনকার একটা বাহাদুরী। মাননীয় লোক যাহা বলিবেন, তাহা করা সংসারে সংসারী হওয়া, এইত উত্তম। আর একদল কিছু বলিতেন না, কিন্তু আনন্দরামকে একটু দূরে রাখিতেন, ভাল মিশিতে চাহিতেন না--আর এক দল আনন্দরাম যে ভণ্ড, তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইতেন। কৃষ্ণকান্ত কিন্তু কোন দলেই ছিলেন না—বিলাসিনী রতিকান্ত শেষ দল ভুক্ত।

সুশীলার সম্বন্ধ ভঙ্গের কারণ যে আনন্দ, তাহা রতিকান্ত ও বিলাসিনী বেশ পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাহাতে আনন্দ বড় দুঃখিত হইয়া ছিলেন। দুই দিনের আলাপে দুলালের সহিত আনন্দরামের কিছু আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু দুলালের পুনরপি বিবাহে তাঁহার সংসারের উপর আর একটু ঘৃণা হয়। আর এক কথা—আত্মারামের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি উপদেশ—নির্দ্দোষ হইলেও, তিনি তাহাতে স্বীকৃত নহেন। এই সকল কারণে তিনি দেখিলেন যে, আমার এখানে এখন দুই দিন থাকা ভাল নহে। তিনি কৃষ্ণকান্তকে জানাইয়া তাঁহার দেশীয় কুলগুরুর নিকটে যান।

আত্মারাম এ সকল কিন্তু কিছু বুঝেন নাই। আর তিনি জানিতেও পারেন নাই।

প্রথমে প্রথমে আনন্দরামকে বিবাহের জন্য সকলে বলিত, আনন্দরাম তর্কে, বিনয় আভাসে সকলকে বুঝাইতেন যে, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্যই ধর্ম্মলাভ, সেই ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া সংসারকেই সংসার বলে, যিনি তাহাতে সক্ষম, তাঁহারই সংসারী হওয়া উচিত। যদি সংসার করিতে গিয়া ধর্ম্ম ভুলিতে হয়, তবে সংসারী হইবার প্রয়োজন নাই, আমার ধর্ম্ম বল অতি কম, আমি তাহাতে সাহস করি না। কিন্তু এ সকল কথায় সকলেই উপহাস করিত, সেজন্য অনেক সময়ে তখন তর্ক বিতর্কও হইত, তাহার পর যখন দেখিলেন যে তাঁহারা আনন্দ যাহা বলে, তাহা না লইয়া নিজের জেদ বজায় রাখিতে চান—এইরূপ প্রায় সাধারণেরই গতি, তখন হইতে তর্ক বিতর্ক বন্ধ করিলেন, যিনি যাহা বলিতেন—কাণ পাতিয়া শুনিতেন বটে—কিন্তু কোন কথা কহিতেন না বা যেটা তাঁহার ভাল বোধ না হইত, তাহা কার্য্যেও করিতেন না। কিন্তু গুরু যাহা আদেশ করিতেন, তাহা ভাল মন্দ দেখিতেন না, বলিবামাত্রেই পালন করিতেন। লোকে তাঁহার কুলগুরুকেই গুরু বলিয়া জানিতেন। আনন্দরাম যদিও অন্যলোকের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তত্রাচ পৈত্রিক গুরুকে তিনি ত্যাগ করেন নাই, সেজন্য লোকের এ জ্ঞান।

যখন আনন্দরামকে আত্মারাম বিবাহ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, আনন্দ আত্মারামের কথায় মুগ্ধ হইয়াছিল—দেখিয়াছিল বিবাহ ভিন্ন নিষ্কাম ধর্ম্ম-পালন দুরূহ। আত্মারামের নিত্য আলাপে আনন্দ বুঝিয়াছিল যে, প্রতি জন্মেই যে বিবাহে আবদ্ধ হইতে হইবে, তাহা নহে, তবে যে বারেই হউক, একবার তাহা

ভোগের প্রয়োজন; আনন্দরামের বোধ—যদি পূর্ব্ব জন্মে এ ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে এ জন্মে যে বিবাহ না করিলে, পরা ভাবে প্রেমলাভ হইবে না—তাহা নহে। সে কারণ আনন্দ কোন কথায় আর উত্তর করে নাই, ভাবিয়া ছিল—প্রসঙ্গ তুলিয়া ইহার মীমাংসার প্রয়োজন।

আত্মারাম কিন্তু ভিন্ন বুঝিয়া ছিলেন, আত্মারাম ভাবিয়া ছিলেন যে, যখন প্রথম তর্ক তুলিয়া, পরে নিবৃত্তি—তখন অবশ্য আনন্দরাম বিবাহে সম্মত, মৌনে সম্মতি লক্ষণ—ইহা সাধারণে বলে, সেজন্য আত্মারাম, কৃষ্ণকান্তের সহিত পরামর্শ করিয়া আনন্দকে একখানি পত্র লেখেন, আনন্দ সংসারী হয়, তাঁহার বড় ইচ্ছা। আত্মারামের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, কৃষ্ণকান্ত বড়ই আহ্লাদে—সেই সঙ্গে আর একখানি পত্র লেখেন।

কৃষ্ণকান্তের চিঠি পত্রাদি সমস্তই রতিকান্ত লিখিত, খুলিত এবং দেখিত, সে যাহা বলিত বা লিখিত কৃষ্ণকান্তের লেখা বা পড়া তাহাই। ইহার একটী কারণ ছিল, কৃষ্ণকান্ত মনে করিতেন—রতিকান্ত বাঙ্গালা ভাষাকে বড় ঘৃণা করে, আর লিখিতে পড়িতেও ভাল বাসে, দোষ—তাহার লেখা পড়া সব ইংরাজিতে কিন্তু বাঙ্গালির ছেলে বাঙ্গালা ভাষা না শিখা—বড় ঘৃণার বিষয়, আর তাহা হইলে সংসার চালান বড় দায় হইয়া উঠিবে। এখন আমি আছি, তাই বুঝিতে পারে না। সেজন্য কৃষ্ণকান্ত বাড়ীর সমস্ত কায কর্ম্ম রতিকান্তকে দিয়াই করাইতেন ও চিঠি পত্র লেখাইতেন, যাহা লেখা হইত কেবল দেখিয়া দিতেন মাত্র। ভাবিয়া ছিলেন—তাহা হইলে অনেকটা শিক্ষা হইতে পারে,

কারণ যে ভাল করিয়া পত্র লিখিতে পারে, তাহার ভাষায়ও অনেকটা দখল হয়।

কৃষ্ণকান্ত ও আত্মারামের পত্রের যথা সময়ে উত্তর আসিল, কৃষ্ণকান্তের পত্র রতিকান্তের হস্তে পড়িল। রতিকান্ত, কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন ও পত্র দেখাইলেন যে, আনন্দরাম বিবাহে সম্মত, তাহার সহিত আর একখানি পত্র দেখাইলেন—তাহা আনন্দরামের গুরু কৃষ্ণকান্তকে লিখিতেছেন যে, আপনার পত্র পাঠে আমি আনন্দরামকে অনেক বুঝাইয়া সম্মত করাইয়াছি, যাহাতে শীঘ্রই হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। কৃষ্ণকান্তের আনন্দের আর সীমা নাই, তিনি আত্মারামকে একথা বলিলেন, আত্মারামও তাঁহাকে আনন্দ যে পত্র লিখিয়াছে, তাহা দেখাইলেন, তাহাও ওইরূপ, তখন উভয়েই বড় আনন্দিত হইলেন।

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের ও আত্মারামের পত্র লেখা লিখিতে, আনন্দকে আসিতে বলা হইল, কিন্তু আনন্দরামের গুরু লিখিলেন যে, আনন্দ বিবাহের অগ্রে যাইতে চাহে না; কারণ সে বিবাহ অধর্ম্ম বলিয়াই আসিতেছে, এখন বিবাহ করিবে বটে, কিন্তু অগ্রে গিয়া দেখা দেওয়ায় তাহার লজ্জা হয়, সে এইখান হইতেই বিবাহে যাত্রা করিবে।

প্রথম ইহাতে, কৃষ্ণকান্ত ও আত্মারাম আপত্তি তুলিয়াছিলেন, শেষে অনেক লেখা লেখিতে কাহারও আপত্তি রহিল না।

আনন্দরামের আদি নিবাস জয়নগর। জয়নগরেই কুলগুরুর বাস। তিনি আনন্দরামের বাটী হইতেই বিবাহ সম্পন্ন করাইবার ভার লইতেছেন—ইহা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত ও

আত্মারাম আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। কৃষ্ণকান্ত দিন স্থির করিয়া সেই দিনই, আনন্দের গুরুর নামে তিনশত টাকা পাঠাইলেন—লিখিলেন, যাহা করিতে হয় করিবেন যদি টাকার অকুলান হয়, পাঠাইতে পারি। আনন্দরামের গুরুর সহিত কৃষ্ণকান্তের বহুদিনের আলাপ। তিনি অতি সৎ।

তাহার পর বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

সুশীলার বিবাহ উপলক্ষে খেলারাম, আত্মারামকে ছাড়েন নাই, বলিয়াছিলেন—আনন্দরামের সহিত যখন বিবাহ হইবে, তখন সে বাটীতে থাকিয়া বিবাহ ভাল দেখায় না। সেজন্য খেলারামের বাটীতেই বিবাহ সম্পন্ন হইবে—স্থির হইল। খেলারাম, আত্মারামকে বলিয়াছিলেন, "তোমার টাকা নাই, উভয়দিকেরই খরচ কৃষ্ণকান্তকে লইতে হইবে, ইহা করিও"— আত্মারাম বলিলেন, "তিনি বিবাহে টাকা ধার দিবেন কথা আছে।" খেলারাম বলিলেন, "সে তোমার ইচ্ছা, কিন্তু আমার এই মত—তোমাদের যাহা ভাল হয়, আমার তাহাই পরমার্শ দেওয়া উচিত, তাহার পর যাহা ভাল হয় করিবে।"

চতুশ্চত্বারিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম, খেলারাম বাবুর কথা কৃষ্ণকান্তকে আসিয়া বলিলেন—বলিলেন, "আমার যাহা ক্ষমতা, তাহাত তুমি জান; আর দাদা যাহা বলিতেছেন তাহাতেও আমার ইচ্ছা নাই, কারণ আমি তোমার নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত ও ঋণী।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "সেজন্য আমার কোন আপত্তি নাই, দুইদিকের খরচ—তাহাতে আমি সুখী; কারণ আমি জানিলাম, সুশীলার বিবাহের জন্য আপনাকে, টাকার জন্য ভাবিত হইতে হইল না।"

আত্মা। তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই, আমার ইচ্ছা—সুশীলাকে আমি দান করিব—কিছু মাত্র লইব না, বিশেষ তোমার নিকট।

কৃষ্ণ। তাহা হইলে তুমি পারিতেছ কই? তোমার সে টাকার বল কোথায়?

আত্মা। যদি তুমি আমায় দুইশত টাকা ধার দাও—দিবেত বলিয়া রাখিয়াছ। তাহা হইলে আমি মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া শোধ করিতে পারি—আর শান্তকে আনিব, তাহার যাহাতে একটী চাকরি হয়, করিলেই ৮।১০ মাসে শোধ হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণকান্ত একটু ভাবিলেন, বলিলেন, "সে সকল এখন ভাবিবার সময় নাই—অবশ্য আপনার যাহাতে ঘরে দুই টাকা আসে তাহার চেষ্টা করিব, কিন্তু এ হিসাবে আমি টাকা দিতে ইচ্ছা করি না—ধার বলিয়া আমি আপনাকে টাকা দিব না।"

আত্মা। তবে এ বিবাহ এখন দু দিন বন্ধ থাক, আমি তোমাকে সকল বিষয়ে ক্ষতি স্বীকার করিতে বলিতে পারি না।

কৃষ্ণ। না—না, ওসকল কথা এখন বলিলে, চলিবে না; আনন্দের বিবাহের জন্য তাহার গুরুকে টাকা পাঠাইয়াছি—পত্র দিয়াছি; দিন হইয়া গিয়াছে—বিশেষ আবার আনন্দের যদি

মন বদলাইয়া যায়. তোমার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইবে, আমার দুঃখ থাকিবে।

আত্মা। দাদা যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন—আমার টাকা নাই—চুপ করিয়াও থাকিতে হইতেছে, এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, যেন আমি তোমার অনুগ্রহ দেখিবা, আদায়ের সুবিধা পাইতেছি, কিন্তু আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে—তাহা তুমি জান।

কৃষ্ণ। ওসকল কথা এখন রাখ, কত টাকা প্রয়োজন বল—আমি দিতেছি, আর দিন নাই—ইহার মধ্যে সব ঠিক করিতে হইবে সেটা মনে আছে?

আত্মা। আমার ধার স্বরূপ দিতে হইবে, নচেৎ আমি লইব না। আর একখানি হেণ্ডনোট লিখিয়া দিব, তোমায় লইতে হইবে।

কৃষ্ণ। হেণ্ডনোট কাহার প্রয়োজন—আর কোথায়? যেখানে সন্দেহ—আমারত আর তোমায় সন্দেহ নাই।

আত্মা। যদি আমি মরিয়া যাই, তবে ছেলেরা দিবে।

কৃষ্ণ। যদি আপনাকেই হারাইতে হয়, তবে কি এই দুই বা তিন শত টাকা গেলে আমার বেশী কষ্ট হইবে?

আত্মা। তবে আমার মেয়ের বিবাহ, হউক আর নাই হউক—আমি টাকা লইব না।

কৃষ্ণ। আনন্দরামের বিবাহে আমি সুখী—সে সুখ তুমি আমায় দিবে না? আনন্দরামত সুশীলা ভিন্ন বিবাহ করিবে না, পত্রে সে আভাস কি বুঝ নাই?

আত্মারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ছল ছল নেত্রে বলিলেন, "রতিকান্তের সহিত বিবাহ দিই নাই—মেয়ের

জন্য আমায় স্বার্থপর হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তুমি আমার সে স্বার্থে নিজের স্বার্থ ভুলিয়া, আমায় পর না করিয়া সেই আপনই রাখিয়াছ—তুমি দেবতাতুল্য হইয়া পরস্বার্থ নিজ স্বার্থ ভাবিয়া, আজ আমার নিকট স্বার্থ ভিক্ষা করিতেছ, তবুও তাহাতে আমি পরাঙ্মুখ, ধিক্ আমায়। আমি সুশীলাকে দিব, দিয়া—সে ঋণ হইতে মুক্ত হইব, কিন্তু আমি, হাতে কিছু লইব না।

তখন তিন শত টাকা বাহির করিয়া কৃষ্ণকান্ত, আত্মারামের হস্তে দিলেন, বলিলেন, "আমার টাকা—আমি সকল স্থানে থাকিয়া খরচ করিতে পারিব না; আপনি যেখানে থাকিবেন, সেখানে যে যে খরচ পড়িবে—তাহা করিবেন, আপনার মেয়ের বিবাহ—কি আমার মেয়ের বিবাহ নহে?

আত্মা। এ টাকা আমি লইব না, দাদার এ ব্যবস্থা—দাদা কেই পাঠাইবেন।

কৃষ্ণ। আমি আর কাহাকেও বিশ্বাসী দেখি না।

আত্মা। আমি খরচ করিলে দোষ পড়িবে, দাদা থাকিতে আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না, যদি দাদার ওখানে না হইত, তবে সে এক কথা ছিল। ধরিতে গেলে মা'র পেটের ভাই কখন পর হয় না।

কৃষ্ণ। তোমার এই জন্যই দেবতা মনে হয়। তুমি যাহাকে দাদা বল—যদি তোমার সহিত আমার দেখা না হইত, তবে দাদা বলিয়া ভক্তি—আমার দেখা হইত না। যদি দাদা মন্দ বলিয়া তুমিও তাহাই হইতে, তবে তোমার মনুষ্যত্ব কোথায়? তোমার ভিতর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব পূর্ণরূপে দেখিতে পাই।

কৃষ্ণকান্তের অনেক জেদাজেদিতেও আত্মারাম, টাকা হাতে

লইলেন না, তখন কৃষ্ণকান্ত, দুলালকে দিয়া বৈবাহিককে পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তিতম পরিচ্ছেদ।

সেই হইতে রতিকান্ত, কামময়ীকে নিত্য দেখিতে আসিতেন, লোকে বলিত "হইবে না, মা'র পেটের ভাই এ ত উচিতই।"

প্রথম দিন রতিকান্ত, সুশীলাকে দেখিতে পাইল না, ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিল। পর দিনও সেই রূপ, দুই এক দিন যায়—রতিকান্ত ভাবিল, আজও যাইব—সুশীলাকে দেখিতে পাই ভাল, নচেৎ আর যাইব না।

সে দিন সুশীলার সহিত দেখা হইল। সুশীলার মুখে, সুশীলার দুঃখ—মাখা দেখিল, দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়ে যেন একটা আশার সঞ্চারে, আনন্দের আভা দেখিল, রতিকান্ত আর সে দিন অধিকক্ষণ বসিল না।

তাহার দুই দিন পরে, সুশীলার সে পূর্ব্বসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। পরে আনন্দরামের সহিত স্থির হয়।

এখন রতিকান্ত আসিলে, আর অন্দরমহলে যাইতে পার না—খেলারাম অন্দরমহলে পুরুষের গমনাগমন বড় ভাল বাসেন না। সেজন্য রতিকান্ত দুই এক দিন আসিয়া রেগতিক দেখিয়া, আর আসে না, আর সুশীলার সহিত তাহার দেখা হয় নাই, কিন্তু মনে সুশীলার সেই কাঁদ কাঁদ মুখ,—আর হৃদয়ে সেই সুখ-স্বপ্ন।

সুশীলার বিবাহ উপলক্ষে দুই এক দিনের জন্য, প্রসাদ ও চরণের স্ত্রী আসিয়াছে, বিবাহের পরেই আবার যাইবে। খেলারাম ইহাতে আপত্তি করিয়াও নিজেই সে আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন, সেজন্য বিবাদ আর নাই, ঘর বসন্তের শুভ দিনেরও আর দেরি নাই।

কামময়ী এখন অনেকটা পুরাণ হইয়া আসিয়াছে, মেজ ও ছোট বৌ, নূতন। রমাবতী সংসারের সকল কাযই করেন, সুশীলা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। একটু এদিক ওদিকে, কামময়ীর যেন মন ভারী হয়, রমাবতী সেদিকে তাকাইয়াও তাকান না, রমাবতী একদিন হাসিতে হাসিতে কামময়ীকে বলিলেন "এখন কিন্তু আর সমস্ত দিন বই পড়িলে চলিবে না, এ বাড়ীতে না রাঁধিতে শিখিলে কর্ত্তা বড়ই রাগ করেন।"

কামময়ী বলিল "আমার বাপের জন্মে কেহ রাঁধিতে জানে না—আমার ওকায নহে।"

মেজ ও ছোট বৌ বলিল, "তা তুমি যদি আমাদের ওদুঃখটা ঘুচাইতে পার ভাই, তাহা হইলে আমরাও বাঁচি।"

রমা। কর্ত্তা তাহা ভাল বাসেন না।

কাম। তিনি যেমন ভাল বাসেন না—তেমনি ত আমরাও ভাল বাসি না।

মেজ ও ছোট বৌ বলিল, "আমাদের ভাই, যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে।"

রমাবতী কোন উত্তর করিলেন না।

সেই দিন কামময়ী কাঁদিয়া মাকে পত্র লিখিল—

"খুড়িমা আমায় রাঁধিতে বলেন—এখানে থাকিয়া গিন্নী

হইয়াছেন, প্রায়ই আমাদের কাছে থাকেন না, 'জা'গুলি বেশ—তাহারাই আমার কাছে থাকে। আমি এখানে থাকিব না, স্বামীকে বলিয়াছি, তিনি বলেন—বাবা যাইতে না দিলে, যাইতে পারিবে না, কিন্তু আমি থাকিতে পারিব না—আমায় লইয়া যাইও, না হয় আমি আর এখানে থাকিব না। খুড়িমা আবার বই পড়িতে বারণ করেন, উঁহার মত আমি দাসীপণা করিতে পারিব না। এখানে প্রদীপ জ্বালে একজন বই চাকর নাই, ছাদে উঠিবার সিঁড়ী নাই—আমি এখানে থাকিব না।

খুড়িমার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হয়, কিন্তু কি করিব, জ্ঞান আর উঁহার মাথায় ঢুকিবে না, কাযেই উপায় নাই; সেজন্য আর ভাবি না।

কলিকাতা, }
তারিখ .. }

বিশ্বাসী
শ্রীমতী কামময়ী রায়।"

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিনের দেখা সাক্ষাতে সুশীলার সহিত, মেজ ও ছোট বোযের বড় ভাব, প্রায় এক সঙ্গেই থাকে। কামময়ী আপন মনেই পড়েন, তিনি ঘর কন্নার কথা লইয়া দিনকাটাইতে ভাল বাসেন না। পড়বার ত্রুটি হইতেছে না। প্রাতে চা, একটু ননী, ইত্যাদি চলিতেছে বটে—খাতায় লিখাও হইতেছে, কিন্তু খেলারাম বাবু এখনও তাহা দেখেন নাই, মাস গেলে দেখিবেন—প্রথম মাসে বিবাহের খরচে অত দেখেন নাই।

রমার বড় আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দ ফুটিবার তত যো

নাই। পাছে কামময়ী কিছু মনে করেন। রতিকান্তের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত নহেন, ইহাতে সম্মত—কামময়ীর কি ইহাতে আনন্দ হইবে? রমা ভাবেন—যদি এ আনন্দে, কাহার মুখে আনন্দের হাসি না দেখি—তবে ফুটির কাহার জন্য?

কিন্তু আগুন কাপড় ঢাকা কতক্ষণ থাকে? সে আরও উজ্জ্বল হয়। রমার বল বাড়িয়াছে। দুই ঘণ্টার কায এক ঘণ্টায় হইয়া যাইতেছে, 'মা' ভিন্ন মুখে কথা নাই। বৌ তিনটীর আর মেয়েটীর মুখ দেখিয়া, যেন রমার আহার তৃষ্ণা ভুল হইয়াছে।

দিন নাই, খেলারাম বসু যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, রমা তাহাতেই সন্তুষ্টা। কামময়ী যাহা দেখিতেছেন, তাহাতেই হাসিতেছেন, বলিতেছেন—ওমা এরূপ করিলে কি বিয়ে হয়? এই আমারও ত সেদিন বিবাহ হইয়া গেল, এরূপ ত দেখি নাই।

রমা। আমাদের যেরূপ অবস্থা মা, তা কি হইবে, তোমাদের অবস্থা ভাল—সে এক কথা।

কাম। তবুত দাদার সহিত ভাল লাগিল না।

রমা। কর্ত্তা যাহা করিবেন, তাহার উপর কি কথা আছে।

কাম। কর্ত্তা যদি এখন পাগল হন, আমার মা হইলে, এমন কখন হইত না। আনন্দ দাদার কি আছে? দুঃখে দুঃখে মরিতে হইবে, সুশীলার কপাল। দাদার বিবাহের ভাবনা কি? কত পাত্রী আসিতেছে, দাদা বিবাহ করিতে চান না তাই—মা'র এমন অপমান কখন হয় নাই। তা বাবার যেমন কায।

রমা। তোমার বাপের দোষ কি মা, তিনি ত দেবতাতুল্য।

কাম। বাবা যদি মানুষ হইতেন, তাহা হইলে কি মা'র অপমান হয়?

সুশীলা বসিয়াছিল, সে উঠিল; তাহার কামময়ীর কথা ভাল লাগে না। সে প্রসাদের স্ত্রী যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে গেল। প্রসাদের স্ত্রী বলিল, "সুশীলা। আনন্দরাম দেখিতে কেমন লা ?"

সুশীলা। ঠিক সন্ন্যাসীর মত।

প্র স্ত্রী। সন্ন্যাসীর মত কি—বলনা কি রকম ?

সুশীলা। ঠিক দিদি—আমি সন্ন্যাসিনী হইব, ভাল না ?

প্র-স্ত্রী। তাতে কি সুখ ?

সুশীলা। তোমার ওতে কি সুখ ?

প্র-স্ত্রী। সন্ন্যাসীর আবার বিবাহ কেন ?

সুশীলা। সন্ন্যাসিনীর আবার বিবাহ কেন ?

প্র স্ত্রী। তুই কি সন্ন্যাসিনী হইলি ?

সুশীলা। সেই কি সন্ন্যাসী হইল ?

প্র-স্ত্রী। ও—বুঝিয়াছি, তবে সে তোমার জন্য সন্ন্যাসী—না ?

সুশীলা। ও—বুঝিয়াছি, তবে আমি তার জন্য সন্ন্যাসিনী—না ?

এই বলিয়া সে যেন নাচিতে নাচিতে, সে ঘর হইতে চলিয়া, যে ঘরে চরণের স্ত্রী ছিল, সেই ঘরে গেল। চরণের স্ত্রী বলিল "বড় যে হাসি হাসি দেখিতেছি, বরটী মনের মতন হইয়াছে—না ?"

সুশীলা। মনের মত না হইলে কি, তোমার মুখে সর্ব্বদাই হাসি থাকিত।

চ-স্ত্রী। হাঁলা, সে দেখিতে কেমন ?

সুশীলা। তোমার মনে যেমন।

চ-স্ত্রী। আমি কি তাহাকে দেখিয়াছি ?

সুশীলা। এক জনকেত দেখিয়াছ?

চ-স্ত্রী। এক জনকে দেখিলে কি সকলকে দেখা হয়?

সুশীলা। কেন? আমি মাকে ভাল বাসি, আমি জানি—সকল মেযেই এমনি মাকে ভাল বাসে, সকল মাও এমনি মেযেকে ভালবাসে।

চ-স্ত্রী। তোব যে দেখিতেছি—গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল।

সুশীলা। কেন? গাছে থাকিলেইত গোঁপে তেল দেয, হাতে পাইলে কি আব দেয়—হাতেই দেয়।

চ-স্ত্রী। ভাল ভাল এখনই এই—না জানি পবে কি হইবে।

সুশীলা। কেন? তোমাব যাহা হইযাছে।

সুশীলাব হৃদয বডই দ্রব হইয়া গেল, সে আর বসিল না, সে মনকে দমন কবিতে চেষ্টা কবিল। তখন কামময়ী যেখানে ছিল সেইখানে গেল, কামময়ী বলিল "কি সুশীলা! এখন মনেব মত বব হইযাছে ত?

সুশীলা। কই বব?

কাম। কেন, আনন্দ দাদা।

সুশীলা। তাব ঠিককি।

কাম। দাদাব সহিত কথাব সময় বলিতে 'না' কই এখন না বল দেখি?

সুশীলা। চিবকালই কি 'না' বলিব।

কাম। যাও—এখন চিরকাল রাঁধগে যাও, বাঁধিতে যে বড সাধ।

সুশীলা। বাঁধিব বই কি—বাঁধিযা সকলকে খাওয়াইব, তোমাব এতে আনন্দ হয় না।

কাম। বামুন মামা ভাত ১।

সুশীলা। খাইতে আনন্দ হয়, কিন্তু খাওয়াইতে আনন্দ হয় না।

কাম। দাদার সহিত বিবাহ হইলে কত সুখী হইতে।

সুশীলা। বাপ মা যাহা করিবেন, তাহাতেই আমার সুখ।

কাম। বিবাহ কি, কেবল বাপ মা'র দেখাতে হয়?

সুশীলা। আমি কি দেখিব—সুন্দর কাল, টাকা পয়সা—ওতে কি সুখ?

কাম। আমাদের দেশে, বর কনের দেখিয়া শুনিয়া বিবাহের প্রথা নাই, বিলাতে ভাবি স্বামী স্ত্রীতে, দেখা শুনা—ভাবের পর, উভয়ের ভালবাসায় বিবাহ হয়; পরে এখানেও তাহা হইবে, যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন বিবাহের উন্নতি হইবে না।

সুশীলা। তত দিনে আমরা মরিয়া ছাই হইয়া যাইব।

কাম। তাহা হউক—সে প্রথা থাকিলে কি, তাহা ভাল হইত না, তুমি করিতে না?

সুশীলা। না, তাহাতে আমার কি হইত? দুই দিনের ভাব ভাঙ্গিতে কত ক্ষণ?

কাম। ভাল মন্দ বাছিয়া লইতেও ত পারিতে?

সুশীলা। বাছিয়া লইলে—মন্দের আর কি বিবাহ হইবে না? আমরা গরীব, কুৎসিৎ তাহা হইলেও আমার বিবাহ হইত না।

কাম। তুমি এত কথা কহিতেছ, কিন্তু অন্যের নিকট জুজু হইয়া থাক।

—তাঁহারা যে আমার বড়।

কাম। বড় বলিযাই কি অন্যায় সহিতে হইবে?

সুশীলা। সহিব না কেন? আমিও কোন একেবারে অন্যায় না করি।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ সুশীলার বিবাহের দিন। সূর্য্য, সুক্ষণে কি কুক্ষণে উঠিল, তাহা জানি না, কিন্তু সূর্য্যও হাসিল, সুশীলাও হাসিল।

দিন ত আনন্দে কাটিযা গেল। সন্ধ্যাও আনন্দে বহিয়া গেল, কিন্তু রাত যে আর কাটে না। আনন্দ হইতে নিরানন্দ, দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে দেখা দিল কেন?

বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হইযা যায, কিন্তু বরের দেখা নাই। আত্মারাম একবার বাহিরে, একবার ঘরে।

সভায় খেলারাম কৃষ্ণকান্ত, দুলাল। আত্মারাম মাথায় হাত দিযা বসিয়া আছেন, টেলিগ্রাফ আসিযাছে—আনন্দের পীড়া, সে বিবাহে আসিতে পারিবে না।

আত্মারাম বলিলেন, "তবে উপায—এখন উপায—বাঙ্গালির ঘরে রাত কাটিলে যে, জাত যাইবে?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তাহার উপায করিতে হইবে, যাহাকে হয, ধরিয়া দিতে হইবে।"

খেলারাম বলিলেন, "রতিকান্ত কোথায? আমাদের ভাবনা কি? কৃষ্ণকান্ত বাবু! এখন তুমি আমি পর নহি, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ, আমার দুঃখে তোমার দুঃখ, তোমার মেয়েটীকে লইতে হইবে।"

কৃষ্ণ। তাহার জন্য আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই— যদি এই রাত্রে, প্রতি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও একটী পাই, তাহার চেষ্টা করিব। যদি না হয়—রতিকান্তত আছেই। আত্মারাম বাবু আমায় ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ফেলিতে পারিব না।

আত্মা। আমি সকল যেন চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আর বৃথা খুঁজিয়া কায নাই, যাহা হইবার তাহাই হইবে।

কৃষ্ণ। সে কথা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আমি তাহা এখন করিতে পারিব না—চেষ্টা করিয়া দেখিব, যাহা ঈশ্বর করান—তাহাই হইবে।

কৃষ্ণকান্ত, খেলারাম বাবুকে বলিলেন, "এ সময়ে আপনার একটু সাহায্য প্রয়োজন হইতেছে।"

খেলা। কি বল দেখি, আমারত কায—আমি না করিলে, কে করিবে? ওত দাদা বলিয়া খালাস পাইয়াছে—এখন আমি কি করি বল দেখি?

কৃষ্ণ। সে ত সত্যই—এখন এরূপে ছেলে ধরিয়া আনিতে হইলে, কিছু টাকার প্রলোভন দেখান চাই, আত্মারামের ত কিছুই নাই।

খেলা। সে কথা আবার তুলিতেছ কেন? রতিকান্ত কোথায়? এ সময়ে ছেলে মানুষ হইলে চলিবে কেন?

কৃষ্ণ। আমি রতিকান্তকে দিব না—মনে করুন, আমিই অধিক টাকা লইয়া তবে দিব, নচেৎ দিব না।

খেলা। তোমরাই যদি এ সময়ে এরূপ কথা কহিবে, তবে আমি ইহাতে নাই—আত্মারাম যাহা হয় করুক।

এই বলিয়া খেলারাম, সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। আত্মারাম সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খেলারাম বলিলেন, "তোমার ভাবনা কি? কৃষ্ণ বাবু রহিয়াছেন, আমি কি চাকরী করি? তাহা হইলে কি, কৃষ্ণ বাবুর কথা শুনিতে হইত? আমি সংসারের কিসে আছি বল? তোমাদের জন্য না থাকিলে চলে না, তাই তোমাদের হাতে পড়িয়া কাঁদিতে হাসিতে হয়।

দুলাল সেইখানে ছিলেন, খেলারামের কথা শুনিয়া দুলালের বড় দুঃখ হইল, কিন্তু পিতার উপর কিছু বলিতে পারিলেন না, তিনি আত্মারামের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

আত্মারাম ও কৃষ্ণকান্ত, সভাস্থ সকল ব্যক্তিরই নিকট, একটী ছেলে ভিক্ষা চাহিলেন, কোন ফলই ফলিল না। গতিক দেখিয়া সভাস্থ অনেকেই সরিলেন।

তখন আত্মারাম, খেলারামের নিকট গিয়া পা দুটী ধরিলেন, বলিলেন, "দাদা! রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার কেহ নাই, আপনার বলিতে তুমি—ভরসা করিতে তুমি, পিতার সংসার মনে করিতে একা তুমি, তুমি না রক্ষা করিলে, কে করিবে দাদা?"

খেলারাম দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন, আত্মারাম নিস্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া বলিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

আত্মা। আমি ভাবিয়া কি করিব—দাদা কর্ত্তা, দাদা থাকিতে আমিত কর্ত্তা নহি। দাদা ভালই করুন আর মন্দই করুন, মা'র পেটের ভাই—আর কেহ নাই, যাঁহারা ছিলেন ক্রমে ক্রমে গিয়াছেন, এখন যাহারা—তাহারাত আমাদের হাতের, তাহাদের মুখ আর কি তাকাইব? একা দাদা

আছেন, দাদা ভিন্ন, ছেলে বেলা হইতে এখন অবধি, আর আপনার কে?

কৃষ্ণ। সে কথা সত্য, কিন্তু সহানুভূতি ভিন্ন—আপনার করিয়া রাখা অতি দুরূহ।

আত্মা। সেটা তোমার ভুল, যে সহানুভূতি রক্তে রক্তে বহে—তাহা কি ফেলা যায়? দাদাও কি তাহা ফেলিতে পারেন? তবে যাহা দেখিতেছ, কতক্ষণের জন্য? আমার জাতি নষ্ট হইবে, দাদা কি দেখিতে পারিবেন? ইহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না।

দুলাল শুনিতেছিলেন, তিনি খেলারাম বাবুর নিকট গেলেন, বলিলেন, "এ সময় ইঁহাকে আপনি না রক্ষা করিলে, কি পাড়ার লোক আসিয়া করিবে? দুই এক হাজার যাইবে, তার আর কি হইবে?

খেলা। সে টাকাই বা কোথায়?

দুলাল। টাকাও—আপনার আছে।

খেলা। আমার টাকা কোথায়? আমার কি পৈতৃক ধন ছিল?

দুলাল। তা নাই থাক, আমিত রোজগার করিয়া আনিতেছি, তাহা কি আপনার নহে?

খেলা। সে টাকার কথা বলিতেছ? তা সে এখন আমার নামে রহিয়াছে, আগে তোমার নামে করিয়া দিই, তাহার পর যাহা হয় করিও—এখন কাগজেত হইবে না।

দুলাল। কাগজে হইবে না কেন? প্রতিশ্রুত হইলেই হইবে।

খেলা। এখন কে প্রতিশ্রুত হইবে? আমি পরের টাকায় প্রতিশ্রুত হইতে পারিব না।

দুলাল ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া আসিলেন, তাঁহার বড় দুঃখ ও ঘৃণা হইল, আত্মারামও, কৃষ্ণকান্তকে আসিয়া বলিয়া ফেলিলেন। দুলাল, কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "আমার হাতে টাকা নাই, কাকা জানেন, যাহা খরচ হইবে, আপনি আমাকে ধার দিন, আমি তাহা আপনাকে দিব—কাকার যাহাতে মঙ্গল হয় করুন, আমার আর কিছু বলিবার নাই।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বাবাজী! আমি বসিয়াছি, তোমার ভাবনা কি? আত্মারাম আমার বন্ধু—আমি তোমার পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায় দেখিলাম, আর দেখিবার ইচ্ছা নাই।" আত্মারামকে বলিলেন, "ভাই! আজ কি আমার সাহায্য লইতে তোমার লজ্জা হয়?"

আত্মা। তুমি দাদারূপে—আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই, ভাই না হইলে বন্ধু কেহ হইতে পারে না—আমি সম্বন্ধ উচিত ভালবাসা—বড়ই ভালবাসি। আজ হইতে আমি তোমায়, দাদা বলিব।

কৃষ্ণ। তোমা হইতে আমি কি বড়?

আত্মা। তবে ভাই বলিব।

কৃষ্ণ। তাহাত বল।

আত্মা। সে মিথ্যা—বলি নাই, তবে কথার মাত্রায় বলিতাম, আজি হইতে বলিব।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আর নহে—শীঘ্র বাড়ীর ভিতর হইতে, এক খানা চাদর লইয়া আইস, বাড়ীতে বোধ

হয় বড়ই ভাবিত হইযাছেন, একটু সান্ত্বনা করিয়া আইস।”

আত্মারাম বাড়ীর ভিতর গেলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রমা, আত্মারামকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আত্মারাম জলশূন্য চক্ষে বলিলেন, “রমা। এ ত কাঁদিবার দিন নহে, এ যে হাসিবার দিন। তুমি কাঁদিলে—আমারও কাঁদিতে হয়, ঈশ্বর যাহা করিবেন—তাহাই হইবে, দেখিতে থাক ঈশ্বর কি করেন, অবশ্যই তিনি আমার অগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—আমরা তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি না, নিজ বুদ্ধিতে ভাল করিতে যাই, তাও কি কখন হয়?

রমা। না হয় রতিকান্তের সহিতই দাও, আর ভাবিয়া কায নাই—আজ না হইলে, কাল জাতি যাইবে, আমার তাই ভয় হয়—আমার একটা মেয়ে, আমিত উহাকে ফেলিতে পারিব না।

আত্মা। আমি প্রথমেই সেই কথা বলিযাছিলাম, তাহা তুমি শুন নাই, তাহাতে কৃষ্ণকান্তের কিছু দুঃখ আছে, তিনি বলেন, ‘খুঁজিয়া দেখি, যদি ভাল পাই—তবে রতিকান্তকে দিব না,’ বলুন—সে ত আছেই, তুমি ভাবিও না।

রমা। আমায় আর কিছু বলিও না, আমি আর আমাতে নাই, আমার ভাগ্যেই তোমার এত দুঃখ।

এই বলিয়া রমা কাঁদিতে লাগিলেন। আত্মারাম, বলিলেন

কাঁদিও না, রমা। কাঁদিও না, তাহা হইলে এ সময়ে কিছুই করিতে পারিব না। তোমার বলেই, কৃষ্ণকান্তের মত বন্ধু পাইয়াছি--যদি তুমি আমায় ভালবাসা না শিখাইতে—তবে সে আমার রূপ দেখিত—তোমার রূপে আমাকে লোকে সুন্দর দেখে।

তখন রমা, আত্মারামের হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, “সুশীলা আমার মেয়ে, সুশীলা তোমার মেয়ে, সুশীলার মুখে যেন হাসি দেখিতে পাই, তুমি না হাসিলে—আমি না হাসিলে—সুশীলা হাসিবে না।”

আত্মারাম, একখানি চাদর লইয়া বাড়ীর ভিতর হইতে, বাহির হইলেন। রমা অন্তরে অন্তরে ডাকিলেন—ঠাকুর! স্বামীকে রক্ষা কর, সুশীলাকে রক্ষা কর—জাতি রক্ষা কর—নচেৎ তোমার প্রসাদ পাইব না, অস্পৃশ্য আহার যদি না লও ঠাকুর। তুমি না লইলে খাইব কি? তোমার প্রসাদেইত বাঁচিয়া আছি।

তখন সুশীলা আসিয়া রমার কাপড় টানিল, বলিল, “মা! কাঁদিতেছ কেন? তোমায় কাঁদিতে দেখিলে যে, আমায় কাঁদিতে হয়—আমি এ দিনে আর কাঁদিব না—যিনিই আমায় বিবাহ করিবেন, তিনিইত আমার স্বামী হইবেন—আমি কাঁদিব কেন?”

কাঁদিব কেন,—সুশীলা বলিল বটে, কিন্তু কাঁদিল। রমা বলিলেন, “মা! রতিকান্ত তোমার জন্য বড় কাঁদিয়াছে—আমিই কাঁদাইয়াছি, কর্ত্তার কথা শুনি নাই, তাই আমায় কাঁদিতে হইল, আর আমি একরূপ বাহাকেও কাঁদাইব না।

সুশীলা। কে কাহাকে কাঁদায় মা ? যে যাহার জন্য কাঁদে, সে আবার তাহার জন্য কাঁদে—আমি কিন্তু কাঁদিব, না মা—যে আমার জন্য কাঁদিবে, আমি তার জন্য কাঁদিব।

তখন কামময়ী, রমাকে আসিয়া বলিল, "কাঁদিলে কি হইবে, বাবাকে বলুন, তিনি যাহা হয় করিবেন, আনন্দ দাদা কি মানুষ যে, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা ? দাদার সহিত হইলে কত সুখ হইত। তা কি দাদা এখন করিবেন ? তিনি যে অপমানিত হইয়াছেন। সুখ কপালে না থাকিলে হয় না। আমি তখনই বুঝিয়াছি—সুশীলার কপালে দুঃখ আছে।"

সুশীলার ভাল লাগিল না, উঠিয়া যেখানে মেজ ও ছোট বৌ ছিল, সেই খানে গেল, দেখিল তাহারই কথা লইয়া তাহাদের মুখ বিষণ্ণ. তখন সেই খানে বসিল। ছোট বৌ, মেজ বৌকে বলিল, "ভাই। তবে কি হইবে ?"

একোনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম, কৃষ্ণকান্ত বাহির হইলেন—দুলালও সঙ্গে সঙ্গে। সে রাত্রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও, কোন ফল হইল না, যে দুই একটী পাওয়া গেল, তাহা কাহারই মনোমত হইল না। অবশেষে, একটী পাওয়া গেল বটে—কিন্তু পাঁচ হাজার রোক, আর গহনা ভিন্ন, হয় না—কৃষ্ণকান্ত তাহাতেই সম্মত।

কিন্তু আত্মারাম সম্মত হইতে পারিলেন না, ভাবিলেন, "এ জামাতা অপেক্ষা, তুমি আমার বৈবাহিক হইলে আমি সুখী হইব—সুশীলার ভাগ্যে রতিকান্তেরও মন ফিরিতে পারে।"

আত্মারাম আর কোথাও দেখিতে চান না—কৃষ্ণকান্তের কিন্তু আর দুই একবাড়ী দেখিতে ইচ্ছা, বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা যদি বেশী লাগে, আমি দিব—আপনার কোন ভাবনা নাই, আপনি জামাতা বাছিয়া লউন।" আত্মারাম তাহা শুনিলেন না। অগত্যা সকলেই বাড়ী ফিরিলেন।

রতিকান্ত কোথায়? কেহই তাহাকে দেখিতে পান না—খেলারাম বলিলেন, "অনেকক্ষণ তাহাকে দেখি নাই—বাড়ী যায় নাই ত? এই জন্যই বলে—বুড়োর কথা শুনিতে হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম—যে মান আমাকে তোমরা দিতে পারিলে না, তা কি বলিব—ছোট ভাই, রাগ দুঃখ করিয়া আরত ফেলিতে পারি না।"

কৃষ্ণকান্ত, দুলালকে বলিলেন, "বাবাজী! সে হয়ত বাড়ী গিয়া থাকিবে, তুমি একখানা গাড়ী করিয়া শীঘ্র তাহাকে লইয়া আইস, রাত প্রায় দুইটা হইল, আর দেরি করিলে হইবে না।

দুলাল চলিয়া গেলেন।

খেলারাম, কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়ের মত লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন পরোপকারী—তেমনই বদান্য—ঈশ্বর সকল গুণই দিয়াছেন—লেখাপড়া, টাকা—কিছুরই অভাব রাখেন নাই, ছেলেটীও সেইরূপ ঠিক—বাপের মত না হইবে কেন?"

কিছুক্ষণ পরে দুলাল একা ফিরিলেন। খেলারাম, আত্মারাম ও কৃষ্ণকান্ত, দুলাল ও রতিকান্তের অপেক্ষায়—দুলালকে একা ফিরিতে দেখিয়া, বলিলেন, "রতিকান্ত কি বাড়ী নাই? কোথায়?"

দুলাল বলিলেন, "বাড়ীতেই আছে—কিন্তু আনিতে পারিলাম কই?"

কৃষ্ণ। কেন?

দুলাল। রতি বলিল—বাবা কি আমায় এতই সামান্য ভাবেন যে, যাহারা আমায় এত অপমান করিয়াছে, আবার আমি তাহাদের মেয়েকে বিবাহ করিব? আমি করিব না।

কৃষ্ণ। তাহার কথা—আবার কথা, তুমি লইয়া আসিতে পারিলে না?

দুলাল। বাড়ীতেও ওই কথা বলিলেন—নচেৎ আমি লইয়া আসিতে পারিতাম।

কৃষ্ণকান্ত আর কোন কথা কহিলেন না, বলিলেন, "আপনারা আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন, আমি যাইব আর লইয়া আসিব।

কৃষ্ণকান্ত চলিয়া গেলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

বাড়ী গিয়া রতিকান্তকে ডাকিলেন, বিলাসিনীও দেখা দিলেন। রতিকান্ত আসিল।

কৃষ্ণ। ডাকিয়া পাঠাইলাম, যাইলে না—ভাল হইয়াছে কি?

বিলাসিনী বলিলেন, "ও বিবাহ করিবে না—উহাতে আমারও মত নাই।

কৃষ্ণ। উহারত পছন্দই—আবার এখন করিবে না কি? এক জনের জাতি যায়, তাহার দিকে তোমার নজর নাই?

বিলা। আমরা যখন অপমান হই, তখন তোমার নজর ছিল কি?

কৃষ্ণ। তোমরা আবার কি অপমান হইয়াছিলে?

বিলা। অপমান নহে, তুমি সাধিলে আমি সাধিলাম— কিছুতেই কিছু নহে।

কৃষ্ণ। ইহাত বিবাহে হইয়াই থাকে, ইহাতে আবার মান অপমান কি?

বিলা। তা অপমান হইবে কেন? তুমি যদি মানুষ হইতে—এই বলিয়া বিলাসিনী কাঁদিতে বসিলেন। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আর রাত নাই, সময় যায় রতিকান্ত। এই বেলা চল।"

বিলা। না—ও বিবাহ করিবে না, ওর পরীর মত বউ আনিব, আমার একটী ছেলে, তোমার যা করিতে হয় তুমি করগে।

কৃষ্ণ। রতিকান্ত। আমার কথা শুনিতে তোমার ইচ্ছা হয় কি?

রতি। মা বারণ করিতেছেন—কি করিব।

তবে করিবে না—এই বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চলিয়া যাইতে ছিলেন—পুনরায় ফিরিলেন, বলিলেন—শুন বিলাস। শুন রতি-কান্ত! আমার টাকা, আমার বিষয়—কাল আমি লেখাপড়া করিব—তোমাদের এক কপর্দ্দকও দিব না, আমি এখনি গিয়া ঘোষণা করিব, যে সুশীলার পতি হইবে, সেই আমার সমস্ত বিষয় পাইবে, যদি ইচ্ছা হয় আইস—নচেৎ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিতে হয়, মার।

যখন বিবাহের গোল উঠে, রতিকান্তের দেখিয়া বড়

আনন্দ হইযাছিল—কিন্তু যখন আবাব অন্য পাত্র দেখিতে যাওয়া হইল, তখন হইতে তাহার মনে একটু রাগ দেখা দিয়াছিল।

দুলালেব আহ্বানে কাতবতায, মন কিছু উগ্র হইযাছিল, সে উগ্রতায় সুশীলাব প্রতি সে ভালবাসা, একটু লুকাইযাছিল—কিন্তু এখন সে আগ্রহ আব নাই, আর সে উগ্রতায তত ইচ্ছাও নাই।

দুলাল ফিরিয়া গেলে, মাতা পুত্রে কথা বার্ত্তাস—বতিকান্তের অকস্মাৎ যেন মন ফিবিযা গেল—বতিকান্ত বলিল, "আমি ও বিবাহ কবিব না"—বিলাসিনী দেখিলেন, এখন করুক আব নাই করুক, আমাব অপমানেব অনেকটা প্রতিশোধ হইযাছে, তবে কবিলে, সতীন জোটাইয়া আব একটু আমোদ দেখিতাম।

বতিকান্ত ও বিলাসিনীকে চুপ কবিযা থাকিতে দেখিযা, কৃষ্ণকান্ত চলিযা যাইতেছিলেন। বিলাসিনী ত্বরিত গিযা কাপড ধবিলেন, বলিলেন, "সকল সমযে বাগ ভাল নহে—বাগে মানুষ অন্ধ হয়, এতই যদি তোমার ইচ্ছা—তোমার কথা বতিকান্ত শুনিবে না—এ কি হইতে পাবে?

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বিলাস! এই না তুমি লেখা পডা শিখিয়া, পবেব দুঃখ হৃদয়ে আনিবাব সহানুভূতি, পবকে শিক্ষা দাও—ধিক্ তোমাব বিদ্যায,—স্ত্রী-বিদ্যা ভযঙ্কবী। বিদ্যাব কথা আর মুখে আনিও না। পূর্ব্বকালেব মেযেবা লক্ষ্মী, তাহাবা স্বামীব কথায় উত্তব জানিত না।"

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসিলেন, "বতিকান্ত যাইবে?"

তখন বতিকান্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিল

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম, যেন সুখ দুঃখ অতীত ভাবে কার্য্যে তৎপর হইলেন। তখন বিবাহ আরম্ভ হইল। রমা, সুশীলার মুখে আবার আনন্দ ছুটিল।

খেলারাম বাবু কন্যা সম্প্রদানে বসিয়াছেন, মন্ত্র পড়া হইতেছে। আত্মারামের চক্ষে জল আসিল, ভাবিলেন—আজি হইতে সুশীলা, জন্মের মত রতিকান্তের হইল, আমার কিছুই রহিল না। মনে মনে বলিলেন, 'হিন্দুবিবাহ—কি সুন্দর। রতিকান্তের হইল বটে, কিন্তু যেমন ছিল তেমনি আছে, দেখাইবার জন্য, আবার সুশীলা বাপের বাড়ী আসিবে, থাকিবে, দেখাইবে পরের হইলেও জন্মস্থান, পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজনকে, কিরূপে আপনার করিয়া রাখিতে হয়।

যখন পুরোহিত রতিকান্তকে মন্ত্রপাঠে, সিন্দূর পাত্র লইয়া সুশীলার সীমন্তে লেপিত করিতে বলিলেন, রতিকান্ত তখন সুশীলার মুখের প্রতি চাহিলেন, চাহিবামাত্র আবার যেন সেই ভালবাসা আসিয়া দেখা দিল। পুরোহিত বলিলেন, "মন্ত্র পাঠ কর—আজি হইতে তুমি সুশীলার স্বামী হইলে, ভর্ত্তা হইলে, ধর্ম্ম হইলে, দেবতা হইলে, আজি হইতে তুমি সুশীলার মনের অধীশ্বর হইলে, আজি হইতে সুশীলার লজ্জা, মান, ধর্ম্ম তোমার নিকট অর্পিত হইল ঈশ্বর সাক্ষাতে সত্য বলিয়া, শপথ করিয়া গ্রহণ কর, ঈশ্বরকে প্রণাম কর।"

তখন একে একে সকল কথা বলিয়া রতিকান্ত, ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে মস্তক অবনত করিলেন, মনে হইল যেন, ঈশ্বর

সত্যই সম্মুখে, কোন ভ্রান্তি যেন রহিল না,—তখন তাহার যেন পূর্ব্বগত ভাব হৃদয় হইতে চলিয়া গেল, কি এক আশ্চর্য্য ভাব, তাহার হৃদয়ে আসিয়া চক্ষু দিয়া যেন বারিরূপে বহির্গত হইয়া, অন্তর বাহ্যে মিলিল,—ভাবিলেন, হিন্দুবিবাহ সত্য—সত্য না হইলে, এ ভাব হৃদয়ে না আসিলে, সত্য সত্যই বিবাহ হয় না।

তখন সুশীলাও ওই সকল মন্ত্র পাঠ করিতেছিল, তাহার মনেও কি এক ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে সুশীলার, আনন্দের সহিত বিবাহ হইল না বলিয়া, দুঃখ হইয়াছিল, মনে বুঝিয়া তাহা দূর করিয়াছিল, কিন্তু মন বার বার সেই ভাবনা আনিয়া দিতেছিল। যখন রতিকান্ত, তাহার সীমন্তে সিন্দূর লেপনে রত, তখন যেন তাহার মনে রতিকান্তের রূপ জাগিয়া উঠিল, তাহাতে যেন রতিকান্তের কান্না তাহার হৃদয়কে শিহরিত করিল, মনে মনে বলিল—আজি হইতে তুমি আমার পতি হইলে, আমি তোমার স্ত্রী হইলাম, জানি না—তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ হইল, দেখিও নাথ। তাহা যেন ঠিক রাখিতে পারি। তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম; স্ত্রীর স্বামী বই আর কে আছে? আমি যার মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি, আজি হইতে তুমি আমার তাহাই হইলে—দেখিও নাথ! আজি হইতে তাহাতে যেন ঠিক থাকিতে পারি। আমি জানি না—কেন তোমাকে পতি ভাবে লইতে, মনে মনে অস্বীকার হইয়াছিলাম, দেখিও নাথ। সে দোষ খণ্ডন তোমার হাতে, আমি তাহার জন্য তোমার নিকট ভিক্ষা করিব, আমার সে অপরাধ তোমায় মার্জ্জনা করিতে হইবে! তোমায় ঢাকিব না,

তোমার নিকট আমার ঢাকিবার যেন কিছু না থাকে, আজি তোমার হাতের সিন্দূর লেপনে, আমার মনের দোষ সব কাটিয়া গেল, কারণ তোমার হাতের স্পর্শ সুখ এত, আমি তাহা জানিতাম না ; আজ তোমার পুণ্যে, আমি পুণ্যবতী হইয়া তাহা দেখিলাম, যাহা দেখাইলে এই ভাবে যেন নিত্য যায়। তখন টল টল চক্ষে সুশীলা, রতিকান্তের মুখ ভাবিতে লাগিল, আপনা হইতে যে ভাব—তাহাকে কে নিবারণ করিবে ? এ ভাব না হইলে কি জগতে, সতীত্বের সুন্দর ভাব কেহ দেখিতে পাইত ?

বিবাহ হইয়া গেল, উভয়কেই স্ত্রী আচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হইল। বিবাহের গোলমালে প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন , যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের খাবারের আয়োজন হইতে লাগিল।

আত্মারাম দেখিলেন যাহা আয়োজন আছে, এই অল্প লোকেরও কুলান হইবে না ; তখন কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমি তখনই তোমায় বলিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার দাদার উপর নির্ভর করিও না," আত্মারাম বলিলেন, "দাদা কি আর ভিয়ানের কাছে বসিয়া থাকিবেন—গোলমালে সব চুরি হইয়া গিয়াছে।"

কৃষ্ণ। তাহা জানি, কিন্তু যাঁহার উপরে এ সব ভার থাকে, তাঁহার এগুলি মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত, তাঁহাকেত আর আমাদের সহিত ঘুরিতে হয় নাই। তোমার আমার মত লোকের সেজন্য লোক বিশেষের উপর ভার দেওয়া উচিত, নচেৎ আপনাকে করিতে হয়।

আত্মা। নহিলে এত কষ্ট হইবে কেন? কিন্তু এ কষ্টেও সুখ আছে। তুমি যাহা বলিতেছ—সে সুখে সুখ নাই, কেবল কষ্ট মাত্র; যদি মা, বাপ, ভাই, ভগ্নী, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে মান্য, আদর, ভালবাসা, ভক্তি না দেখিব বা লইব, তবে সংসার করিয়া লাভ কি? পরের মেয়ে আনিয়া লোকে, তাহার প্রীতির জন্য যদি এত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে, তবে আমি কি পিতৃদত্ত সংসারের জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য এ সকল সামান্য সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া—তাহা লাভ করিতে পারি না?

কৃষ্ণ। এই জন্যই তোমার উপর এত ভক্তি হয়, এই জন্যই তোমায় এত ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

এই বলিয়া আর কুড়িটী টাকা দিয়া, তখন একজন লোক বাজারে পাঠাইলেন—যথা সময়ে খাদ্য আসিয়া উপস্থিত হইল ও কার্য্য সম্পন্ন হইল।

তখন ভোরের অন্ধকার ঘুচিয়া দিনের আলো ফুটিল।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

সুশীলার বিবাহের পর, ৮।১০ দিন বাদে শুভদিনে, মেজ ও ছোট বৌ ঘর করিতে আসিলেন, ইহার অগ্রেই আত্মারাম খেলারাম বাবুর নিকট অন্যত্রে যাইবার কথা, উল্লেখ করেন—তিনি, বৌমারা আসিলে যাইবে বলায়, আত্মারাম আর কিছু বলেন নাই। কামময়ী এখন আর এখানে নাই, সুশীলার বিবাহে, কৃষ্ণকান্তের চরিত্র দেখিয়া খেলারাম, বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কৃষ্ণকান্ত, খেলারাম বাবুকে সম্মত করাইয়া

বিবাহের পর দিনেই লইয়া যান। সুশীলা, কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী হইতে সাত দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

অদ্য আত্মারাম অন্য বাড়ীতে যাইবেন, খেলারাম বলিলেন, "আর বৈবাহিক মহাশয়ের বাড়ীতে যাওয়া ভাল দেখায় না।" আত্মারাম বলিলেন, "না—সে বাড়ীতে আমি যাইতেছি না, যে বাড়ীতে প্রথমে এখান হইতে গিয়াছিলাম, সেই বাড়ীতেই যাইতেছি, সেটা খালি আছে।"

খেলা। তাহা ভাল হইয়াছে, কারণ সম্বন্ধ এখন অন্যরূপ হইল।

কৃষ্ণকান্তের ইচ্ছা যে, আত্মারাম তাঁহার বাড়ীতেই থাকেন, কিন্তু আত্মারামের দুই একটী কথায়, আত্মারামের মতেই তাঁহাকে মত দিতে হইয়াছিল। রমা, সুশীলা, খেলারাম বাবুকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

বাড়ীতে নূতন দুটী বৌ—আসিয়াই রন্ধন-শালায় ঢুকিয়াছেন, নিজের নিজের কায বুঝিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সে বয়সে যাহা বুঝিবার—বুঝিয়া লইলে কি হইবে? সব সময় ঠিক রাখিতে পারেন না, খোয়ারের আর সীমা রহিল না।

ভাদ্র বৌদের নিকট, দুলালের যাইবার উপায় নাই, কাযেই চরণের গতিবিধি ভিন্ন, প্রসাদেরও সকল সময়ে যাওয়া ঘটে না। নূতন—কোথায় কি আছে, কি করিতে হইবে—দুই জনেরই জানা নাই, তাহাতে আবার দুই জনেই অল্প বয়স্কা, চরণের সে দিন নিজেই বাঁধিতে হইল বলিতে হইবে। তিন ভায়েরই রান্না অভ্যাস আছে, কারণ মধ্যে মধ্যে ইহা না করিলে, উদরে অন্ন যাইতে চাহিতেন না।

খেলারাম বাবু, দুলাল, প্রসাদ ও চরণ আহারে বসিয়াছেন। খেলারাম বাবু অন্ন ব্যঞ্জন চাকিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন, ছেলেরা কাছে থাকিলে কি হইবে, স্ত্রীব হইয়া বাপের নিকট কে তাহার প্রতিবাদ করিবে?

এ বাড়ীর নিয়ম ক্ষীর, দধি, লেবু, অম্ল এক এক করিয়া, এক এক পাত্রে, কর্ত্তার অন্ন ব্যঞ্জন পাত্রের সম্মুখে থাকিবে—কর্ত্তার ইচ্ছামত যতক্ষণ লইবার, ততক্ষণ আর কেহ লইবেন না, কর্ত্তার হইয়া গেলে তাহার পর ছেলেরা লইয়া, খাইতে পারিবেন। একত্রে আহার করিতে বসা হইত বটে, কিন্তু ছেলেদের আগে প্রায় খাওয়া শেষ হইত, দধি, ক্ষীর, অম্লের জন্য, তাঁহারা কর্ত্তার অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন, কর্ত্তা ধীরে ধীরে খাইয়া, যখন ইচ্ছামত ক্ষীর, দধি ইত্যাদির সার ভাগ লইতেন, তাহার পর ছেলেরা ভাগ করিয়া লইতেন। মেয়েদের জন্য, এসব খাবারের প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু এ নিয়ম সকল বাড়ীতে নাই, কাযেই বৌরা পাতে পাতে দিয়াছেন, প্রথম দিন কর্ত্তা টুকিয়া দিয়াছিলেন, রমাও ভাল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু অন্ন বয়স্কার, দুই এক দিনে চেতন প্রায় হয় না, আবার আজ ভুল হইয়াছে।

আর একটা কথা। কর্ত্তারা বৈষ্ণব, মাংসাদি আহার এ বাড়ীতে নাই, সেজন্য মৎস্য প্রতি দিনে প্রায় ।৷৷ সের করিয়া প্রত্যেকের খাওয়া অভ্যস্ত, কর্ত্তার পাতে তিন পোয়া আন্দাজ দেওয়া হয়, যাহা অবশিষ্ট থাকে না থাকে, তাহাই বাড়ীর মেয়েরা পায়। কিন্তু সকল বাড়ীতে এরূপ চাল নাই, ইহাতেও আজ ভুল হইয়াছে—মাছ কিছু কম কম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা

আন্দাজ বুঝিতে পারেন নাই, ভাবিয়াছিলেন—সকল বাড়ীতে যাহা খায়, ইহাঁরা না হয়—তাহার অপেক্ষা কিছু বেশী খান—এই আন্দাজ সেদিন দেওয়া হইয়াছিল। আহার, কর্ত্তার ঘরেই হইত, বৌরা বাড়িয়া এই ঘরে দিয়া গিয়াছিলেন, সে সময়ে চরণ কাছে ছিলেন না, স্নান করিতেছিলেন, সে জন্য এ গোল।

কর্ত্তা, আহার করিতে করিতে বলিলেন, "ইহারা কাহাদের মেয়ে? ভদ্র ঘরের নহে দেখিতেছি, তা নইলে কি এত ছোট নজর হয়?"

দুলাল বলিলেন "কি হইয়াছে?"

খেলা। না, তাই বলিতেছি—মাছ বুঝি বাড়ীতে খাইতে পাইতেন না—আমাদের মাছ আজ কম কম দেখিতেছি। যদি এতই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মাছ বেশী করিয়া আনিতে বলিলেই হয়?

দুলাল। না, তাহা নহে—বোধ হয় আজ মাছ কমই আনা হইয়াছে।

খেলা। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, প্রসাদকে জিজ্ঞাসাই করনা কেন?

প্রসাদের মিথ্যা বলিবার জো নাই, খাতায় লিখিতে হইয়াছে, বলিলেন, "/৪ সের আনা হইয়াছে।"

খেলা। দেখিলে? তোমরাই তার হিসাব রাখ, আমি তাত দেখিতে যাই না, আমি কিসে আছি বল—এই দেখ দেখি, সাধ করিয়া বলিতে হয়, আবাগের বেটীরা ক্ষীর, দই বুঝি কখন দেখে নাই, খায় নাই, এতটুকু এতটুকু বাটিতে দিয়া গিয়াছে—আর সেই ওপরকার সবগুলা দেখিতে পাইতেছ কি?

দুলাল। হাঁ, ভাগ ভাগ করিয়া দিতে গিয়া, সবগুলা মিশিয়া গিয়াছে—তা বলিয়া দিলেই হইবে।

খেলা। তাইত বলিতেছি—ভদ্র ঘরের মেয়ে হইলে কি, এ সব বলিয়া দিতে হয় ?

খেলারাম মনে মনে ভাবিলেন—এটা আবার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে শিখিয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ব্বে দুলাল, পিতার কথায় উত্তর করিতেন না, চুপ করিয়া থাকিতেন। কল্যাণীর প্রতি খেলারামের এইরূপ ব্যবহার, দুলালের মনে আছে, সে জন্য ছোট ছোট বৌদের উপর এরূপ কথায়, দুলালের কিছু লাগিয়াছিল বলিয়াই বলিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

সে মাস কাটিল, পর মাসে আনন্দরাম জয়নগর হইতে ফিরিলেন, কলিকাতায় আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। ভাবিলেন, ঈশ্বর সাক্ষাতে বলিতে পারি—ইহার বিন্দু বিসর্গও আমি জানিতাম না। তখন তিনি মাতুল কৃষ্ণকান্তকে, ইহার তথ্য লইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণকান্তেরও তাহাই ইচ্ছা, তথ্যে প্রকাশ হইল—হরচন্দ্র সেখান হইতে সে সকল পত্র নিজ হস্তে লিখিয়াছিল, এখান হইতে যে সকল পত্র গিয়াছিল, পোষ্ট মাষ্টারের সাহায্যে তাহা নিজেই লইত এবং আনন্দ যাহা লিখিতেন, তাহাও লইত।

তবে হরচন্দ্র কি হস্তু কলুমে ? কৃষ্ণকান্ত তাহার চিঠি ধরিয়া পুলিসে দিতে পারিতেন, কিন্তু হরচন্দ্রের কথায় রতিকান্ত ধরা

পড়িলেন। তখন প্রকাশ হইল—রতিকান্ত, হরচন্দ্রকে টাকার প্রলোভনে এই সকল বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ও বার বার সম্বন্ধ ভাঙ্গার বা 'সুশীলার পীড়া আছে' রটাইবার কর্ত্তাই, রতিকান্ত আর হরচন্দ্র, তবে রতিকান্ত স্বয়ং কোন কার্য্য করেন নাই। রতিকান্তকে, কৃষ্ণকান্ত বড়ই পিড়াপিড়ি আরম্ভ করিলেন, সে পীড়নে রতিকান্ত যে, কৃষ্ণকান্তের সন্তান তাহা বোধ হয় নাই।

কৃষ্ণকান্তের, রতিকান্তকে জেল খাটাইবার ইচ্ছা, পুলিসের হাতেও দিলেন, পুলিস লইতে চাহে না, কারণ কৃষ্ণকান্তকে ইনেস্পেক্টর বাবু চিনিতেন। সে পীড়নে রতিকান্ত বলিলেন, "যদি আমাকে জেল খাটিতে হয়, তবে মাকেও খাটিতে হয়; আমা অপেক্ষা মা দোষী।"

তখন বিলাসিনী যে ইহার মূল, সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

আত্মারাম দেখিলেন ইহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি—কৃষ্ণকান্তের স্ত্রী পুত্র, আমার বেয়ান ও জামাতা—দেখিতে শুনিতে ইহা ভাল নহে, যদি ইহার উপর কোন অমঙ্গল ঘটে, তবে মায়ায় উচিত অনুচিত বুঝিতে না দিয়া, মনকষ্ট আনিবেই আনিবে—যাহা হইবার তাহাত হইয়াই গিয়াছে, আর মন্দই বা কি হইয়াছে?

তখন আত্মারাম ও আনন্দরাম, কৃষ্ণকান্তকে নিবৃত্তির জন্য অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণকান্ত, আত্মারামের কথায় অনিচ্ছা সত্বেও, আর কোন গোল তুলিলেন না, মনে মনে প্রতীজ্ঞা করিলেন—এ সংসারে আর আমি থাকিব না। তিনি সেই দিন হইতে, বাহির বাড়ীতে যেখানে আত্মারাম থাকিতেন, সেইখানে

স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ, চাকর লইয়া রহিলেন, পুত্র পরিবারের মুখ আর দেখিবেন না স্থির করিলেন, তবে বাড়ীতে থাকিতে গেলে, চক্ষে দেখিতে হইবে বটে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আনন্দরামের মাথায়, একটা বীভৎস ভাব আসিয়া দেখা দিল। তিনি, সংসারের প্রতি আরও বিরক্ত হইলেন।

আনন্দরাম সংসারকে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু সংসারের এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কোন উপায় নাই দেখিয়া, বড়ই দুঃখিত হইলেন, একবার ভাবিলেন—কিছু বলিবেন. আবার ভাবিলেন, কত সাধু, কত মহাত্মা, কত উপদেশ দিতেছেন, তাহা কে শুনিল? নিজের নিজের স্বভাব ধর্ম্মে সকলেই ঘুরে, কে কাহার কথা শুনে? বলিতে যাওয়া কেবল ত এক প্রকার বিড়ম্বনা, স্বভাব ত্যাগ করাইয়া দেওয়া কেবল মুখের কথায় হয় না. আবার ভাবিলেন—অভাব ত কিছুই দেখিতেছি না, বাল্মিকী, বেদব্যাস লিখিতে ত কিছু বাকি রাখেন নাই, তাহাতে যখন সংসারের এইরূপ গতি, তখন আমার লিখিতে সাধ কেন? আমি লিখিলে তাহারই পুনরুক্তি হইবে মাত্র। তাহার পর আমি অভ্রান্ত নহি, আমি যাহাকে অভ্রান্ত মনে করি, কই সেত কিছু বলে না, করে না, লিখে না? সে যদি তাহার বুদ্ধিতে কিছু বলে না, লিখে না, তবে আমার এ বুদ্ধি ভাল নহে—আমি ত তাঁহারই শিষ্য।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার কান্না সুশীলার বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু রতিকান্তের কমিয়াছে, সুশীলা ভাবে—সে মুখ, সে আগ্রহ, সে উৎস—আর নাই কেন? ভালবাসিলে কি ভোলা যায়? তবে কি নাথ! তুমি আমায় ভালবাসিতে না?

আনন্দ, আত্মারামে আবার নিত্য কথা বার্ত্তা হয়। সুশীলা, পার্শ্ব গৃহে থাকিয়া শুনে, শুনে কিন্তু সে, পূর্ব্বের মত শুনে না। পূর্ব্বে শুনিতে শুনিতে, আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া যেন, সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া, বায়ু দোলায় দুলিয়া, শূন্যে উঠিত; এখন শুনে, শুনিতে শুনিতে যেন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে, বুঝিয়া যেন আত্মহৃদয়ে, রতিকান্তে দেখিতে পায়—দেখিয়া বুঝিতে যায়—নিজ কল্পিত রতিকান্ত হৃদয়-রূপ কেন, রতিকান্ত হৃদয়রূপে মিলে না।

এখন আর সুশীলা, ভ্রমেও আনন্দের সম্মুখে পড়ে না। পাছে পড়ে, সে তাহাতে চক্ষু রাখে। মনে মনে বলে—আনন্দ দেবমূর্ত্তি। যেন অপরাধী হইয়া স্বামী পদসেবায় ত্রুটি না হয়, জানিনা কেন তোমার এ দেবতুল্য হৃদয়ে, এই সংসারগত সুখ দুঃখে, আমি চক্ষু পাতিতে গিয়াছিলাম, জানিনা কেন—তাহা জ্ঞানে অন্ধ করিয়া প্রাণে উদয় হইয়াছিল, যদি না হইত—তবে একদিন কেন তাহার জন্য কাঁদিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে ক্রন্দন বৃথা—যখনই জ্ঞানে উপলব্ধি, তখনই ক্রন্দনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, তুমি ধর্ম্মে জয়ী হও—সংসার মায়া ভুলিয়া ঈশ্বর-প্রেমে আপ্লুত হও, আমি আমার পতি—

আত্ম-পতি যেন উভয়ে, তোমার রূপে তাহা দেখিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হই; তোমায় এখনও ভালবাসি, তবে সে ভালবাসা ওই।

বিবাহ হইয়া অবধি, সুশীলা কিন্তু সুখ হারাইয়াছে, বসিয়া বসিয়া ভাবে। স্নেহা নাই যে দুইটা মনের কথা বলে। আগে সকল কথা রমাকে বলিয়া, তবে যেন বাঁচিত, এখন সকল বলিতে পারে না—বাদ বাদ ঠেকে, লজ্জা হয়। ভাবে—লজ্জা হয় কেন? স্নেহা থাকিলে কি লজ্জা হইত? স্নেহা শ্বশুরবাড়ী হইতে কবে আসিবে—নিত্য স্নেহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করে।

যে রতিকান্ত বিনা আহ্বানে, সুশীলাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইত, সেই রতিকান্তকে এখন নানা যত্নে আহ্বান নিমন্ত্রণে, বাড়ী আনিতে হয়। আত্মারাম এ বিষয়ে তত গ্রাহ্য করেন না—কিন্তু রমা তাহা শুনে না, রতিকান্তের ভাব দেখিয়া তিনি প্রায়ই রতিকান্তকে নিমন্ত্রণ করেন। রতিকান্ত ২।৪ বার ফাঁক দিয়া একবার আসেন।

সন্ধ্যার সময় রতিকান্ত দেখা দিলেন। আত্মারাম রতি-কান্তকে বসিতে বলিলেন, রতিকান্ত সম্মুখে বসিল। নন্দ বাড়ীর ভিতর রমাকে সংবাদ দিল। রমা মুখে তিন পোয়া, মনে এক পোয়া হাসিল, সুশীলা মুখে এক পোয়া, মনে তিন পোয়া হাসিল, সেজন্য নন্দ সুশীলার হাসি দেখিতে পাইল না।

রতিকান্তের সহিত আত্মারামের কখনই বেশী কথা হয় না, রতিকান্ত কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, আত্মারামের সম্মুখ হইতে উঠিয়া যায়, আজও তাহার উদ্যোগ করিতেছিল। আত্মারাম বলিলেন, "বাপ বাহির বাড়ীতেই রহিলেন, তোমাদের যে

কোন উচ্চবাচ্য নাই, ইহাত ভাল নহে; এরূপ ত কখন কোন বাড়ীতে দেখি নাই।”

রতি। আমরা অনেক সাধিযাছি, অনেক বলিয়াছি, কিছুতেই কিছু নহে; কি করিব বলুন।

আত্মা। যতক্ষণ তাঁহার রাগ না ভাঙ্গিতেছে, ততক্ষণ তোমরা স্থির হইতে পারিযাছ—ইহাই আশ্চর্য্য! আমি ইচ্ছা করি—যেরূপেই হউক, তাঁহাকে সন্তোষ করিবে। বেয়ানই বা কি করিয়া স্থির রহিয়াছেন?

রতি। তাঁহার মুখ, তিনি দেখেন না, তিনি কি করিবেন?

এইরূপ কথাবার্ত্তার কিছুক্ষণ পরে, নন্দ আসিয়া রতি-কান্তকে বাড়ীর ভিতর লইযা গেল। রতিকান্ত আহার করিয়া শয়ন-গৃহে ঢুকিলেন।

আত্মারাম না খাইলে রমা খাইবেন না—সুশীলা তাহা জানে। সুশীলা মা'র সঙ্গে এক সঙ্গে খাইবে—সে অপেক্ষা আজ আর করিতে পারিতেছে না, কিন্তু লজ্জা তাহা বার বার মনে করিয়া দিতেছে, বলিতেছে—একদিন না তুমি মা'র অগ্রে খাইবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে? তবে আজ কেন এত ব্যস্ত হইতেছ?

সুশীলা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রাণকে, মনের দ্বারায় বুঝাইয়া, অবশেষে স্থির করিল সে, মার সঙ্গেই খাইবে—কিন্তু তবুও প্রাণকে স্থির করিতে পারিল না।

রমা, রতিকান্তের পাতে ভাত দিলেন, বলিলেন, “বস।”

সুশীলা বলিল, “আমি তোমার সঙ্গে খাব।”

রমা। কর্ত্তা এখন খান নাই। তিনি কখন খাইবেন—তাহার কি ঠিক আছে? জান ত—তুমি খাইয়া শোওগে।

সুশীলা দুই চারিবার 'না না' বলিল, তাহার পর আর বলিতে পারিল না। সুশীলা মনে মনে লজ্জিতা হইল, মুখে—যেন মা বলিতেছেন বলিয়া খাইল।

রমা মনে মনে হাসিলেন—বড় আনন্দিতা হইলেন। ভাবিলেন, মা! তোমার এ ভাব অতি সুন্দর, স্বামী ভক্তি কিন্তু ইহা হইতেও সুন্দর। সুন্দর বলিয়াই—এ ভাব আরও সুন্দর হইয়াছে।

আহারান্তে সুশীলা মা'র কাছে গিয়া বসিল। রমা বার বার বলায় শেষ শয়ন গৃহে গেল। রতিকান্ত জাগিয়াছিল, সুশীলা গৃহের এক কোনে গিয়া দাঁড়াইল।

রতিকান্ত বলিল, "ও আবার কি? আমি কি ঘর দেখিতে এলাম?"

সুশীলা কাছে আসে না। রতিকান্ত দুই একবার ডাকিয়া আর ডাকিল না, শুইল। রতিকান্তের শয়ন দেখিয়া, সুশীলা ধীরে ধীরে রতিকান্তের পাশে গেল—বসিল।

সুশীলা ভাবিয়াছিল রতিকান্ত, আদর করিয়া বার বার ডাকিবে, কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিয়া, সুশীলা বড় দুঃখিতা হইয়াছিল। রতিকান্ত তাহা বুঝে নাই, সুশীলাও তাহা বুঝাইতে চায় না; তখন দুই একটা কথাবার্ত্তা চলিল। সুশীলা মুখে হাসিল, বলিল, "ও কথা আমি শুনিনা, যদি তুমি আমায় ভালবাসিতে—তবে বার বার 'ভালবাসি' 'ভালবাসি' বলিতে পারিতে না, যে ভালবাসে, সে অত মুখে বলে না।

রতি। তোমায় কে বলিল—বলে না? কোন বয়ে লেখা আছে?

সুশীলা। আমি বই পড়ি না—জানি না, আমার যে লজ্জা হয়, মনে হয়—বলিতে পারিনা, তাই আমি ভাবি।

রতি। তুমিই ভালবাসনা—নইলে আমায় ছাড়িয়া আনন্দকে ভালবাসিতে কি পারিতে?

সুশীলা। যদি তাহা হইত—তবে আমিই কেন সেজন্য, তোমার নিকট অপরাধ ক্ষমা চাহিব? আমি না বলিলে তুমিত জানিতে পারিতে না—ইহা কি তোমায় না ভালবাসার কথা?"

রতি। দেখ সুশীলা! তোমার বাপ মা আমার ঢের অপমান করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন—তুমি তাহা না দেখিয়া তাঁহাদের গুণ দেখ, তাঁহাদের ভালবাস—এ জন্য তোমায় আমার ঘৃণা হইয়াছে, তাহার পর তুমি আবার আনন্দকে ভালবাসিতে—আমার আর তোমাকে সে চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা হয় না, তবে বিবাহ করিয়াছি, তোমাকে ফেলিব না, সেজন্য মনে দুঃখ করিও না।

সুশীলা, রতিকান্তের কথা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "তোমায় অপমান করিতেছেন—না উপদেশ দিতে-ছেন? ঠাকুর গৃহত্যাগী হইতে বসিয়াছেন, তোমরা তাঁহার রাগ ভঙ্গ করিতে পারিতেছ না. তাই যাহাতে পার—সেজন্য মধ্যে মধ্যে বলেন, তাহার নাম কি অপমান করা? যাঁহাদের কৃপায় আমি জন্মিয়াছি, তোমার মত স্বামী পাইয়াছি—খাইয়া দাইয়া এত বড় হইয়াছি, আমি কেমন করিয়া তাঁহাদের ভুলিব?—দোষ দেখিব?—আনন্দরামকে আমি ভালবাসিতাম, ভালবাসি—তুমি কি ঠাকুরঝীকে ভালবাসনা? তাহা কি দোষের? আমি তোমার সাক্ষাতে শপথ করিয়া বলিতে

পারি, জ্ঞানে আনন্দরামকে আমি তোমার রূপে এক দিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভালবাসি নাই; তবে অন্তরে অন্তরে কিরূপ হইয়াছিল, আমি তাহা জানি না— বুঝিতে পারি নাই—সে দোষ আমার নহে, যখনই আমি আমার জ্ঞানে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তখনই ত আমি তাহার জন্য, ঈশ্বরের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, সেই জন্যইত আমার জীবন্ত ঈশ্বর তুমি—তোমার নিকট মর্ম্মকাহিনী খুলিয়া দোষী বা নির্দ্দোষী হই—তোমার মুখের কথা—মার্জ্জনায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, তবে আমায় ঘৃণা করিবে কেন?”

এই বলিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া, কাতরে পদযুগল বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বলিল, “বল—সত্য করিয়া বল, তুমি আমায় ঘৃণা করিবে না—আমি তোমার মার্জ্জনায় পবিত্র হইলাম।”

সুশীলার ভাব দেখিয়া, রতিকান্তের ক্ষণেক যেন সে ভাব মন হইতে দূরে গেল—তখন সুশীলাকে কোলে তুলিয়া চক্ষু মুছাইয়া হৃদয়ে লইয়া, একটী চুম্বন করিলেন, সে ভাব কিন্তু হৃদয় হইতে ধুইয়া গেল না।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

মন এখন অনেক বুঝায়—বুঝাইতেও সময় পায়। প্রাণ ক্রমশঃ যেন লুকাইতেছে। প্রাণ যে দুলালের ভঙ্গি দেখিয়া লুকাইতেছে, মন তাহা দুলালকে বুঝিতে দেয় নাই। দুলাল

দেখিতেছেন, মনের কাছে প্রাণের হার হইতেছে, কারণ মন যাহা বলিতেছে, আর করিতেছে, তাহা আমারই ভালর জন্য।

কামময়ীর পিত্রালয়ে যাওয়া অবধি, দুলাল মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকান্তের বাড়ীতে যান, অনেক দিন রাত্রিবাসও করেন। খেলারাম, দুলালের মনের গতি ফিরাইবার জন্যই স্বয়ং দুলালকে যাইতে বলেন। দুলালও যান।

সুশীলার বিবাহ অবধি খেলারাম, কৃষ্ণকান্তের উপর কিছু সদয়, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত, খেলারামের উপর কিছু নিদয়, বিশেষ আত্মারামের সহিত খেলারামের ব্যবহারে কৃষ্ণকান্ত, খেলারামকে বড়ই ঘৃণা করেন, তবে তাহা প্রকাশ্য নহে।

দুলালের কেমন মন ফিরিল, রোগী দেখিতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়া, কামময়ীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি কৃষ্ণকান্তের বাড়ীর দিকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন, প্রথমে কৃষ্ণকান্তের বাড়ী—দ্বিতীয়ে অন্দরমহল—অবশেষে কামময়ী অবধি। চরণ দুখানি যেন আপনি চলিল।

কামময়ীর আদর যত্নে কে না ভোলে? দুলাল ত মানুষ। দিব্য জলযোগ—তাহার পর আলাপ। দূরে দূরে বসিয়া এ আলাপ, দিন দেখিতে চায় না, ভাবিতে ভাবিতে কাল হইয়া গেল, লোকে বলিল, সন্ধ্যা হইয়া গেল—যাহাই বলুক, সন্ধ্যা সত্য সত্যই হইল।

দুলাল উঠিতে চান—কামময়ী হাত ধরিল, বলিল, "আজ বুঝি তুমি যাইবে? তাহা হইবে না। আমি কি দেখিয়া তবে ঘরে থাকিব।" দুলাল বলিলেন, "না না তাহা হইবে না—বাবা আসিতে বলেন নাই, আমি লুকাইয়া আসিয়াছি এ আমার

অন্যায়, তবে তোমার জন্য করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু থাকিতে পারিব না।”

কামময়ী ছাড়ে না—দুলাল কামময়ীর ভাবে গলিয়া গেলেন, ভাবিলেন, কল্যাণী ভালবাসিত বটে, কিন্তু দেখিবার জন্য এত তার মন কাঁদিত না—দুলাল মনের মত কামময়ীর ভাব, হৃদয়ে লইয়া আর যাইতে পারিল না, বলিলেন, “তবে বাবা যে ভাবিবেন, আমি বলিয়া আসি।” কামময়ী বলিল, “মা চাকরের দ্বারায় বলিয়া পাঠাইবেন, তাহার যোগাড় আমি করিতেছি, তাহা কি আমি বুঝি না?” দুলাল ভাবিলেন, কামময়ীর বড় বুদ্ধি—দুই দিক বজায় রাখিতে জানে। কিন্তু পিতার বিনানুমতিতে রাত্রিবাস—ইহাতে তাঁহার মনটা তত ভাল রহিল না।

আহারান্তে শয্যায়, নানা কথার পর কামময়ী বলিল, “ব্রাহ্মণ কি আসিয়াছে?” দুলাল বলিলেন, “না—মেজ ও ছোট বৌমা রাঁধিতেছেন।”

কাম। আমি কিন্তু ওরূপ রাঁধিতে পারিব না, তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব—আমি মরিলে কি তুমি সুখী হইবে?

দুলাল। কি করিব, বাবার উপরত কথা কহিতে পারি না।

কাম। আমি আমার জন্য বলিনা—ওই দুটকে দিয়া যে রাঁধাইতেছ, উহারা কি মরিবে? সেটাই কি ভাল—একটা ত গিয়াছে।

দুলালের ইহাতে কল্যাণীকে মনে পড়িল—বলিলেন, “তুমি চল, যাহা হয় হইবে।”

কাম। পরের বেদনা তোমরা বোঝ না—সেটাত ভাল নহে।

দুলাল ভাবিলেন, কামময়ী সত্য কথাই বলিয়াছে, সে জন্য একটু ভক্তি হইল।

কাম। আমার সে বইগুলি কবে আনিবে?

দুলাল। ও সব তোমার, আমায় মাপ করিতে হইবে, আমি যাহা পাই—বাবার কাছে আনিয়া দিই, বাবার নিকট মিথ্যা কহিয়া আমি টাকা রাখিতে পারিব না—না রাখিলে, আমি কি করিয়া বই কিনিব? তুমি এমন জিনিষ চাও, যাহা বাবাকে বলিয়া কিনিতে পারি।

কামময়ী কথা কহিল না—মনে মনে ভাবিল, আর দিন কতক যাক—তাহার পর বুঝিব। দুলাল মনে মনে কহিলেন, এ দুঃখ তোমার অন্যায়, আমি কি করিব।

দুলাল কথা ফিরাইবার নিমিত্ত বলিলেন, "আনন্দ কোথায়?" কামময়ী বলিল, "কে জানে কোথায়—বাবাত এখন মা'র সহিত কথা কহেন না—উনি ভাবেন তবে বুঝি আমি কর্ত্তা হইলাম—মাকে গ্রাহ্য করেন না, মা তাহাকে বলিয়াছিলেন "তবে তুমি মাসীর বাড়ী যাও"—বাবা সেই কথা শুনিয়া শিখাইয়া দিয়াছেন যে, যাহা সামনে পাইবি তোর দরকার থাকিলেই লইবি, সে যাহা পায় লইয়া যায়।"

দুলাল। কোথায় লইয়া যায়?

কাম। কেন? ছোট ঠাকুরের বাড়ী। উনিত ওই দলের কি না—সেইখানে থায়, তাঁহার কি একখানা থালা নাই—একটা বাটী নাই—তাই এখান হ'তে লইয়া যাওয়া?

দুলাল। না, তাঁহার বড় কষ্ট—তাহার পর?

কাম। তাহার পর আর কি—এই লইয়া গোল হয়, বাবাত

মার উপর সন্তুষ্ট নন। কেন যে নন, বলিতে পারি না—মার কিন্তু কোন দোষ নাই। এই ছয় মাস পরে, মার সহিত আজ একবার কথা কহিয়াছেন—বলিয়াছেন, "আর উহাকে তাড়াইতে হইবে না, আমিই যাইব—তাহা হইলেই ওও যাইবে।" মার তখন রাগ—রাগে বলিয়া ফেলিলেন, "এত যদি তোমার রাগ হয়, তবে ওকে লইয়াই থাক।" বাবা আর কথা কহিলেন না—চলিয়া গেলেন।

দুলাল। ভাল কায হয় নাই—কামময়ি! বুদ্ধি ভাল কর—পিতৃমাতৃ নিন্দা অতি দূষণীয়।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

যে ভালবাসায়, রাগ, দ্বেষ, মান, অপমান বলি না পড়ে, সে ভালবাসা সুন্দর হয় না। তাই রতিকান্ত-হৃদয়, সুন্দর হইতে গিয়া, সুন্দর হইতে পারিল না। প্রেম শিক্ষায় কর্ষিত হৃদয় না হইলে, স্বভাবজ প্রেম-উদ্দীপনী শক্তি, হৃদয়ে থাকিয়া প্রেম শিক্ষা না দিলে, রাগ, দ্বেষ, মান, অপমান বলি দেয়—কে? তাহাত বাহিরের শিক্ষায়—শেখা যায় না! যদি যাইত, তবে পুস্তক পাঠেও প্রেম শিক্ষা হইত।

রতিকান্তের ভালবাসা—রাগ, দ্বেষ, মান, অপমান বলি দিতে পারে নাই; যতদিন নৈরাশে নৈরাশে ছিল, ততদিন মনের পূর্ণ শক্তি না থাকায় রাগ, দ্বেষ, যেন পলাইয়াছিল, কিন্তু বীজ-রূপে ছিল, নহিলে কোথা হইতে আবার আসিল।

রতিকান্তের ইহাতে দোষ নাই, এইরূপ সংসারের অনেক

হৃদয়। কয়টা হৃদয়ে ভালবাসায় রাগ, দ্বেষ, মান অপমানের বলি হয়। বলি না হইলে, প্রত্যেক হৃদয়ে ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি কি দেখা যায়?

কালী দুর্গা এক শক্তি—রূপেভেদ মাত্র, যে যাহার সেবক, সে তাহারই সেবায়—একেই দুই, দুয়েই এক দেখিতে পায়—কেবল রূপেভেদ মাত্র। যিনি শক্তি লীলা চিনেন নাই, তিনিই কালীতে দুর্গা দেখেন না, দুর্গায় কালী দেখেন না, দেখিবেন কোথা হইতে—তাঁহার হৃদয়ে যে, রাগ, দ্বেষ, মান, অপমান—মূর্ত্তিমান।

তাই রতিকান্ত, সুশীলাতে আর সে সুখ পান না, তাই রতিকান্ত, সে দিন হারাইয়া এখন নূতন দিন পাইয়াছেন। তাই সুশীলা মনে মনে কাঁদে, আর ভাবে—নাথ! তোমার সে সুখ, সে আগ্রহ, সে উৎস নাই কেন? কোথায়? তবে কি তুমি আমায় ভালবাসিতে না?

তাই রতিকান্ত পিতার স্নেহ, পিতার ভালবাসা যে, কি দরদের বস্তু, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ভালবাসা এক জিনিষ, পাত্র বিশেষে রূপের ভেদ হয় মাত্র। রতিকান্ত-হৃদয়ে সে ভালবাসা নাই বলিয়া, রতিকান্তের ভালবাসা কৃষ্ণকান্তের নিকট মঞ্জুর হয় নাই। কৃষ্ণকান্ত দিনে দিনে চক্ষের সম্মুখে, রতিকান্ত বিলাসিনীর নৃত্য আর দেখিতে পারেন না, স্থির করিলেন—স্থানান্তরে যাইবেন, চক্ষে আর দেখিতে ইচ্ছা নাই।

কৃষ্ণকান্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, 'আত্মারাম—ভাই, তোমার কথা, তোমার উপদেশ, আমায় দেবতা তুল্য করে, আমি বুঝিয়াছি সংসার কি—কি সুখের, কি আদরের, কিন্তু আমায় মাপ করিতে হইবে—এবার তাহা হইল না, যদি

দেখিতে হয়—ফিরে আসিয়া দেখিব—এ সংসার সে সংসার নহে। ইহা আর আমি দেখিতে পারি না—কষ্ট বোধ হয়, তুমি যখন ছিলে না—তোমার কথা যখন শুনিতে পাই নাই, তখন আমি বুঝিতাম না—যাহা বুঝিতাম—তাহাতে কষ্ট বোধ হইত না, এখন অসহ্য বোধ হইয়াছে—আমি আর তিষ্ঠিতে পারি না। আমি তোমার সংসার দেখিয়া—এবার প্রকৃত সংসার শিখিব, এই দেখ—এই ছয় সাত মাসে আমি কি হইয়াছি, আমায় আমি চিনিতে পারি না।

তখন আত্মারাম দেখা দিলেন, বড় আদরে কৃষ্ণকান্ত সম্মুখে বসাইলেন, বলিলেন, "ভাই। আমার একটী কথা আজ ভাল করিয়া শুনিতে হইবে।" আত্মারাম বলিলেন, "আমিও একটী অনুরোধ করিব বলিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি নিত্যই তোমায় সে কথা বলি, কিন্তু আজ অনুরোধ করিব—কথা রাখিতে হইবে।"

কৃষ্ণ। আমি বুঝিয়াছি, তুমি যাহা বলিবে—আমায় তাহা শুনিতে হইবে, কিন্তু আমি যাহা বলিব—তাহাও তোমায় শুনিতে হইবে, শুনিয়া যাহা বলিবে, তাহা আমি শুনিব।

আত্মা। তাহা আর নূতন কি শুনিব? নিত্যইত শুনিতেছি, যাহা যাহা হইতেছে তাহাও দেখিতেছি—তবে আর নূতন করিয়া কি শুনিব?

কৃষ্ণ। তাই বলি—আমি উহা আর দেখিব না, দূরে থাকিব, এখানে থাকিলে দেখিতে হয়।

আত্মা। আমি তাহার বিপরীত অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, স্ত্রী, পুত্রের উপর ইহা ভাল নহে, আমাকেও স্বীকার

করিতে হইবে যে, উহারা ভাল ব্যবহার করিতেছে না; কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিবে, তুমি কয় দিন এরূপে থাকিতে পারিবে?

কৃষ্ণ। চিরদিন—যত দিন বাঁচিব।

আত্মা। মায়া নিম্নগামী, তাহা মানুষ পারে না। কালধর্ম্মে মানুষ পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী ভুলিতে পারে, কিন্তু মানুষ স্ত্রী, পুত্র ভুলিতে পারে না। কলিকাল—তুমি তাহা পারিবে না।

তখন কৃষ্ণকান্ত, রতিকান্ত, বিলাসিনী বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা, আত্মারামকে বলিলেন। আত্মারাম বলিলেন, "সকলই শুনিতেছি, মানুষ মরিয়া সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া পিপিলীকা দংশনে কাতর হয়। তুমি দূরেই থাক আর নিকটেই থাক, বাঁচিয়া থাকিয়া মরার ন্যায় সহ্যশক্তি মনুষ্যের সাধ্যাতীত, যাহা হয় না—আমি তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না।

কৃষ্ণ। তোমার উপদেশেইত আমি এরূপ বল—হৃদয়ে ধরিয়াছি?

আত্মা। আমি যাহা মুখে বলি, তাহা কি সকল, কার্য্যে করিতে পারি? তবে, জ্ঞানে তাহা চেষ্টা করি। তাই সেই সকল কথা হইয়াছে বা হয়—কিন্তু তোমার এ চেষ্টা অসঙ্গত।

কৃষ্ণ। তোমার বলে আমি করিব—আমি এতদিন রাণীর ন্যায় মাথায় করিয়া রাখিয়াছি—প্রাণের ন্যায় আদর করিয়াছি, আর করিব না—কাহার জন্য করিব? যে আমার নহে, আমি তাহার হইলে কি হইবে?

আত্মা। পার বটে, কিন্তু রক্তের টান ফেলিতে পারিবে

কি? ঈশ্বর দত্ত কিছু আকর্ষণ উহার ভিতর আছে, ফেলিব মনে করিলেই ফেলা যাইবে না।

কৃষ্ণ। ফেলিব—তোমার মুখ দেখিয়া সে কষ্ট ভুলিব। আমায় নিষেধ করিও না।

আত্মা। এ বিষয়ে আমি মত দিতে পারিব না—তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর—তবে ইহাতে আমি সুখী নহে, এই মাত্র বলিলাম, বন্ধুর কার্য্য তুমি জান—সেজন্য অনুরোধ করিয়া তোমায় অপরাধী করিব না।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রব উঠিয়াছে—কৃষ্ণকান্ত বাবু বৃন্দাবন বাসী হইবেন, সংসার ত্যাগ করিবেন। যাইবার সময় একবার, আত্মীয় কুটুম্বদের মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া যাইবেন, তাই এ আনন্দ উৎসব। রব উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের মুখ তত প্রফুল্ল নাই—আত্মারামের কথা, কৃষ্ণকান্ত যত সামান্য বোধ করিয়াছিলেন, এখন যতই অগ্রসর হইতেছেন—ততই যেন আর সামান্য বোধ হইতেছে না।

কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এ প্রতিজ্ঞা, পশ্চাম্মুখ হইবার নহে। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন—একদিন ত মরিতেই হইবে—দেখিব, বাঁচিয়া থাকিয়া মরার মত থাকিলে কি সুখ। সংসার লইয়া জীবন—যদি সে জীবনে সংসার সুখ লাভ না হইল, তবে দেখিব, সংসার ত্যাগেই বা কেমন হয়।

তখন কৃষ্ণকান্তের মাথায়, কয়েকটা চিন্তা আসিয়া দেখা দিল, প্রথম চিন্তা বলিল—যাহাদের ব্যথায় তোমার ব্যথা লাগে—যদি

তাহারা ব্যথা পায়, তবে তোমার কি ব্যথা লাগিবে না? তুমি মনুষ্য শরীরী, জ্ঞানে কর্কশ হইতে পার বটে, কিন্তু ভাবে সে কর্কশতা রাখিতে পারিবে কি? মরণে শরীর থাকে না—শরীর না থাকিলে, এই ভাব আর জ্ঞান—দুই থাকে না, তখন হয়ত সহা যায়, কিন্তু ভাব জ্ঞানময় চক্ষে, চক্ষু পাতিয়া দেখিয়া— কেবল জ্ঞানের কার্য্য হইবে কি?

কৃষ্ণকান্ত একটু হাসিলেন, বলিলেন—চিন্তা! তোমায় সুহৃদ ভাবিয়া, তোমারই প্রণয়ে, আমার এই সুখ দুঃখ— আবার তুমি কেন আমার সম্মুখে, তোমার আসন আমার হৃদয়ে রাখিব না বলিয়া কি, আমার হৃদয় কর্কশ হইবে? ব্যথা লাগিবে বটে, কিন্তু তাহা যে ঢাকিতে হইবে—না ঢাকিলে, সহানুভূতি অভাবে যে আরও ব্যথা বাড়িবে?—না ঢাকিলে, অযাচিত স্নেহ ভালবাসায় কি বিলাসিনী, রতিকান্তের হৃদয় সুন্দর হইবে? ঢাকিব বলিয়াই কি আমার হৃদয় কর্কশ হইবে? কর্কশ হয় কোথায়? যেখানে স্বার্থ থাকে। মনুষ্য-হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, স্বার্থই কর্কশতা আনায়; ইহা যে পরার্থ, তবে কর্কশতায় প্রয়োজন কি?

দ্বিতীয় চিন্তা বলিল—তুমি দুঃখ পাইয়া, সংসার হইতে পলাইতেছ। দুঃখে কে•—না পলায়? তবে তোমার মহত্ত্ব কি? যে দুঃখ পাইয়া, দুঃখকে সুখ করিয়া লইয়া, যাহার জন্য জীবন— তাহাকে দুঃখের মুখ, সুখ করিয়া দেখায়, সেইত প্রেমিক; তুমি ভালবাসিতে গিয়া সুখ চাহ, হাসিতে চাহ, ছি! ছি! যে কাঁদিতে শিখে নাই—সে কি ভালবাসা বুঝিয়াছে?

কৃষ্ণকান্ত আবার হাসিলেন—বলিলেন, "চিন্তা—কাহাকে

দেখিয়া কাঁদিব—কাহাকে দেখিয়া দুঃখকে সুখ বলিয়া লইব? যে কাঁদিতে না শিখিয়াছে, সে কি কাঁদাইতে পারে? এই যে সংসার দেখিতেছ, ইহাতে ভালবাসার কান্না কয়টা চোক হইতে নির্গত হয়? স্বার্থ সিদ্ধি, পশুত্ব সিদ্ধি—এই জন্যইত প্রায় কাঁদে! যে সংসারে ভালবাসার কান্না দীপ্তিমান—সে সংসারে ত আমার মাথা বিকাইয়া আছে, কাহার মাথা সে সংসার ত্যাগ করে?"

তৃতীয় চিন্তা বলিল, "তুমি এখন দাঁড়াও কোথা? তোমার বল, অবলম্বন পাইয়া তোমায় বলীয়ান করিয়াছে, যদি তুমি সে অবলম্বন ত্যাগ কর, তবে ত তাহা বল রূপে পরিণত হইতে পারিবে না—বল কি অবলম্বন ভিন্ন দাঁড়ায়?"

কৃষ্ণকান্ত পুনরপি হাসিলেন, বলিলেন—"দুর্ব্বলের বল যে হরি, তিনি যদি আজ অবলম্বন না হইতেন—তবে কি তোমাদের মত ভিত্তিময়ী চিন্তাকে আজ দূরে রাখিতে পারিতাম? চিন্তা! তুমি অশরীরী—অশরীরী হরি অবলম্বন, তুমি বুঝিতে পার, কিন্তু আমি শরীরী—শরীরী হরি অবলম্বন না পাইলে—কি, আজ শরীরী সংসার ত্যাগ করিতে পারিতাম?

যে সংসারে রাগ—ভাবের জন্য, যে সংসারে ভাব—রসের জন্য, যে সংসারে রস—প্রেমের জন্য, সেই ত হরির সংসার! সে সংসার না দেখিলে—কি, এ সংসার ত্যাগ করিতে পারিতাম? যদি তাহা না হইত, তবে এতদিন পারি নাই কেন?"

তখন কৃষ্ণকান্তের মুখ প্রফুল্ল হইল। কৃষ্ণকান্তের মাথায় এতক্ষণ এ ভাব বহিতেছিল বটে, কিন্তু আগন্তুক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের, সহাস্য অভ্যর্থনা দিতে তিনি ভোলেন নাই।

যথাযোগ্য সমাদরে ভোজন পান সম্পন্ন করা হইল। যাঁহারা কেবল ভোজন পাইয়াই সন্তুষ্ট, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সরিলেন। যাঁহাদের, মানুষের মুখ বড় আদরের—তাঁহাদের সরিতে ইচ্ছা হইল না, ভাবিলেন—কৃষ্ণকান্তের মুখখানা আবার দেখিব কি—না দেখিব, তাহার ঠিক কি? কে কবে যায়—আসে, তাহার ত ঠিক নাই। যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ দেখিয়া লই।

ক্রমে ভিড় কমিল, যে দুই দশজন ছিলেন, তাঁহাদের লইয়া কৃষ্ণকান্ত উপরে গেলেন। গিয়া একটী ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন—এটী কৃষ্ণকান্তের আনন্দ-গৃহ, এ গৃহে বিলাসিনীকে লইয়া কৃষ্ণকান্ত আনন্দিত হইতেন, তাই বিলাসিনী কৃষ্ণকান্ত, এ গৃহের নাম 'আনন্দ' রাখিয়া ছিলেন।

তখন কুলাল চক্রবৎ কৃষ্ণকান্তের মনে, কত স্মৃতি আসিল, আবার গেল, তিনি সে স্মৃতিকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু সে ভাবে, নিষ্পেষিত মনোহৃদয় কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবনা আকাশে উঠিয়া ভাবনা উত্তাপে বারি রূপে পরিণত হইয়া যেন চক্ষে দেখা দিল, তখন চক্ষও দুই এক বিন্দু জল ফেলিল। কারণ, এ ঘরে কৃষ্ণকান্ত অনেক দিন ঢুকেন নাই, যেন যুগ যুগান্তর বোধ হইল।

সকলেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আপনারা সকলেই প্রবীণ, জ্ঞানী, বিশেষ ভক্তিভাজন—আমার একটা কথা আছে, তাই আপনাদের এ কষ্ট দিলাম।"

সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত ডাকিলেন, "আনন্দ"

আনন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "রতিকান্ত, আর তোমার মামীকে একত্রে এইখানে আহ্বান কর, বলিও—এখানে এমন কেহ নাই, যাঁহাদের কাছে তিনি দাঁড়াইতে না পারেন।"

কিছুক্ষণ পরে রতিকান্ত আসিয়া দেখা দিল, কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তোমার মা কোথায়?"

রতি। ওই পরদার আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন কৃষ্ণকান্ত, আনন্দরামকে পার্শ্বে বসাইয়া একখানি দান পত্র বাহির করিলেন। সকলকে দেখাইয়া বলিলেন— "আপনারা পাঠ করিয়া, রতিকান্ত ও আমার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিউন।"

সকলে পড়িলেন, বলিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে সমস্ত বিষয় দান করিতেছ, তোমার থাকিলেও যাহা—তোমার স্ত্রীর থাকিলেও তাহা, তবে বৃন্দাবন ধর্ম্মত ফকীরের নহে, তোমার এ দান সত্ত্বের প্রয়োজন ছিল কি?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—প্রয়োজন আছে, যিনি যাহা চান, আমি তাহাকে তাহা দিব। মানুষের দুইটী সংসার—এক পিতৃদত্ত সংসার, এক নিজকৃত সংসার, আমার পিতৃদত্ত সংসারে—আনন্দরাম, আমার নিজকৃত সংসারে—আমার স্ত্রী এবং পুত্র, কন্যা এখন আমার সংসারের নহে, সে বিবাহিতা।

আমি কিন্তু এক—যদি এই দুই সংসার এক সংসার হইত, তবে—আমি একে চলিত, তাহা নহে বলিয়া আর চলে না, যতদিন চলিয়াছিল চালাইয়া ছিলাম।

এখন দেখিতেছি, দুইটী সংসার আমার নিকট দুইটী জিনিষ চায়, একটী—টাকা, একটী—আমায়। যে টাকা চায়, সে

আমার মান চাহে না, জ্ঞান চাহে না, স্নেহ চাহে না, আদর চাহে না—সে চাহে কেবল আমার টাকা, আর যে আমায় চায়, সে টাকা চাহে না—চাহে, কেবল আমায়। আমার চাহে বলিয়াই আমার মান, জ্ঞান, স্নেহ, আদর সকলই চায়। যে যাহা চায়, আমি তাহাকে আজ তাহা দিয়া বিদায় লইব, যে আমায় চায়—সে আমার সঙ্গেই থাকিবে।

এখন সকলে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, দুই সংসারের মধ্যে কে—কি চায়? যিনি আমায় লইবেন, তিনি আমার বিষয়ের এক কপর্দ্দকও পাইবেন না।

কৃষ্ণকান্ত বিলাসিনীর মনোভঙ্গের কথা সকলেই জানিতেন, সেজন্য কেহ আশ্চর্য্য হন নাই, তবে ইহা যাহাতে মিটিয়া যায়, সেই দিকেই সকলে মন দিলেন। কৃষ্ণকান্ত কোন কথা শুনিবার নহে, তিনি বলিলেন, "আপনারা ঘরের খবর সকলই জানেন, কেন এখন তাহা চাপা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন? তাহা কি চাপা থাকিবার? তাহা হইলে কি আমার মুখ দিয়া এ কথা বাহির হইত? আমার সংসারে আমার অপেক্ষা দরদী আর কি কেহ হইবে যে, আমার অপেক্ষা—তাহাকে ব্যথিত হইতে হইবে? আমি যখন তাহা ঢাকিতে পারি নাই, তখন আপনাদের ঢাকিতে যাওয়া, আমা অপেক্ষা বেদনার ভাব দেখান হইতেছে।"

কৃষ্ণকান্তের কথায় আর কেহ প্রতিবাদ করিলেন না। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমি যাহা এত দিনে বুঝিয়াছি, আজ তাহা আপনারা, সাক্ষাতে দেখিয়া যাউন—জিজ্ঞাসা করুন, কাহার কি অভাব?"

তখন সকলেই বিলাসিনীকে, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন; বিলাসিনী যাহা বলেন, তাহা কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না—অবশেষে কৃষ্ণকান্তের পীড়াপীড়িতে, বিলাসিনী আবার বলিলেন, "স্ত্রী ভাগ্যে ধন—ধনত আমারই, আমার স্বামীতে, আনন্দরামের কি অধিকার আছে? ইহার আবার উত্তর কি?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "না—তাহা নহে, পিতা মাতা দাসীরূপে স্ত্রীকে, সন্তান হস্তে অর্পণ করেন, দাসী যদি স্ত্রীরূপে শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী পদ সেবায় পুণ্যবতী হইয়া, গুণে দেবী হইতে পারেন, তবে তিনি সন্তানের সহধর্ম্মিণী হন, সেই সহধর্ম্ম সৎসঙ্গকেই, ধন রূপে বর্ণনা আছে—সেই সৎসঙ্গ গুণে বুঝা যায়, পিতৃদত্ত সংসারের, সন্তানের প্রতি কি অধিকার, তুমি তাহা—কি বুঝিবে? যদি বুঝিবে, তবে ঈশ্বর কৃপায়—ধন, মান সকল পাইয়া, আবার কাঁদিতে হইবে কেন?"

এইরূপ নানা কথার পর, বিলাসিনী সকলকে বলিলেন, "যখন উনি উন্মত্ত হইয়াছেন, তখন টাকার প্রয়োজন—টাকা না হইলে সংসার চলে না, আপদ বিপদ রক্ষা করা যায় না, উঁহাকে এখন রক্ষা করিতেই টাকার প্রয়োজন হইবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ভাল—তাহাই হইবে, তুমি টাকাই পাইবে", এই বলিয়া দানপত্রখানি বিলাসিনীর সমক্ষে ফেলিয়া দিলেন।

তখন আনন্দকে জিজ্ঞাসা করা হইল। আনন্দ এতক্ষণ কাঁদিতেছিল, তাহার কণ্ঠের স্বর শুনিয়াই সকলে বুঝিলেন। আনন্দ, যোড়হস্তে উঠিয়া সকলের দিকে বার বার তাকাইয়া

বলিল, "দেখিবেন, আমি যেন অপরাধী না হই- কেহ যেন মনে না করেন, আমার ইহাতে কোন স্বার্থ আছে। আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না, এখানে সম্প্রতি আসিয়াছি, আসিয়াই এইরূপ দেখিতেছি। আমি যাহা চাই—কালও তাহাই চাহিয়া ছিলাম, আজও তাহাই চাহিতেছি, ভবিষ্যতেও তাহাই চাহিব। আমি জানি—মামা যাহা মামী তাহা, আমি এ দূরত্ব বুঝি না--বুঝিব না, বুঝিতে চেষ্টা করিব না— আমি যেমন ছিলাম, আমি তেমনি থাকিব, আজিকার ঘটনা আমি মনে রাখিব না। আমি কাহারও নিকট কিছু আশা করি না, আমায় যিনি এ জগতে আনিয়াছেন, আমি জানি তিনিই আমার অভাব পূরণ করিবেন, কারণ আমি অন্য মুখ তাকাই না। তিনি যে অবলম্বনে আমায় দেন, আমি তাহার নিকট হইতেই তাহা পাই—আমি কাহারও নিকট কিছু আশা করি না, আবার সকলের নিকটই সকল আশা করি; কারণ আমি জানি না—কোন অবলম্বন দিয়া, সে আমার কোন অভাব দূর করিবে। তাই আমি কাহাকেও ফেলিতে পারি না, কাহাকেও লইতে পারি না।"

এই বলিয়া আনন্দ সকলকে প্রণাম করিয়া বসিল। সকলেই আনন্দের ভাবে সুখী হইলেন। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তুমি যাহা বলিবে, তাহা কি আমি জানিতাম না—না জানিলে দানপত্র কি—হইত? নহিলে তোমায় এত ভালবাসি কেন? আমি তোমার হইব।"

সুখের বা আনন্দের বিবাহে, এই অশুভ ভাবের উৎপত্তি, সেজন্য সুশীলার বড় মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল, সে যাহাতে

ইহা শীঘ্র শীঘ্র মিটে, সেজন্য রতিকান্তকে বড়ই ধরিয়াছিল, দেখা হইলেই এই কথা পাড়িয়া কাঁদিত, তাই আজ একরূপ গতি দেখিয়া, রতিকান্তের একবার সুশীলার মুখ মনে পড়িল। তখন সকলে রতিকান্তকে বলিলেন, "তুমিত বড় হইয়াছ, সব বুঝিতে পারিতেছ—টাকার কথা ছাড়িয়া দাও, পিতার থাকিলেও যাহা, মাতার থাকিলেও তাহা, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু পিতা যে ভাবে এ কার্য্যে উপস্থিত, তাহাতে তোমার কিছু বলিবার আছে ?"

রতিকান্ত বলিলেন—আমার যাহা বলিবার, অনেক দিন তাহা বলিয়াছি—আর কি বলিবার আছে ? বলিবার কিছুই নাই—বাবা যাহাই বলুন, আমি যেমন ছিলাম, তেমনি থাকিব—আমি পুত্র, আমার এ জোর আছে। আর কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি তাহার উত্তর দিব না।

সুশীলার পায়ে ধরিয়া বিনয়, আজ সফল না হইলেও রতিকান্ত সে বিনয়ের অমান্য করিলেন না। রতিকান্তের কথায়, সভাস্থ সকলের ভাব দেখিয়া—রতিকান্ত মনে মনে সুশীলার প্রতি যেন কিছু কৃতজ্ঞ হইলেন।

তখন সকলেই উঠিলেন, কৃষ্ণকান্ত দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমি আজ হইতে এ সংসারের আর কেহই নই। আমি এ সংসারে আজ মরিলাম—ভাল হউক, মন্দ হউক, দুই হইতেই আজ বিদায় লইলাম। জানিবা বাপু—এ সংসারের ভাল মন্দ সম্বন্ধে, আজি হইতে আপনাদের নিকটেও আমি মৃত- যদি ইহাতে কেহ সন্তোষ না হন—জানিব, তিনি আমার নিকট

অমান্ত, অভক্তি ভিক্ষা করেন—তাহা পাইবেন। কিন্তু আমার তাহা ইচ্ছা নহে।

তখন সকলেই দুঃখিত অন্তঃকরণে বাড়ীর বাহির হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকান্তও বাহির হইলেন, আর ফিরিলেন না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ছায়া।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস।)

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

কি হেতু এ ভাব—কেন, কে জানে।
আমিও ভেবেছি— আমিও হেসেছি,
কেঁদেছি কতই আপনে;
জাগে কিন্তু সেই কথা—কেন, কে জানে।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা, ১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে
শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৬ নং ভীম ঘোষের লেন
গ্রেট ইডিন প্রেসে,
মেঃ ইউ সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৬।

ছায়া।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুলালের শোকপরিচিত সম্মুখে, কল্যাণীর ভাব ছায়া আজও হৃদয় হইতে ধুইয়া যায় নাই। অন্য সময় সময়ে, নানা রসের আবির্ভাব হয় বটে, কিন্তু কল্যাণীর সে দৃশ্য জগতে মন বর্ত্তমান সুখ লালিত্য যাইতে না চাহিলেও, প্রাণ কিছু শুনিত না— খাতিরে পড়িয়াও মনের মধ্যে মধ্যে যাইতে হইত।

মন কিন্তু স্থির হইবার নহে, কল্যাণ সময় সময়ে, ভাবিতে ভাবিতে যখনই একাগ্রচিত্ত, তখনই মন একটা না একটা উছিলা আনিয়া, সে একাগ্র ভঙ্গ দেয়।

মনেরও দোষ নাই, মন দেখে কল্যাণী নাই, যে যায় সে আর ফিরে না— যাহা ফিরে না—তাহার জন্য ভাবনা বৃথা। হাতে পাইয়া হারান হইয়াছে, তাহার জন্য ভুলিতে গেলে, আবার যাহাকে হাতে পাইয়াছি, যদি তাহা হারাই, তাহা হইতে পারিব না। কল্যাণী বলিত, —সব এক, কেবল রূপে ভেদমাত্র, এও সেই কল্যাণী। দুলালের প্রাণ, কল্যাণী যে মরিয়াছে, তাহা বুঝিতে চায় না, কিন্তু এই যে কল্যাণী, তাহাও ভাবিতে চায় না, মন কিন্তু তাহা বুঝাইতে চায়।

মনই প্রাণের হাত, পা। প্রাণের ইচ্ছা না থাকিলেও মন, প্রাণকে লইয়া নানা স্থানে বেড়াইয়া বেড়ায়, প্রাণও সময়ে সময়ে স্থান মাহাত্ম্যে কল্যাণীর মুখ ভুলে। মনত তাহাই খুঁজে।

খোঁজে—তাহার একটা কারণ আছে। না খুঁজিলে মন দেখে, তাহাকেও তাহাই হইতে হয়, হইলে কিন্তু বিপত্তি ঘটে। বিপত্তি এই, মন কর্ত্তা হইয়া, রস-ভোগে সেরূপ স্বাধীনতা পায় না। কোথা হইতে প্রাণ আসিয়া [illegible], সব টুকু খাইয়া ফেলে।

ফেলে—কিন্তু মনকে বসিয়া বসিয়া দেখিতে হয়—তাত ভাল নহে; মনের তাহা বড় ভাল লাগে না। মন এত করিয়া যোগাড়যন্ত্র করে, কোথা হইতে আসিয়া, প্রাণ তাহা ভোগ করে, তাহাত ভাল নয়। নহে বলিলে কি হইবে—তাহাই হয়।

তাই—মন আর সে দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না, মন দেখে—প্রাণের অভিমতে চলিতে গিয়া, নিজের বল হারাইতে হয়। ওই যে যোগের [illegible]—উহা আমি [illegible] বলাই, প্রাণ তাহা লয় না, প্রাণ [illegible] দেখে, তাহা আমিও কল্পনায় পাই না। পাই না যখন তখন, সে দশে প্রাণকে ছাড়িয়া দিতে আমার ভরসা হয় না।

প্রাণ কিন্তু তাহা বুঝিতে চায় না, সে মনের নিকট কাঁদে। মন এক সঙ্গে থাকে, মনেরও অনেক সময় প্রাণকে দেখিয়া দুঃখ হয়, ইচ্ছা না থাকিলেও প্রাণের কথা শুনিয়া, সেই ভাব ধরিতে হয়।

ধরিলে কি হয়—মনের তাহাতে সুখ হয় না। এমন দৃশ্য জগতে কত কি রহিয়াছে—দেখিবার, শুনিবার, আহ্লাদ করিবার, তাহা ছাড়িয়া কোথায়—কোন নিভৃতে—চুপ করিয়া বসিয়া

স্থির হইয়া, জোড হস্ত হইয়া, যাহাকে দেখা যায় না—শুনা যায় না—বুঝা যায় না—তাহার ধ্যান, মনের তাহা ভাল লাগে না ; আর তাহাতেই বা কি ? একটা আমোদের কিছুই নাই। যাহা লাভ, তাহা আবার এ দৃশ্য জগতের কিছুই নহে। তবে প্রয়োজন ?

মন বলে, প্রয়োজন কল্যাণীর—কই সেত আসে না ? এত ডাকিলাম—এত কাঁদিলাম এত করিলাম কই সেত আসে না। সেত সেই এক দিন তাহার পর ত আর আসে নাই। প্রাণ বলে আসে—কিন্তু কই আমিত দেখি নাই। প্রাণের কথা আর শুনিব না।

শুনিব না বটে কিন্তু, শুনিব না—এ প্রতিজ্ঞাত অনেক বার, অনেক দিন করিয়াছি কিন্তু থাকে কই ? প্রাণের কান্নাও আবার দেখিতে পারি না। প্রাণ যখন কাঁদিয়া উঠে, আমাকেও তখন কাঁদিতে হয়। কল্যাণী যেন কোথাও লুকাইয়া আছে, প্রাণ খুঁজিয়া আনিতে চাহে।

চাহে কিন্তু পারে কই ? কই এত দিন ত দেখিলাম, প্রায় দুই তিন বৎসর কাটিল কই পারিল ?

এইরূপ দুই জনের প্রাণের দ্বন্দ্বে, মনের বিবাদে, অনেক দিন কাটিয়া গেল। মন কল্যাণীকে অনেক ভুলিয়াছে, কিন্তু প্রাণ ভুলিল না। না ভুলিলে কি হইবে ? প্রাণকে অনেকটা মনের বশ হইয়া চলিতে হয়, নহিলে দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাই সময়ে সময়ে, যখন মন একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন, তখনই কল্যাণী। মন সেই ভাবটান দেখিতে পান। কিন্তু প্রথমে প্রথমে যেরূপ হইত, মনের ক্রমশঃ পরিবর্তনে আর সেরূপ দেখিতে পান না, যেন দূরে দূরে—দূর হইতে আভাস মাত্র।

আভাসের আভাস—তাহাতেও যেন প্রাণ একটু শান্তি পান, কিন্তু মনের এ দশাও আর বেশী হইত না। অবশেষে, দুই চারি ছয় মাস অন্তর এক এক দিন।

কিন্তু, মনের এরূপ পরিবর্ত্তনেরও আর একটা কারণ ছিল। দুলালের এভাব খেলারাম জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই প্রথম প্রথম দুলালকে প্রায়, কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটীতে যাইতে বলিতেন, কারণ, কামময়ীর সহিত প্রায়ে তাহা নিবারিত হইতে পারে, হইলও তাহাই- কিন্তু এ[illegible] না।

খেলারাম সে জন্য ভয়ে, কবিরাজ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। দুলালও ভয়ে মন হইতে সে চিন্তা দূর করিবার নিমিত্ত, কামময়ীর সহিত একাত্মা হইতে ত্রুটি করেন নাই, হইয়াছেও তাহাই। তবে কখন কখন, এক এক বার মনে হয় মাত্র, কিন্তু ইহাতে - এই চিন্তায়—একটা রোগের সূত্রপাত দেখা দিয়াছিল। দুলাল ডাক্তার, দেখিলেন, ইহা বহুমূত্র রোগের লক্ষণ। তখন ঔষধাদি ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কল্যাণীর মৃত্যুর পর, দুই তিন বৎসর আসিয়াছে আবার গিয়াছে। আখ্যায়িকার যে যে অংশ, আমরা দেখাইতে উৎসুক, গত দুই তিন বৎসরের ঘটনার সহিত, সেই সেই অংশের সংস্রব অতি অল্প, সেজন্য তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ করিলাম না, তবে সে অভাবের সহিত ইহার যেটুকু সম্বন্ধ—যাহা দেখাইতে বসিয়াছি, পাঠকগণ তাহাতেই তাহার আভাস পাইবেন।

কৃষ্ণকান্তের সংসার ত্যাগের পর, বিলাসিনী ও [illegible]কান্ত, মানন্দ ও আত্মারাম, অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহার মন ফিরাইতে

পারেন নাই, সে জন্য বিলাসিনী ও রতিকান্ত, এখন স্থির হইয়াছেন বটে, কিন্তু আনন্দ, আত্মারাম স্থির হইয়াও স্থির হইতে পারেন নাই।

আনন্দরামের, সংসারের গতি দেখিয়া আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই, তিনি এত দিন সংসার হইতে পলাইতেন, তবে কৃষ্ণকান্তকে পুনরপি সংসারী করাইয়া, তিনি অসংসারী হইবেন ইহাই প্রতিজ্ঞা --সেই জন্য এখনও সংসারে।

কামময়ীর বিবাহের পর উপেন্দ্র বাবু, স্বদেশে গমন করেন। কিন্তু মাস কতক পর হইতে আর, কৃষ্ণকান্তের পত্র না পাওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়েন, ও বার বার পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পাওয়ায়, রতিকান্তকে পত্র লেখেন। রতিকান্ত, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করেন। তখন উপেন্দ্রের পীড়া, তিনি মধ্যে মধ্যে বাতে পঙ্গু হইতেন, প্রায় বৎসর ভুগিয়া একটু যখন আরাম বোধ করিলেন, তাহার পরেই কলিকাতায় দেখা দিলেন। কলিকাতায় আসিয়া, যথাযথ সব [illegible] কৃষ্ণকান্তের ভাব গতি দেখিয়া, রতিকান্তকে নিত্যই বুঝান, [illegible], মাথার উপর লোক না থাকায় —এই রকম হইয়া [illegible], তাহাতে তাহার বড় দুঃখ হইল। দেখিলেন, রতিকান্তকে ভাল না করিতে পারিলে কৃষ্ণকান্তকে বাড়ী আনা সহজ নহে। সেই জন্য রতিকান্তকে নিত্য বুঝান, আজও বুঝাইতে বসিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আসিয়া অবধি কিন্তু উপেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণকান্তের নিকট, রতিকান্ত বিলাসিনীর কথায়, মুখ পান নাই। কৃষ্ণকান্ত মুখ পাতেই বলিয়াছিলেন যে, যদি এ সকল কহিতে বা বুঝাইতে হয়, তবে এখানে আসিও না। উপেন্দ্র বাবু তাহা শুনেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের চুপ দেখিয়াই, তাহা যে বড় সহজ নয়, তাহা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, যদি রতিকান্তকে সুপথে আনিতে পারি তবে সকল হইলেও হইতে পারি, অনেকটা আনিয়াও ছিলেন এ আনিতে চেষ্টাও করিতেছেন। করিতেছেন বটে কিন্তু, তাহার পীড়া আবার দেখা দিতেছে, প্রায় অবসর নাই ও পারেন না কাজেই, বাড়াতে বসিয়া যখনই রতিকান্তকে পান, তখনই যে কোন একটা কথা তুলিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধিত করিতে চেষ্টা পান। অদ্য সেইরূপ ব্যাপারই চলিতেছে।

রতিকান্তের স্বভাবতঃই—দেশের প্রতি টান টান, কিন্তু কেমন দিনকতক সুশীলার উপর অদম্য প্রেম, আর কৃষ্ণকান্তের হুজুকে সেটা কিছু বাড়িয়াছিল, কংগ্রেসের ধুমধামে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের ব্যাপার আর ভাল লাগে না। কারণ, তিনি দেখিতেছেন তাহা হইতেও ইহা প্রয়োজনীয়। উপেন্দ্র বাবুর দেখিয়া দেখিয়া গা জ্বলিয়া যাইতেছে। জানিবে, তাহার কারণ তিনি সেকেলে—এ কালের লেখা পড়া তাহার মাথায় নাই। তিনি তাহা স্পষ্টই বলেন, লজ্জা করেন না।

উ। এই দেখ দেখি ইংরাজী ‘বুকনি’ না হইলে কথা কহিতে পার না। কিন্তু বল দেখি—কোন্ ইংরাজ পর ভাষা শিখিয়া দেশের লোকের সহিত, সেই পর ভাষার ‘বুকনি’ দিতে চাহে, দেশের প্রতি মায়া আর দেশের, প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি মায়া—এক। যাহাদের মাতৃভূমির উপর মায়া থাকে, তাহাদের অগ্রে তাহারই উন্নতি বিধানে অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা কি করিতেছ বল দেখি? ভাইকে পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতে পত্র লেখ, বাঙ্গালা শিক্ষা শিক্ষার মধ্যেই গণ্য কর না, বল দেখি—কোন ইংরাজ নিজের ভাষা না শিক্ষা করিয়া, পর ভাষা শিখিতে যায়?

“তোমরা বল, আমাদের বেশ, বড়ই Obscene। Obscene শব্দের অর্থ দুইভাবে লওয়া যায়, এক ভাব—বেশ বিন্যাসের উপর, অন্য—শরীর উত্তমরূপ আচ্ছাদিত হইল কি—না। বেশ প্রথমে ছিল না। শিক্ষার উন্নতি অনুসারেই সকল দেশেই বেশের সৃষ্টি হয়। যে শিক্ষায় যাহার চক্ষু যেরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহার সেইরূপ ইচ্ছা হয়, বুঝিয়া দেখ—প্রথমে যখন বুদ্ধির স্ফুরণ অত্যল্প ছিল, তখন ইতর বিশেষে দুই বেশের সৃষ্টি হইতে হইয়াছিল। কারণ, শীত প্রধান দেশে সমস্ত অঙ্গ ভাল করিয়া না ঢাকিয়া থাকা বড়ই কঠিন, উষ্ণ প্রধান দেশে তাহার প্রয়োজন হয় নাই। সে জন্য ভারী ও হাল্কা, পশমী ও কার্পাসের অধিক প্রয়োজনেরও ইতর বিশেষ হইয়াছিল। ভাল মন্দ মনুষ্যের সুখ, দুঃখের উপর নির্ভর করে, এই সুখ, দুঃখের দিকে চাহিয়া উভয়, উভয়ের বেশ বাছিয়া লয়, পরে জাতি মাহাত্ম্যে তাহাই প্রচলিত হইয়াছে। এইত গেল মোটামুটি, তাহার পর কুরুচি সুরুচি—আজকালকার শিক্ষার মহা কথা।”

"মনুষ্যের দুইটী অঙ্গ, একটী শরীর আর একটী মন। মানসিক বল যাহার যতটা, সে ততটা বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া আত্ম-হারা হয় না। আত্মহারা না হইলে Obscene ভাবের দোষ উঠিতে পারে না। তুমি জান—তোমার মানসিক বল কম, তোমার দেশের অন্যের মানসিক বল কম—সে জন্য বাহ্যদৃশ্য (যাহাতে তোমার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়) ঢাকিতে চাও, কিন্তু বল দেখি—যে দেহে মানসিক বল কম, আচ্ছাদন কি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে? মুখশ্রীতে প্রায় শরীরের সমস্ত অঙ্গ আঁকা থাকে, তাহাত আর ঢাকিতে পার না। ইংরাজেরা 'ভেল' ব্যবহার করে, অন্যান্য কারণ থাকিলেও স্থান বিশেষে লজ্জার মহিমাও তাহা গায়। আমাদের প্রথা লজ্জা। অবগুণ্ঠন প্রথা, অবগুণ্ঠনে মুখ দেখা যায় না, 'ভেল' কিন্তু মুখের সৌন্দর্য্য আরও বাড়ে, তাহা হইলে দেখা যায়, লজ্জা বলিয়া এই জিনিষ, দুই হৃদয়েই থাকে, কিন্তু একের লজ্জায় আমার নয়ন-পথ রুদ্ধ হয়, অন্যের লজ্জা আমার আত্মহারা নয়ন পথ আরও বিস্তৃত হয়। মানসিক বল ভিন্ন নিপুণ দমন সম্ভবে না, যদি এই মানসিক বলের বৃদ্ধি উন্মুখী না হও, তবে কোন আচ্ছাদনের সাহায্যে [illegible] ফল ফলিবে না। যাহাদের দেশে রমণীরা এত নিরাবরণ, তাহারাই মানসিক বলে, এক দিন সতীরূপে পরিচিত হইয়া, আজও তাহার কল্পনা আনায়, কিন্তু যে দেশে সে বলের উপর নির্ভর না করিয়া, কেবল আচ্ছাদনের উপর তাহার স্থায়ীত্ব দেখিয়াছিল, বল দেখি সে দেশে সতী কয়টা? অবশ্য থাকিবে—কিন্তু সাধারণ নয়। সাধারণ নহে বলি যাই—তাহারা ইহার মর্ম্ম বুঝে না।"

রতি। বল বাড়িবে কোথা হইতে? বাঙ্গালীর খাদ্য অতি দূষিত,

এ সকল বিষয়ে যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন, আদৌ তাহার প্রচলন নাই।

উ। সেটী তোমাদের ভুল, মনুষ্য-হৃদয়ে অনেক গুলি বৃত্তি আছে। খাদ্য শরীরকে পুষ্ট করে, সেই পুষ্টতাই খাদ্যের গুণানুসারে ওই সকল বৃত্তির, দুইটী গতি আমাদের দেখায়। এক গতি, ভবিষ্যৎ ফলের প্রতি দৃষ্টি তত না রাখিয়া, আশু সুখপ্রদ ফলের আশা করে, অন্য--ভবিষ্যৎ সুখের প্রতি চাহিয়া, আশু সুখ, দুঃখ ভোগ করে, যদি খাদ্যের গুণাগুণ না মান, তবে ঔষধের গুণও অস্বীকার করিতে হয়। যাহা শরীরের সমস্ত অঙ্গের পুষ্টি সাধন করে, তাহাই খাদ্য, আর যাহা আংশিক পুষ্টিকারক, তাহাই ঔষধ, কিন্তু সময় বিশেষে উভয়েই উভয়ের কার্য্য করিতে পারে। বিজাতীয় খাদ্যে তোমাদের মাথা আজ যতটা ঘোরে, তাহার অপেক্ষা পূর্ব্বে অধিক ঘুরিত। মস্তিষ্কের ব্যবহার বিজ্ঞান দর্শনেই অধিক হয়। ভারতের দর্শন জগতের অতুলনীয়। অন্যের দর্শনের ভিত্তি কেবল মনের উপর। তোমরা বল--ভারতের বিজ্ঞান নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আছে কি--না আছে, তত্ত্ব লইতে কয় দিন চেষ্টা হইয়াছে? যাহারা আছে কি--না আছে, না দেখিয়া নাই বলিতে বাধা বোধ করে না, বলদেখি তাহারা যদি স্বদেশ-হিতৈষী সভ্য হইয়া জাতির মুখপাত্র হইতে চেষ্টা করে, সহৃদয় ব্যক্তির তাহাতে কত দূর দুঃখ হয়? হিন্দু আচার ব্যবহারে যে টুকু বিজ্ঞানের চিন্তিত অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, বল দেখি--যদি এক দিন সে আন্দোলন না হইয়া থাকিবে, তবে এ অনুষ্ঠান কাহার--কোথা হইতে? বিজ্ঞান সাধারণের বোধ্য নহে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে সাধারণের ভোগ্য, সে জন্য সে আন্দোলন,

অনুষ্ঠান রূপে যাহাতে, সাধারণের মঙ্গল সাধন করে, সেই রূপেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। যাহারা তাহার মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাহা দেখে, তাহারাই তাহাকে কুসংস্কার বলে। বল দেখি এইরূপ বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া জাতীয়সমিতির সভ্য হইলে, তাহাদের দ্বারা জাতীয় স্বধর্ম্ম কত দূর রক্ষা হইতে পারে।

তাহার পর কায়িক বলের কথা—আমরা হীন বল, যুদ্ধে কাপুরুষ। দেহের অঙ্গ বিশেষে যেমন দেবতার ও পিশাচের ভাব আছে, তেমনি যদি মনুষ্য সাধারণকে (অবশ্য এক জাতীয়) একটী অবয়বী ধরিয়া লওয়া হয়—তাহা নইলে হস্ত পদের ন্যায়—ওই অবয়বীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিশেষকে—দেহের অঙ্গ বিশেষের ন্যায়, সেই সেই বলের অবলম্বন স্বরূপ স্বীকার করিতে হয়। মনুষ্যের মন ও দেহ বলের প্রয়োজন হয়—দেহের বল না থাকিলে মনের বল হয় না—মনের বল না থাকিলে দেহের বল হয় না—যাহার যে দিকে বল যতটা বেশী, তাহার দ্বারায় সেই বলের কার্য্যই অধিক হয়। যে দেহে, মনের বল অপেক্ষা, দেহের বল অধিক, সেখানে আমিষগ্রহণ (আমিষ বলিতে কেবল মৎস্যই ভাবিও না) আর যে দেহে দেহের বল অপেক্ষা মনের বল অধিক, সেখানে নিরামিষ গ্রহণ, ইহাই ব্যবস্থা আছে, কারণ তাহা হইলে এই দুই অংশ সমষ্টিতে ওই মনুষ্যসাধারণদেহী, নির্ব্বিবাদে নিজবলে সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বে বুঝিতনা—তোমাদের কে বলিল? যাহার যে ভাব সে যদি তাহাই লইত,তবে এ তর্ক উঠিত না। যদি বুঝিতে চেষ্টা করিতে, তবে একাকারে এত মন হইত না। বল দেখি—যদি সকলেই, যোদ্ধার ভাব ধারণ করে, তবে ভক্তির ভাব জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে

কি? আর তাহাই কি সম্ভব? ঈশ্বর ভক্তিমানের—শিক্ষায় কি যোদ্ধৃভাব জন্মিতে পারে? একটা উপমা দিয়াই বলিলাম—এইরূপ ত সকলই। যাহার যাহা স্বভাব তাহার, তাহাই সুন্দর হয়—এই জন্যই পূর্ব্ব মহাত্মারা জাতি মাহাত্ম্য, খাদ্যের ইতর বিশেষ করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের মত কুল-ধ্বজদের দ্বারাই এখন ব্রাহ্মণ, শূদ্র চেনা যায় না—যেমন উপরেও চেনা যায় না, তেমনি ভিতরেও চেনা যায় না এমন কি নিজেকে নিজে চিনিতে পার না—তাই জাতি মাহাত্ম্য কুসংস্কার বলিয়া জান।

রতি। আমাদের জাতিভেদ বড়ই ঘৃণাজনক।

উ। কাহাদের জাতিভেদ নাই। তুমি যে বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া, জাতিভেদকে কুসংস্কার বলিয়া নিন্দ—বল দেখি, তাহারা সকলের সহিত কি একত্রে আহার করে? একত্র বাস করে বা ব্যবহার করে? না, তবে দেখিতে পাও আজ যাহার সহিত, যাহারা ব্যবহার করিল না, কাল যদি উভয়ের অবস্থা সমান হয়, তবে আবার সকলই চলে। কারণ একের অর্থ সাহায্যে যে সকল গুণের উৎকর্ষ—তাহাই জাতিভেদের মূল কারণ, সে জন্য তাহা এই দর্শিত জগতে পরিবর্ত্তনশীল, অন্যের তাহা নহে। তাহারা মনুষ্যত্ব-বীজের অনুসরণ করে, সেই জন্য দর্শিত জগতে তাহার পরিবর্ত্তন নাই।

এই জাতিভেদের কথায় আর একটী কথা মনে পড়িল। সমগ্র মনুষ্যকে বিভাগ করিলে স্ত্রী ও পুরুষ, দুই শ্রেণীতে দাঁড়ায়, যদি মনুষ্যত্ব-বীজের অনুসরণ না করিয়া, অন্য অর্থে লওয়া হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রয়োজন। কারণ, উভয়েই দেহী, বাহ্যে—উভয়েরই সম অধিকার, কিন্তু বল দেখি, একথা যাহাদের,

তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কেন স্ত্রীর দুর্ব্বলতা দেখাইয়া গিয়াছে? যদি কেহ নাস্তিক হন, তিনি বলুন দেখি, সাধারণ স্ত্রী-প্রকৃতি দুর্ব্বল হয় কেন? যদি মনের ক্রিয়ার ভুল ঠিক করিতে না পার, তবে শারীরিক ক্রিয়ায়, আর তর্কের প্রয়োজন করে না। কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষে প্রমাণ প্রয়োজন করে না। আপত্তি উঠিতে পারে, আনুষ্ঠানিক আচার ব্যবহারে বা নৈতিক কার্য্যে, শৈশব হইতেই কার্য্যভেদে প্রভেদ হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা এ মতের স্থাপয়িতা, তাঁহারা কেন বনের পশু-প্রকৃতি দেখেন না। অনন্ত কাল পৃথিবী সৃজিত হইয়াছে, এতদিনে—স্ত্রী-মস্তিষ্কের কোন্ চিন্তাটা, পুরুষ চিন্তার সমতুল। বড় দুঃখ হয়, সংসারে তোমরা স্ত্রী, পুরুষ চিনিলে না. কেবল পাশব দৃষ্টিতেই তাহা পৃথক করিতে পার, সেখানে যেমন, একের বিভিন্নতায় সমগ্র বিভিন্ন, তেমনি অন্যদৃষ্টিতে কর্কশ ও কোমলতায় সমগ্র বিভিন্ন; ইহাতেই জাতীয় বিহারের কথা আসিয়া পড়ে।

যেমন সংসারে কেবল শৈত্য বা কেবল উষ্ণতা পাওয়া যায় না, তেমনি কেবল কর্কশতায় বা কেবল কোমলতায় মনুষ্য গঠিত হয় নাই। উভয়ে উভয়েরই অংশ নিহিত আছে। তবে, যেখানে যাহার অংশ অধিক, তাহাকে তাহার অস্তিত্বে দেখিলেই বড় সুন্দর দেখায়। যদি ইহা সত্য হয়, তবে কোমলে—কাঠিন্যের ভাব আরোপ করিতে যাওয়া, অতি ঘৃণিত বলিয়া বোধ হয়। কোমল—স্বাধীন ভাবের পরিচায়ক নহে, স্ত্রী-প্রকৃতি কোমল ভাবের খনি, স্বাধীনতা—এ কাঠিন্য তাহাতে আরোপ কেন? করিতে চাও কর—করিলে কিন্তু সবই পুরুষ হইবে—কেবল পাশব দৃষ্টিতে 'স্ত্রী' এই শব্দ ব্যবহার হইবে। কারণ, এটী বড়ই লোক

ব্যবহারে লিপ্ত। যাহাতে লোক ব্যবহার আছে, তাহাই চিন্তার সামগ্রী, কিন্তু চিন্তা, কাঠিন্য রূপে পুরুষ মস্তকেই শোভা পায়, কারণ পুরুষ, কোমল কর্কশে মিশ্রিত, অথচ—কোমলত্ব অত্যল্প; চিন্তার কিন্তু তাহাই আশ্রয়, এই চিন্তা যতই দূরবর্ত্তিনী, লজ্জা ততই দূরে; যতই নিকটে, লজ্জা ততই সন্নিকটে, যখন চিন্তা দূরবর্ত্তিনী, তখন কর্কশতার উপরে, আর যখন চিন্তা কোমলতায়—তখন নিকটে, কারণ স্ত্রী-প্রকৃতি, কর্কশে কোমলে, অথচ—কর্কশতা অত্যল্প; সেজন্য হিন্দু-স্ত্রী—সংসার-কর্ত্রী দয়াময়ী—ক্ষমাময়ী। কোমল আভাসই বিহার, যদি এই বিহারমূল অবলম্বনই তুমি কর্কশে পরিণত করিতে চাও, তবে তুমি কোমলের কোমলত্ব আর কোথায় দেখিবে? লজ্জা—কোমল ভাবের পরিদর্শক, বুঝনা বলিয়া, লজ্জাকে অনেক সময়ে কুসংস্কার বলিয়া জ্ঞান কর, কিন্তু যাঁহাদের অনুকরণে তোমরা এত প্রীত, তাঁহাদের উন্নত সমাজের লজ্জার কথা যদি একবার আন্দোলন করিয়া দেখ—দেখিতে পাও—তাঁহারাও ষোড়শী বালাকে স্বেচ্ছাচারীতায় যোগ দিতে ঘৃণা করেন বা সম্বন্ধ বিশেষে রহস্যের ইতর বিশেষ মনে করেন।

যাঁহারা দুই এক খানা ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া স্বকীয় আচার ব্যবহার তুচ্ছ করেন, তাঁহাদের অবস্থাসঙ্গত বুদ্ধি, ঐ অনুকরণীয় জাতির উন্নত অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে দেয় না, কারণ, যদি তাঁহাদের সে তীব্র দৃষ্টি থাকিত, তবে হস্তে অন্ন আছে কি—না, না দেখিয়া ভিন্ন দৃষ্টি হইবেন কেন? সেই অনুকরণীয় জাতির সম্ভ্রান্তেরা এখানে অত্যল্প। আসল হইতে নকলের উজ্জ্বলতা সাধারণ মনুষ্যকে দুর্ব্বল করিতে পারে, সে কারণে, এখনকার সভ্য মহাশয়েরা যাহাদের অনুকরণে সভ্য হয়েন, তাহারা যে সেই জাতির, আমাদের

ইতর শ্রেণীর ন্যায় কুশিক্ষায় পরিণত, তাহা তাঁহাদের আদৌ জ্ঞান নাই।

রতি। যাইহউক, উহারা ভালই হউক আর মন্দই হউক, উহারা যখন একটা রাজ্য চালাইতেছে, অবশ্যই উহাদের যে সকল গুণ আছে, তাহা আমাদের শিক্ষা করা উচিত।

উ। সত্য, আমিও তাহা স্বীকার করি, আমিও তাহা ভালবাসি;—উহাদের গুণে আমরাও গুণবান হইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু তোমরাই তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইতেছ। উহাদের প্রত্যেক কার্যে উহাদের মাতৃভূমির মায়া জাজ্বল্যমান দেখায়, যদি তুমি উহাদের গুণ লইলা, তোমার নিজের মাতৃভূমির প্রতি তুমি আকর্ষিত না হইলে, তবে গুণ গ্রহণ হইল কি প্রকারে? তোমার মাতৃভূমিতে সংসার উপযোগী কি নাই? যদি উহাদের গুণ. এক বার ধার করিয়া লইয়াও বারেক তাকাও, তাহা হইলে দেখিতে পাও এ ভ্রম ঘুচিয়া যায়—তোমরা বল, সুবিচার হইল না—আমাদের সমকক্ষ করিল না, বল দেখি, যাহাদের আপনার জাতি বলিয়া অহঙ্কার আছে, তাহারা তোমাদের সমকক্ষ করিতে পারে কি? সেটী কি তাহাদের দোষ? আমি বলি সেটী জাতীয় গুণ-যদি আমাদের তাহা থাকিত —তাহা হইলে আজত আমরা দেবতা-দেবতায় দেবতায় সমকক্ষ হইতে পারিতাম বটে। তোমরা বল, সুবিচার হইলনা, সর্ব্বস্ব হরণ করিল, আমি বলি যখন সমুদ্র পার হইয়া রাজ্য সংস্থাপন করিতে আসিয়াছে, তখন কি প্রেম ধর্ম্ম বিলাইতে তাহাদের আসার উদ্দেশ্য? ইহাতে তাহাদের স্বজাতি-প্রেম মাখান আছে। যদি আমাদের তাহা থাকিত, তবে বিলাতি দ্রব্যে ঘর পূরাইয়া দেশী দ্রব্য উৎসন্ন দিতাম না, কেন? দেশে কি ধনী নাই—

যদি স্বজাতি-প্রেম থাকিত, তবে যাহা আছে তাহা অগ্রে লইয়া, নিজ বলে ক্রমশ উন্নত হইতে অনুরাগ হইত না—কি? যত দিন—যে জাতির জাতি-মাহাত্ম্যে অহঙ্কার বা ভালবাসা না জন্মিবে, ততদিন—সে জাতি ভিক্ষার স্বরূপ পর অন্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যদি মূল না দেখিতে শিখিলে, তবে এ জাতীয় সমিতির হুজুক কেন তুলিলে?

রতি। সেই স্বজাতি প্রেমের বৃদ্ধি আর সহানুভূতি শিক্ষার জন্যই এ উদ্যম, তাহা হইলে আমরা অনেকটা রাজাকে দুঃখ জানাইতে বা সুবিচার পাইতে পারিব।

উ। আমি এ গুলি যাহা বলিলাম—তাহা জলে ফেলিলাম, যাহা বলিলাম, তাহা যদি বুঝিতে—বুঝিতে তোমরা তাহার উপযুক্ত নহ। অগ্রে ঘর ঠিক না করিয়া, পরের নিকট বিচার প্রার্থনা ভাল নহে। সে দিকে তোমাদের নজর নাই বলিয়াই, তোমরা অনুপযুক্ত; কারণ, সহানুভূতি শিক্ষার স্থল ঘর—পর নহে; তোমাদের গঠিত, সমাজ হৃদয়ে সহানুভূতি নাই, সমাজে সহানুভূতি না থাকিলে কি মীমাংসা হইতে পারে? দেখ, একতাই সমাজের মূল, এই একতা সহানুভূতির দ্বারায় আবদ্ধ থাকে, এই আবদ্ধতাই সমাজের প্রাণ। নানা কথা বিচারে—তর্ক বিতর্কে—অবশ্যই মতের বিভিন্নতায় একতার ভঙ্গ হয়—কিন্তু যেখানে মূলে সহানুভূতি থাকে, যতদিন—মীমাংসা তর্কে পরিণত হইয়া, পুনরপি স্থির মীমাংসায় না আইসে, তত দিন—ওই বাদানুবাদে ঐক্যতা ভঙ্গে, সমাজ—সহানুভূতি শূন্য হইতে পারে না, কাযেই বিচ্ছিন্ন হয় না—না হইলে, অবশ্যই শেষ মীমাংসাই অবশেষে. সকলেরই অঙ্গাভরণ হইয়া উঠে নাই। তোমাদের তাহা দেখিনা, যদি কখন কোন

বিচার উঠে, তবে মূলে সহানুভূতি না থাকার কারণ, বাদানুবাদে একতা ভঙ্গ, সমাজের ঐক্যতা সহানুভূতি শূন্য হইয়া পড়ে, তবে বল দেখি, সত্যাসত্যের বিচার এখন কিরূপে হইতে পারে? দেশে উপযুক্ত ব্যক্তি নাই কি? আছেন,কিন্তু তোমা-দের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া, তোমাদের সহিত যোগ দিতে, তাঁহাদের ঘৃণা হয়, তবে তাঁহারা, রাজার নিকট বিশেষ পরিচিত নহেন; কারণ, তাহারা তোমাদের মত বাহ্যাড়ম্বরে থাকিতে পারেন না, কাযে কাযেই—ভিন্ন দেশীয় রাজা এদেশীয় গূঢ় মর্ম্মে না প্রবেশ করিতে পারায়, তাঁহারা পরিচিত নহেন। কাযেই তোমরা সভ্য হইবে না ত—কে হইবে? হইবে বটে তবে,যাহা আছে,তাহার অধিক যে মাথা খাইবে, তাহাতে ভুল নাই, কারণ, আপন পিতা মাতা, ভাই ভগ্নীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাই জাননা, জানিতে চাও—দেশে সাম্যভাব কিরূপে বিরাজ করিবে। ছি! ছি! তোমা-দের আর কি বলিব—বাটীতে এমনি প্রেম- যে বাপ, আজ প্রায় দুই তিন বৎসর বাড়ীছাড়া, সে বিষয়ে জ্ঞান নাই আবার পরকে সহানুভূতি শিখাইতে যাও, রাজার নিকট সুবিচার চাও, তুমি কি সুবিচার করিতেছ—বল দেখি? সুবিচার মনে থাকিলে—বাপকি ঘরে আসিতেন না? যে সুবিচার জানে না, সে সুবিচার প্রার্থনা করে কিরূপে?

রতিকান্ত আর কোন কথা কহিল না। এইরূপ যাহা হয় একটা উছিলা লইয়া, উপেন্দ্র বাবু রতিকান্তকে উপদেশ দিতে বা ঘৃণা দিতে ত্রুটি করেন না। নিত্য এই রূপে বাটিতে কাটিতে, রতিকান্তের যেন একটু মন ফিরিল, ফিরিত না—যদি উপেন্দ্র, রতিকান্তের কথায় মান অপমান ধরিতেন, ধরেন নাই—সে কেবল কৃষ্ণকান্তের ভালবাসায়।

আত্মারামের সহিত উপেন্দ্রের বা রতিকান্তের প্রায় দেখা হইত, কিন্তু আত্মারাম এরূপে উপেন্দ্রের সহিত কোন কথায় যোগ দিতেন না, তবে যেমন বলিতে হয়, দুই একটা কথা বলিতেন মাত্র। সেজন্য উপেন্দ্র রাগিতেন, আত্মারাম বলিতেন "রাগিলে কি হইবে? বাপ ছেলে, স্ত্রী পুরুষের বিবাদে অন্যের বেশী বলা ভাল নহে, কারণ ইহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না বা প্রায় রক্তপাতের পরাকাষ্ঠায় আসে না; শেষ আপনিই আপোসে মিটে, সেখানে যদি তুমি অধৈর্য্য হইয়া কিছু বলিতে যাও বা সৎউদ্দেশ্যে কিছু বল, ভবিষ্যতে উভয়েরই সেই তোমার উগ্র মূর্ত্তি মনে থাকে, কিন্তু তুমি যে, সৎ উদ্দেশ্যের কারণ উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া ছিলে তাহা না লইয়া, তোমাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে চায়, এই জন্যই এরূপ স্থলে অতীব গভীর ভাবে অবস্থাসঙ্গত ভাবের পরাকাষ্ঠায় যতদূর সঙ্গত, তাহার অধিক যাইবে না। কারণ, উহা আপনিই মিটিবে—তোমায় ভাবিতে হইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রায় দুই মাস হইল, কামময়ী শ্বশুরালয়ে; এখন আর সে দিন নাই। ব্রাহ্মণী রন্ধন করে, বাহিরের কাম দুইটা চাকরাণী করে। কামময়ী হুকুম করেন মাত্র—তাহাও সময়মত, অনেক সময়ে চাকর চাকরাণী ও ব্রাহ্মণীকে, ধমক খাইতে হয়। কারণ, তাহারা সময় ঠিক বুঝিতে পারে না। কামময়ীর কথা, "যখন আমি চিন্তায় না থাকিব, তখন জিজ্ঞাসা করিবে।" বই, আতর গোলাপেরত কথাই নাই, পছন্দ মত সামগ্রী, ক্রমে ক্রমে

ক্তই হস্তগত হইয়াছে। তবে জুতাটা—এখানে আসিয়া আর পায়ে দেন নাই। দুলাল কামময়ীকে বলিল, "বাবার খাবার গুলি তুমি না। দেখিয়া দিলে, বাবার খাইবার বড কষ্ট হয ; পরের দ্বারায় খাবার সেবা বড় ভাল হয না।" কামময়ী বলিল, "দেখিয়া দিই বইকি ? উঁহার ঐরূপ স্বভাব।"

দুলাল। আচ্ছা, আজ দাও—আমি দেখি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব।

সে দিন দুলাল দাঁড়াইয়া দেখিলেন—কামময়ী তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত, কিন্তু সে দিনও খেলারামের বিরক্তের ত্রুটি দেখিলেন না। দুলাল কোন কথা কহিলেন না।

কামময়ী বলিল "দেখিলে ?"

দুলাল কল্যাণী-স্মরণ একেবারে ভুলেন নাই। সে ব্যথা হৃদয়ে রাশী রাশী পরিমাণে ছিল। ভাবিলেন—কল্যাণীও এই যন্ত্রণায় মরিয়াছে। কামময়ীকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল, বলিলেন "উনি পিতা—বলুন, তুমি ও সকল ধরিও না, দেখিও সেবার যেন ত্রুটি না হয়।"

খেলারাম বাবুর নিকটে যায—কাহার সাধ্য। চাকর ব্রাহ্মণ, কামময়ীর নিকট মাহিনা চাহিল। কামময়ী বলিল "নেকা আর কি—আমি কিনা রোজগার• করিতেছি যে, মাহিনা দিব, যা—না—কর্ত্তার কাছে চাহিগে।"

সে দিকে কেহ যাইতে চাহে না। দুলালের নিকট আসিল। দুলাল পিতার নিকট তাহাদের মাহিনার কথা তুলিল। খেলারাম বলিলেন "উহাদের আমার প্রযোজন নাই, আমায় মাহিনা যদি দিতে হয—তবে, ওদের ছাড়াইয়া দাও। দুই মাস উঁহারা

কেহই এখানে ছিলেন না, তাই রাখা হইয়াছিল।

দুলাল। মেয়েদের বড় কষ্ট হয়—না রাখিলে হয় না।

খেলা। তবে তোমরা যাহা হয় কর—আমি জানি না।

দুলাল বাড়ীর ভিতর আসিল। কামময়ী বলিল "উহাদের মাহিনা দাও, নহিলে থাকিবে কেন?"

দুলাল। কোথা হইতে দিব—বাবা যে দিলেন না।

কাম। তুমি রোজগার করিতেছ, যদি তুমিই বাঁধিয়া খাইবে, তবে রোজগারের প্রয়োজন কি? তুমি বাঁধিলেও যাহা—আমি বাঁধিলেও তাহা—বাঁধিয়া বাঁধিয়াই যদি মরিতে হইবে—তবে, এত খাটিয়া রোজগার কেন?

"বাঁধিয়া বাঁধিয়া মরিতে হইবে" একথা দুলালের মনে বড় বাজিল, ভাবিল, কল্যাণীত বাঁধিয়া বাঁধিয়াই মরিয়াছে, যদি তার অন্তসত্ত্বা অবস্থায় না বাঁধিতে হইত—তবে সে মরিত না—বাঁচিত, আমিইত তাহার মৃত্যুর কারণ। ব্রাহ্মণ চাকর রাখিলে কি পিতৃভক্তি যায়? তবে রাখি নাই কেন? বলিল 'ময়ি'। তোমায় বাঁধিতে হইবে না, আমি বাবাকে আবার বলিব। দুলাল কামময়ীকে আদর করিয়া 'ময়ী' বলিত।

দুলাল ভাবিল—তাহা হইলে কি করা যায়, যদি বাবার নিকট জোর করি, তাহা হইলে বাবা বিরক্ত হইবেন—তাহা কি ভাল, ভাল মন্দ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। ভাবিল কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি—তাকাইয়া দেখিল - কাহাকেও পাইল না—যাহাদের পাইল, মনে হইল—তাহাদের কথা শুনিয়াইত কল্যাণীর মৃত্যু আমিই আনিয়াছি। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতে আর ইচ্ছা হইল না, বলিল 'ময়ি!'—

কামময়ী বলিল "কি ভাবিতেছ, আমি বলিব ?"

দুলাল কামময়ীর হাসিমাখা মুখের দিকে হা করিয়া তাকাইয়া রহিল। কামময়ী বলিল "ভাবিতেছ, টাকাত সব ঠাকুরকে আনিয়া দাও, এক পয়সাও নিজের হাতে রাখ না, তবে কি উপায়ে কি কি উপায় করিবে।"

দুলাল। হাঁ—বল দেখি।

কাম। তুমি আমার কথা শুনিবে ?

দুলাল। যাহাতে দুই দিক বজায় থাকে, এমন কথা শুনিব।

কাম। শোন,আর নাই শোন—তোমার ভালর জন্যই বলিতে হয়, হইবেও—ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন—সংসারের গোলে উঁহাকে আর রাখাও আমাদের উচিত নহে। উনি বসিয়া বসিয়া—রাজার মত খান, বেড়ান, তীর্থধর্ম্ম করুন, তুমি সংসারের ভার লও।

দুলাল ভাবিল—এ ত সন্তানের উচিতই। কামময়ীর দিকে চাহিয়া ভাবিল—বুঝি আবার কল্যাণী পাইলাম।

দুলাল পিতার নিকট গিয়া বলিল, "আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি শুনেন।" খেলারাম বলিলেন, 'বল', দুলাল বলিল, "আপনি ক্রমশঃ বলহীন হইতেছেন, সংসারের বিষয় আপনার তত আর ভাল লাগে না, আমি ইচ্ছা করিতেছি—সংসারের বিষয়ে আর আপনি না ভাবেন।"

খেলা। আমি কিসে আছি বল, তোমরা যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তোমরা যাহা কর, তাহাই ত হয়—আমি আর কি করি।

বৈকালে দুলাল রোগী দেখিয়া, সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া খেলারামকে বলিল, "এ বেলা ২৫৲ টাকা পাইয়াছি। ইহা হইতে

ব্রাহ্মণ চাকরকে মাহিনা দিই নহিলে—বাড়ীতে বড় কষ্ট হয়, আর চলেও না। আমরাই সংসার চালাইব, আপনার এ সকল গোলে থাকিয়া কেবল কষ্টই হয়, তাহা আর আমাদের ইচ্ছা নয়।”

খেলারাম শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কল্যাণীর মৃত্যুর পর হইতেই, দুলালের দুই একটী কথায়, খেলারাম ভয় পাইতেন, কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না—খেলারাম তাই কিছু বলিতে পারিলেন না, একবার কল্যাণীকে মনে হইল— ভাবিলেন, “কল্যাণী থাকিলে এ কথা দুলালের মুখে আজ বাহির হইত না।’

পিতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ‘মৌন সম্মতি লক্ষণ’ ভাবিয়া দুলাল বাড়ীর ভিতর গেল। খেলারামও আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না—ভাবিলেন ‘মন্দ কথা না থাকে।’ তখন প্রসাদ ও চরণের উপর রাগ হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উপেন্দ্র বাবুকে পুনর্ব্বার দেশে ফিরিতে হইয়াছে। পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে শুশ্রূষার সেরূপ সুবিধা না দেখিয়া, কি করেন —ইচ্ছা না থাকিলেও, যাইতে হইয়াছে। যাইবার সময় মনে হইয়াছিল, “কেবল মনের ইচ্ছায় কিছু হয় না—নহিলে, পীড়া বাদী হইবে কেন? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না হয়, তবে মানুষে কি করিতে পারে?”

রতিকান্তের মন, উপেন্দ্র বাবুর উপদেশে সম্যক না ফিরিলেও, অনেকটা ফিরিয়াছে—ফিরিতে গিয়া যেন দিন দিন কোমল হইতে কোমলে আসিতেছে, ইহাও তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ ভাব. যে দিকেই যান প্রেম না হইলে—তিনি বাঁচেন না। এ আবার প্রেমের খনি। রতিকান্ত বুঝিল—বুঝি জগতে একা থাকা—আর নাই থাকা—সমান, দুই না হইলে জগৎ বুঝা যায় না। প্রেম-তত্ত্বের যত গুলি বই ছাপা হইয়াছে, আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পড়িয়া ফেলিলেন, ভাবিলেন—হিন্দু ধর্ম্ম প্রেম শিক্ষা দিতে জানে। ঘরে প্রেম শিক্ষা না হইলে—কি বাহিরে প্রেম শিক্ষা দিতে পারা যায়? উপেন্দ্র বাবু ঠিক বলিয়াছেন।

যে সকল বিষয়ে আগে তীক্ষ্ণ উৎসাহ ছিল, এখন তাহাতে যোগ দেন বটে, কিন্তু যেন কিছু কোমলতা ঢুকিয়াছে, লোকে বলে এ কোমলতা নহে—দুর্ব্বলতা। রতিকান্ত বলেন, এ দুর্ব্বলতা নহে, এ প্রেমের কোমলতা।

রতিকান্তের বাক্যে—বক্তৃতায় -লেখায়—উপদেশে এখন প্রেমের ছড়াছড়ি। কতকগুলা নাবালক তাহাতে বড় মাতে। আর কতকগুলি, যাঁহাদের—কতক গুলা ছেলে মেয়ে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে—তাঁহারা বলেন, "যাহা বলিবার বিষয়, তাহাই বলিলে ভাল হয়।" রতিকান্ত বলেন "প্রেম ছাড়া বস্তু বা বিষয় হইতে পারে না।"

প্রথম প্রথম সমবয়স্কের সহিত সুশীলার কথাই হইত, সুশীলার কথা উঠিলে—রতিকান্তের প্রেম জগৎ ব্যাপক হইয়া উঠিত; তখন প্রেম-তত্ত্ব কি—তাহা বুঝিতেন,—তাহারা বুঝিয়া যাইত—

দুই না হইলে প্রেম হয় না, প্রেমই জগতের সার—প্রেমের জন্য জগৎ।

দুই একটা ছেলে তাহা মানিত বটে, কিন্তু যাহাদের বন্ধু রোগ বড়—তাহারা বলিত, প্রেম পুরুষে পুরুষেও হয়, স্ত্রী পুরুষের প্রয়োজন—নাই বলিত বটে, কিন্তু মনে মনে বড় অভাব হইত।

উপেন্দ্র বাবুর উপদেশে যাহাই হউক—রতিকান্ত কিন্তু,তাহাকে আবার প্রেম-জগতে পদার্পণ করিয়াছেন। মধ্যে ইহা যে কেন ভুলিয়া ছিলেন, বলিতে পারিনা—আমার বোধ হয়, শাপে ভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন—নচেৎ সেরূপ হইবে কেন—না হইলেই বা সে রূপনৃত্য—জগৎ দেখিবে কোথা হইতে। পাঠক। সে নৃত্যের স্বরূপ পরে শুনিতে পাইবেন।

যতই প্রেম-জগতে—আবার সুশীলার সহিত ভাব বাড়িল—সেও ভাল। রতিকান্ত আর সুশীলার কথা তত কহিতে চান না। যে দিব্যমূর্ত্তিরা বেড়াইতে আসিতেন—তাহারা তুলিলে—রতিকান্ত অন্য কথায় বা তাহাদের কাহার স্ত্রীর কথা লইয়া, সে কথার উত্তর দেন।

কাগজ খানি বেশ চলিতেছে, তবে দিন কতক 'জাতীয় সমিতি' 'জাতীয় সমিতি' বলিয়া খুব লম্বা চওড়া প্রবন্ধ থাকিত, আবার তাহা গিয়া—'প্রেম', 'প্রেম', 'প্রেম',—রতিকান্ত বুঝিয়াছেন কি লিখিতে হয়, কি বলিতে হয়। কাগজের গ্রাহক ক্রমশঃ বাড়িতে চলিয়াছে। তবে দুই এক জন অপ্রেমিক ছাড়িতেছে—কি হইবে. রতিকান্ত কর্ত্তব্য কিন্তু ছাড়িতে পারেন না, তবে রাজনীতি, সমাজ-নীতি—কত কি নীতি. তাহা যে থাকেনা—তাহা নহে, তবে অনেকে তাঁহার উদ্দেশ্য বা অর্থ বুঝিতে পারেনা—এই গোল।

প্রেমটী চলিতেছে, কিন্তু হিসাব দেখিবার—সময়, রতিকান্ত দেখিতে পান না, কখন দেখেন? ভাবিতে হয়, আবার লিখিতে হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ যাহা হয় করেন।

সমস্ত দিন ভাবিয়া—খাটিয়া, রতিকান্ত আহারান্তে—নিশীথে সুশীলার আগমন প্রতীক্ষায়। সুশীলা আর আসে না। সুশীলা আসিলে কি বলিয়া প্রণয় জানাইবেন—রতিকান্ত তাহাই ভাবিয়া আকুল। তাহার মাথা—পুস্তক হইয়া উঠিল, অবশেষে প্রেম-তত্ত্বের পুস্তক গুলি মনে করিতে লাগিলেন—তাহাতে একটী কথা মনে হইল—তিনি ভাবিয়া রাখিলেন।

ধীরে ধীরে সুশীলা ঘরে ঢুকিল—ধীরে ধীরে পালঙ্কের নিকট আসিল। নেটের মশারি—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রতিকান্ত মশারির ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া, সুশীলার হাত ধরিলেন। সুশীলা পালঙ্কের বাজুর উপর ঠেস্ দিয়া একটু হেলিল।

রতিকান্ত হাত ছাড়া দিলেন, বলিলেন, "আইস—কবিরা প্রেমের বস্তুকে পরমেশ্বর বলিয়া মান করেন, আমারও সেইরূপ ইচ্ছা হইতেছে—তাহাই সত্য।"

সুশীলা ভিতরে গেল—সুশীলার কণ্ঠে রতিকান্তের বোধ হইল, সুশীলা একটু চোকের জল ফেলিয়াছে। রতিকান্ত বলি-লেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

সুশীলা। না—আমি ভাবিতেছিলাম, তুমি আমার হাত ধরিয়া বিছানায় লইবে—আমাকে কেহ ভালবাসে না।

রতি। কেন সুশীলা! আমি ত তোমায় ভালবাসি।

সুশীলা। তুমি আমায় ঈশ্বর-স্বরূপ ভাল বাস, এ শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে, পাছে তোমার কিছু অমঙ্গল হয়—ছি!—ও

কথা আর বলিবে না বল ? আমি তোমার দাসী, তুমি আমার প্রভু। আমি সেই ভালবাসা বড ভাল বাসি।

রতি। তুমি আমার দাসী ? ছি! ছি! সুশীলা, ও কথা আর তুমি মুখে আনিও না—দাস, প্রভুতে কি প্রেম হয় ?—তুমি আমি যে এক। উপেন্দ্র বাবুর কথায় এখন বাঙ্গালা অনেক বই আমি পড়ি—কিন্তু ওইসব গুলায় বড বিরক্ত হইতে হয়।

সুশীলা। দেখ, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নহে। তুমি আমি যদি এক—তবে আমায় ঈশ্বরের স্বরূপ দেখিলে কোথা হইতে ? দাস প্রভুতে যদি ভালবাসা না হয়, তবে দাস, ঈশ্বরে কি ভালবাসা হয় ?

রতিকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন, বলিলেন "ওগুলা কেবল কথার কথা—আমার মনটা তোমার জন্য এইরূপ করে।"

সুশীলা। যে যাহাকে যত ভাল বাসে, সে তাহাকে তত ব্যাখ্যা করে না, তুমি ও সকল ছাড়িয়া দাও—তুমি আমায় ভাল-বাসা জানাও, কিন্তু আমার যাহাতে সুখ হয় তাহারত একটীও দেখিতে পাই না।

রতি। কি দেখিতে পাও নাই।

সুশীলা। মাকে ভক্তি করিবে, বাপকে ভক্তি করিবে, যে যাহা বলে শুনিবে, তাতে লোকে তোমার সুখ্যাতি করিবে—সে সুখ্যাতি শুনিয়া আমার আহ্লাদ বাড়িবে। তোমার সুখ্যাতি-তেইত আমার সুখ্যাতি তোমার নিন্দা শুনিলে, আমি সেখানে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারি —বল দেখি, তাহাতে আমার মন কেমন ছোট হয়।

রতি। তুমি বাবাকে আনার কথা বলিতেছ ? আমি সে

জন্য ঢের চেষ্টা করিয়াছি—উপায় নাই, তিনি শুনিবেন না—কি করিব বল।

সুশীলা। তুমি মনকে ঐ বলিয়া প্রবোধ দিতে পারিতেছ—এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

রতি। তুমিত পড়িবে শুনিবে না, কাযেই সমস্ত দিন ওই ভাবনা। আমাদের কত কায করিতে হয় জান?

সুশীলা। আমার জানিয়া কায নাই।

রতি। ওইত তোমার দোষ—ঐ জন্যইত মা আবার বিবাহ করিতে বলেন।

বিবাহের কথা শুনিলেই সুশীলার মাথা ঘুরিয়া যায়—সুশীলা বলিল,"আমিত পড়িতে চাই—হইয়া উঠেনা, তা—কি করিব?"

রতি। শুধু কি তাহাই—একটু ভাল পরিচ্ছদে থাকিবে—তা নহে, যেন পাগলীর মত—ওকি?

সুশীলা। আমিত আর বিবিটীর মত থাকিতে পারিনা।

রতি। না—সুশীলা! তোমার জন্য আমি সব সহ্য করিতে পারি,কিন্তু শাঁখা হাতে শাড়ী পরা 'সুশীলা' আমি ভাবিতে পারিনা—ছি! নৎটী আর শাঁথাটী এত করিয়াও কি ছাড়াইতে পারিলাম না? নিজের পয়সা দিয়া পছন্দ গহনা বুঝি নৎ হইল?

সুশীলা। মন্দ কি? মা পরেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রসাদ ও চরণের সহিত, বড় বৌ কামময়ী কথা কন, না কহিলেও চলে না, কারণ বাড়ীতে আর কেহ নাই। প্রসাদ ও চরণের স্ত্রী প্রসব হইতে পিত্রালয়ে গিয়াছেন, আজও আসেন নাই —আর আসিবারও দেরি নাই।

বড় বৌর মন বড় খোলা। তিনি বলেন, "আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না—তাই অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া ছাদের সিঁড়ীটা করাইয়া লইয়া ছিলাম, তাই একটু বাঁচি—তোমাদের বাড়ীতে কেহ নাই—প্রাণ যেন হাঁপ হাঁপ করে।" সেজন্য প্রসাদ ও চরণের সহিত নিত্য কত রকমের কথাবার্ত্তা হয়।

প্রসাদের সহিত কামময়ী বা বড় বৌর অধিক বনে, কারণ প্রসাদ সব দিক বজায় করিয়া কথা কয়—চরণ তাহা পারেনা একটু মন্দ দেখিলেই পট্ করিয়া শুনাইয়া দেয়।

চরণ বাহিরে শুইয়া আছে—তাহার জ্বর হইয়াছে। খেলারাম বাবু প্রসাদকে বলিলেন "বড় বৌকে এই পাচনটা সিদ্ধ করিয়া দিতে বল।"

ব্রাহ্মণী তখন বাড়ী নাই। প্রসাদ বড় বৌকে বেশ চিনিতে পারিয়াছিল--কিন্তু কিছু বলিতনা, ভাবিত, আমরা এখন লেখা পড়া করিতেছি—বড় দাদার অনুগ্রহেই পড়িতে পাইতেছি-- বাবাত অনেক দিন লেখা পড়া ছাড়াইতে চান--বড় বৌ যাহাতে সন্তুষ্টা থাকেন, তাহাই উচিত।

প্রসাদ পাচন লইয়া বাড়ীর ভিতর গেল। কামময়ী

বলিলেন, " বৈকাল হইলেই আমার মাথাটা কেমন ধরে—তা ঠাকুরপো একটু বস, ব্রাহ্মণী এখনই আসিবে।"

প্রসাদ। না হয় আমিই করিয়া লইতেছি।

কাম। কেন—ঝী কি পারিবেনা?

প্রসাদ। না—ইহাতে জল দিবার ও সিদ্ধ করিবার একটু গোল আছে—উহাদের কায নহে।

কাম। তবে চল, আমি যাইতেছি।

প্রসাদ তখন আপনি রন্ধন গৃহে যাইয়া, পাঁচন চড়াইলেন—যখন হয় হয়, তখন কামময়ী আসিয়া দেখা দিলেন—বলিলেন, "তবে একটু সর দেখি।"

প্রসাদ। আর দেরি নাই, নামাইলেই হয়।

কোন কথা না বলিয়া, কামময়ী চৌকাঠের উপর বসিলেন—একথা সেকথার পর বলিলেন, "আমার একটা গানে ঠেকিয়াছে—তোমায় কিন্তু সেটা বলিয়া দিতে হইবে।"

প্রসাদ। দাদার কাছে বলিয়া লইলেই হইবে।

কাম। না, না—উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—উনি যি বলেন, আমি বুঝিতে পারিনা—তোমার কথা আমি বেশ বুঝিতে পারি।

প্রসাদ। সে আবার কি কথা।

কাম। তুমি কেমন বুঝাইয়া দাও—আমার সে ভাল লাগে—তোমার কথা গুলি বেশ।

প্রসাদ পাঁচন নামাইলেন—নামাইয়া বাটি করিয়া যখন কামময়ীর ঘরের দরজা দিয়া যান, তখন কামময়ী বলিলেন "একটু দাঁড়াও—দাঁড়াও।'

প্রসাদ। কেন?

কাম। মানেটা বলিয়া দিয়া যাও, পাঁচন খাইবার সময়, সকাল—আর সন্ধ্যা, এখনত সময় নয়।

প্রসাদ। মানে আমি বলিতে পারিব না।

তখন কামময়ী বটিটী প্রসাদের হস্ত হইতে লইযা, নামাইয়া রাখিলেন, কিন্তু প্রসাদ বাটিটী লইতে গেলেন, কামময়ী তাহা আগলাইতে গেলেন, তাহাতে যে বুকের কাপড় খুলিয়া গেল, সে দিকে যেন কামময়ীর নজর নাই—যেন টের পান নাই।

প্রসাদ বলিল "বইখানা কি?"

কাম। বিদ্যাসুন্দর—বেশ ভাব—না?

প্রসাদের, কামময়ীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া বড় ঘৃণা হইল, কিন্তু ফুটিবার যো নাই, যদি মিথ্যা করিয়া দুলালের কাছে অন্যরূপে কামময়ী বলেন, সেই জন্য কিছু বলিলেন না।

কামময়ী বলিলেন, " ঘরের ভিতর আইস।"

প্রসাদ। না—না ও সকল দাদার নিকট বলিও, দাদা বলিয়া দিবেন।

এই বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

কামময়ী প্রসাদের হাত ধরিলেন, তখন কামময়ী প্রসাদের সম্মুখে—বলিলেন "দুইটা কথা কহিবার লোক পাই না—তুমি তবুও একটু বুঝ সুঝ—ছোট ঠাকুরপো যেন কেমন কেমন।"

প্রসাদ। বড় বৌ। একপ ভাল নয়, যদি কেউ দেখে, কি মনে করিবে বল দেখি? তুমি এত দূর কোন দিন কর নাই বটে, কিন্তু যা কর, তাহাতে—আর আমার বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে ইচ্ছা করেনা—ভয় হয়।

কামময়ী সেন এ কথা শুনিতে পাইলেন না—এই হিসাবে একটু হাঁসিয়া, কথা চাপা দিবার মত করিয়া, প্রসাদের হাত ধরিয়া টানিয়া, ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন।

প্রসাদ। আমি মানে বলিয়া দিবনা।

কামময়ী প্রসাদের হাত খানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন "পারিবে না, তাহা আমি জানি—বসিয়া বসিয়া খাইতে পারিবে ?"

প্রসাদ দ্বিরুক্তি না করিয়া পাচনের বাটিটী হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুশীলা পড়িতে চাহে না। সদাসর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে না—ময়লা কাপড় পরে—বিলাসিনী তাহা পছন্দ করেন না। বিলাসিনী বলেন, "অমন বউ আমার কায নাই। লোকের কাছে বউ দেখাইতে, আমার মুখ ছোট হয়।"

পূর্ব্বে অনেক সময় রতিকান্তকে ইহা বলিতেন। রতিকান্ত তখন মার সঙ্গে যোগ দিয়া, সুশীলাকে ভৎর্সনা করিতেন, তবে বিলাসিনীর মন ঠাণ্ডা হইত, কারণ, এরূপ ঘরের মেয়ে আনিলে অনেক ভুগিতে হয়—তাহা বিলাসিনীর বেশ জানা আছে। আবার কথা শুনে না, এও এক জ্বালা—সেই জন্যই রতিকান্তের পুনরায় বিবাহ দিবেন।

সুশীলা কিন্তু তাহা বুঝে—বুঝিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে এখন ফিরে। মা যাহাতে তাহার প্রতি সন্তুষ্টা হন, তাহা সে করিবেই করিবে।

বিলাসিনী কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহার রাগের উপর রাগ বাড়িতেছে, কারণ সুশীলার দোষ রতিকান্তকে জানাইলে, সে এখন না ধমকাইয়া আবার বলে, "না পড়ে, নাই পড়িবে, ওত আর টাকা আনিবে না—আর তুমি পড়িয়াইবা কি করিলে?"

বিলাসিনীর মনে হয়—এই বৌটার জন্য আমার ছেলে এমন হইয়াছে আর সে উৎসাহ নাই, বল নাই, সভায় যাইতে তত দেখি না, বক্তৃতা ভুলিয়া গিয়াছে—হইল কি? ওখানে আমার এই জন্যই ইচ্ছা ছিল না। ছোট ঘরের মেয়ে আনিতে নাই, যে ঘরে আইসে তাহাদের শুদ্ধ ছোট নজর করাইয়া দেয়।

তখন রতিকান্তের পুনরায় বিবাহ দিবার সুরটা, কিছু সপ্তমে উঠিল। কৃষ্ণকান্ত নাই, মতামত কাহার লইবেন, সে জন্য ভাবনা নাই।

বিলাসিনী আহারান্তে একটু নিদ্রার পর, কিছু জলযোগ করিবেন—দেখেন সুশীলা পার্শ্বে বসিয়া। বিলাসিনী বলিলেন, "তুমি ময়লা কাপড় পরিয়া থাক কেন? কিসের অভাবে—বাপের বাড়ীর চাল কি ভুলিতে পারিবে না?

সুশীলা। এ কাপড় কি ময়লা—দুই দিন ঘরে পরিয়াছি বইত নয়—এত বেশ "ফর্শা" আছে।

বিলা। তোমার চক্ষে—ভদ্রলোকের ঘরে, একটু ভদ্রলোকের মত না থাকিলে, আমাদের মান থাকে কৈ?

সুশীলা একটু অপ্রতিভ হইল। বিলাসিনী বলিলেন "তুমিত

লেখা পড়া শিখিবে না, সে ইচ্ছাও দেখি না। পড়িতে বসাইলে সরিয়া যাও, কিন্তু আমাদের ঘরে ওরূপ চলিবে না, তাই রতিকান্তের আবার বিবাহ দিব, ভাবিলে কি হইবে? তোমার আমি অনেক করিয়া দেখিয়াছি।"

সুশীলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল, "আমি পড়িব।"

বিলা। ও কথাত তুমি নিত্য বল, পড়িতেও বস, ও সব কি আমাদের কেহ ফাকি দিতে পারে। এই—তরঙ্গিণী সখি সে দিন, ছেলের বিবাহ দিলেন, সেহাত তোমারি সখি, জান না এমন নয়— সে এখন কাগজ পত্রে লিখে, আর তুমি--ছি। ছি। লোকের কাছে বলিতে--দেখাইতে লজ্জা করে। আমি মূর্খের আদর করি না তাত তুমি জান, তোমার জন্য আমার ছেলে মাটি হইতে বসিয়াছে, আর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব না—কর্ত্তারত রকম দেখিতেছ, মূর্খ হইলে এরূপ গতি হয়।

কত স্থান হইতে কত সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সুশীলা বসিয়া বসিয়া শুনে—আর কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু কিছু বলিতে সাহস হয় না। মনে মনে বলে "ঠাকুর। আমারত কোন বল নাই—তুমি যদি আমার বল হও, তবে আমি স্বামী সেবায় বঞ্চিত হই না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রসাদ পাঁচন লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দুলাল বসিয়া আছেন. খেলারাম বলিলেন "এত দেরি —তোমরা কি বল— পুরুষের, মেয়েদের কাছে অত থাকাত ভাল নহে। আমি প্রায়ই তোমাদের বাড়ীর ভিতর থাকিতে দেখি।"

প্রসাদ। না -পাচনটা সিদ্ধ করিতে বিলম্ব হইল।

খেলা। বৌমা কি—পারিলেন না?

প্রসাদ কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু হৃদয়টা যেন কাঁপিতে লাগিল। ভাবিলেন "ইহা রটিলে বড কুচ্ছ হয়, কারণ কথা ভাল নহে। দাদার সাক্ষাতে পিতা আবার—আমিই বেশীক্ষণ বাড়ীর ভিতর থাকি বলিলেন—এ কথা রটিলে, বড বৌ অবশ্য নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য এরূপে বুঝাইবেন, যাহাতে বড দাদা হয়ত আমার উপর বিরস হইবেন, আর যে শুনিবে সে সত্য মিথ্যা না বুঝিয়া আমাকেই দোষ দিবে, বা আমাদের বাড়ীর উপর ঘৃণা করিবে। তাহাতে বাবার ও দাদার উভয়েরই আমার উপর রাগ বা দুঃখ হইতে পারে, কায নাই, যাহা হইবার হইয়াছে—আমি আর বাড়ীর ভিতর যাইব না, তাহা হইলেই সব সারিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার পর, আহারের ব্যবস্থা হইলে, বাড়ীর ভিতর ডাক পড়িল। এখন আর খেলারাম বাবুর ঘরে আহার হয় না, ছেলেরা অন্য ঘরে খান।

কামময়ী দুলালের আহার না দেখিলে বড়ই উদ্বিগ্ন হন। কামময়ী বলিয়াছিলেন "ঠাকুরের ওষরে তোমরা তিন চারি জন দুই বেলা খাও, সেই জল বসে—তাহা হইলে ঠাকুরের অসুখ হইতে পারে।" দুলাল—ডাক্তার,দেখিলেন কথা সত্য। সেই অবধি যে যাহার ঘরে আহার করেন।

দুলাল খাইতে বসিয়াছেন, কামময়ী বলিল, "দেখ দেখি—তোমার খাওয়া না দেখিতে পাইলে কি, আমার মন ঠাণ্ডা হয় ?" দুলাল বলিলেন "ভাল ভাল—তবে আজ আর তুমি কিছু খাইও না"।

কাম। না খাইবার মত হইয়াছে। দেখ দেখি, মেজ দিদি ছোট দিদির ছেলে হইল—আমার বুঝি আর সংসারে কায নাই ?

দুলাল। বেশ কথা।—তা আমি কি করিব ?

কাম। আচ্ছা—তাহা হইলেত উহারাই সব বিষয় পাইবে ?

দুলাল। কেন ?

কাম। তোমরা যে সব এক অন্নে রহিয়াছ ?

দুলাল। ওহো—বুঝিয়াছি। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? উহারাত ভাইপো।

কাম। আমি নারায়ণ ঠাকুরের ঔষধ খাইয়াছি।

দুলাল। বটে—ও সব ঔষধ খাইও না—কি থাকে. কে জানে। নাই বা ছেলে হইল ? প্রসাদ চরণের ছেলেকি আমাদের ছেলে নয় ? সেই জন্যই বুঝি আমায় হাঁসের ডিম খাওয়াইতে অত মজবুত ?

কাম। তোমার যেমন কথা--

তখন আর কোন কথা হইল না। দুলাল আহারান্তে বাহিরে গেলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল,দুলাল শয়নে গেলেন। দেখিলেন, তখনও কামময়ী জাগিয়া। দুলাল বলিলেন, "এখনও যে জাগিয়া ?" কামময়ী বলিলেন, "তোমার জন্য --তোমায় না দেখিলে, প্রাণ যে কেমন করে।"

দুলাল। এখন দেখিলে—তবে ঘুমাও।

কামময়ী মানভরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। এ মানের, তাহার একটু প্রয়োজনও ছিল। প্রসাদের কথা তার—বার, বার মনে হইতেছিল। প্রসাদ, দুলালকে কোন কথা বলিয়াছে কি—না,তাহা প্রকারান্তরে জানিতে হইবে—তাহাতেই এই মান। কামময়ীরও একটু ভয় হইয়াছিল।

দুলাল বলিলেন, "তবে আমি কাহাকে দেখিয়া ঘুমাইব ? সমস্ত দিন খাটিয়া খুটিয়া আসিলাম, তোমার মুখ খানাও কি একবার দেখিতে পাইনা ?"

কামময়ী কথা কহিলেন না। দুলাল দুই চারি বার সাধ্য সাধনায়, উত্তর না পাইয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তখন কল্যাণীকে মনে পড়িল, চক্ষু হইতে দুই চারি ফোঁটা জল পড়িল। মনে মনে বলিলেন "কল্যাণি! তুমি কিন্তু এত ডাকে স্থির হইতে পারিতে না—তুমিই আমার মান ভাঙ্গাইতে, তোমার মান আমায় ভাঙ্গাইতে হইত না। —আমি মান করিলেই তোমার মান ভাঙ্গিত।"

তখন দুলালের মন কেমন হইয়া গেল, সেই বহুদিনের—সেই চিতা মনে পড়িল। ভাবিলেন,"কল্যাণি! একবার আয়—এক বার

তোকে দেখি—বহুদিন তোকে দেখি নাই মনে হয় যেন যুগযুগান্তর গিয়াছে—আয় কল্যাণি! আয় একবার দেখা দিয়া যা।”

তিনি শুইলেন, চক্ষের জল বালিশে টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে। কামময়ী ভাবিলেন, তবে ত দেখিতেছি ঠাকুরপো কিছু বলিয়া থাকিবে—নহিলে দুই চারিবার ডাকিয়াই আর ডাকিলেন না কেন?—কয় দিন হইতে মন কিছু ভারী ভারী—আবার কাঁদিতেছেন। কামময়ীর ভয় হইল পাশ ফিরিলেন, কি বলিয়া কথা তুলিবেন,—ভাবিলেন।

তখন ধীরে ধীরে, দুলালের মুখের দিকে মুখ করিলেন, বলিলেন “রাগ করিলে—তুমি কাঁদিতেছ কেন?” এই বলিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, “তুমি আমায় এত ভালবাস, তাহা আমি জানিতাম না—আজ দেখিলাম—যে কাঁদিবে সে আমার মাথা খাইবে।”

ধীরে ধীরে নিজ অঞ্চল দিয়া দুলালের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। সে আদরে দুলালের কল্যাণী স্মরণ যেন মুহূর্তমধ্যে কোথায় সরিয়া গেল। কামময়ীর হাতের গুণ, কি দুলালের মনের গুণ, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। দুলাল ভাবিলেন, এত আদর কল্যাণী করিত না—কল্যাণী এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িত।

কামময়ী বলিলেন “মেজ ঠাকুরপো পাঁচন লইয়া গেলেন, ছোট ঠাকুরপো আছেন কেমন? বাড়ীর ভিতর ত আর আ(ই)সেন নাই।

দুলাল। বলিব বলিব মনে করিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম—পাঁচনটা কি সিদ্ধ করিয়া দিতে নাই? বাবা বিরক্ত হইলেন—

বিরক্ত হইবারইত কথা—তোমারত কিছুই করিতে হয় না—কত-ক্ষণের কায ?

কাম। বল কি ? কে বলিল—আমি করি নাই ?

দুলাল। বাবা প্রসাদকে—অনেকক্ষণ বাড়ী ছিল বলিয়া বকিতেছিলেন—প্রসাদ বলিল "পাঁচে সিদ্ধ করিতে বিলম্ব হইল।"

কাম। ও বাবা—তোমাদের বাড়ীটী বড় মন্দ নয়। আমি করিতে গেলাম, তিনি বলিলেন, "আমি করিতেছি।" জিজ্ঞাসা কর দেখি—কেমন আমি যাই নাই ?

দুলাল। ও যেরূপ বলিল, তাহাতে তুমি কর নাই—এইরূপ বাবা বুঝিলেন। তবে ওকি মিথ্যা করিয়া বলিল ?

কাম। তা কি জানি—উহাদের বার বার বাড়ীর ভিতর আসা স্বভাব—মেয়ে মানুষ কখন কিরূপে থাকি—আমাদের লজ্জা হয়—আমি কি আর বলিতে পারি যে আসিও না— তোমার আদরের ভাই। মেয়েদের সহিত গল্প করা স্বভাব, তাই একটু, না একটা উছিলা লইয়া আসেন, আর গিয়া ঠাকুরকে ঐরূপ বলেন—ছি, ছি, ঠাকুর কি মনে করিলেন।

এই বলিয়া একটু কাঁদিলেন।

দুলাল। এরূপ হইলে উহাদের স্বভাব ত বড় ভাল নহে। আমি ত ভাল বলিয়াই জানিতাম।

কাম। তুমি কতক্ষণ বাড়ী থাক যে জানিবে ? তাহা হইলে দেখিতেছি কত এইরূপ তোমাকে ও ঠাকুরকে বলিয়াছেন —আর কি কি বলিয়াছেন গা ?

এই-বলিয়া একবার দুলালের মুখটী দুটী হাত দিয়া ধরিলেন,

বলিলেন "আমার ভয় হয়, কখন কি কথা হইবে—আমরা মেয়েমানুষ, তাহা হইলে মরিয়া যাইব।"

দুলাল। আর কি বলিবে—তোমার ত সুখ্যাতিই করে।

বলিলেন বটে, কিন্তু দুলালের মনে কি একটা ভাবনা ঢুকিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"মা তোমার আবার বিবাহ দিতে চান—তুমি কি করিবে?" এই বলিয়া সুশীলা রতিকান্তের হাত দুখানি ধরিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, কি দেখিতে লাগিল। ইচ্ছা রতিকান্তের মুখখানা দেখে—কিন্তু ভরসা হইতেছে না। রতিকান্ত একটু রহস্যের জন্য বলিল, "মা যখন বলিতেছেন, তখন করিতে হইবে বইকি। তুমিই ত শিখাও—মা বাপকে ভক্তি করিতে হয়, যাহা বলেন তাহা শুনিতে হয়—তবে না শুনিব কেন?"

সুশীলা কোন উত্তর করিতে পারিল না। সে থর থর করিয়া কাঁপিয়া পদতলে পড়িল, বলিল "নাথ!—তুমি পিতা মাতাকে ভক্তি কর—আমার জন্য যদি তাহাতে ত্রুটি হয়, তাহা আমি করিতে বলি না। তবে যদি আমার মুখ তাকাইয়াও পিতৃ মাতৃভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পার, তাহা হইলে কি—সে চেষ্টাটুকুও লইতে পারিবে না? আমি তোমার দাসী—চিরকাল দাসী ত থাকিবই, কিন্তু যেন তোমার সমস্ত সেবার আমি অধিকারিণী থাকি।"

সুশীলার মুখখানা দেখিয়া রতিকান্তের দয়া হইল। তিনি সুশীলার হাতদুটী ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন "সুশীলা!—তোমার

কি বিশ্বাস—আবার আমি বিবাহ করিব? আমি বিবাহ না করিলে, মা ত আর বিবাহ দিতে পারিবেন না—তবে তোমার ভয় কি?"

সুশীলা। মা যদি তোমায় আদেশ করেন?

রতি। আমি মা'র কথা শুনিব না।

সুশীলা স্বামীর হাত ধরিয়া একটু ঘুরাইয়া বলিল, "না—তাহা হইবে না।"

রতি। তবে কি বলিব? বলিব—বিবাহ করিব?

সুশীলা। না—তাহাও নহে।

রতি। দুই নহে—তবে কি?

সুশীলা। ভাল করিয়া মান্য করিয়া মাকে বুঝাইবে যে, এ কায ভাল নহে। মা যখন বুঝিবেন তখন মা'ই বলিবেন যে, বিবাহে কায নাই—আমার এই ইচ্ছা। তাহা হইলে আমাদের সকলেরই মুখ থাকিবে।

রতি। সুশীলা! তুমি বড় বুদ্ধিমতী—আমি ভাবিতাম বই না পড়িলে, এ সকল বুঝি শিক্ষা হয় না; এখন দেখিতেছি—হিন্দুর শিক্ষা ঘরে ঘরে—কথায় কথায়।

সুশীলা। কেন, আমি বুঝি বই পড়ি নাই?

রতি। কৈ?

সুশীলা রতিকান্তের চিবুক ধরিয়া বলিল, "এই যে!"

রতি। বেশ—তার পর——

সুশীলা। তুমি কি করিবে বল।

রতি। তাহাই হইবে—তাহাতে আর ভাবনা কি? তবে তাহাতে যদি মা না শুনেন, তবে ত এ মতলব খাটিবে না।

সুশীলা। একদিনে না শোনেন, দশদিনে শুনিবেন; ভাল কথা কানে শুনিতে শুনিতে অবশ্য ভাল লাগিবে—যতদিন না শুনিবেন, ততদিন একেবারে, বিবাহ করিবে না—একথা বলিও না। তাহা হইলে অবজ্ঞা করা হইবে।

রতি। তাহাই হইবে—তুমি যখন আমার শিক্ষাদাত্রী, তখন আমারই জিত হইবে।

তখন আত্মারাম আসিয়া পড়িলেন। রতিকান্ত পলাইল। সুশীলা কিছু অপ্রতিভ হইল। আত্মারাম জানিতেন না যে, এঘরে রতিকান্ত আছে। বলিলেন "মা! আমায় ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলে কেন? তুমি ত ভাল আছ?"

সুশীলা। ভাল আছি—তাহাকে কেহ আনিতে পারিল না। মা তত চেষ্টা করেন না, আবার বিবাহ দিতে চান।

বলিতে বলিতে সুশীলার চক্ষে জল আসিল, সে একটু পাশে গিয়া দাঁড়াইল, আত্মারাম ভাবিলেন,—ভগবৎ মায়ার কি অচিন্ত্য শক্তি। সেই সুশীলা—আর এই সুশীলা, আজ আমায়ও সুশীলার সম্মুখে দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হইতে হয়—কাল সুশীলা জন্মিল, আজ সুশীলা ষোড়শী। সেদিনকার কথা—সুশীলাকে কোলে করিয়া বেড়াইয়াছি, চুম্বন করিয়াছি—আজ সুশীলা আর সে সুশীলা নহে। সুশীলার সহিত বুঝিয়া সুঝিয়া কথা কহিতে হয়। বলিলেন "বেয়ানের সহিত সেই সব কথা হইতেছিল। তা—আমি ত উঁহার সহিত বেশী কথা কহিতে পারি না, দূর হইতে এক আধটা যাহা—তুমি কিন্তু স্থির থাকিও না। অনেক দিন আসিয়াছ দুদিন লইয়া যাইব ভাবিতেছি, সেই জন্ত বেয়ানকে বলিলাম—উনি রাজি হইয়াছেন।"

সুশীলা। তিনি ত বাড়িই আছেন। আমায় পাঠাইয়া বিবাহ দিবেন—এই ইচ্ছা। আমি দিন কতক বাদে যাইব।

এই বলিয়া আবার সুশীলা কাঁদিতে লাগিল। আত্মারাম বলিলেন, "মা! কাঁদ কেন? সে ভাবনা তোমার নাই।" তাঁহারও কিন্তু মনে কেমন একটা ভয় আসিল।

সুশীলা—রমা, শান্ত ও নন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আত্মারাম বলিলেন "শান্ত আসিতেছে, তাহাকে পত্র লিখিয়াছি, আর চলে না,—সে আসিয়া চাকরী, বাকরী করুক"।

সুশীলা। তিনি কবে আসিবেন?

আত্মা। দিন দুই চারি মধ্যে আসিবে।

সুশীলা। এসেই,—আমায় দেখিতে আসিবেন ত?

আত্মা। আসিবে বই কি?—আমি বেয়ানকে বুঝাইয়া বলিয়া যাইতেছি, তোমার ভাবনা নাই—কৃষ্ণকান্তবাবু যাহাতে শীঘ্র আসেন, তাহারও চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু কি করিব—আনন্দ আর আমি ত লাগিয়াই আছি।

তখন সুশীলা আত্মারামকে প্রণাম করিল। আত্মারাম চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রসবের পর, মেজ বৌ শ্বশুরালয়ে আসিযাছেন। ছোট বৌ এখনও আইসেন নাই। কামময়ী এখন গৃহিণী, তাঁহার হাতেই সব—তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়।

'ক্ষেতি' আর 'নেতি' দুই চাকরাণী। ক্ষেতি বলিল "মেজ মা! তুমি দুই দিন আসিয়াছ, তোমার ছেলে আমরা কোলে নিই—বেড়াই, কিন্তু বড়মা আমাদের তাহা বারণ করেন। আমরা নিই বলিযা, তিনি রাগ করেন—তোমার আসিবার আগেই এসব টিপিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমার তাহা ভাল লাগে না, আমি তাহা পারি না, নেতি কিন্তু তাতে বেশ শেযানা, দেখিতেছ না—সে ত তোমার কাছে ঘেঁসে না—আমি বলিযা দিতেছি, যেন বড়মা টের না পান—তিনিই গিন্নি—তাহা হইলে বাবুকে বলিযা আমাকে তাড়াইযা দিবেন।"

মেজবৌ বলিলেন—"বলিস কি?—আমাদের সহিত এত ভাব—আরবারে আমাদের লইযা কত আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন, আর আমরা গেলেই তোদের এইরূপ বলিযাছেন—আমার বিশ্বাস হয না।

ক্ষেতি। আচ্ছা—আর দুই দিন যাক, যদি না বিশ্বাস হয তখন বলিও।

প্রসাদের অসুখ হইয়াছে। মেজবৌ রাত্রে উঠিযা 'সাবু' তৈযারী করিযা দিয়াছেন। সকালে তিন চারিখানা বাসন এঁটো হইযা রহিযাছে। ক্ষেতি বলিল "দেখিবে?—এ বাসন গুলি আমি মাজিব না—নেতিকে বল দেখি?"

মেজবৌ নেত্তিকে ডাকিয়া বাসনগুলি মাজিতে বলিলেন নেত্তি তাহা দেখিয়া যেন জলিয়া উঠিল, বলিল "আমি কাল রাত্রে সমস্ত বাসন মাজিয়া রাখিয়াছি, আবার রাত্রের মধ্যে সেগুলি এঁটো করিয়া রাখা হইয়াছে—আমি এরূপ কায করিতে পারিব না, না হয়—আমায় মনিব নাই রাখিবে।" এই বলিয়া গজ গজ করিতে করিতে অন্য কাজ করিতে লাগিল।

কামময়ী বলিলেন "কি হইয়াছে, নেত্তি?—সকালে উঠিয়াই গজ গজ করিতেছিস্ কেন?"

নেত্তি। আমার মাহিনা চুকাইয়া দাও, আমি আর কায করিতে পারিব না—সব বাসন মাজিয়া রাখিব, আর রাত্রের মধ্যেই সবগুলি আবার তাই হইয়া থাকিবে—এরূপ কায আমি করিতে পারিব না।

কামময়ী। তোকে কে মাজিতে বলিতেছে—তোকে যে মাহিনা দেয়, সেকি কিছু বলিতেছে?

নেত্তি। সে কেন বলিবে গা—সে ত রাণী, তার সঙ্গে আবার কার কথা—ঐ মেজমা বলিতেছেন।

তখন মেজবৌ, বড়বৌয়ের নিকট আসিয়া বাসন মাজার কথা বলিলেন—বলিলেন, "উনি রাত্রে 'সাবু' খাইয়াছিলেন—গরম বলিয়া দুই এক খানা বেশী থালা এঁটো হইয়াছে।"

কামময়ী। তা—কি করিব বল। আমি কত করিয়া সাধিয়া পাড়িয়া চাকরাণী আনিব, আর তোমরা তাড়াইবে, এ করিলে ত আর চলে না, আজকাল চাকরাণী কি আর পাওয়া যায়—চাকরাণী যাহারা—তাহারাও গৃহিণী মনে করে।

মেজবৌ অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তখন নেত্তি আরও দুই

চাবি কথা শুনাইযা দিল—বড়বৌ কোন কথা কহিলেন না। মেজবৌ নেতিকে বলিলেন "তুমি ত কায করিতেই আছ—তোমার তাহাতে বিরক্ত হইলে চলিবে কেন ?"

নেতি। যাহার কায করিতে আছি, তাহারই কায করিব। তোমার কায আমি করিতে পারিব না।

বড়বৌ তাহাতেও কোন কথা কহিলেন না দেখিযা, মেজবৌ আর কোন কথা না কহিযা—ঘরে গেলেন।

প্রসাদ ঘরে শুইযা শুইযা সব শুনিতেছিলেন—কিন্তু দূর বলিযা ভাল বুঝিতে পারেন নাই। প্রসাদ বলিলেন "কি হইযাছে" ?

মেজবৌ বলিতে বলিতে কাঁদিযা ফেলিলেন। প্রসাদ বলিলেন "কাঁদ কেন ?—উনি বাবার উপর যেরূপ করেন, তাহা ত দেখিযাছ—আমাদের উপর করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমি আর পড়িব না—একটা চাকরী বাকরী দেখিতে হইবে। বড় দাদাকে বলিযাছি। বড়বৌ যাহাই করুন বড় দাদা কিন্তু সেরূপ নহেন।"

মেজবৌ। উনি আমাদের পদে পদে লজ্জা দেন। সেবারে যখন ব্রাহ্মণ রাখা হয—বড়ঠাকুর ঠাকুরকে বলিলেন—"মেযেদের বড় কষ্ট হয—ব্রাহ্মণ না রাখিলে চলে না।" কেন ? বড় দিদিকে ত কিছুই করিতে হয না বা হইত না—আমরাও ত কষ্ট বোধ করি নাই—ছিছি! ঠাকুর কি মনে করিলেন, বল দেখি, লজ্জার কথা—তিনি ভাবিলেন, আমরা কাজ করিতে ইচ্ছা করি না।

বলিতে বলিতে, যেন মুখখানা কাঁদ কাঁদ হইযা গেল। প্রসাদ বলিলেন 'তাহার জন্য দুঃখ কি ?—বড়বৌর যাহা ইচ্ছা

তাহা কেন স্পষ্ট বলুন না, তাহা হইলে আমাদের আর দোষের ভাগী হইতে হয় না।"

মেজবৌ। আমাদের ছেলে হইয়াছে দেখিয়া, উঁহার বিষয়ের জন্য ভাবনা হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, শীঘ্রই পৃথক করিয়া দিবেন।

প্রসাদ। কেন?—বলেন, না—কি?

মেজবৌ। হাঁ—প্রায়ই বড়ঠাকুরকে বলেন।

প্রসাদ। তুমি কেমন করিয়া শুনিলে?

মেজবৌ। আমি একদিন শুনিয়াছিলাম—আর ক্ষেন্তি অনেকবার শুনিয়াছে, তাহার মুখেই শুনিয়াছি।

প্রসাদ। বড়দাদা—কি বলেন?

মেজবৌ। উনি সে কথায়—কখন ধমকান, কখন চুপ করিয়া থাকেন।

প্রসাদ উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুশীলা বিলাসিনীর সঙ্গ আর ছাড়ে না। সুশীলা মনে করে মা'র এই রাগটা থামাইতে পারিলে, আমি বাঁচি। রতিকান্তের কথা সুশীলা বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে। সুশীলা ভাবিল, উনি ত বিবাহ করিবেন না নিশ্চয়, কিন্তু মা'র মনে মনে যেন না হয় যে, পুত্র তাঁহার কথা শুনিল না—তাহা হইলে মা'র দুঃখ হইবে—চক্ষে জল পড়িবে—মার চক্ষে জল পড়িলে আমাদের ভাল হইবে না। মা'র মনে যত দিন এ রাগ না ভাঙ্গিবে,

সে তত দিন অন্য চিন্তা করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু অমনি কৃষ্ণকান্তের কথা মনে পড়িল—ভাবিল এটীছাড়া।

সুশীলা সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় বটে, কিন্তু বিলাসিনীর স্বভাবের শোভা সন্দর্শন, টেবিলে বসিয়া পুস্তক পাঠ, আর লিখন ভঙ্গি, সে বড় ভয় করে—কারণ সে বড় ঘেঁসিতে পারে না। ঘেঁসিতে পারে না—কারণ, তাহার সে কিছুই বুঝিতে পারে না—বুঝিতেও ইচ্ছা হয় না—বুঝিতে পারিবে কি? "তারার ভিতর কেমন যেন—যেন—বুঝিতে পারা যায়—আবার যায় না—যেন কেমন সে ফুলের ভিতর—ভিতর দিয়া—কালর আঙ্গুল দিয়া—কে ডাকে—কে উঁকি ঝুঁকি মারে- একটী গানের ভিতর দিয়া—অমনি পুরাণ কতকগুলি কথা—কে যেন বলিয়া গেল।" বিলাসিনীর এ ভাবের সে কিছুই বুঝিতে পারে না—সে হা করিয়া থাকে তাহার বড়ই বিপদ হয়—সে যাহা বলিতে যায়, সেকথা এইরূপ কথায় ঢাকা পড়ে—ওসকল কথার ভিতর সে ঢুকিতে পারে না, তাই না—না করিয়া তফাতে পলায়।

বিলাসিনী রতিকান্তকে বলিলেন "এই সম্বন্ধটীতে আর না বলিও না—পরীর মত মেয়ে—লেখাপড়া বেশ জানে—আমার বড় মনের মত হইয়াছে- এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিবে।"

রতিকান্ত বলিলেন—"তুমি বুঝিবে না, আমি কি করিব—একটাকে কেমন করিয়া ভাসাই, ওকে তোমার একটু দয়া করা উচিত।"

বিলাসিনী। আবার দয়া—ঐ হইতে আমি স্বামী হারাইয়াছি, তাহার পর তাহাতেও কিছু বলি নাই, যেরূপ আচার ব্যবহার—আমার ঘরে কি ও বৌ শোভা পায়?

রতি। বাবা ত—আনন্দরামকে তুমি তাড়াইয়া দিলে—সেই জন্যই গিয়াছেন। উহার দোষ কি?

বিলাসিনী। হাঁ, কি—না, বল; আমি তাহাই শুনিতে চাই, না কর, আমি তাহা হইলে তোমার টাকা টাকা আর কিছুই দিব না। দেখ, এই দুই তিন বৎসর মধ্যে কত টাকা উড়াইলে—আবার টাকা চাইতেছ, আমি কিন্তু কিছুই দিব না—ভাল তুমি বউ লইয়া থাক।

রতি। কথা কোনটা না শুনিয়াছি?—শুনিতেও হইবে। ভাবিয়া দেখ না, যদি তাহাই ভাল হয়—করিতে হইবে।

এই বলিয়া রতিকান্ত চলিয়া গেল।

দূরে দাঁড়াইয়া সুশীলা শুনিতেছিল। সুশীলা ভাবিল, ঠাকুর ত্যাগ করিয়াছেন, যদি স্বামী আবার বিবাহ করেন, আমাকে কি আর মনে থাকিবে? মা ত আমার উপর সদয় হইলেন না। চকিতে একবার পিতা মাতার উপর দৃষ্টি পড়িল—সেখানেও যেন দাঁড়াইবার স্থান পাইল না। তাহার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল; ভাবিল—গিয়া মার পায়ে ধরি, ইহাতেও কি মার দয়া হইবে না? আবার ভাবিল—কতবার ত ধরিয়াছি। তাহাতে যেন ভয় পাইল, আবার ভাবিল—মা যদি এবারও ফেলিয়া দেন—দিলেন, যাঁহাকে 'মা' বলিয়াছি, তাঁহার নিকট আবার লজ্জা ভয় কি? আবার ভাবিল—উনি ত বিবাহ করিবেন না বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মন সন্তুষ্ট হইল না; ভাবিল—যেরূপ করিয়া আমার বিবাহ হইয়াছিল, সেইরূপ করিয়া যদি দেন?—বউ ঘরে আসিলে, স্বামী কি ফেলিতে পারে? সুশীলা আর ভাবিতে

পারিল না—ধীরে ধীরে, লজ্জায় লজ্জায়, বিলাসিনীর পদতলে পড়িল—বলিল, "মা! বল আর তুমি বিবাহ দিবে না, তুমি না বলিলে আর আমি উঠিব না, এইখানে মরিব—তুমি যদি আমায় ঘৃণা করিবে, তবে কে আমার আদর করিবে? তোমায় অবজ্ঞা করিয়া আমায় ভালবাসা, সে ভালবাসা কি ভালবাসা? উঁহাকে তোমায় ভক্তি করিতে শিখাও। আমি মা'র মুখে শুনিয়াছি, যে বাপ মাকে ভালবাসিতে শিখে নাই, সে কাহাকেও ভালবাসিতে শিখে নাই। উঁহাকে তোমায় ভক্তি করিতে শিখাও—একবার ভাবিয়া দেখ—বল, আর তুমি বিবাহ দিবে না।"

বিলাসিনী বলিল, "কর কি? কর কি? ওগুলি সেকেলে ধরণ—পায়ে ধরিলেই কি বিনয় জানান হয়? তোমার মুখ তাকাইতে গেলে ত আমার চলিবে না—ছেলের জন্য ত তুমি—তোমার জন্য আমার ছেলে মাটী হইল—সে বল নাই, সে ভরসা নাই, ছেলের মুখ ত আমায় তাকাইতে হইবে? ছাড়—ও সকল ভালবাসি না।"

এই বলিয়া সজোরে পা ছাড়াইয়া লইলেন। সুশীলা আবার ধরিল—বলিল, "তোমার ছেলে, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার—আমি দাসী; দাসীর অপরাধ কি? যাহা শিখাইবে, তাহাই শিখিবে—দাসী ত ছায়ামাত্র; তুমি না শিখাইলে, আমি শিখিব কোথা হইতে মা! আমায় শিখাইতে হইবে, আমায় ফেলিলে চলিবে না, বল ফেলিবে না, ফেলিলে আমি কাহার মুখ দেখিয়া বাঁচিব মা!"

এই সময় আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলা কি

করে—পলাইল, কিন্তু সে পলাইতে পলাইতে দুই তিনবার পড়িল।

বিলাসিনী বলিল, "কি আনন্দ! মামার কাছে আদরে আদরে খাইয়াও যে রোগা হইয়া যাইতেছ?"

আনন্দ বলিল, "আমি ত মামার নিকট খাই না—ভিক্ষা করি, আপনি রাঁধিয়া খাই।"

বিলা। কবে হইতে?—এ কথা ত শুনি নাই।

আনন্দ। কেন?—যে দিন হইতে মামা এ বাড়ী ছাড়া, কথা ত সেই দিনই হইয়াছিল যে, যে মামাকে লইবে, সে মামার বিষয়ের এক কপর্দ্দকও পাইবে না—আমি কাহারও বিষয় চাহি না।

বিলা। রাগ কি ভাঙ্গিল?—কিরূপ দেখ।

আনন্দ। নিত্য ত সাধিতেছি—আত্মারাম বাবুর কসুর নাই।

বিলা। তুমি যে এখানে প্রায় রোজ এস—তা তোমার মামা রাগ করেন না?

আনন্দ। আমি ত কাহাকেও ফেলি নাই—তিনিই ফেলিয়াছেন। আমার, আপনারা আগেও যেমন—এখনও তেমনি।

বিলা। ভাল ভাল—তোমার এ বুদ্ধি যে হইয়াছে, এও ভাল।

এ কথায় আনন্দরামের কিছু দুঃখ হইল। ভাবিলেন, কই এক দিনও ত আমি ইহার অন্যথা ভাবি নাই, তবে কেন আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুলাল ও প্রসাদ ছাদে বেড়াইতেছেন। কতকগুলা 'আতার' বিচি ও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। দুলাল বলিলেন,—"আতা কি এখন উঠিয়াছে?"

প্রসাদ। যখন খাইয়াছে দেখিতেছি, তখন উঠিয়া থাকিবে, নচেৎ বাজারে আসিল কি প্রকারে—তা এত দিন আর উঠে নাই।

দুলাল। জিজ্ঞাসা কর ত—কে আনিতে দিয়াছিল?

প্রসাদ তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। স্ত্রী বলিল—"বড় দিদি খাইয়াছেন।" প্রসাদ দুলালকে তাহাই বলিল। দুলাল বলিলেন, "নাহে—তুমি জান না, মেজবৌ খাইয়াছেন—তুমি সকল কথা বিশ্বাস করিও না। আবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস দেখি—বুঝিতে পারিবে কে খাইয়াছে—বাড়ীতে খাইলে কি আমাদের আগে না দিয়া খাই ত?"

প্রসাদ আবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। মেজবৌ বলিল—"আমি তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি খাই নাই—আমি আনাই নাই—বড় দিদি খাইয়াছেন—বড় দিদি আনাইয়াছেন—আমি কোথা হইতে পয়সা পাইব যে, আনাইব। যদি আনাইতাম, তোমরা না খাইলে কি আমি খাইতাম?"

প্রসাদ আবার গিয়া তাহাই বলিল। দুলাল বলিলেন—"নাহে তুমি জান না।" প্রসাদ বলিল, "যে আনিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব?"

তখন দুই জনে ক্ষেতি ও নেতিকে ডাকিলেন। নেতি তখন

বাড়ী ছিল না। ক্ষেতি আসিল; প্রসাদ বলিল, "আতা কে আনিতে দিয়াছিল—তুমি জান?" ক্ষেতি বলিল, "বড় মা আনিতে দিয়াছিলেন—আমিই আনিয়াছি।"

তখন উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু দুলাল তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন—"যাইতে দাও, ও মাগী ঐরূপ, ঐ জন্য মাগীর সহিত বাড়ীতে বনে না, বড় মিথ্যা কথা কহে।"

প্রসাদ আর কোন কথা কহিল না, কিন্তু বড় দুঃখ হইল। তখন পিতার নিকট গেল।

খোকার 'বালসা' হইয়াছে। মেজবৌ 'সার' করিয়া সরখানা তুলিয়া দালানে একটা বাটীতে রাখিয়াছে, আর জলীয় অংশটা খোকাকে খাওয়ান হইয়াছে। দুলাল ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন—"মরি। এ বাটিতে কি?" বড়বৌ বলিলেন, "জানি না—মেজদিদি বুঝি গায়ে মাখিবার জন্য সব রাখিয়াছেন; মেজদিদির সাবান, সর মাখিবার বড় ধুম"। দুলাল শুনিয়াই কোন কথা আর না জিজ্ঞাসা করিয়া, সরখানা নরদামায় ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "মা ত নয়—রাক্ষসী, ছেলেকে না খাওয়াইয়া, গায়ে সর মাখিবেন?"

মেজবৌ আপন ঘর হইতে শুনিতেছিল, বড়বৌ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। দুলাল বাহিরে গেলে, মেজবৌ বড়বৌকে বলিল, "এইরূপ করিয়া কি বলিতে হয়? উনি কি মনে করিলেন বলদেখি—আমি কি সাবান সর কখন মাখি, তুমি দেখিয়াছ? যে মিথ্যা করিয়া বলিলে।"

বড়বৌ বলিলেন—"আমি ত সব মিথ্যা করিয়াই লাগাই, আর উঁহাকে তোমরা মান্য করিয়া ত মাথায় করিয়া রাখিয়াছ।"

মেজবৌ। আমি নিজের কাণে শুনিলাম।

বড়বৌ। শুনিবে বইকি ?—কত শুনিবে।

এই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এইরূপ ঘটনা নিত্য চলিতে লাগিল। একদিন দুলাল প্রসাদকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, মেজবৌ যদি এমন মিথ্যা ঝগড়া করিবেন, তাহা হইলে —আমি ঝি ও বামনী ছাড়াইয়া দিব, রেঁধে কায করে মরিবেন। সেটা কি ভাল ? আমরা যেমন ভাই ভাই উঁহারাও তেমনি, আমার ইচ্ছা নয় যে, বাদ বিসম্বাদ বাড়ীতে থাকে, কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ভাল বুঝিতেছি না—আমার ইচ্ছা, তোমাদের লইয়া চিরদিন সমান থাকি, তোমরা যদি তাহা না রাখিতে পার, তবে তোমাদের দোষেই তোমরা কষ্ট পাইবে।

প্রসাদ চুপ করিয়া রহিল, ভাবিল—ইহার উপর এখন কোন কথা চলিবে না। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, আর যতই চুপ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা, ততই অশান্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তখন স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার মন হইল।

শেষ প্রসাদ এ কথা, পিতার নিকট তুলিল। বলিল, "এই জন্য আমি মনে করিতেছি—ও এখন দিন কতক বাপের বাড়ী যাক্।" খেলারাম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—দুই চারিটা কথা বার্ত্তার পর সম্মত হইলেন। বলিলেন,—"তবে চরণের পরিবারকে আনার কথা হইতেছে, তাহাতেও এখন কায নাই।"

মেজবৌ বাপের বাড়ী গেল। প্রসাদ ও চরণ আর বাড়ীর ভিতর যায় না। দিনে দিনে খেলারাম বাটীর গতি অনেকটা বুঝিলেন, দেখিলেন,—ঘর শীঘ্রই ভাঙ্গিবে, ভাবিলেন, এখন

উপায় কি করা যায়। এই চিন্তা করিতে করিতে খেলারামের কল্যাণীর জন্য চক্ষে জল আসিল। মনে মনে বলিলেন—মা! তুমি থাকিলে, বুড়া বয়সে আমার এ চিন্তা লইয়া অকুলপাথারে ভাসিতে হইত না।

তখন প্রসাদ ও চরণ খেলারামের সম্মুখে বসিয়াছিল; তাহারা বুঝিয়াছিল—পিতা কি ভাবিতেছেন—চক্ষে জল দেখিয়া তাহাদেরও চক্ষে জল আসিল—কল্যাণীর জন্য তাহাদেরও মন কেমন হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিল—আমাদের মা অনেক দিন নাই, তুমি আমাদের মা হইয়াছিলে—তোমায় হারাইয়া দেখ আমাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"সুশীলা!—তুমি আসিলে কবে ?"

"আমি অনেক দিন আসিয়াছি,—ভাই! আজ তিন চারি বৎসরের পর তোমার সহিত দেখা—ভাল আছ ত ?"

"কবে এলে বল দেখি। 'ভাই' 'ভাই' কি? আমরা স্ত্রী জাতি—সকলেই সকলের ভগ্নী।"

"তুই'ও খুব কথা কহিতে শিখিয়াছিস্ দেখিতেছি—আমার শাশুড়ীও খুব এইরূপ কথা কন।"

"তুই' কথা ব্যবহার করিও না; বড় নীচ ভাষা। উহাতে মানুষকে অবজ্ঞা করা হয়—আমায় বলিতেছ—সেজন্য বলিতেছি না।"

সুশীলা কিছু অপ্রতিভ হইল, কিছু দুঃখিতও হইল।

ভাবিল—আমি তোমায় বড় ভালবাসি, তাই 'তুই' বলিতে ইচ্ছা হয়—তা তোমার যদি তাহা ভাল না লাগে—আর বলিব না। বলিল—আমরা ত তখন তোমায় আমায় 'তুই' বলিয়া আসিয়াছি। আজ তাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—আর তোমায় তুই বলিব না।

স্নেহ। তখন আমি 'বোধোদয়' পড়িতাম, তখন কি জ্ঞান হইয়াছিল—শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া বিবির কাছে পড়িতে পড়িতে তবে জ্ঞান হইল। তুমি শুনিয়াছি—পড়িতে চাহ না, বড় অন্যায় করিতেছ—মানুষের জ্ঞান প্রয়োজন।

সুশীলা। হাঁ—আমি তোমার কথা শাশুড়ীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি—তোমার শাশুড়ীতে আমার শাশুড়ীতে বড় ভাব।

স্নেহ। শুনিয়াছিলাম, তোমার এখন আসা হইবে না—তবে যে আসা হইল?

সুশীলা। তোমায় কে বলিল?

স্নেহ। রতিকান্তবাবু আর উনি, দুজনেই যে 'ভারত বিড়ম্বনা' সভার সভ্য—উঁহার মুখেই শুনিয়াছিলাম। উঁহাদের দুইজনের, আমাদের কথা লইয়া কত কথা হয়।

সুশীলা। কই?—আমায় ত কিছু বলেন না।

স্নেহ। রতিকান্তবাবু এখন একটু গম্ভীর হইয়াছেন।

সুশীলা। আমার আসিতে ইচ্ছা ছিল না—আমার স্বামী জোর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

স্নেহ। কেন?

সুশীলা। মা উঁহার আবার বিবাহ দিতে চান, উনি বিবাহ করিতে চান না, মা সে জন্য আমায় বড় ভর্ৎসনা করেন,

ভালবাসেন না। এইরূপ নিত্য দেখিয়া, উনি আমায় বলিলেন; "তুমি কি মরিয়া যাইবে? মা তোমায় ওরূপ সকল কথায় করেন, তুমি আমায় কিছু বল না—ঢাকিতে যাও, আমি কি টের পাই না ভাব—এই বলিয়া অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমার কিন্তু আসিয়া বড় ভাবনা হইয়াছে।

স্নেহ। কেন?

সুশীলা। প্রথম প্রথম তিনি প্রায় আসিতেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে কমাইয়া, এখন আর আসেন না—শুনিতেছি, মা'র সহিতও বসে না, বাড়ীতেও কম থাকেন।

স্নেহ। তোমার শাশুড়ী যে পাঠাইলেন।

সুশীলা। তিনিত অনেক দিন পাঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, —আমিই আসি নাই—ভয় হয় পাছে বিবাহ দেন।

স্নেহ। বিবাহ দিবার কথা আমি সব শুনিয়াছি—সেটী তোমার অন্যায়, উঁহারা ভদ্রলোক, দশজন ভদ্রলোকের সহিত উঁহাদের ব্যবহার করিতে হয়—তুমি সেই সেকেলে ধরণ ছাড়িবে না,—তাইত তিনি চটিয়াছেন। এই দেখ না, একটা জামা গায়ে দাও নাই, দেখ দেখি আমার 'বডি' কেমন! খোলা গা অসভ্যের লক্ষণ। তুমি জামা পরিবে। তোমার হাতে ওকি?

সুশীলা। কেন—শাখা কি তুমি চেন না?

স্নেহ। চিনিব না কেন—ছি! ওকি আর কেহ পরে, যেন সেই সেকেলে গিন্নী মনে হয়—তোমার ত ঢের গহনা আছে, তুমি পর না কেন?

সুশীলা। গহনা পরিয়া কি সদা সর্ব্বদা বসিয়া থাকা যায়?

আমার লজ্জা করে—আমি এবার গহনা আনি নাই, মাও দেন নাই। এই বালা আর হার, মল আমার পায়েই ছিল।

স্নেহ। বেশী গহনা আবার কিছু নহে, সে আবার সেকেলে সেকেলে দেখায়—একটী 'বড়ী' পরিবে—আর তার উপর বালা, চুড়হার, অনন্ত এইরূপ পরিবে।

সুশীলা। কে পরে,—তুমিও যেমন।

স্নেহ। তাহা হইলে যে বিশ্রী দেখাইবে।

সুশীলা। বিশ্রী—সুশ্রী ত একজনের কাছে—অন্যের নিকট যাহাই হউক, তাহাতে কি ক্ষতি।

স্নেহ। তোমার ত দেখিতেছি, ছেলেবেলাকার সকলই আছে, কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, আর হইবেই বা কোথা হইতে, লেখাপড়া শিখিতে চাও না—কি ভাল, কি মন্দ—কেমন করিয়া শিখিবে।

সুশীলা। তোমার ত আর সে পূর্ব্বের মত কিছুই দেখিতেছি না—তুমি বেশ হইয়াছ।

স্নেহ। আমিও তোমার মত ছিলাম, আমাকে উনি আর আমার শাশুড়ী কত করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, এখন দেখিতেছি—এরূপ না হইলে—তখন যেন অন্ধকারে অন্ধকারে ছিলাম।

সুশীলা। আমার মনে হয় অন্ধকারই ভাল, তোমার কি মনে হয়—বলিতে পারি না।

সুশীলার এ দিনে সুশীলা ভাবিয়াছিল—স্নেহার নিকট দুইটা মনের ব্যথা জানাইয়া, সে নিজের হৃদয়ভার কিছু লাঘব করিবে, কিন্তু সে আশায় সে নৈরাশ হইল—স্নেহা শ্বশুর-বাড়ী

হইতে কবে আসিবে,—কবে আসিবে মনে করিয়া তাহার যেটুকু আনন্দ ছিল—এখন দেখিয়া সেটুকু গেল। সে ভাবিল—আমি কি হইলাম? কেন এমন হইলাম?—পিতা মাতা কি আমায় আশীর্ব্বাদ করেন না?—তবে বুঝি স্বামীভক্তি আজও শিখি নাই, নহিলে আমার এমন কষ্ট কেন? মা'র মুখে শুনিয়াছি—পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামীর প্রতি যাহার ভক্তি থাকে, তাহার কষ্ট হয় না—তবে স্নেহা আমার ব্যথা না বুঝিয়া কতকগুলি বাজে কথা কহিল কেন?

তখন রমাবতী সুশীলাকে ডাকিলেন—স্নেহা চলিয়া গেল। সুশীলার বড় দুঃখ হইল—সে মুখটী চূণ করিয়া মা'র কাছে আসিল।

রমা বলিলেন,—"মা তোমার শ্বশুর আসিয়াছেন,একটা পান চাহিতেছেন—স্নেহার নিকট একটা পান চাহিয়া লইতে পার?"

সুশীলা। না—মা, আমি চাহিতে পারি না। স্নেহার নিকট আগে সব বলিতে পারিতাম—এখন আর পারিব না।

রমাবতী একবার সুশীলার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন "মা, তোমার দুঃখ কি? ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, তুমি অত ভাব কেন? ভাবিয়া ভাবিয়া আধখানা হইলে—আমার কপাল।"

সুশীলা। না—মা, ভাবি নাই, ভয় হয়, পাছে আবার তোমাদের গলগ্রহ হই।

নন্দ বলিল, "দিদি! অনেকক্ষণ পান চাহিয়াছেন—তাহা হইলে কি হইবে?

সুশীলা। এক পয়সার লইয়া আইস।

রমা। আমার নিকট কি পয়সা আছে ?—জানত মা।

সুশীলা। মা—আমার নিকট এখনও একটা টাকা আছে, আমি সেই টাকাটী দিতেছি, ভাঙ্গাইয়া লইয়া আসুক।

রমা। ওই করিয়া ত সবগুলি খরচ করিলে, কোথায় আমরা দিব, না তুমিই দিতেছ—কর্ত্তা টের পাইলে অনর্থ করিবেন।

সুশীলা। আমার বুঝি ইচ্ছা হয় না—তাহাতে দোষ কি ? মা,—বাবা পান খান না কেন ?

রমা। পয়সার অনাটনে খান না, মুখে বলেন—ইচ্ছা হয় না।

সুশীলা চুপ করিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণী স্মরণে, খেলারাম, দুলালের গতি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। সে জন্য নিত্য পাখী পড়ান অভ্যাস পড়াইতে আরম্ভ করিলেন—যদি সে গতি ফিরে। পুত্রবধূর বিপক্ষে বলা—খেলারামের যুক্তিসঙ্গত নহে, আর কি বলিবই বা বলিবেন, তাই অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু তাহাতে, হিতে বিপরীত ঘটিল। তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন অদ্য তার একটা বলি। পাঠক তাহাতেই সকল বুঝিবেন।

দুলাল পিতার নিকট বসিয়া আছেন, খেলারাম বলিলেন—"দুলাল, সংসারে আপন পর বৃথা বল—কে আপন কে পর, বল দেখি ? পরও আপন হয়, আপনও পর হয়। এই যে ভাই ভাই দেখিতেছ, ইহারা কি আপন ? হয়ত ইহাদের আবার

যখন সময় হইবে, তখন ইহারা আমাদের চিনিতে পারিবে না। তেমনি এই যে লোকে "স্ত্রী" "স্ত্রী" বলিয়া আপন ভাবিয়া মরে, হয় ত এমন দিন আসিতে পারে—ঐ স্ত্রী আবার ফেলিয়া যাইতে পারে। তবে বল দেখি—কাহাকে পর, কাহাকে আপন বলিব ?"

দুলাল। হাঁ—সত্য বটে। তবে যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার মন্দ করিতে পারে না। তাহাকেই আপন বলিতেছি—এইরূপই সব।

খেলারাম। কি জান, কথায় বলে—'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'। ভাই হইলেই হয় না—ছেলে হইলেই হয় না—স্ত্রী হইলেই হয় না, তাহারও ইতর বিশেষ আছে। তেমনি সকলেই সকলের আপন—সকলেই সকলের পর। আবার ভাই ভাই কি আপন হয় না ?—তাহা নহে। তবে, বুঝিয়া সুঝিয়া দেখিতে হয়—কে আপন কে পর—কাহার সহিত ভবিষ্যতে কি হইবে, কোন্ পথে চলিলে লোকের ভাল হইতে পারে। ইহা না দেখিয়া চলিলে, ভবিষ্যতে ভাল হয় না। এই জন্যই আমার বলা—নহিলে আমি কিসে আছি বল, তখন তখন আমায় দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে—বলিতাম, এখন যে তাহাও বলনা, তাহাতেইবা কি করিতেছি বল।

দুলাল। আপনাকে অভক্তি করিয়া যে জিজ্ঞাসা করি না, তাহা নহে। আমার উদ্দেশ্য—আপনি ঈশ্বরের নাম করুন, খান দান, সুখে থাকুন; এ সকল ভাবাইয়া আপনাকে কষ্ট দিতে আর আমার ইচ্ছা হয় না। আমি, সত্য সত্য বলিতেছি—ইহাই আমার ইচ্ছা। ইহাতে আমায় আপনি অপরাধী করিবেন না।

খেলারাম। না—আমি সে জন্য বলিতেছি না—কথার পিঠে কথা বলিলাম। তোমাদের যাহা ভাল হইবে, তাহাই তোমরা করিবে।

দুলাল। আপনি ত এরূপ আমায় অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, আমিও তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা অতি সত্য, আমাদের ভালর জন্যই আপনি বলেন। আমি সে জন্য যাহা ঠিক করিয়াছি—তাহা কি শুনিবেন?

খেলারাম। বল—শুনি।

দুলাল। আমার ভা'য়েরা যে মন্দ—তাহা আমি বলিতেছি না, তবে এক সঙ্গে থাকিতে গেলে, নানান কথা বার্ত্তা হয়—তাহাও আমি ধরি না। মা'র পেটের ভাই, সে দোষাদোষ আমি ধরিতে চাহি না। আমি বলিতেছি—আমার যে টাকা আপনার নিকট আছে, সেগুলি আপনি আমার নামে করিয়া দিন। কেন না জীবনের গতি বলা যায় না, কখন আছে কখন নাই, কাল আমিই না থাকিতে পারি। আমার একথা এখন শুনিতে বড় খারাপ লাগিতেছে, কিন্তু ইহা বড় সত্য। আমার শরীর যেরূপ ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, আমি অধিক দিন কাযকর্ম্ম করিতে পারিব না। যদি পরে, (ঈশ্বর না করুন), এমন দিনই হয় যে, ভায়ে ভায়ে কুশল না থাকে, তাহা হইলে সে সময় আমাকেই কষ্ট পাইতে হইবে; কারণ, উহাদের তখন উপার্জ্জনের সময়, উপার্জ্জন করিবে। কিম্বা এমনও হইতে পারে, যদি আমি যাই, আর আমার ভায়েরা সেরূপ চক্ষে না দেখে, তাহা হইলে যাহার ভরণপোষণের ভার যাবজ্জীবনের জন্য

লইযাছি, তাহাব প্রতি বডই গর্হিত ব্যবহাব হয। আপনি থাকিতে এ ভযের কাবণ নাই বটে, কিন্তু আপনাব কথায় আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছু হইযাছে। তাই বলি—আমার উপার্জ্জন প্রায লক্ষ বা ততোধিক হইবে, এখন সকলই আপনার নামে। আপনাব পৈতৃক সম্পত্তি কিছু ছিল না। আমি ইচ্ছা করি—আমাব ঐ টাকাব ২৫,০০০ পঁচিশ হাজাব আপনাব নামে থাকে, আব বাকি আমাব নামে হউক। ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকার সুদ মাসে প্রায ১০০৲ টাকা হইবে। আপনি তাহাতে তীর্থধর্ম্ম কবিতে থাকুন বা যাহা ইচ্ছা কবিতে পাবেন, তাহা হইলে কাহাবও নিকট আপনাকে যাচিএা কবিতে হইবে না। ওটাকার আমি আব আশা কবিব না। প্রসাদ ও চবণকে আপনি দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে,উহাদেব প্রতিও অসৎ ব্যবহাব করা হইল না—আমাব তাহা ইচ্ছা নয। উহাবা ভালই হউক মন্দই হউক—তাহা আমি তাকাইব না। মা'ব পেটেব ভাই আমি মন্দ দেখিব না। তবে, একসঙ্গে আব থাকা হইবে না। থাকিলে নানা কথায় বিচ্ছেদ আসিযা পডিতে পাবে—তাহা ভাল নহে। দূবে থাকিলে যদি সম্প্রীত থাকে, আমি তাহাই ভাল বোধ কবি, ইহাতে আপনাব মত কি ?

খেলাবাম শুনিযা কোন কথা কহিলেন না। সে দিন সেই রূপেই গেল। গতিক বুঝিযা খেলাবাম আব কোন কথাই পাড়েন না। দুলাল কিন্তু মধ্যে মধ্যে তুলেন। একদিন দুলাল পিতাকে লইযা, নৌকা কবিযা বেড়াইতে গেলেন। জলে নৌকাব উপব আবাব এই কথা তুলিলেন। খেলাবাম সেকথা উড়াইযা দিতে চান। দুলাল বলিলেন, “আপনি একথা

পিতা যেমন উড়াইয়া দেন, তেমনি যদি আজও দেন, তবে আমি জলে ডুবিয়া মরিব।" নানা কথায় খেলারাম তখন সম্মত হইলেন, কিন্তু বাড়ী আসিয়া আবার অন্য মূর্ত্তি ধরিলেন।

দুলাল, পাছে পিতা দুঃখিত হন, এই ভাবিয়া কিছু বলিতেও পারেন না, আবার চুপ করিয়াও থাকিতে পারেন না। কারণ, কামময়ী নিত্য ওই কথা তুলিয়া, নানা ভঙ্গিতে দুলালের মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত করেন।

দুলালের বুদ্ধিভ্রম হইল কি না—জানি না। দুলাল পিতার নিকট পুনরপি টাকার কথা তুলিয়া, এক দিন বাটী হইতে বাহির হইলেন। সে দিন আর বাটী ফিরিলেন না। দুই এক দিন বাদে, খেলারামের যত্নে, প্রসাদ ও চরণের অনুসন্ধানে, দুই দশ জন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা দিলেন। সকলেই দুলালের প্রস্তাবে খেলারামের সহিত তর্ক বিতর্কে, দুই চারি দিন কাটাইলেন। তাহাতে খেলারামকে অবশেষে, দুলালের প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইতে হইল। তৎপরে কাগজ নামান্তরিত হইল; খেলারামের নামে ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার মাত্র রহিল।

ইহাতে খেলারাম যে দুঃখিত হইলেন, দুলাল তাহা বুঝিতে পারিলেন। দুলাল ভাবিলেন—ইহাতে আমায় যদি অপরাধী হইতে হয়, তবে বাবার আমার প্রতি বড় অকৃপা। সে জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, বাবা যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়া অপরাধ হইতে আমায় মুক্ত করেন, কেন না—আমি নির্দ্দোষী হইলেও যদি বাবা আমায় দোষী মনে করেন, পিতার নিকট, সেও আমার অপরাধ।

এই রূপ মনে দুলাল, ভাই ভাই পৃথক হবার কথা পিতার নিকট আর তুলিতে পারেন না। কিন্তু কামময়ী যেরূপ নিত্য বুঝান, দুলাল তাহাও সত্য বোধ করেন। দেখেন—কামময়ী যাহা বলে, তাহা আপাততঃ শুনিতে যত কঠোর, ভবিষ্যতে তত মধুর। কারণ, একত্রে থাকিয়া বিচ্ছেদ আনা অপেক্ষা, পৃথক থাকিয়া সম্প্রীতে থাকা ভাল। যদিও ভাইদের হৃদয় বিমল, কিন্তু ভাইদের সংসার অতি কুটিল। সে স্থলে আপাততঃ স্থির থাকিলেও ভবিষ্যতে অনিষ্টেরই আশঙ্কা। সে জন্য আবার সে কথা তুলিতে হইল। তাহা খেলারামেরও আর অবিদিত রহিল না, কিন্তু খেলারাম প্রথম প্রথম, সামান্য ভাবিলেও শেষ প্রকৃত রূপেই বুঝিতে পারিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুশীলা সেই অবধি আত্মারামের বাটীতে। কৃষ্ণকান্তের পৃথক বাস, তাহার হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। রমাবতীর চক্ষের জল, সে জন্য আজও যায় নাই। সুশীলা কিন্তু জল মুছিয়াছে। জল মুছিয়া সে যেন আরও প্রফুল্ল। সুশীলার এ ভাব রমাবতী বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, অন্তরে যাহার ব্যথা লাগে, ব্যথায় কেহ মরিতে চায়, কেহ উপশমের চেষ্টায় ফিরে, তাই সুশীলার এ নূতন ভাব। সুশীলা আর সেরূপ নাই। সুশীলা এখন নিত্য পড়ে। পূর্ব্বে শাশুড়ীর গঞ্জনায় দুই এক খানা বই এক বৎসরে শেষ করিয়াছিল, এখন এই কয় মাসে ৫।৬ খানা শেষ করিয়াছে। সে এখন রামায়ণ, মহাভারত বেশ

বুঝিতে পারে, পারিলে কি হইবে? যখন সে সীতার শেষ চিত্র দেখিতে থাকে,তখন সে সব ভাব আর রাখিতে পারে না—কাঁদিতে থাকে।

ভাবিয়াছিল, স্নেহার সহিত আর সে কথা কহিবে না। কিন্তু আবার স্নেহার নিকট গিয়া, স্নেহার কথায় অন্তরে কাঁদিয়া উপরে হাসিয়া, স্নেহার সহিত মিলিল। মিলিয়া সূচি-কার্য্য শিখিল। স্নেহা হারমনিয়াম বাজাইতে শিখিয়াছিল, সুশীলাও শিখিতে আরম্ভ করিল, ভাবিল—যদি দিন পাই, তবে পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, আবার তাহাই হইব। এতে সুখ আছে, কিন্তু শান্তি নাই।

সুশীলা লিখিতে জানিত না, প্রয়োজনও হয় নাই। এখন প্রয়োজন বুঝিল, লিখিতেও শিখিল।

সুশীলা রতিকান্তের নিত্য খবর রাখে, আর দুই হাত করিয়া হৃদয়ে দমিয়া যায়। সে দুঃখে, সে কাহাকেও বলেনা—পাছে রমাবতী দুঃখ পান। সে জন্য সে রমাবতীকে সন্তুষ্ট রাখিবে বলিয়া, সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখ রাখিতে যায়। কিন্তু দৈন্যের হাসি—ঢাকিতে যাওয়া ভুল। ভুলও হইত।

রতিকান্তের দেখা নাই। কেন নাই—তাহা সুশীলা জানিত। সুশীলা অভিমানিনী হইয়া স্বামীর মুখ ভাবে, কিন্তু রাগ করিতে পারে না। আজ সুশীলা পত্র লিখিতে বসিল,——লিখিল,

"নাথ!

আমি লিখিতে শিখিয়াছি, দেখিয়া তুমি বড় সুখী হইবে, কিন্তু দুঃখ—তখনকার তোমার সে হাসিমুখ আমি দূরে থাকিয়া দেখিতে পাইব না। শুনিয়াছি, তুমি আর জোলাকে

বাড়ী থাক না, রাত্রেও বাড়ী আসিতে বিলম্ব কর; তুমি যাহা ভাল বুঝ, আমার তাহাতে কথা নাই, কিন্তু আমার যাহা মনে হয়, তাহা তোমায় জানাইতে বড় ইচ্ছা হয়—শুনিবে কি?

শুনিয়াছি, মা তোমায় বিবাহের জন্য বড়ই বিরক্ত করেন। মা'র এটা দোষ কি গুণ—তাহা জানি না, জানিলেও তাহা পত্রে লিখিব না; কারণ, লিখিলে এই পত্র পাঠে তখন যদি তোমার মনে কোন দোষ দেখায়, তাহা হইলে আমি তখন খণ্ডন করিতে পারিব না; না করিলে—হয় ত তুমি মা'র উপর অন্যায় ব্যবহার করিতে পার। সেটা ভাল নহে। মা যাহা করিবেন, সেটা অবশ্য আমাদের মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য, তবে বুঝিতে না পারিয়া মনুষ্য যাহা করে, তুমি আমি কেইবা সেরূপ না করে। এই যে তুমি বাহিরে বাহিরে থাক, বল দেখি, এক বিষ ত্যাগ করিতে অন্যবিষ গ্রহণ—সেই কি ভাল? মানুষ এইরূপ সকলেই। তাই বলি—অন্যের দোষ প্রথমে না দেখিয়া, প্রথমে নিজেকে নিজে তাকাইয়া দেখা উচিত।

এরূপ আমি আর লিখিব না, আমি যেন তোমার উপদেশক, তোমায় উপদেশ দিতেছি—তাহা নহে। তুমি প্রভু আমি দাসী, তুমি যে ভাবে আমার প্রভু, আমি সেইভাবে তোমার দাসী—সেই ভাবেই দুই একটা কথা বলিলাম। নচেৎ দাসী কখন উপদেশক হয় নাই বা হইবে না।

তুমি ভাবিয়াছিলে, 'মা আমায় কষ্ট দেন,' সেজন্য সুখে রাখিতে আমায় এখানে রাখিয়া গেলে। কিন্তু বল দেখি, যদি আমি তোমার সেবায় না থাকিতে পাইলাম, তবে আমার সুখ কোথায়? যদি তুমি আমার হৃদয়ে আর একজনকে বসাইতে

যাও, তবে আমি দাঁড়াই কোথা? আমায় পথের ভিখারিণী করা অপেক্ষা, মা'র সেবায় রাখিলে কি ভাল ছিল না? ঠাকুর এখন বাড়ীতে নাই, ঠাকুর বাড়ী থাকিলে—তবে আমায় এত দিন এখানে থাকিতে হইত না। তুমি ত তাঁহারই পুত্র,তুমি কেন সেই ভাব লইবে না। যদি তাঁহার বাহ্য বিষয়ের অধিকারী হইলে, তবে অন্তর ফেলিবে কেন?

মা, আমায় লইয়া যাইবার কোন কথাই কহেন না। জানি না—মা'র পদে আমি কি দোষ করিয়াছি। আমি ইচ্ছা করি, যদি তিনি আমাকে তাহা বুঝান—যদি মা আমায় ফেলেন, আমি কেন ফেলিব? দুঃখ হয়, তুমি ইহা তাকাও না। তুমি মা'র নিকট না থাকিয়া বাহিরে বাহিরে থাক। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আর কি কেহ মা বাপের মত হইতে পারিবে? তাঁহারা যেরূপই হউন না কেন, সে রূপেরও কেহ সমকক্ষ হইতে পারিবে না। তুমি এ বোধ আমায় দিয়া, আবার কেন অন্য শিখাইতে চাহ।

কর্ত্তাকে বাড়ী আনিতে মা সেরূপ চেষ্টা করেন না। তুমি বাহিরে বাহিরে থাক, হয়ত সে কথা তত মনে হয় না। বল দেখি, তোমার ছেলে যদি হয়, আর সে যদি ওইরূপ করে—তোমার মনে কি হয়? তুমি যাহা দেখিয়া এখন ইহা ভুলিতেছ, বল দেখি—সে কয় দিনের—যতদিন কর্ত্তার বিষয় আছে, তাহার পর তুমি না ফেলিলেও, তাহারা কিন্তু ফেলিবে; কারণ তাহারা তোমাকে চাহেনা।

পর আপন হয় বটে, কিন্তু তাহার মূলে কিছু থাকে। তাহা যতক্ষণ, ভালবাসাও ততক্ষণ, আপনার লোকের তাহা নয়।

তবে যে বিচ্ছেদ দেখা যায়, সে কেবল স্বভাব উজ্জ্বল করিবার জন্য, কেন না, যে কর্ত্তা আজ আমাদের ছাড়িয়াছেন, আমাদের আপদ বিপদে তাঁহার মন বাহিরের সুহৃদ অপেক্ষাও—ভিন্ন হইবেই হইবে।

আমার, তোমায় একবার দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। অনেক দিন দেখি নাই। আশা দিয়াছিলে, নিত্য দেখিব—তোমার ইচ্ছা হয় না কি? আমার ইচ্ছার সহিত আজ আবার আর একটা ইচ্ছা যোগ দিয়াছে। দাদার বড় পীড়া, এ সময় তুমি না দেখিতে আসিলে, আমার মুখ বড় ছোট হয়; কারণ তোমার মুখই আমার মুখ।

ভাবিতেছি—আজ আর লিখিব না। একপ লিখিলে লিখিয়াও শেষ হইবে না। যদি তোমায় সম্মুখে পাইতাম, তবে হয় ত এতগুলি কথা দুই চারি কথায় বুঝাইতে পারিতাম। দেখিতাম—তুমি কি ভাবে লইলে। ইহাতে তাহাও দেখিতে পাইব না। এরূপে আর লিখিব না। আমি তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। তুমি কি তাহা ভাবিবে না? আমায় যেমন রাখিয়াছ, তেমনি আছি। দেখা হইলে, সুখী হইব—ভাল থাকিব। আমায় আশীর্ব্বাদ করিবে। ইতি।——

দাসী,—তোমারই সুশীলা।"

সুশীলা পত্রখানি একখানি খামে পূরিয়া নন্দকে, ঠিকানা লিখিতে দিল। নন্দ সেই খানি ডাকে ফেলিতে গেল। সুশীলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। যতই ভাবে ততই যেন কি লিখিয়াছে মনে হয়। মনে হয়—যদি তিনি রাগ করেন?

ভাবিতে ভাবিতে—শান্ত হয ত একা আছে, মনে হইল। শান্ত রুগ্ন শয্যায—সে এতক্ষণ কাছে না থাকিযা, অন্যস্থানে; তাহাতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তখন শান্তের কাছে গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দিনে দিনে এক অন্নে থাকা যে ভাল নহে বা হইবে না, তাহা দুলাল ভাযেদের এক প্রকার বুঝাইযাছেন। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত—ভাযেরাও তাহা বুঝিল। সে জন্য তাহারা দুঃখিত হয নাই। তবে,আর দুই এক বৎসর পরে হইলে ভাল হইত,কারণ তাহা হইলে পড়ার জন্য প্রসাদ ও চরণকে আর ভাবিতে হইত না—তবে যাহা হইল, তাহা ভালই।

তখন নিত্য, প্রসাদ ও চরণের কল্যাণীকে মনে পড়িত, আর লুকাইযা লুকাইযা কাঁদিত। কাঁদিলে কি হইবে—পৃথক হই-বার দিন স্থির হইল। খেলারাম কিন্তু মনে মনে অন্যরূপ হইলেও উপরে গ্রাহ্য মধ্যেই আনিতেছেন না, সেই জন্য প্রসাদ ও চরণ, দুই একবার অন্য বাড়ী চেষ্টা করিযাও পারিযা উঠেন নাই। খেলারাম তাহাতে ভর্ৎসনা করিযাছিলেন।

দুলাল রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন। নেতি চাকরাণী বাহিরে আসিযা বলিল, "মেজবাবুকে মা চাল আনিতে বলিতেছেন।"

প্রসাস ও চরণ খেলারামের সম্মুখে। প্রসাদ বলিল, "কি রকম আনিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিযা আইস"—নেতি একটা নমুনা দেখাইল। প্রসাদ বলিল, "এ চালের প্রয়োজন কি?

এযে প্রায ৭ টাকা মণ পড়িবে।" নেতি আব একটা নমুনা দেখাইযা বলিল, "আর একরূপও কিছু আনিতে হইবে।" প্রসাদ বলিল, "দুই রকম কেন ?"

নেতি। সে কথায আপনাব কায কি ? যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে—যাহাব ধন, তাহাব ইচ্ছা।

খেলাবাম নেতিকে ধমকাইযা তাড়াইযা দিলেন, প্রসাদকে বলিলেন, "যেরূপ ফিবার আনা হয, সেইরূপ আন।" প্রসাদ বলিল, "তবে একবার বাড়ী হইতে জিজ্ঞাসা কবিযা আসি।"

তখন প্রসাদ বাড়ীব ভিতর গেল। কামময়ীকে বলিল, "দুই বকম চালেব প্রযোজন কি ?"

কামমযী বলিলেন, "উঁহাব দেখিতেছি খাবাপ চাল খাইযা অসুখ সারিয়াও সাবিতেছে না, সেজন্য একটু ভাল আনিতে হইবে।"

প্রসাদ। এই চালই ত চিবদিন আনা হয, আব সকলেই প্রায খায।

কামমযী। সে হিসাব আব তোমায কি বলিব।

প্রসাদ। বাবা, বলিতেছেন এই চাল আনিতে।

কামমযী। উনি বলিলেই ত হইবে না।

প্রসাদ আব কোন কথা কহিল না। বাহিবে আসিয়া বড়বউ বা কামময়ী যাহা যাহা বলিলেন, তাহাই যথাযথ খেলা-রামকে বলিল।

খেলাবাম কোন কথাই কহিলেন না।

প্রসাদ নেতিকে ডাকাইযা, টাকা আনিতে বলিল—নেতি আর আসিবে না, বুড়া বড়ই অপমান করিয়াছে, তাহার সঙ্গ

হয় নাই। কামময়ী অতি যত্ন করেন, আর ভালবাসেন, তাই দেশে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও গেল না। ক্ষেতি টাকা আনিয়া বলিল, "ভাল চাল দুই মণ, আর বলিলেন, যে যখন আপনারা দুইজন কাল এখান হইতে যাইতেছেন, তখন এ চাল আধ মণ আনিলেই হইবে। কর্ত্তাও ত ভাল চাল খাইতে চাহিতেছেন না।"

এইরূপ নিত্যই ঘটিত, কিন্তু দুলাল, এ সকল জানিতে পারিতেন না। কারণ খেলারাম কোন কথাই উচ্চবাচ্য করিতেন না। প্রসাদ ও চরণের ইচ্ছাও ছিল না, আর পিতা যদি রাগ করেন—এই ভয়ে বলেও নাই। এ বাদে, কামময়ীকে উভয়ে বড় ভয় করিত, পাছে অন্য কোন কুৎসা লইয়া যাইতে হয়।

খেলারামের বড়ই শয্যাকণ্টক হইয়া উঠিল। দুই কথা বুঝাইতে গিয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আসিয়া দেখা দিল, চিন্তা ছাড়া তিনি যেন আর থাকিতে পারেন না, আবার চিন্তায় যেন আর কিছু ভাল লাগিত না—সকলই বিরক্ত বোধ হইত। মধ্যে মধ্যে মনকে প্রফুল্ল রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বৃথা হইত; আর সে তাস, দাবা, পাশা খেলা তেমন নাই। প্রসাদ, চরণ একটু পড়িয়া কিন্তু বাঁচিতেছে, তাহাদের পরীক্ষা নিকট।

বৈকালে ভাবগতিক দেখিয়া, খেলারাম প্রসাদ ও চরণকে বলিলেন, "যত শীঘ্র পার, একটা বাড়ী দেখ, এ বাড়ীতে আমারও আর থাকা হইবে না, তাহা হইলে আমায় চাকরের মত থাকিতে হইবে।" এই বলিয়া দাবা পাড়িতে বলিলেন।

প্রসাদ বলিল "আমাদের পরীক্ষা বড় নিকট, আর এই গোলমাল যাইতেছে—ভাল প্রস্তুত করিতে পারি নাই, আজ আর খেলায় কায নাই।"

খেলা। কতক্ষণ লাগিবে, একটু খেলা ভাল—এই স্কুল হইতে আসিলে, দেহটা ত রক্ষা করা চাই।

প্রসাদ ও চরণ আর কিছু বলিতে পারিল না। খেলিতে বসিয়া খেলারামের একটা রোগ ছিল, তিনি চাল বড় ফিরাইয়া লইতেন, যদিও খেলার ইহা নিয়ম নহে। পিতাকে কেহ বড় কিছু বলিতে পারিত না, সেজন্য খেলিয়া ছেলেরা সুখী হইত না। আজও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। চরণ বলিল, "ওইরূপ করিলে মাৎ শীঘ্রই হয় না বটে, কিন্তু খেলার ও নিয়ম নহে।"

খেলা। আমি বুড়া হইলাম, তুই আমায় শিখাইবি ?

চরণ। আপনি বলিতেছেন বটে, কিন্তু নিয়ম নহে, তা কি আপনিই জানেন না ?

খেলা। বসিয়া বসিয়া খাইবি, আর আমায় শিখাইবি—না ?

এই বলিয়া তিনি বড়ে ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন তামাক সাজিতে হুকুম হইল।

খেলারাম কি ভাবিতেছিলেন, ভৃত্য তামাক সাজিয়া সম্মুখে ধরিলে, তাহাকে দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইল, বলিলেন, "আমি কি তোকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলাম ? তুই সকলকেই বাবু দেখিতেছিস্ না—কি ? মাহিনা খাস কাহার—ওদের ? ওরাত টাকা আনিয়া ফাটাইয়া দিল, নহিলে আমার এ যন্ত্রণা কেন ?" এই বলিয়া চরণকে লক্ষ্য করিয়া সেই অগ্নিমুখী কলিকা ছুড়িলেন। বলিলেন "বাবু হইয়াছে, এক কলিকা তামাক সাজিতে পার না—এইবার খাইবে কি ? আমি ত আর চাকরী করি না যে, তোমাদের বসাইয়া বসাইয়া খাওয়াইব ?"

কলিকার আগুন ঠিকরাইয়া প্রসাদ ও চরণের গায়ে পড়িল।

তাড়াতাড়ি তাহারা ফেলিয়া দিল বটে, কিন্তু কাপড় যে পুড়ে নাই, তাহা নহে, দুই এক স্থানে ফোস্কাও পড়িয়াছিল।

দেখিয়া শুনিয়া ভৃত্য পালাইল। সে খেলারাম বাবুকে যেরূপ চিনিত, আজ তাহা হইতেও চিনিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শান্ত একদৃষ্টে সুশীলার দিকে তাকাইয়া আছে। সে দৃষ্টিতে সুশীলার লজ্জা যেন পালাইয়াছে। সুশীলাও একদৃষ্টে তাকাইয়া। শান্ত দেখিতেছে, সুশীলা বড় দয়াবতী—নহিলে নিজ অলঙ্কার বাঁধা দিয়া—আমার সেবা, কেহ জানে না, সুশীলা যাহা করিতেছে; যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি এক দিন ইহার ঋণ হইতে মুক্ত হইব। শান্ত বলিল, "সুশীলা। ঘুমাও কখন? আমি যখনই চক্ষু খুলি, তখনই তোমাকে দেখিতে পাই—তবে তুমি ঘুমাও কখন? নিজের শরীর না দেখিলে তোমাকেও যে পড়িতে হইবে?"

সুশীলা বলিল, "আমি ঘুমাই বই কি, তুমি একটু বেদানা খাবে?

শান্ত। সুশীলা। তুমি তোমার গলার হার বাঁধা দিয়াছ—আমার সেবার জন্য। তুমি ভাবিয়াছ—কেহ জানে না, কিন্তু আমি দেখিয়াছি। স্নেহ। যখন মাকে লুকাইয়া তোমায় টাকা দিয়া যায়, তখন আমি ঘুমাই নাই, জাগিয়া। তুমি বা স্নেহা, তোমরা মনে করিয়াছিলে—আমি ঘুমাইতেছি। দেখিতেছি, তুমি সব টাকাগুলি খরচ করিলে। বাপা শুনিলে তোমায়

বকিবেন। বাবার ইচ্ছা নয় যে তোমার বা কৃষ্ণকান্ত বাবুর নিকট আর কিছু লয়েন। কৃষ্ণকান্ত বাবুত আমার রোগে খরচ করিতে চাহিয়াছিলেন, বাবা সে টাকা লন নাই—ফেরৎ দিয়াছেন।

সুশীলা। তিনি তাহাতে বড় দুঃখিত হইয়াছেন, দেখিতেছেন—পাছে পয়সার অভাবে আমাদের কষ্ট হয়।

শান্ত। তুমি তাহাদের না জানাইয়া গহনা বাঁধা দিলে কেন?

সুশীলা। বাবা যে খরচ পারিয়া উঠিতেছেন না, বেদানাই তোমার আহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদানার যে দর এখন—বাবার তাহা আনিতে হইলে, বাবার যে টাকা নাই, বাবা যে বসিয়া পড়িবেন।

শান্ত। তবে বাবা ও মাকে বলিয়া খরচ করিতেছ না কেন?

সুশীলা। উঁহারা যে পণ করিয়াছেন—আমার বা আমার শ্বশুরবাটীর সাহায্য লইবেন না।

শান্ত। কেন?

সুশীলা। বলেন আমার নিকট লওয়া হইলেই, আমার শ্বশুরের নিকট লওয়া হইল। তিনি বাবার জন্য ঢের সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সে টাকা ধার স্বরূপ দিতে চাহেন না। আর যাহা দেন—তাহা আর লন না, সে জন্য বাবা, মা "আর লইবেন না" প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

শান্ত। তবে তুমি বেদানা আনিতেছ কেমন করিয়া, বাবা মা'ত দেখিতেছেন?

সুশীলা। তুমি যদি বাবা ও মা'কে না বল, তবে বলি।

শান্ত। না—আমি বলিব না। তুমি আমার যেরূপ ভগ্নী, আমি তোমার সাহায্য লইব।

সুশীলা। আমি আমার শ্বশুর বাড়ীর চাকরকে টাকা দিই, সে আমার শাশুড়ীর নাম করিয়া, যোগের তত্ত্বের মত দিয়া যায়। বাবা মা বুঝিতে পারেন না, কারণ, এ সকল বাড়ীতেই করিয়া থাকে।

শান্ত। ঔষধেরও টাকা এক দিন নন্দকে দিতে দেখিয়াছি, তাহাও কি বাবা জানেন না?

সুশীলা। না—

শান্ত। সে কিরকম?

সুশীলা। বাবা জানেন—ডাক্তারখানা হইতে ধারে আসি-তেছে। আমার শ্বশুর বাড়ীর দরুণ আলাপ আছে কি না। কিন্তু আমি বাবার নামে ধার রাখি নাই। আমি নন্দকে লুকাইয়া লুকাইয়া দাম চুকাইয়া দিই।

শান্ত, আর কিছু বলিল না, কেবল খানিকটা সুশীলার দিকে তাকাইয়া রহিল। সুশীলা বলিল, "দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, মাকে কিম্বা বাবাকে একথা বলিও না, তাহা হইলে তাঁহারা সব গোল করিয়া দিবেন। পয়সার অনাটনে বাবা পান খান না, তবে আমরা গহনা পরিয়া বসিয়া কি করিব?

শান্ত। ও গহনা ত তোমার নহে, উহা তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর।

সুশীলা। তাহা জানি—মা'র নিকট আমি ভৎর্সনাও খাইব। সে জন্য আসিবার সময় আমার সব গহনা দেন নাই। তাঁহারাত আমায় ফেলিতে পারিবেন না, আমি বাপ মা ও

তোমাদের ফেলিব কেমন করিয়া? আমি ত জল খাবারের টাকা পাই, তাহা হইতে শুধিব। তুমি না প্রকাশ করিলে, শ্বশুরবাটীতে টের পাইবেন না। টের পাইলে, আমি ভৎর্সনা খাইব। আমি গুধরাইয়া আনিব, তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। এই বুঝিয়া, তুমি যাহা হয় করিও।

শান্ত। তুমি দয়াবতী, বুদ্ধিমতীও বটে, আমি যদি প্রকাশ করি, সেজন্য আমায় বাঁধিলে, যদি আমি বাঁচি—ইহা আমার মনে রহিল। যাহাতে তোমার শাশুড়ী না টের পান—তোমার গহনা তুমি পাও, তাহা আমি করিব।

শান্ত পিতার কষ্ট শুনিয়া কলিকাতায় আসেন, চাকরী করিয়া কিছু যদি পিতার সাহায্য করিতে পারেন। আসিয়া দিন-কতক পরে পীড়িত হন। পীড়া দিন দিন বাড়িতেছে। সুশীলার কথায় শান্তের মনে কেমন একটা ভাব হইল। তিনি চক্ষু বুজিলেন, তখন দুই চারি ফোঁটা জল গণ্ড দিয়া বহিয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণকান্ত দুইবেলা নিত্য শান্তকে দেখিতে আইসেন, যাহাতে চিকিৎসা ভালরূপ হয়, সেদিকে তাঁর চক্ষু বড়। কৃষ্ণকান্তের ইচ্ছা—আত্মারাম পয়সার অভাবে ব্যস্ত না হন, কিন্তু আত্মারাম যে ধার দিয়াও যান না।

দুলাল প্রথম দুই এক দিন দেখিয়া যান, তাহার পর তাঁহার আবার পীড়া, সেজন্য অন্য ডাক্তার আনিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ-কান্তের বড় ইচ্ছা সাহেব ডাক্তার আনেন, নিজে সব খরচ

করেন; কিন্তু আত্মারাম তাহা ইচ্ছা করেন না। কৃষ্ণকান্ত আত্মারামকে পারিয়া উঠেন নাই। আত্মারামের কথায় কৃষ্ণকান্ত জানিয়াছিলেন যে, এখন ডাক্তারের দর্শনী দিন কতক দিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট কিছু আছে। কিন্তু আত্মারামের সে কথা সত্য নহে, পাছে কৃষ্ণকান্ত জোর করিয়া তাঁহার জন্য টাকা খরচ করেন—সেজন্য ওকথা।

আনন্দরাম এখন ভিখারী। ভিক্ষা করিয়া যাহা পান, তাহাতেই উদরপূর্ত্তি হয়। দিন উদরপূর্ত্তি করিয়া যাহা বাঁচে, তাহা আত্মারামকে আনিয়া দেন, আনন্দরামের, নিজ অভাব হইতে অধিক ভিক্ষার এই উদ্দেশ্য। যে ভালবাসায় আনন্দরাম ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভালবাসায় আত্মারামও তাহা লইতেন.কারণ প্রথম প্রথম আত্মারামও অস্বীকার করিয়াছিলেন।

ভিক্ষায় আনন্দরাম কাহার নিকট কিছু চাহিতেন না, আনন্দরামকে দেখিয়া যে যাহা দিত—আনন্দরাম না'ও বলিতেন না, তাহাতে নিত্য দুই দশ আনা পয়সাও হইত। আত্মারামের যে আয়, তাহাতে সংসারই অতি কষ্টে চলিত, তাহার উপর এই ডাক্তার, রোগীর খরচ। আত্মারাম যদি আনন্দের সাহায্য না পাইতেন, তাঁহার, 'কৃষ্ণকান্তের সাহায্য আর লইব না' এ প্রতিজ্ঞা থাকিত কি—না, বলিতে পারি না। তিনি ভাবিতেন, 'যদি শান্তের দ্বারায় আবার দিন পাই, তবে আনন্দকে আর ভিক্ষা করিতে দিব না, এ কথা কিন্তু তিনি আজও ফুটিতে সময় পান নাই।

আজকাল আনন্দ আর অধিক ভিক্ষা করিতে পারেন না, প্রায়ই শান্তের নিকট থাকিতে হয়, কারণ রোগীর সেবা

আনন্দ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। আত্মারামের হাতেও পয়সা কমিয়া আসিয়াছে,আর কিছুই নাই, কেবল ২৲ দুটী টাকা। ডাক্তার বাবুর ভিজিট্ কিন্তু ৪৲ চারি টাকা, তাহার পর কাল কি আহার হইবে, তাহার কিছুই নাই। আত্মারামের তাহা এখন মনেও নাই, ডাক্তারের ভাবনাই অধিক হইয়াছে। তিনি ডাক্তার বাবুর বিলম্ব দেখিয়াই ডাকিতে যাওয়াই স্থির করিলেন; কারণ আজ পীড়া কিছু বাড়িয়াছে। তিনি বাহির হইলেন।

বিবাহের পর সুশীলা আর আনন্দের সহিত কথা কহিত না। কিন্তু এখন যেন সে ভাব গিয়াছে, আনন্দ প্রায়ই শান্তের পার্শ্বে বসিয়া থাকে। সুশীলাও থাকে, যদি কিছু আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—করে, কারণ আনন্দ এক দিন বলিয়াছিলেন, "সম্বন্ধ হিসাবে আমি আপনার দেবর, এসময়ে আপনি লজ্জা করিলে শান্তের সেবার ব্যাঘাত হয়"। ক্রমে সুশীলাকেও তাহাতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, কারণ শান্তের পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া লজ্জা যেন আপনি পলাইয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গড় গড় করিয়া একখানা গাড়ী, বাটীর সম্মুখে থামিল, আনন্দ, শান্তের নিকট বসিয়াছিল, শান্ত তখন অচৈতন্য অবস্থায়। সুশীলা ও রমা বসিয়াছিল, গাড়ী থামিতে দেখিয়া সেখান হইতে পাশের ঘরে গেল। ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকিলেন।

ডাক্তারবাবু দুই তিন মিনিটের মধ্যেই রোগ নিদর্শন, ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও লিখন শেষ করিলেন, কারণ তিনি নিজেকে নিজে ধন্বন্তরী বলিয়া জানেন—যখন উঠিয়া ঘরের বাহির হন, তখন আত্মারাম ২৲ দুটী টাকা ডাক্তরবাবুর হাতে দিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আর দুই টাকা?"

আত্মারাম বলিলেন, "আমার অবস্থা বড় শোচনীয়, আপনাকে মাপ করিতে হইবে।"

ডাক্তার। তুমি যদি ৪৲ চারি টাকা দিতে পারিবে না, তবে আমায় আনালে কেন?

আত্মারাম। বিপদে পড়িয়া, আপনাকে এ কষ্ট দিলাম—আমি আপনার নিকট ভিক্ষা লইলাম।

ডাক্তার। বটে—এ বুদ্ধি মন্দ নহে, কিন্তু টাকা আজ না পার—দিতে হইবে। তোমার নাম কি?—বাড়ীর নম্বর কত?

এই বলিয়া খাতা বাহির করিয়া, আত্মারামের নাম ও বাটীর নম্বর লিখিয়া লইলেন। পরে, যখন গাড়ীতে উঠেন, বলিলেন, "ব্যবস্থাটা ঠিক হয় নাই বোধ হইতেছে, ব্যবস্থাখানি লইয়া আইস।" আত্মারাম লইয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু সেখানি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, 'কোচম্যানকে' গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন। গাড়ী চলিল।

আত্মারামের মাথায় যেন বজ্র পড়িল। গাড়ীর সহিত দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলিলেন, বলিতে লাগিলেন, "আমার টাকা নাই, আমার ছেলেটীকে ভিক্ষা দিউন। আজ না ঔষধ খাইতে পাইলে হয় ত বাঁচিবে না। আমায় কৃপা করুন।"

কিন্তু আর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া পারিয়া উঠেন না। ডাক্তার বাবুও আর আত্মারামের দিকে তাকান না। একবার তাকাইয়া বলিলেন, "আমায় যে আনিয়াছিলে, তাহারই জন্য এই দুই টাকা লইলাম, তোমায় শিক্ষা দিলাম, আমার সময় বড় দামী।"

সেই সময় আর একখানি গাড়ী চলিতেছিল। সে গাড়ীর বাবুটী তাকাইয়া তাকাইয়া আত্মারামের ভাবে, আত্মারামের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কোচম্যানকে গাড়ী থামাইয়া আত্মারামকে ডাকিতে বলিলেন। সহিস আত্মারামকে ডাকিল। আত্মারাম দাঁড়াইলে, ডাক্তার বাবুর গাড়ী চলিয়া গেল। তখন আত্মারাম বাবুটীর নিকট আসিলেন। বাবু বলিলেন, "ঐ ডাক্তার বাবুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কি বলিতেছিলেন ?" আত্মারাম সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন। আত্মারামের মুখ দেখিয়া বাবু বুঝিলেন, আত্মারাম যে দরিদ্র, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার বড় দুঃখ হইল—বলিলেন, "আমিও ডাক্তার, আমি দেখিলে আপনার ছেলের উপকার হয় কি ? যদি হয় তবে চলুন।"

আত্মারাম যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন। ডাক্তার অনেকক্ষণ দেখিয়া ব্যবস্থা লিখিলেন, বলিলেন, "আমায় টাকা তোমার দিতে হইবে না, ঔষধও আমার ডাক্তারখানা হইতে আনিতে দাও, তাহারও টাকা লাগিবে না, যতদিন আরোগ্য না হয়, আমি নিত্য দুইবেলা দেখিয়া যাইব, ঔষধও ওইখান হইতে আসিবে।"

আত্মারামের তখন চক্ষে জল আসিল। ডাক্তারকে কি বলিয়া মনের ভাব জানাইবেন—কথা খুঁজিয়া পাইলেন না—ইতিমধ্যে ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন—বলিলেন "আমায় অনেক স্থানে যাইতে হইবে—যখন যেমন থাকে, আমাকে জানাইতে কুণ্ঠিত হইও না।"

এ কথা শুনিয়া রমাবতী, সুশীলা ও আনন্দ, ডাক্তার বাবুর

জন্য ঈশ্বরের নিকট কি ভিক্ষা চাহিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না—তাঁহাদের চক্ষেও জল আসিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহবিবাদের মূল হইতেই চরণের শ্বশুর, চরণকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।

খেলারামের অগ্নিমুখী কলিকা প্রহারে, চরণের মনে তাহা সহসা জাগিয়া উঠিল—তিনি সে স্থান হইতে উঠিলেন—প্রসাদও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। উভয়ে বাটীর বাহিরে রাজপথে দাঁড়াইলেন। চরণ প্রসাদকে বলিলেন, "দাদা, আমায় যদি একখানা চাদর আনিয়া দেন।"

প্রসাদ বলিল, "কেন ?"

চরণ। আমি এ বাড়ীতে আর ঢুকিব না।

প্রসাদ। কেন ?

চরণ। কেন—তাহা বলিব না।

প্রসাদ তখন চরণের হাত ধরিল, বলিল, "তুমি বাবার উপর দুঃখ করিতে পার, রাগ করিতে পার না। এটা রাগের কায। আজিকার মত দিন চিরদিন থাকিবে না, কিন্তু আজ যদি রাগ প্রকাশ কর, তাহা হইলে কথা থাকিবে'।

চরণ। বাবা, নিজের দোষেই আমাদের পৃথক করাইলেন, দাদার ভালবাসা আমাদের উপর হইতে গেল। সে কেবল আমাদের উপর বাবার ব্যবহার দেখিয়া। বাবার ইচ্ছা, আমরা মূর্খ হইয়া দাদার ভাতুড়ে হইয়া দাসত্ব করি; সেই চেষ্টায় এতদিন

ছিলেন। সেই জন্যই আমাদের পড়া ছাড়াইতে এত চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শেষে আমাদের অপকার করিতে গিয়া, তাঁহারই অপকার আগে হইল। তাই এখন মাথা এত ঘুরিয়াছে। কিন্তু আমরাও সন্তান, আমাদের উপর সে ভাব কই? দাদার টাকা আছে বলিয়া দাদাকে ভয় করেন, আমাদের কিন্তু জঞ্জালের মত দেখেন।

প্রসাদ চরণের এইরূপ মনের গতি দেখিয়া, চরণকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। চরণ, উত্তরীয়ের আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রসাদ পিতাকে আসিয়া তাহা বলিল। খেলারাম তখন কোন কথা কহিলেন না। পরে বলিলেন, "সে শ্বশুর বাড়ী গেল, বুঝিতে পারিতেছ না? কলিকালে, স্ত্রীই আপনার হয়— বাপকে ভক্তি কি আর থাকে?"

প্রসাদ বাড়ীর ভিতর গিয়া দুলালকে বলিল, "চরণ রাগ করিয়া বুঝি শ্বশুর বাড়ী গেল—আর আসিবে না বলিল। দুলাল ভাবিল, "অন্যস্থানে ত যাইতই, গিয়াছে ভালই।" কিন্তু তাহাতে তাহার বড় দুঃখ হইল—সে দুঃখের বুঝি বল নাই।

দুলাল বলিল, "কেন?" প্রসাদ কিন্তু পিতার ব্যবহারের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া বলিল, "বাবার সহিত কি হইয়াছিল জানি না।" দুলাল আর কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখা গেল।

দুলাল পিতার নিকট গিয়া শুনিলেন, তাঁহার কিছু অসুখ হইয়াছে, সেজন্য কিছু খান নাই। তিনিও তাহাই বুঝিলেন। সেদিন সেইরূপই গেল।

পর দিন, প্রসাদ দুলালকে বলিল, "একখানি বাড়ী পাইযাছি, আজ তাহা হইলে সেইখানেই যাইব।" দুলাল প্রসাদের হাত দুটী ধরিযা বলিলেন, "ভাই! ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি যেমন তোমাদের ছিলাম তেমনিই রহিলাম, আশা করি, যেমন তোমরা আমার ছিলে, এখনও তেমনি আমার রহিলে। তবে যে জন্য তোমাদের অন্য স্থানে যাইতে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছ বোধ হয। টাকা অনর্থের মূল, তত্রাচ টাকার মুখ তাকাইতে হয, নহিলে সংসার চলে না। সে জন্য যাহাতে তাহার নিমিত্ত কোন অশান্তি না উঠে, আমাদের এইরূপ সদ্ভাব চিরদিন থাকে; সেই ব্যবস্থার জন্য আমার এইরূপ করা। তাহা তোমরা বোধ হয বুঝিযাছ"।

এই বলিযা দুলাল কাঁদিতে লাগিল, বলিল "এইরূপে কাঁদিযাও ভবিষ্যতে শান্তির জন্য আমার এরূপ করিতে হইতেছে।"

সেদিনও খেলারাম জল গ্রহণ করিলেন না। দুলাল কিন্তু ইহার কারণ কিছুই বুঝে নাই। খেলারাম বলিলেন, "আজ আবার ভেদ হইতেছে"। দুলাল ঔষধের ব্যবস্থা করিল। খেলারাম বলিলেন, "তাহা করিতে হইবে না, যেরূপ আছি, বোধ হয বৈকালে আহার করিব।"

দুলাল কযদিন পীড়ার কারণ রোগী দেখিতে বাহির হয নাই। ইতিমধ্যে জিনিষপত্র সব সে বাড়ীতে লইযা যাওযা হইতেছিল, তাহা দুলাল জানিযাছিল, কিন্তু দেখে নাই। যখন সন্ধ্যার সময একখানি ভাড়াটিযা গাড়ী আসিযা, দরজায় দাঁড়াইল, তখন খেলারাম কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন।

দুলাল বলিল, "আপনি কোথায যাইবেন?"

খেলারাম। সে বাড়ীটা একবার দেখিয়া আসি।

দুলাল কিন্তু এই কথায় কিছু ভয় খাইল। ভাবিল, 'বাবা যদি প্রসাদের সহিত যান?' আবার ভাবিল, 'আমার কি অপরাধ? যে বাবা ফেলিয়া যাইবেন।' দুলাল বলিল, "গাড়ী কি তবে যাইবার আসিবার ভাড়া হইয়াছে?"

খেলা। না হইয়া থাকে তাহাতেই বা ক্ষতি কি, আসিবার ইচ্ছা হইলে কি গাড়ী আর মিলিবে না?

দুলাল। না—তাহা বলিতেছি না।

দুলাল ভাল বুঝিল না, বলিল, "তবে আমিও আপনার সহিত যাইব," এই বলিয়া কাপড় পরিয়া আসিল। তিন জনে গাড়ীতে উঠিলেন, যথাসময়ে গাড়ী যথাস্থানে পঁহুছিল। বাড়ী পঁহুছিযাই প্রসাদ তাহার পরিবার আনিতে গেল; পরিবার লইয়া আসিতেও একটু রাত্রি হইল।

দুলাল খেলারামকে বলিল, "তবে আজ উঠিলে ভাল হয়—রাত্রিও অধিক হইয়াছে।"

খেলা। রাত্রি অধিক হইয়াছে বটে, বাড়ীতে অন্য কেহ নাই, তাহাতে তুমি পীড়িত—তুমি এই বেলা যাও।

দুলাল। আপনি যাইবেন না?

খেলা। আমি, তোমার কাছে এত দিন ছিলাম, ইহার কাছে দুই দিন থাকিয়া দেখি।

দুলালের মাথায় বজ্র পড়িল। ভাবিল, "যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই।" দুলাল কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "বাবা! তাহা হইলে আমায় ঈশ্বরের নিকট—আপনার নিকট অপরাধী হইতে হয়; আমায় কৃপা করুন—আমার এ পৃথক্ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের নহে।

খেলারাম কোন উত্তর করিলেন না। দুলাল বার বার ভগ্নকণ্ঠে নানারূপ বিনয়োক্তি করিতে লাগিল। প্রসাদেরও তাহা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, বলিল, "দাদা! তাহাতে দুঃখ কি? না হয়, বাবা এইখানে দুদিন রহিলেন, তাহার পর আপনার নিকট দিন কতক থাকিবেন—বাবার ত সবই সমান।"

দুলালের চক্ষু তখন একটু ফুটিল, ভাবিল, 'এ কথাও যুক্তি সঙ্গত।' মনে মনে বলিল 'ইহা যদি পূর্ব্বে বুঝিতাম—তবে বুঝিতাম, পিতা থাকিতে পৃথক হইতে যাওয়া, পিতৃবিচ্ছেদ ডাকিয়া আনার সমান।'

প্রসাদের কথায় আর বেশী জোর করিতে পারিল না। দুলাল উঠিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু নিত্য দুইবেলা দেখিয়াও হার মানিলেন। রোগেরই জয় হইল। ডাক্তার বাবু ভাবিলেন, 'আমার এত চেষ্টার ফল কই? তখন দুই এক জন ইংরাজ ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিলেন, সে খরচও আত্মারামকে দিতে হইল না।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "জীবন দিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, যদি দিইবার হইত, তবে তাহাও চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা যে নয় আমি আপনার হাসি মুখ দেখিতে পাইলাম না, যে দিন গাড়ীর সহিত দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলিতেছিলেন, সেই দিন হইতে আপনার হাসিমুখ দেখিতে বড় সাধ ছিল। সাধ

থাকিলে কি হইবে ?—আমার সাধে ঈশ্বরের সাধ না মিলিলে কি সুফল ফলে ?"

ডাক্তারের অগ্রেই আত্মারাম বুঝিতে পারিযাছিলেন, কিন্তু ডাক্তারের আশার সহিত তাঁহার আশাও যোগ দিযাছিল। তাই, শযন ভোজন ভুলিয়া মুখ তাকাইযা, দিন রাত দেখিতে পান নাই, কিন্তু কাল হইতে আর বাড়ীর ভিতর যান নাই। বাহিরে বাহিরে থাকিযা যাহা হইতেছে, কেবল শুনিতেছেন। ভাবিলেন, "আনন্দরাম! বিধি কি লইযা তোমার হৃদয গড়িযাছিল—জগতে এমন কি আছে—যাহা অন্ন জলে পরিপূরণ হয না ? যাহা যাইতে বসিযাছে, তাহা ত যাইবেই—অন্ন জল তাহাও ভুলাইবে। কিন্তু তোমার মূর্ত্তি ভুলইতে পারিবে না। পারিবে কি প্রকারে ? যাহার জন্য শান্তের দেহে এত মাযা—সে ত তোমার হৃদযে পূর্ণ-রূপে। আমরা দেহ ধরিযা 'আপন' 'আপন' বলি—ছি ছি! বস্তু চিনিলাম না—বস্তু না চিনিলে কি সম্বন্ধ বোধ জন্মে ?"

আনন্দরামের কিন্তু বিরাম নাই। পাইলে চারটী খানমাত্র—না পাইলে তাহা মনেও হয না। সুশীলা! আজ তোমার সে লজ্জা কোথায় ? বলিতে পারি না—কেন যে, সুশীলা নূতন লজ্জার মুখে ছাই দিযা, দাদার কথা ভুলিযা, আনন্দের মুখের দিকে চাহিযা, কখন কাঁদে, কখন বলে, "আনন্দ! তবে কি হইবে ? কেন এমন হইল ?"

আনন্দ চুপ করিযা থাকে। কথা বলিতে কথা জড়াইয়া যায়, তখন মনে মনে হাসে, সে হাসি সুশীলা বুঝিতে পারে না। বাক্যে বিষাদের ঘোর ছাযা পড়ে—হৃদয ভক্তিতে মথিত হইযা, ঈশ্বর উন্মুখী হইযা কি এক ভাব যেন আনযন করে। তখন

আনন্দরামের মন বলে, "একি লীলা প্রভু? আমি যে বুঝিতে পারি না—বুঝাও, না বুঝাইলে, আমি যে তোমায় ভুলিয়া, ইহাতেই ডুবিয়া যাই—দোষ কি ঠাকুর। এও ত তোমার লীলা।"

সন্ধ্যা হয় হয়, রমাবতীর হৃদয় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া, আত্মারামের হৃদয়ে দেখা দিল। আত্মারাম চমকিত হইলেন, ভাবিলেন, এরূপ অকস্মাৎ কেন হইল? তখন রমার কণ্ঠ আত্মারামের হৃদয়ে আসিয়া বাজিল, সে ধ্বনিতে আত্মারামের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। কাঁদে ত সকলেই—কিন্তু আপনার জিনিষ জন্মের মত হারাইয়া যে ক্রন্দন, তাহার রূপ হৃদয় চিনিতে পারে।

তখন আনন্দরাম দুঃখ বিকম্পিত মুখে বাহিরে আসিল। আত্মারাম, আনন্দরামের মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তোমাকেও কাঁদাইয়াছে? আনন্দময়ীর কি লীলা, তিনি কাহাকেও হাসাইতে, কাঁদাইতে ছাড়েন না।"

আনন্দরাম বলিল,"তাই ভাবিতেছি,কাহার জন্য কে কাঁদে—যে কাঁদে, সেই কাঁদায়--মরি! মরি! এ বড় সুন্দর। দুঃখ বড়, দেখিতে সময় পাই না, মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, আত্মারাম উঠিয়া তানপুরাটী পাড়িলেন। বসিয়া যখন গেলাপটী খুলিতেছেন, তখন আনন্দরাম বলিল, "আর নিশ্চিন্ত থাকিলে কি হইবে, এদিকের যোগাড় এইবেলা হইতেই করিতে হইবে, অধিক রাত্র ভাল নহে।" আত্মারাম তখন তানপুরায় একটী ঝঙ্কার দিলেন, বলিলেন, "আমি এখন যাহাতে, আমাকে তাহাতে একটু মিশিতে দাও" এই বলিয়া একটী গীত ধরিলেন।

আনন্দরাম আত্মারামের গতি বুঝিত—কৃষ্ণকান্তকে ডাকিতে গেল। কৃষ্ণকান্ত শুনিয়াই, চলিয়া আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত, শান্তকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি আত্মারামের মুখ দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। আত্মারাম বলিলেন "ভাই! শান্ত যখন আমার ছিল, তখন তাহার জন্য অনেক কাঁদিয়াছি, অনেক হাসিয়াছি, কিন্তু যখন সে পরের হইয়াছে, তখন তাহার জন্য, হাসিব কাঁদিব কেন?"

কৃষ্ণ। সে ত তাহার ইচ্ছায় নহে।

আত্মা। ইচ্ছায় নহে? একেই ত শত রূপে লীলা। শান্তরূপে যে আসিয়া, আমায় দেখা দিয়াছিল, তাহারই বলে সেইখানা পৃথিবীর বস্তু সংগ্রহে, মনরূপী অন্তঃসারগত নষ্টা লইয়া, আমার হইয়াছিল। শান্তের মন ইচ্ছায় যায় নাই বলে, বল দেখি যে আসিয়া এত হাসাইল নাচাইল, সে কি আর দুই দিন থাকিতে পারিত না? তাহার ত মরণ নাই—সে কি আর দুই দিন এই দেহে থাকিতে পারিত না?

কৃষ্ণকান্ত কোন কথা কহিলেন না। আনন্দরাম আসিয়া বলিল, "তবে আর রাত্রের প্রয়োজন কি?" আমি আর খেলারাম বাবুর বাড়ীতে খবর দিই নাই, পাড়ার দুই চারিজনকে বলিলাম "তাহারা আসিতেছেন।"

শান্ত জন্মের মত বাটী হইতে বাহির হইল। রমার কান্না নাই। সুশীলা আছড়াইয়া পড়িল, দূর হইতে কৃষ্ণকান্ত দেখিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। আত্মারাম বলিলেন, "কাঁদিবার এ সময় নহে, আমরা কাঁদিলে, মেয়েরা আর বাকি রাখিবে না—ধরিয়া রাখা ভার হইবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তুমি বাড়ী থাক—এ দৃশ্য তোমার আর দেখিয়া কায নাই।"

আনন্দরামেরও তাহাই মত। তখন নন্দকে সঙ্গে লইয়া সকলে 'হরিবোল' 'হরিবোল' মুখে বাহির হইলেন। রমাবতী মূর্চ্ছিতা হইল। আত্মারাম ধরাধরি করিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া আসিলেন, সুশীলাকে বলিলেন, "বস মা—বাড়ীর ভিতর এখন আর যাইতে হইবে না।" রমা চক্ষু চাহিল—তারা নড়িল।

আত্মারাম সম্মুখে বসিয়া—পার্শ্বে সুশীলা। আত্মারাম রমাবতীকে বলিলেন, "দুঃখ চাপিতেছ কাহার জন্য?—ডাকিয়া কাঁদিয়া দুঃখকে সরিতে বল, সে স্থানে ঈশ্বরকে বসাও।"

রমা কেবল তাকাইয়া রহিল—কথা কহিল না, চক্ষে জলও দেখা দিল না। আত্মারাম ভাবিলেন, আর একটু দুঃখ চাপাই, তাহা হইলে অন্তঃসারগত বেদনা, রোদনে লাঘব হইতে পারে, কিন্তু রমার বর্ত্তমান হৃদয় ভাব দেখিয়া, দুঃখ হইল, ভাবিলেন, তাহা হইলে যদি শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। তবে আমি দাঁড়াইব কোথায়?

রমার দীর্ঘ নিশ্বাসে আত্মারামের সে ভাব কাটিল—ভাবিলেন, চিন্তার সহিত চিন্তা অন্য চিন্তায় লইয়া যাইতে পারে। তখন আবার তানপুরা ধরিয়া ঝঙ্কার দিলেন। প্রথমে উদারা, মধ্যে মুদারা, শেষে তারা—শেষে তারা, মধ্যে মুদারা, প্রথমে উদারা। একবার অন্তর বাহ্য মিলাইলেন, লোকে বুঝিল, সঙ্গীতের আলাপ হইতেছে। অন্য দিন আত্মারামও ইহাই বলিতেন, আজ আত্মারাম দেখিলেন, রমার অন্তঃসার, মুদারায় রুদ্ধ হইয়া, তারার গতি ভুলিয়াছে, কেবল উদারার উদ্দাত

মুদারায় সংঘাতিত হইতেছে। যদি ভিন্ন স্বর সহযোগে, সুর স্পর্শে রমার অন্তঃসারগত সুর বলীয়ান্ হইয়া, উদারাতে মুদারা মুখ—হৃদ্‌কুহর বিকীর্ণ করিয়া, তারার জ্ঞান-পথে চলিতে পারে, তবে এ মন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়। অন্তঃসারগত সুরই আবদ্ধে দুঃখ, ক্ষেপণে সুখ, স্থিরে শান্তি আনয়ন করে। সে আলাপের মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথায়—এইরূপ দুই একটী গীত বুঝিয়াছিলাম——

কেন আইলাম এ সুখ সাগরে—সংসারে
দুঃখ দিইবে, কাঁদিবে, যদি চলিলাম।
যে যায় সে যায়—আর না আসে হেথায়,
দাগা দিয়ে যায়—হিয়ায় হিয়ায়,
মনে করে দেখ কেন আইলাম।

সংসার দুঃখ-সাগরে।
আমরাও এক দিন, রেখে যা'ব কত স্মৃতি—
হাসাতে কাঁদাতে পরে।
আজি কি নূতন খেলা—লীলা হতে এই লীলা,
ডুবাতে সাধের ভেলা—স্মৃতি আসে জাগাতেরে।

চিরদিন, রবে'না এ দিন, দিন যাবে——
রবে মাত্র অতীতের স্মরণ দহন।
মিছে কেন সে স্মরণে—এত যত্ন প্রাণপণে,
তুষিয়ে তুষিয়ে রাখা—ডাক না ভবভঞ্জন।

ভুলিবে ত এক দিন—ভুলিব ত এক দিন,
র'বে পড়ে এ সংসার কে আসিবে দেখিতে।
এত স্নেহ এত ভালবাসা—এও হবে ভুলিতে।
ভঙ্গুর জগতে ভঙ্গুর প্রেমে,
তবে কেন এত আদর অসীমে,
ভালবাস তারে, যারে ভালবাসিলে—
যে না পারে ফেলিতে।

তুমি নাথ অন্তরে অন্তরে—অন্তর বুঝিতে পার,
তুমি না তাকালে—ভাব প্রকাশিলে,
কি ধরি দাঁড়াই বল—থর থরি কলেবরে।
ভাবময় জগতে—ভাবে বাঁধা হৃদয়,
একটী ছিঁড়িলে তার লাগে বড় দুঃখময় ;
নিজ ভাবে, তুমি যদি পূর্ণ কর তারে,
তবেত হে সর্ব্বদুঃখ হরে।

ফল কথা আত্মারামের এ ভাবে অনেকেই সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু রমা ও সুশীলা অনেকটা যে প্রকৃতিস্থ ছিল, ইহাতেই আত্মারাম সে রাত্র কাটাইয়াছিলেন। যথাসময়ে কৃষ্ণকান্ত, আনন্দ ও নন্দ বাটী ফিরিলেন। প্রতিবাসী দুই একজন দেখা দিল, বলিল, "দুঃখ করিলে কি হইবে, সংসারের গতিই এই—কবে আছি কবে নাই।" আত্মারাম বলিলেন, "আমি ত কাঁদি নাই, আপনারাই কাঁদিতেছেন।" দিনে দিনে অন্তঃব্যঞ্জনে রমা সুশীলারও দুঃখ দূরে দাঁড়াইল।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দুলাল বাড়ী আসিয়া বলিল, "সখি! কায বড় ভাল হইল না, বাবা আসিলেন না, বাবাকে দূরে রাখিয়া কেমন করিয়া থাকিব।"

কামময়ী বলিল, "তুমি যেন ছেলে মানুষ! লোকে বিদেশে থাকে কেমন করে— সংসারের সকল দিন কি সমান যায়।"

দুলাল। যায় না সত্য—কিন্তু পিতা থাকিতে পিতৃসেবা ইহাতে হয় কই, এখন কুটুম্বের বোধ হইবে। দেখিয়া আসা, পীড়ায় দুইদিন থাকিয়া সেবা—তাহাকে কি পিতৃসেবা বলে?

কাম। তবে জানি না—যা হয় কর।

এ উত্তরে দুলালের কিছু ঘৃণা হইল, সে মনে কামময়ীর নিকট বলিতে আসিয়াছিল আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না। মনে মনে বলিল, "আমি লইয়া আসিব, ইহাতে ভাইদের লইয়া ফকীর হইতে হয়—তাহাও হইব। বাপ কি ফেলিবার সামগ্রী।"

দুলাল পিত্রালয়ে যায় আসে, কিন্তু খেলারাম বাবু আসিবার আর নাম করেন না। শেষ দুলাল একদিন পায়ে ধরিল, বলিল, 'আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, আমি টাকার জন্য বাপ ভাইকে পৃথক করিতে বসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা আর ভাল লাগিতেছে না।—আমি এখন বুঝিয়াছি, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ, পিতৃবিচ্ছেদের মূল।"

তাহাতে খেলারাম কোন কথা কহেন নাই। দিন এইরূপে কাটিতে লাগিল। একবার দুলালের বড় জ্বর হয়, প্রসাদ আসিয়া তত্ত্বাবধারণ করে। কামময়ীর তাহা ইচ্ছা নহে, পাছে স্নেহ

সংক্রামক হইয়া উঠে। কামময়ীর সে ভাবে—আরামের পর আর প্রসাদ আসিত না।

একদিন কামময়ী বলিল, "সকলকেই যদি টাকা ভাগ করিয়া দিতে বসিলে, তবে যাহা আছে, আমার নামে লিখিয়া দাও, আমার কি কিছু দরকার নাই?"

দুলাল। আবার কাহাকে দিলাম।

কাম। কেন—ভাইদের দিলে, বাপকে দিলে, আবার কাহাকে দিবে বলিতেছ? এই সে দিন, তোমার পীড়া হইয়াছিল, সেজন্য শান্তকে দেখিতে যাইতে পারিলে না, তবুও ২০৲ টাকা পাঠাইলে।

দুলাল। মরি! তাহাতে কি তোমার আনন্দ হয় না? যাহাতে বাধা, তাহাতে সুখ কি—কিন্তু দানে তাহা নহে, দানের আনন্দ ভিন্ন।

কাম। তবে এত দিন দান কর নাই কেন? তাহার ত দুঃখ চিরকাল।

দুলাল। এত দিন টাকা ত পিতার ছিল। আমার ইচ্ছায় কি হইবে? এখন বাবা আমায় দান করিয়াছেন, তাই এখন আমি দান করিতে পারি।

কাম। তোমাকে কে কত দান করে? তিনি ত চাকরী করিতেছেন, কই এক দিন একটা সন্দেশ দিয়া আহ্লাদ করিয়াছেন?

দুলাল। মরি! তাহার সহিত আমার সুবাদ কি? আমি সন্দেশ কিনিয়া লইয়া তাহার নিকট গিয়া তাঁহাদের খাওয়াইয়া যাহা পাত্রাবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই খাইব। তুমি বিপরীত ভাবে

কেন কথা কহিতেছ ? আর তিনি কি আমায় খাইতে দিতেন না, যদি তাঁর অবস্থা ভাল হইত, বাপ, খুড়া, মা'র যদি এ ইচ্ছা না হয়, তবে কাহার হইবে।

কাম। তা নাই দিতে পারুন, তাঁহার ত চলিতেছে, তাহা হইলেই ভাল—আমি কি তাহার আশা করিতেছি।

দুলাল। কি চলিতেছে ? শাস্তকে হারাইয়া তাহাতে কি তিনি আছেন ? যাহার যায়—সেই বুঝিতে পারে, আমি কল্যাণীকে দিয়া তাহা বুঝিতে পারি। মাছের কাঁটা গলায় লাগিলে, যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্গত না হয়, সে কিছু অংশ যেমন থাকিয়া থাকিয়া স্মৃতি আনায়, তেমনি জন্মের প্রিয় বস্তুর অভাবে সে শোক হৃদয়কে ব্যথিত করে। তাহার পর, তাহার আর কি কায করিবার বয়স আছে ? এখনও যদি তাঁহাকে কায করিতে হইবে, তবে আমাদের এত করিয়া কি করিতে মানুষ করিয়াছিলেন। তাই আমি ১২,০০০ বার হাজার টাকা দান লিখিয়াছি, তাহার সুদ হইতে তাহার সংসার একরূপ চলিতে পারে।

কাম। দিয়াছ না—কি ?

দুলাল। রেজেষ্টারী হইয়া গিয়াছে, এখনও তাঁহাকে বলি নাই—একবারে কাগজখানি দিব। তাহাকে বলিলে, তিনি এ দান লইবেন না। তাহার প্রকৃতি আমি জানি, তাই জানাই নাই।

কামময়ীর ইহাতে বড় জ্বালা বাড়িল। যখন দুলাল এ কথা কামময়ীর নিকট প্রথম পাড়েন, কামময়ী যাহাতে দুলালের এ মন ফিরে, তাহার জন্য ঢের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরে হার মানিতে হইয়াছিল। সেজন্য বড়ই বিরক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করে নাই—কারণ ভাবিয়াছিল, একরূপ

করিয়া যখন দুলাল টাকা দান করিতেছেন,তখন শীঘ্র শীঘ্র টাকাটা নিজের নামে করাইয়া লইতে পারিলেই সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা হয়—তাহা হইলে দুলাল দান করিবার কে? আজ শুনিল, তাহা লেখা পড়া হইয়া গিয়াছে—জ্বালার উপর জ্বালা আবার বাড়িল। কামময়ী জানিত, রুক্ষভাবে এখানে মন্ত্র খাটিবে না,—বলিল, "সে ত ভালই, করিতে পারিলে এ ত আমারও ভাল—তোমার সুখ্যাতিই আমার সুখ্যাতি, আমি সেজন্য বলিতেছি না, তবে তোমার জন্য ভাবনা হয়, তোমারও ত পেট আছে, তোমার থাকিলে আমারও আছে, তুমি আমি ত ভিন্ন নহি। আমাদেরও ত কিছু চাই।

দুলাল। না মরি!—এ সুখ্যাতির জন্য নহে। আমার এ দান অদ্যকার সমাজে দান বলিয়া পরিচিত বটে,কিন্তু এ দান নহে,—কর্ত্তব্য। বাপ খুড়া, ভাই ভগ্নী, ভাইপো ভাইঝী, পিসী মাসী স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের ব্যয়—কি দান? কর্ত্তব্য নহে? কর্ত্তব্য হেলনে অখ্যাতি, পালনে সুখ্যাতি নাই।

কাম। কর্ত্তব্য বলিয়াই ত বলিতেছি, আর যাহা আছে—আমার নামে লিখিয়া দাও।

দুলাল। কেন মরি! আমার নামে আর তোমার নামে কি ভেদ আছে? আমার থাকিলে কি তোমার থাকিল না, তোমার থাকিলে কি আমার থাকিল না।

কাম। তাহার জন্য কি বলিতেছি, আমার একটা সাধ কি তুমি পূরণ করিবে না? বল—করিবে?

কামময়ীর তখনকার ভঙ্গি, আমাদের বর্ণনার ইচ্ছা নাই। কিন্তু দুলালের হৃদয় তাহাতে উথলিয়া উঠিল। দুলাল সাদরে কাম-

মন্নীকে হৃদয়ে লইয়া চুম্বনে চুম্বনে বলিলেন, "মন্নি! তাহাতে তোমার ভাবনা কেন? তোমার সাধ আমি জীবন দিয়া কি পূরণ করিতে পারি না? টাকা কি এতই বড়?"

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপত্নী বিলাসিনী, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন নাই, এখন পাকে পড়িয়া কিছু কিছু বুঝিতে বসিয়াছেন। তখন মাসে মাসে ছয় সাত শত টাকা ঘরে আসিত, কৃষ্ণকান্ত সকলকে দান করুন আর নাই করুন—কতকগুলা লোকের স্বভাব, বড় মানুষের কায দেখিয়াও সুখী; বিলাসিনী কিন্তু আশবাব কিছুই কমান নাই। কৃষ্ণকান্তের সময় যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, কিন্তু কেহই বিলাসিনীকে সে মান্য দেয় না, লেখা পড়ায় কাগজ পত্রে, আর সেরূপ সুখ্যাতি পান না। তখন যাহা হয়, অবহেলে লিখিলে, লোকে যেরূপ মোহিত হইত, এখন ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লিখিলেও লোকে বলে—সেইটার লেখা ত, মেয়ে মানুষের আবার অত বাড় কেন? যাহাদের বা যে যে পুস্তকের উদ্দেশে, তিনি মনকে উন্নতির পথে এত দিন লইয়া যাইতে ছিলেন, যাহাদের বলে স্বামী ত্যাগেও তাঁহাকে দুঃখিত হইতে হয় নাই, এখন তাঁহাদের বা সেই সেই পুস্তকের মধ্যেই দেখিতে পান, তাঁহাকে টিটকারী দিতে কেহ বাকী করিতেছে না।

সকলের উপর কিন্তু রতিকান্ত। পাছে রতিকান্ত সেকেলে ধরণে শিক্ষিত হয়, সেজন্য প্রথম হইতেই বিলাসিনী, রতিকান্তকে

'ডফটন কলেজে' ভর্ত্তি করান। কৃষ্ণকান্তের মন না থাকিলেও কোন ক্ষতি বোধ করেন নাই—সেজন্য কৃষ্ণকান্ত বেশী আপত্তি করেন নাই। যখন বিদ্যা কি—রতিকান্ত বুঝিল, তখন স্কুল গিয়া বিদ্যালাভ—তাহাতে লজ্জিত হইল—সে সময়কার ছবি পাঠক মহাশয়েরা একবার দেখিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্ত যখন বাড়ী ছিলেন, তখন রতিকান্ত মাকে ভয় করিত—সে ভয়ে ভক্তিও ছিল। ভক্তি যে দুর্ব্বলতার লক্ষণ, বিলাসিনী তাহা বিলাতের জ্ঞানে বেশ বুঝিতেন। রতিকান্তের সে ভাবে বিলাসিনী সভ্যতা শিক্ষার ফল দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু এখন তাহার বিপরীত দেখিতেছেন। কৃষ্ণকান্ত যাওয়া অবধি আর সেরূপ নাই, তবে গুদাম ভাড়ার কথা রতিকান্ত তুলিতে আর সময় পায় নাই, কারণ, মাই এখন বিষয়ের অধিকারিণী। রতিকান্ত বসিয়া বসিয়া খায়। রতিকান্ত এক একবার দেখে—মা'ত বাপের সরকার, কিন্তু যখন টাকার প্রয়োজন হয়, তখন সেই কিন্তু ঘরের মা'র লয়, ছেলের যে বল তাহা মন মধ্যে হয়—কিম্বা সেইরূপ হয়। বিলাসিনীকেও সেই ভাবে চলিতে হয়।

রতিকান্তের এরূপকার ব্যবহারে আর অযথা টাকার খরচে, বিলাসিনী বিরক্ত হইবার উপক্রম হইল, রতিকান্ত তাহার উপদেশে এখন কোন পরোয়াই করে না। যখন সুশীলা ছিল, তখনও এত দূর দেখেন নাই—তাহার পর হইতেই বাড়াবাড়ি। আবার বিবাহ দিবেন কি, ছেলেকে বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকিতে দেখেন না। ছেলেকে দেশ হিতৈষী দেখেন, কিন্তু বাড়ী-হিতৈষী দেখেন না। বক্তৃতায় রতিকান্ত "জগতের সকল লোকেই যে ভাই ভগ্নী, সকল মাননীয় ব্যক্তিই মাতা পিতা, এরূপ না হইলে

মঙ্গল নাই”—বলিয়া বেড়ায়। কিন্তু রতিকান্তের বাড়ীতে সে ভাব দেখেন না। বিলাসিনীর তখন দিনে দিনে কৃষ্ণকান্তকে আবার মনে হইতে লাগিল, বুঝিলেন—কৃষ্ণকান্তের জন্যই এগুলি সব শোভা পাইয়াছিল। সে অভাবে এখন ভিতরকার জিনিষ বাহির হইয়া পড়িতেছে।

দিনে দিনে এইরূপ হীনবল হইতে দেখিয়া, বিলাসিনী কৃষ্ণকান্তকে বাড়ী আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তাহা শুনিয়াও শুনেন না। এককালে এ পরিবারের সহিত কৃষ্ণকান্তের যে সম্বন্ধ ছিল, কৃষ্ণকান্তের ভাবে তাহা বোধ হয় না। রতিকান্ত দেখিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না দিলে, কোন ফল হইবে না।

আনন্দরাম প্রায় বিলাসিনী রতিকান্তকে দেখিতে আসে। তাহার ভাব সেই পূর্ব্ব মত। বিলাসিনী আনন্দরামকে এক দিন এ কথা বলিলেন। আনন্দরাম বলিল, “সে কথা আমায় বলিতেছেন কেন, আমি নিত্যই ইহার চেষ্টা করিতেছি, পারিয়া উঠিতেছি না—আমি কি ইহাতে সুখী?” এতদিনে বিলাসিনী আনন্দরামকে একটু ভিন্নচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আনন্দরাম তাহাতে যেন বল পাইল।

রতিকান্ত সুশীলাকে যে ভালবাসে না তাহা নহে, সুশীলা যখন বিলাসিনীর নিকট ছিল, তখন রতিকান্তের ভাব পাঠক দেখিয়াছেন। বিলাসিনী তাহাতে বিপত্তি ঘটান। যদি বিবাহের উপদ্রব বিলাসিনী না তুলিতেন, তাহা হইলে এখন হয়ত তাহার জন্য বিলাসিনীকে ব্যস্ত হইতে হইত না। বিলাসিনী দেখিলেন, যখন আর বিবাহ করিবে না, তখন সুশীলা না হইলে ইহার

পরিবর্ত্তন এখন আর আমার সাধ্যায়ত্ত নহে—তবে, তাহাতে আমি যোগ দিতে পারি।

রতিকান্ত সুশীলাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। যখন দিয়া আসে, তখন মনে করিয়াছিল বা সুশীলাকে বলিয়াছিল যে নিত্য না হয়, দুই একদিন অন্তর দেখা হইবে, কিন্তু তাহা দিনে দিনে ভুলিয়াছিল। ভুলিয়া যাহিরে তাহার মন চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে মা'র নিকট যে টাকাগুলি ছিল, তাহার ধ্বংশ করিল, প্রেসটী দেনার দায়ে বিক্রয় হইতে বসিয়াছে। এখন কিছু কষ্ট হইয়াছে।

একদিন বিলাসিনী রতিকান্তকে বলিলেন, "বউ পত্র লিখিল—অবশ্য দেখা করিতে বলিয়াছে, একবার দেখা করিলে না কেন—তাহাদের এই বিপদ।"

রতিকান্ত বলিল, "যাইব যাইব মনে করিয়াছিলাম, তাহার পর বিপদটা শুনিলাম—আর যাইতে পারি নাই।"

বিলা। যাইব যাইব মনে করিলে—যাইলে না কেন? তোমার এত কি প্রয়োজন যে, যাইতে পারিলে না।

রতিকান্ত। যাই কখন? দেশের জন্য ভাবিতে ভাবিতে আর সময় পাই না। সে দিন বৈকালে 'ভারত বিড়ম্বনা' সভায় সেই বক্তৃতা দিতে হইল, তাহার পর দিন, একটা 'লাইব্রেরীতে' বক্তৃতা দিতে হইল। এইরূপে ঘটিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিলাম, সকালে যাইব, কিন্তু কি করিব, বক্তৃতা যাহা দিব—তাহাত ভাবিতে সময় চাই।

বিলা। আর তোমার বক্তৃতায় কায নাই; ঘরের ছেলে ঘরে থাক, আমি 'বউ' লয়ে আসি।

সুশীলার প্রতি রতিকান্তের আর সে মন নাই—তবে কিছুই নাই, তাহা নহে; ভাবিল—মা তাহার প্রতি সন্তুষ্টা নন, বাড়ীতে আর কেহ নাই, তখন তাহাকে এখন আনা উচিত নহে। বলিল, "না—আমার ওবউ কাষ নাই।"

বিলা। কর্ত্তার আর তোমাকে বিবাহ দিবার ইচ্ছা নাই, আমি পূর্ব্ব হইতে জানি। আমার এখন আর টাকার বলও বাধ নাই যে, আমি তোমার আবার বিবাহ দিব, বিশেষ কর্ত্তার অমতে আমি আর কিছু করিব না। কর্ত্তা যাহাতে বাড়ী আসেন, তাহার তুমি চেষ্টা কর। আমি বউকে আ ন।

মার হাতটান দেখিয়া রতিকান্তেরও পিতাকে আনিতে ইচ্ছা হইতেছিল। রতিকান্ত এ কথায় বিশেষ আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু সুশীলাকে আনার পক্ষে বড়ই বিরোধী হইল।

এইরূপ নিত্য কথাবার্ত্তার পর বিলাসিনী দেখিলেন—রতিকান্তের সুশীলার উ ের আর সেরূপ ভাব নাই। তখন সুশীলাকে আনিয়া যে কোন মঙ্গল ঘটিবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; রমাকান্তের জন্য বড়ই দুঃখ হইল। ভাবিলেন, 'নাথ! আমায় মার্জ্জনা করিতে হইবে।'

— —

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দুলাল এক দিন আত্মারামের বাড়ীতে দেখা দিল। রমা, সুশীলা কাঁদিয়া উঠিল। তাহাতে দুলালের হৃদয়ে শান্তের ছবি দেখা দিল। দুলাল বসিয়া, রমা সুশীলাকে শান্ত করিল।

আত্মারাম আহার করিতেছিলেন—রমা বলিল, "মাছ আর নাই, ওখানি খাইওনা, নন্দ খাইবে।"

আত্মা। তবে, দুখানা আমায় দিয়াছিলে কেন? আমি একখানা খাইয়া ফেলিলাম যে, সুশীলা খাইবে কি?

সুশীলা। না বাবা, আমি মাছ ভালবাসিনা।

আত্মা। ভালবাসনা মা' সে কেবল আমার জন্য, তোমায় সুখী দেখিতে পাইলেও আমার এ দুঃখ থাকিত না।

সুশীলা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। দুলাল বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল, বলিল, "মাছ নাই কেন?—আনা হয় নাই না কি?"

আত্মা। কোথা হইতে আসিবে, পয়সার ত তত সচ্ছল নাই, মেয়েগুলা ত আধপেটা খাইয়াই থাকে। ৫৲ টাকা মাহিনা বাড়িয়াছিল, শাস্ত্রর পীড়ায় কয় দিন কামাই হওয়াতে, সাহেব ছাড়াইয়া দিত, কেবল কৃষ্ণবাবুর অনুরোধে ৫৲ টাকা কমাইয়া রাখিয়াছে।

দুলাল। কয়দিনের কামায়ে এত করিল কেন?

আত্মা। এখন তত লোকের দরকার নাই, আর আমার কাযও স্থায়ী নহে। প্রসাদ ও চরণের বেশ চাকরী করিয়া দিয়াছ। তা ভালই হইয়াছে, নহিলে এখন খায় কি। এটী তোমার বড় ভাল কায হইয়াছে।

দুলাল। হাঁ—কপাল হ'তে হইয়া গিয়াছে, আমারও ইচ্ছা উহারা কষ্ট না পায়। আর আমার হাতেত কোন কায নাই, তা নহিলে আপনার চাকরীর জন্য কত চেষ্টা করিয়াও জোগাড় করিতে পারি নাই—তাহাত জানেন।

আত্মা। সব ভাল হইল, কিন্তু ওই কাযটী ভাল হইল না। দাদা থাকিতে—দেখিতে শুনিতে বড়ই খারাপ হইল। আমি তোমায় জানি, তুমি নিজের বুদ্ধিতে কায করিতে শিখ—এই আমার ইচ্ছা।

দুলাল। সে কথা আর তুলিবেন না। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু বাবা যে মাপ করিতে চাহেন না। আপনি যদি বলেন——

আত্মা। আমিত বলি—কিন্তু পারি কই?

এই বলিয়া আত্মারাম আফিসের কাপড় পরিলেন, বলিলেন, "রমা! আমার বৈকালের খাবার থাক বা নাই থাক, তুমি দুলালকে আজ বেশ করিয়া খাওয়াও। দুলালকে অনেক দিন কিছু খাইতে দিই নাই।"

এই বলিয়া আত্মারাম যখন বাহির হন, দুলাল বলিল, "না না—আমার জন্য কিছু করিতে হইবে না।" রমা বলিল, "আমাদের কি আর সাধ হয় না, তুমি আমারই ছেলে, তোমা-কেই বড় বলিয়া আমার মনে হয়—তোমার কি 'না' বলিতে আছে?" সে ভাবে দুলালের মন কেমন দুর হইল, বলিল, "আমি তবে কাকার পাতে বসিব।"

আত্মারাম বলিলেন, "তবে বস, আমার বেলা হইয়াছে, এখন যাই।" দুলাল বলিল, "আমি একটা কথা বলিব বলিব ভাবিতেছি।"

আত্মারাম 'বল" বলিয়া দাঁড়াইলেন। দুলাল একখানি কাগজ আত্মারামের হস্তে দিল। আত্মারাম বলিলেন, "এ—কি?"

দুলাল। পড়ুন।

আত্মারাম পড়িলেন, বলিলেন, "এ কেন?"

দুলাল। এ কেন? এ কথা শুনিতে আমার ভাল লাগিল না। আমি আপনাকে পিতার মত দেখি, আমার কি এ কর্ত্তব্য নহে? আপনার কি আমার উপর জোর নাই? ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

আত্মা। তুমি আমায় ১২,০০০ বার হাজার টাকা দান করিতেছ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য—কিন্তু সত্য হইলেও আমি লইতে পারিতেছি না।

দুলাল। কেন?

আত্মা। কেন?—তুমি যখন টাকা আনিয়া দাদাকে দিতে তখন সে টাকা দাদার। তুমি সন্তানের মত কায করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা রাখিতে পারিলে না। যে কারণেই হউক, তাহা ভাল কি মন্দ, বলিতেছি না—তাহাতে দাদার মনে দুঃখ আনা হইল। টাকার জন্য পিতাকে দুঃখিত করা—তাহা পিতৃভক্তি নহে। তোমার উদ্দেশ্য কি—তাহা কি আমি জানি না? মানুষের তাহাও ভাবা উচিত, কিন্তু তোমার টাকা অল্প নহে, তুমি রোজগারী। যাহা কিছু ঘটিত তাহা হইতে নষ্ট বা ক্ষতি কি ছিল? ভাগে ত তুমি এক অংশ পাইতে, তাহাতে তোমার বসিয়া থাকিলেও চলিত, কারণ এখনও তুমি রোজগার করিতেছ, আরও কোন না ১,০০০০০ এক লক্ষ জমাইতে পারিবে। বল দেখি, যাহা পাইলে, তাহা অপেক্ষা এ বিচ্ছেদ কি এতই সামান্য মনে কর? ভাই কি বস্তু জানিতে—যখন ঐ ভায়েরা ভাগের সময় তোমার প্রাপ্য তোমায় দিইত। তুমি কি উহাদের এতই মনুষ্যত্বহীন মনে কর? তোমার মন সেরূপ না হইলেও, কার্য্যে সেইরূপ হইয়াছে।

দুলাল চুপ করিয়া রহিল, মুখ তুলিল না। আত্মারাম বলিতে লাগিলেন; তুমি যদি টাকা, এ বিচ্ছেদ অপেক্ষা বড় দেখ, তবে আমি ও টাকা লইতে পারি না, কারণ যে টাকার জন্য পিতার দুঃখ না দেখিতে পাবে, তাহার দান আত্মারাম লন না। যদি টাকা না বড় দেখ, তবে পিতাকে পায় ধরিয়া ফিরাইয়া দাও—হাতে ধরিয়া ভাইদের ঘরে লইয়া আইস। যদি টাকার জন্য বাপ ভাইকে লইয়া সংসার করিতে না পারা যায়, তবে টাকার প্রয়োজন আমি বুঝি না। কেবল স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসারকে আমি পূর্ণ সংসার বলি না। একদিকে ভক্তি শিখিব, আর দিকে প্রেম শিখিব, মধ্যে স্নেহ থাকিবে, আমি তাহাকেই সংসার বলি।

দুলাল। আমি যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় নাই—যদি কোন উপায় থাকে আমায় বলিয়া দিউন। আমি আমার দোষ বুঝিতেছি, কিন্তু আপনার অর্থকষ্ট, আমি আর দেখিতে পারি না—আপনাকে টাকা লইতে হইবে।

আত্মা। তুমি জান, তোমার পিতা আমার ভাই, তুমি তাঁহাকে দুঃখ দিয়া আমায় সুখী করিবে? ভাবিয়াছ, তাহা হইলে আমি সুখী হইব—তবে তুমি কি লেখাপড়া শিখিয়াছ? দাদার অনুমতি লইয়াছিলে?

দুলাল। না—

আত্মা। সে দিন ২০্ টাকা পাঠাও; সামান্যের জন্য তোমায় কিছু বলি নাই। তুমি এতবড় একটা কায করিতেছ, তাই কিছু বলিলাম—শুনিতে বড় কর্কশ হইল। কিন্তু তাহা আমার ইচ্ছা নয়। বল দেখি, আজ হাতে টাকা পাইয়া পিতাকে

একবার জিজ্ঞাসা করিতেও মনে হয় নাই। এই কি তোমার পিতৃ-ভক্তি?—যাহার পিতৃভক্তি নাই, সে আমার কি ভক্তি করিবে? কি সুখী করিবে?

দুলাল। তিনি যদি কোন আপত্তি করেন, সেজন্য বলি নাই।

আত্মা। তিনি পিতা—তিনি আপত্তি করিলে দেওয়া হইবে না, ইহা পিতৃভক্তি শিখাইয়াছে, তবে, তাহাকে লুকাইয়া দিতে কে শিখাইল? পিতা বর্ত্তমানে সন্তানের উপার্জ্জন সমস্তই পিতার—এ টাকাও তাহারই তিনি যাহা করিবেন—তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, আমার দেখিতে কি ভাল লাগিতে পারে? তোমারও আমি ছেলেই দেখি। তোমাদের আজকালকার বুদ্ধি ফেলিয়া দাও, বাপ ছেলের মধ্যে আবার দান-পত্র কি? আমি ওসকল বুঝি না, তবে তাহা কর—দেখিতে হয়, কারণ, আজকালকার সময়ে আমরা মূর্খ—সেকেলে।

তখন দুলালের নৌকোপরের চিত্র সম্মুখে, কল্যাণীর কথা মনে হইল, ভাবিল—'তাহার রূপে আমার রূপ, একথা সে আজ দেখাইল, আমার কি রূপ ছিল—আজ কি হইয়াছি।

আত্মারাম বলিলেন, "তোমায় বড় ভালবাসি, তাই অনেকগুলি কথা বলিলাম। তোমার কার্য্য কলির বানরের অপেক্ষা উত্তম—তাহা আমি দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি দেবতা ছিলে। তোমার অধঃপতন আমার বড়ই লাগিয়াছে। তোমায় ভৎর্সনা করিতে আমার ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয়—আবার তোমায় দেবভাবে দেখি।"

এদিকে বেলাও হইল। আত্মারাম বলিলেন, "আর—আমি দাঁড়াইতে পারি না।"

দুলাল। কাগজখানি রাখিয়া যান।

আম্মা। আমি উহা গ্রহণ করিব না। আমি তোমায় বড় ভালবাসি বলিয়া, আবার তোমায় সেই ভাবে না দেখিলে আমি লইব না।

দুলাল। আপনারা মার্জ্জনা করিলেই আমি মার্জ্জিত হইব।

আম্মা। আমি ওকথা স্পর্শ করিব না।

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। যখন যান, দুলাল বলিল, "ইহা রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে—এ টাকায় আমার আর কোন হাত নাই।"

দেখিতে দেখিতে বৈকাল আসিল, গৃহকর্ম্ম সারিয়া বসিয়া বসিয়া, সুশীলা বলিল, "মা! শাশুড়ী আমায় লইয়া গেলেন না, অনেক দিন হইয়া গেল—দেখা সাক্ষাৎ নাই, আর বোধ হয় লইয়া যাইবেন না, আমি মনে করিতেছি আপনিই যাইব। নন্দ আমায় রাখিয়া আসুক।"

রসবতী বলিলেন, "মা! আমিও কদিন তাই ভাবিতেছিলাম। মেয়েমানুষের স্বামী ভিন্ন কেহ নাই। পাছে তুমি অন্য কিছু মনে কর, সেজন্য কিছু বলিতে সাহসী হই নাই। শাশুড়ীকে ভক্তি কর, তাঁহার মনের মত হইও, তাহা হইলেই সব বজায় থাকিবে। রতিকান্ত তোমায় দেখিতে পারেন না—তাহাও নয়।"

সুশীলার চক্ষে জল আসিল, বলিল "মা! বলিয়া দাও—কি করিলে শ্বশুর আমার ঘরে আসিবেন—কি করিলে শাশুড়ী আমার সেবা লইবেন।"

রসবতীর চক্ষেও জল আসিল, বলিলেন, "মা! ঈশ্বরকে ডাক, তিনিই তাহা বলিয়া দিবেন।"

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

প্রায় তিন মাস কাটিল। এ বাড়ীতে আসিয়াই প্রসাদের একটী চাকরী হইয়াছে, দুলালই করিয়া দিয়াছে। দুলালের সহিত প্রসাদের সেই ভাবই আছে।

কিন্তু বাড়ী ভাড়া ২০৲ টাকা দিতে হয়। প্রসাদ বলিয়াছিল, এ বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া একটা ছোট বাড়ী লই, ভাড়া কম লাগিবে, নহিলে আমার মাহিনা ৪০৲ টাকার মধ্যে চলে না। খেলারামবাবু তাহাতে মত করেন নাই।

প্রসাদের একটী সন্তান হইয়াছে। প্রসবের পর হইতেই স্ত্রী পীড়িতা। সে জন্য একটী রাঁধুনী রাখিতে হইয়াছে। চাকরাণী একটী না হইলে চলে না, কাজেই প্রথম মাসে আঁটিল না। খেলারাম বাবুকে দশ টাকা সাহায্য করিতে হইল। দিলেন বটে—কিন্তু বলিলেন, "হিসাবটা রাখিও আমি দেখিব।"

দ্বিতীয় মাসে আবার খরচে টান পড়িল। হিসাব দেখিয়া বলিলেন, "এত দুধ, ট্রেমওয়ে খরচ—এত কেন?"

আজকালকার লোক আর এক পা চলিতে পারেন না। গোলদিঘী হইতে বড়বাজার, তাহাও গাড়ী চাই। যাতায়াতে দেখিতে চার পয়সা করিয়া বটে, কিন্তু মাসে ৪৲ টাকা—কাহার মাহিনা ১৫৲ টাকা, একথা কে বলে, আর কে শুনে—যাহা হউক সে কথায় আমাদের কায নাই।

প্রসাদ বলিল, "ট্রেমওয়ে খরচা কমাইব, কিন্তু দুধ কমাইব কেমন করিয়া। আমরা ত খাই না। আপনিই /১ সের খান,

হইবে—না ওয়াই তা জানে না—দুলালের ইচ্ছা আজই সে বাড়ীতে যাওয়া হয়।

খেলা। না না, আমায় কেন আর সংসারে টান, আমি কাশীবাসী হইব—আর কয় দিন—আমার ত তাহাই উচিত।

আত্মা। তাহাতে কাহার আপত্তি? তবে এ ক্ষেত্রে হইতেই পারে না, কারণ তাহা হইলে সকলেরই মনে দুঃখ থাকিয়া যাইবে—আর বিশেষ কাশী যাইলেও আপনাকে একলা ছাড়িয়া ত দিতে পারা যায় না, স্ত্রীলোক না থাকিলে সেবাও সেরূপ হয় না।

খেলা। দেখ, যখন পুনরায় বিবাহ করি নাই, তখনই আমার ভুল হইয়াছে—এখন সেবা হইবে কি না, সে ভাবিবার আমার আর সময় নাই।

আত্মা। বৌ মা'রা সঙ্গে থাকিবেন, তাহাতে আপনার আর ভাবনা কি? সে যখন হইবে, তাহাতে কি আর আটকাইবে—এখন দুলাল যাহা বলিতেছে, তাহাতে কি বলেন? তাহা হইলে আমি মুটে আনিয়া জিনিষ পত্র পাঠাই।

খেলা। না না—ধর্ম্ম কর্ম্মে আমায় বাধা দিও না—তোমাদের দ্বারায় ত আমার সব হইল, আবার ধর্ম্ম কর্ম্মও পণ্ড করিবে?

আত্মারাম চুপ করিয়া থাকিলেন। দুলাল বলিল, "আপনি ক্ষমা না করিলে আমায় কে ক্ষমা করিবে?"

খেলা। আচ্ছা, তাহার জন্য ভাবনা কি আমার কি আর তীর্থ করিতে ইচ্ছা হয় না?

নানা কাতর বিনয় উক্তিতেও খেলারামের সেই কথা। সে দিন হতাশ হইয়া উভয়েই বাড়ী গেলেন।

আজ কয়দিন হইল, একটা নূতন ব্রাহ্মণ আসিয়াছে, যে ব্রাহ্মণী ছিল, একদিন তাহার দেশ হইতে, তাহার বোন আসিয়াছিল—সে দিন সে এইখানেই খাইয়াছিল ও রাত্রে শুইয়াছিল। খেলারাম রাত্র এক প্রহরের সময়, কার্য্যবশতঃ নীচে গিয়াছিলেন, উপরে উঠিবার সময় ব্রাহ্মণীর ঘরে কথা শুনিতে পান—উপরে আসিয়া প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন, "ব্রাহ্মণীর ঘরে আর কে আছে? কথা শুনিতে পাইলাম।" প্রসাদ বলে, "তাহার বোন আসিয়াছে—বোধ হয় দুইজনে কথা কহিতেছে।"

খেলা। সে কখন আসিয়াছে?

প্রসাদ। সকালে বোধ হয়।

খেলা। কোথায় খাইল?

প্রসাদ। বোধ হয় এইখানেই খাইয়াছে।

খেলা। তোমাদের সকল কথাতেই 'বোধ হয়।' একটা বেজানা লোক বাড়ী পুরিয়া রাখিলে কি প্রকারে? এখনই বিদায় কর—তোমরা ত জান না, বোন ত বোন—এইরূপ করিয়া সন্ধান লইয়া কত স্থানে ডাকাতী করে—এখনই বিদায় কর।

প্রসাদ। এত রাত্রে কোথায় যাইবে? কাল সকালে বেলা না হয় যাইবে, সন্ধ্যার সময় যদি বলা হইত, ও অন্যস্থানে থাকিবার যোগাড় করিতে পারিত—এখন রাত দেড়টা প্রায়।

খেলা। তুমি আমায় দয়া শিখাইতেছ—না?

তখন প্রসাদ ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন, ব্রাহ্মণী আসিলে খেলারাম

ঘরে গেলেন; প্রসাদ বলেন বলেন করিয়া বলিতে পারেন না, ভাবিলেন, বাবা আজ আমায় কি দায়ে ফেলিলেন, আবার ভাবিলেন, 'আমা হইতে ইহার বেশী দায়, এ এখন যায় কোথায়, বাবার সকলকেই অবিশ্বাস।' কি করেন, বলিতে হইল, বলিলেন, "তোমার বোন এখানে আছে শুনিয়া বাবা বড় রাগ করিতেছেন।"

ব্রা। আমরা ত উঁহাকে জানি—আমি নীচে হইতে শুনিয়াছি। এখন পাঠাই কোথায়? আমরা স্ত্রীলোক, পেটের দায়ে কায করিতে আসিয়াছি, নহিলে আমরা এরাত্রে বাহির হইবার যোগ্য নহি—স্ত্রীলোকের মুখ রক্ষা কর, রাত্রে বাহির করিয়া দিও না। কলিকাতার সহর, বড় ভয় করে।

প্রসাদ অনেকক্ষণ ভাবিলেন—ভাবিলেন, "একদিকে পিতৃ আজ্ঞা, আর দিকে স্ত্রীলোকের মুখ রক্ষা, এরাত্রে কোথায় যাইবে, যদি রাস্তায় তাড়াইয়া দেওয়া হয়, হয় ত মাতালে ইহাদের অপমান বা আরও কিছু করিতে পারে—ইহা উচিত নহে—আজ যদি পিতৃ আজ্ঞা পালন করি, চিরদিন যে এরূপ পারিব, তাহার ঠিক নাই, কারণ বাবার যেরূপ গতি—তাহাতে যদি এক দিন একটা স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করিতে বলেন—তাহা হইলে কি পারিব? তাহাই নাই বলুন ইহাও ত প্রায় সেইরূপ বলা।"

তখন বলিলেন, "এক কর্ম্ম কর, তুমি আমার সহিত একবার পায়ের শব্দ করিতে করিতে বাহিরে চল, আমি দরজাটা খুলিয়া, আবার দিব, তুমি অতি আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া শুইবে, দেখিও ঘরের দরজা বন্ধ করিতে যেন শব্দ না হয়—আর কথাবার্ত্তা আজ

কহিও না, পরে বাবা না উঠিতে উঠিতে ভোরে, তোমার বোনকে অন্য স্থানে বা দেশে রওনা হইতে বলিও।"

সেইরূপ করিয়া যখন প্রসাদ উপরে উঠেন, খেলারাম ঘর হইতে বলিলেন, "গেল।"

প্রসাদ। হাঁ।

প্রাতে উঠিয়া খেলারাম আর ব্রাহ্মণীকে দেখিতে পান নাই।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

আরও এক মাস গেল। এবার খেলারাম, হিসাব দেখিয়া প্রসাদকে বড় ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "আমি কোথা হইতে করিব বল দেখি—আমি কি চাকরী বাকরী করি ? তোমাদের যাহা করিবার তা' ত করিলাম, চিরকাল কি করিতে হইবে ? ছেলেরাই ত বাপকে খাওয়ায়—তোমাদের সব বিপরীত; তোমাদের এই ত অবস্থা, বাপকে খাইতে দিতে পার না, কিন্তু পাড়াপ্রতিবাসী ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে পার, থাকিতে স্থান দিতে পার—পারিবে না কেন ? তোমাদের যে দয়ার শরীর!"

প্রসাদ বুঝিল, কিছু বলিল না। আফিসে চলিয়া গেল।

বৈকালে ব্রাহ্মণ, তামাক সাজিয়া খেলারাম বাবুকে দিল, খেলারাম বলিলেন, "বস।" ব্রাহ্মণ বসিল। বসিয়া বসিয়া তাহার বিরক্ত বোধ হইল, ভাবিল, উঠি, আবার ভাবিল—বাবু বসিতে বলিলেন, যদি চলিয়া যাই, রাগ করিতে পারেন—বলিল— ওইযে একটী বাবু গাড়ী চড়িয়া নিত্য আসেন, উনি কি আপনার পুত্র ?

খেলা। হাঁ—তাহা কি তুমি জান না? মাসে মাসে হাজার বার শত টাকা উপায করে, এই সে দিন একখানা বাগান কিনিযাছি—এখানা ত ভাড়া বাড়ী, দুলাল যেখানায থাকে, সেখানা কেনা।

ব্রা। তবে সেই বাড়ীতে থাকেন না কেন?

খেলা। এ ছেলে গুলার কোন ক্ষমতা নাই, ইহাদের ফেলিতে পারি না ত। তাই দুদিন থাকিতে হইযাছে, একটু গুছাইয়া দিযা যাইব। আর আমায থাকিতে দিতেছেই বা কই, নিতা লইতে আসিতেছে।

ইতিমধ্যে কামময়ী, দুলালকে বলিযা বলিযা বাড়ীখানি আর একখানি বাগান কিনাইযাছেন, লেখাপড়া কামময়ীর নামে হয় নাই বলিযা, কামময়ীর হৃদযে আগুণ উঠিযাছে। সে আগুণ তাহাতে না প্রকাশ পাইযা, বাকি টাকা যাহাতে তাহার নামে হয, ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। খেলারাম তাহাই নিজে কিনি-যাছেন বলিযা প্রকাশ করিলেন. ইহাতে অনেকেই হাসিবেন—আমরা কিন্তু হাসিব না।

ব্রা। তাহা হইলে আপনি ত রাজা, আপনার কি এরূপে থাকা ভাল দেখায—উনি ত লইযা যাইতে চেষ্টা করিবেন, সত্য।

খেলা। তা ত বটেই, আমার দশটা চাকর। কত লোক আসিতেছে—আরাধনা করিযা যাহাদের আনিতে হয, আমাদের বাড়ীতে তাহারা আপনারাই আসে—ডাক্তারের ত অভাব নাই, ইংরাজ ডাক্তার ডাকিলে, বিনা পযসায় দুইবেলা দেখিযা যায, আমায যেরূপ দেখিতেছ, আমি তাহা নহি।

ব্রা। আপনি কেন একটু একটু বাহিরে বেড়ান না?

সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া থাকা—বাড়ীর ভিতর আমরা ত বেশী ক্ষণ থাকিতে পারি না।

খেলা। কোথায় বেড়াইব? এ পাড়ায় আমার সমযোগ্য লোক কোথায়? আমায় জানে প্রসাদের বাপ—প্রসাদের বাপ হইয়া কি, লোকের বাড়ী খোসামোদ করিতে যাইব?

ভাল মনেই হউক আর মন্দ মনেই হউক, ব্রাহ্মণ কাযে গেল। খেলারাম একটী টাকার থলে লইয়া হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই তিন চারি মাসে প্রায় তাঁহার ৪৮ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। তিনি বড় ব্যথিত হইলেন, ভাবিলেন, কলির ছেলে, কোথায় আমার সেবা করিবে—না, আমাকেই উহাদের সেবা করিতে হইল।

তখন দুলাল আসিয়া উপস্থিত। খেলারাম টাকাগুলি তুলিয়া দুলালের দিকে মুখ করিয়া, একবার দুলালকে মুখখানা দেখাই-লেন—দুলাল দেখিল, মুখখানি কাঁদ কাঁদ। দুলাল বলিল, "আপনি অত বিমর্ষ কেন, বাড়ীতে কিছু হইয়াছে কি?"

খেলা। আর কি হইবে—ভাবিতেছি, কাশী যাইব, কিন্তু তোমাদের ছাড়িয়া থাকিব কি প্রকারে?

দুলাল। এখনই কাশী যাইবার আপনার কি প্রয়োজন বুঝি না, আমি আসছে বৎসরে আপনাকে লইয়া যাইব, মেয়েরা শুদ্ধ না হয় যাইবে, তাহা হইলে আপনার কোন কষ্ট হইবে না আমার তাহাই ইচ্ছা।

খেলা। তোমরা ভায়ে ভায়ে আলাদা—এও কি আমি সহিতে পারি? আমি এখানে বসিয়া তাহা দেখিতে পারিব না। আমার উপকারের জন্য বলিতেছি না--দেখ, কতকগুলি শরকাটি

একত্র করিয়া ভাঙ্গিতে চেষ্টা কর, ভাঙ্গিতে পারিবে না—একটা একটা করিয়া দেখ—ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আমি কিসে আছি বল—আর কয় দিন ? আমার ত এই রোগ ধরিয়াছে। সেই জন্যই ভাবনা হয়।

দুলাল। আপনার কি পীড়া—কই আমিত জানি না, তাহা হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

খেলা। আর ঔষধ—আমার এখন গেলেই ভাল হয়, প্রস্রাব অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

দুলাল। আমি সেইজন্য বলি—আমার ওখানে চলুন, এখানে একা মেজবৌ—তাহারও অসুখ, আপনার খাওয়া দাওয়ার বোধ হয় কষ্ট হইতেছে।

খেলা। আর কি আমার খাওয়া আছে যে খাইব ? তবে আবার যদি তোমাদের একত্র দেখি, তখন খাইব—নচেৎ আর টেঁকিব কি ?

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর, দুলালের অনেক বিনয়ে খেলারাম সম্মত হইলেন—ঠিক হইল তিন ভায়ে একত্র থাকিবেন—তবে যে টাকা দুলাল বাহির করিয়া লইয়াছেন, তাহা আর খেলারাম ফিরাইয়া লইবেন না, দুলালও তাহাতে বেশী আপত্তি করিলেন না। কিন্তু আত্মারামকে যে টাকা দুলাল দান করিয়াছে, তাহা আত্মারামকে দেওয়া হইবে না।

দুলাল বলিল, "রেজেষ্টরি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার ত কোন হাত এখন নাই। তিনি কিন্তু তাহা লন নাই—না লইলে কি হইবে—আমার কোন ক্ষমতা নাই।" তাহাতে খেলারাম বড়ই বিরক্ত হইলেন, ভাবিলেন, এ সময়ে কোন কথা তুলিয়া কায

নাই, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন যাহাতে ফিরে, তাহার উপায় চাই। বলিলেন, "এক কর্ম্ম কর—দিতেই হয়, হাজার টাকা দিয়া বাকি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বল।"

দুলাল চুপ করিয়া রহিল—মনে মনে ভাবিল, আমার টাকা, আমি পুনরপি আপনার নামে লিখিয়া দিতেছি, তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারি—কিন্তু কাকার যেরূপ অবস্থা, তাহাকে আমি কিছু বলিতে পারিব না।

তখন দুলাল বলিল, "তবে কবে যাওয়া হইবে।"

খেলারাম বলিলেন, "তাহা আমি বলিব।"

দুলাল। প্রসাদকে তবে আপনি বলিবেন, তাহার মত আর কি—আপনার মতই তাহার মত।

খেলা। তোমায় কিছু বলিতে হইবে না—আমি নিষেধ করিতেছি।

দুলাল। না—আপনি যখন নিষেধ করিতেছেন, আমি কেন বলিব? আপনিই বলিবেন—তবে প্রসাদ যখন আসে, আমায় বলিয়া আসিয়াছিল, আমি তখন "আচ্ছা" বলিয়াছিলাম, আমার আবার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তাহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, আবার চল বলিতে আসিয়াছি—রাগ দুঃখ মন হইতে ভুলিয়া দাও। আমি বড় ভাই হইয়াও, তোমাদের নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি।

খেলা। না না, আপ্তবুদ্ধি দিয়া তোমরা সব কায করিতে যাও, ওই ত তোমাদের দোষ।

দুলাল কোন কথা কহিল না।

———

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন কাটিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের প্রাণ হইতে বিলাসিনী গিয়াছেন বটে—কিন্তু মন হইতে এখনও যান নাই। অতীতের স্মরণ যেন থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠে।

কৃষ্ণকান্ত বাড়ী ত্যাগ করিয়া, একটু দূরে একখানি বাড়ী ভাড়া লন, সংসারে পয়সা ভিন্ন কার্য্য হয় না, এমন কাযই নাই, সেজন্য একলা থাকিয়া কৃষ্ণকান্তকে কোন কষ্ট ভুগিতে হয় নাই, তবে যাহা পয়সা বিনিময়ে পাইবার নহে, তাহাতেই বুঝি কৃষ্ণকান্ত যাহাতে তাহা ভুলেন, সেই চেষ্টাতেই ফিরেন, কারণ বিলাসিনী রতিকান্তই কি, তাহা স্মরণ করিতে পারেন? কোচমানের উপর কড়া হুকুম "যদি অধিক দিন আমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা কর—তবে আমি এতদিন যে বাড়ীতে ছিলাম, আমি হুকুম দিলেও সে পথ দিয়া গাড়ী লইয়া যাইবে না।"

এই হুকুম আজ ২।৩ বৎসর বাহাল হইয়া আসিতেছে।

যাঁহারা কৃষ্ণকান্তের সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহাদের প্রথম হইতেই বলিয়া দিয়াছিলেন, "যদি আমার পূর্ব্ববাড়ীর কোন কথা কহিতে ইচ্ছা হয়, আমার সহিত দেখা করিবেন না—যদি করেন, তবে আমায় এদেশ হইতে তাড়ান হইবে।"

কিন্তু সে কথা সকলে মানেন নাই—যাঁহারা মানেন নাই, তাঁহারা বার বার বলিয়া যখন দেখিলেন, তাহাদের কথা কৃষ্ণকান্তের কাণে ঢুকিয়া, হৃদয়ে কোন কার্য্য করিতে পারিল না, তখন আর বলেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত, আত্মারাম আনন্দরামকে কোন কথা বলেন নাই, জানিতেন, ইহারা আমার এ কথা

লইবে না, মরণ অবধি—একথা ছাড়িতে পারিবে না, তাঁহারা যখন যাহা বলিতেন, চুপ করিয়া শুনিতেন মাত্র।

তিনি বাহিরের সকলকে থামাইলেন বটে, কিন্তু অন্তরের কাহাকেও থামাইতে পারিলেন না—অন্তরে চিন্তার স্বরূপ হইয়া দুই এক জনকে, সতঃই কথা কহিতে দেখেন, দেখেন—অন্তরের ওই দুই এক জন, আত্মারাম আনন্দরামের সহিত রূপে এক, তাহারাও যাহা বলে, আত্মারাম আনন্দরামও তাহা বলে। তিনি হৃদয় তাকাইয়া, তাহাদের নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই বলিয়া, ইহাদের নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করেন না, কেবল চুপ করিয়া থাকেন—ভাবেন, হৃদয়ে যখন তাহারা ক্রিয়া করিতে ছাড়ে না, তখন ইহাদেরই বা দোষ কি?

আনন্দরাম যখন এ বাড়ীতে থাকিয়া, কৃষ্ণকান্তের কোন পার্থিব ভোগ লইল না, তখন মাসবাদে সমস্ত খরচের পর, যাহা উপসত্ত্ব থাকিত, তাহা সুশীলার নামে কোম্পানীতে জমা দিতেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আত্মারামের আর চাকরীর প্রয়োজন নাই—কিন্তু আত্মারামও, আনন্দরামের মত কথা কহিয়াছিলেন।

রতিকান্ত প্রথম প্রথম পিতার নিকট নিত্যই আসিত, কিন্তু পিতা কোন কথা কহেন না দেখিয়া, গমনাগমন ক্রমশঃই শিথিল হয়, মাস কতক বাদে আর কৃষ্ণকান্ত সে ছবি দেখিতে পান নাই। কিন্তু সংবাদপত্রের গায়ে দুই চারিবার যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণকান্তকে, কৃষ্ণকান্তের জ্ঞানই স্থির রাখিয়াছিল। আনন্দ আসিয়া মধ্যে মধ্যে সব বলিত, তিনি আনন্দকে শুনাইতে বারণ করিতেন—আনন্দ তাহা শুনিত না। আনন্দ বলিতেন "যদি ইচ্ছা, অনিচ্ছা দুই রহিল, তবে সংসারে থাকিয়া,

মরণ—জীয়ন্তে শববৎ থাকিব, এ কথা সঙ্গত হয় নাই, যদি তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত বিবেচনা করেন—তবে, এখনও বলুন, আমাদেরও সুখী করুন।

রতিকান্ত, প্রেসের ভার পরহস্তে দিয়াছিলেন, নিজে দেখিতেন না। সংবাদপত্রখানিতে তিন হাজার টাকা লোকসান দাঁড়াইল, পুস্তক ইত্যাদিতেও তিন হাজার লোকসান দাঁড়াইল। বিলাসিনী ভাবিলেন, এ সকল বিষয় আজও বাঙ্গালী বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। যদি এখন হইতে না চেষ্টা করা যায়, তবে উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, সে জন্য তিনি রতিকান্তকে উৎসাহিত করিবার জন্য, দশ হাজার টাকা এককালে দিলেন যে, যাহা দেনা হইয়াছে, তাহা পরিশোধ হইবে এবং অন্য বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করা হইবে।

তখন সুশীলা পিত্রালয়ে। সুশীলা যতদিন ছিল, রতিকান্ত তত দিন ঘরমুখীই ছিল, হাতে টাকা পাইয়া রতিকান্তের মনে একটা পূর্ব্বভাব জাগিয়া উঠিল। বেশ্যার মেয়ে সে বেশ্যা হইবে, একথা যুক্তিসিদ্ধ নয়, যাহারা ভাল হইতে চেষ্টা করিবে, তাহাদের জন্য একটা আশ্রম করিলে তাহারা সেইখানে থাকিতে পারে এবং উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাহাদের বিবাহ দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তখন ইহার জন্য চাঁদা সংগ্রহের বহি প্রকাশ করিলেন ও অনেক বক্তৃতা তাহার জন্য হইল। জনকতক এখনকার গণ্য মান্য লোকও তাহাতে যোগ দিলেন, দিলে কি হয়, আশ্রমের তত্ত্বাবধারণ রতিকান্তের স্কন্ধেই পড়িল। তিনিও তাহাতে কিন্তু আহ্লাদে হৃষ্টপুষ্ট হইলেন।

যখন বিলাসিনী এ মহাব্রতের কথা শুনিলেন, তিনি প্রথমে

রতিকান্তকে, ইহাতে নামিতে নিষেধ করিলেন, কারণ উদ্দেশ্য মহান হইলেও ইহাতে অধিক টাকার প্রয়োজন—আর সিদ্ধির ফল অতি কম। রতিকান্তও চাঁদায় প্রায় তিন হাজার টাকা দেখাইল। বিলাসিনী বলিলেন, "হাঁ, যদিও এখন তত ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে না বটে—কিন্তু, ভবিষ্যতে ইহাতে সুফল ফলিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার কোন আপত্তি নাই, যদি তুমি নিজের স্বভাব ঠিক রাখিতে পার, আমি তাহা আশা করি।"

রতিকান্তের, আর যাহাই হউক এদোষটি কিন্তু ছিল না। বিলাসিনী, এ উন্নতি বিধানের নিমিত্ত চাঁদা বহিতে পাঁচ হাজার টাকা দিবার জন্য সহি করিলেন। কতকগুলি লোকের নিকট বিলাসিনী,তখন ধন্যা ধন্যা হইয়া উঠিলেন। সংবাদপত্রের একটা লিখিবার জিনিষ হইল। এই ত ব্যাপার। আশ্রম ত স্থাপিত হইল—অনেকগুলি টানাচোখ—কমল মুখ—কোমলকণ্ঠের আবির্ভাব হইল। তখন তাহাদের যে পূর্ব্ববৃত্তি ঘৃণাকর, তাহা ভাল করিয়া তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার নিমিত্ত, দুই চারিজন লোকের প্রয়োজন হইল। যাঁহারা এক ঈশ্বর মানেন, জাত উঠাইতে চাহেন, অবশ্য তাহারাই নির্ব্বাচিত হইলেন। রতিকান্তের কথা "ধর্ম্মের ভার আপনারা লইবেন,আমি সংসারের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে শিক্ষা দিব।"

রতিকান্ত শিক্ষা দিতেও লাগিলেন, কতক লইতেও লাগিলেন, লইতে লইতে বিভোর হইলেন—সেইজন্যই আর মাসকতক পরে পিতার নিকট যাইতে সময় পান নাই,তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা আমাদের পুস্তকে আর লিখিব না, পাঠক বুঝিয়া

লউন—কিরূপে সমস্ত টাকাগুলি গিয়া আর দশ হাজার, বিলাসিনীকে বাহির করিতে হইয়াছিল—নচেৎ বিলাসিনী দাঁড়ান কোথা? একমাত্র ছেলে—বংশধর। যদিও ইহা একরূপ করিয়া বিলাসিনী নিষ্পত্ত করিলেন, তাহার পরেই আবার প্রেসের দেনার জন্য ওয়ারেণ্ট। রতিকান্ত জেলে যান, বিলাসিনী কি করেন, অতি কষ্টে সে গুলি দিয়া কিছু চৈতন্য পাইয়াছেন—সে চৈতন্যের দুই একটী কথা পাঠক এক পরিচ্ছেদে কিছু শুনিয়াছেন, কারণ বিলাসিনীর, টাকার বল আর নাই।

আনন্দরাম, এ গুলি যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তেমনি তেমনি কৃষ্ণকান্ত না শুনিলেও, আপনাপনি কৃষ্ণকান্তের নিকট বলিত। কৃষ্ণকান্ত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় শুনিতেন—আনন্দ কৃষ্ণকান্তের ভাব দেখিতেন আর ভাবিতেন—আমি সংসার অনিত্য ভাবিয়া কি করিলাম, সংসারীর ভাব দেখিয়া এইরূপ সংসারী হইতে ইচ্ছা হয়, সংসারের যাহা সার, তাহা লইয়া যদি ধর্ম্মে পরিণত হওয়া হয়, তবেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়—তাই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম—সংসার লইয়া, তাঁহারা সংসারের কীট নহেন।

আত্মারাম কৃষ্ণকান্তে কথা হইত, কৃষ্ণকান্ত ভাবিতেন—আত্মারাম! তুমি প্রকৃত সংসারী—তোমা হইতে আমার এ বল, যদি তুমি আমার সম্মুখে না থাকিতে, তবে আমি কবে ভাসিয়া যাইতাম।

আত্মারাম, কৃষ্ণকান্তকে দেখিয়া ভাবিতেন—আমি যাহা জ্ঞানে দেখিতাম, ভাবিতাম তাহা কার্য্যে পরিণত হয় কি—না, কৃষ্ণকান্ত! তুমিই আদর্শরূপে এরূপ বলের পথ প্রদর্শক, তুমিই সংসারে বলী; তোমা হইতে বল, ভিক্ষা লইতে ইচ্ছা হয়।

এইরূপ পরস্পরে মনে করিতেন বটে, কিন্তু কেহই কাহারও মনের ভাব প্রকাশ করিতেন না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুশীলা এখন শ্বশুরালয়ে। এবার সুশীলা আসিয়া বিলাসিনীর প্রিয় হইয়াছে। বিলাসিনী আজ পিয়নো বাজাইতে শিক্ষা দিতেছেন—অনেকটা সুশীলা হস্তগত করিয়াছে।

সুশীলা আর কাল কাপড় পরে না, সর্ব্বদাই 'ফিটফাট'—হাতে বই বা পশম ভিন্ন দেখা যায় না, রতিকান্ত যখন ইচ্ছা বাড়ী থাকেন আর নাই থাকেন, সুশীলার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। প্রায় রতিকান্ত বাড়ী থাকিলে, সুশীলা রতিকান্তের নিকট দুই দণ্ড না বসিয়া, রতিকান্তকে শুনাইয়া শুনাইয়া পিয়নো বাজায়, বা দেখাইয়া দেখাইয়া যেন অঘোর হইয়া বই পড়ে, রতিকান্ত তাহা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন। পূর্ব্বে সুশীলা সাধিত—কাঁদিত, রতিকান্তের একটা কথা শুনিবে বলিয়া হাঁ করিয়া থাকিত, তাহাতে রতিকান্তের সুশীলার উপর দয়া হইত, সেই-জন্যই একটু ভাব হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সেই ভাব প্রণয়রূপে দেখাও দিত।

এবার আর রতিকান্ত তাহা দেখেন না। সুশীলার বেশ ভূষা, পিয়নো সম্মুখে বসা, হাতে কলম লইয়া লেখা দেখিয়া, এক এক দিন রতিকান্তের, সেই পূর্ব্বসঙ্গত প্রণয়ের ভাব হৃদয়ে উদয় হয়, কিন্তু সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইতে পারেন না। মাসের পর মাস যায়—রতিকান্তের দুই

ভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল, সুশীলা তাহা বুঝিতেছে, আর মনে মনে কাঁদিতেছে, কিন্তু বাহিরে সে যেমন সে তেমনি। কিন্তু আর, বাহিরে এ ভাব ঠিক রাখিতে পারে না। তাহার নিকট যখন কেহ থাকে না, সে তখন জানালায় বসিয়া বা বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া, হৃদয়ের ভার কিছু লাঘব করে। মনে মনে হয়—পিতা এক দিন মা'কে বলিয়াছিলেন, "তোমায় পবিত্র থাকিতে, তোমার কোন সাধনের প্রয়োজন নাই, তোমার হইয়া আমি সে কষ্টসাধ্য সাধন লইব।" নাথ! তোমায়ও আমি কিছু করিতে বলিতে পারি না—তোমার হইয়া আমি কার্য্য করিব,সে কার্য্যে যদি আমি কায়মনোবাক্যে তোমারই হই, সতী মধ্যে যদি আমিও একজন হই, তবে তোমায় সে বাতাস লাগিবেই লাগিবে, আমারও মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

এক দিন সুশীলা বিলাসিনীকে বলিল, "মা! ওরূপ করিয়া ঠাকুরকে আনিতে চেষ্টা করিলে চলিবে না, তিনি আসিবেন না—আমি প্রথম হইতেই তাহা বলিয়াছি। তুমি পাল্কী করিয়া গিয়া তাঁহার পদতলে পড়, কথা না কহিলে পা ছাড়িও না, আর একটা কথা মা—প্রতিজ্ঞা কর—ঠাকুর না আসিলে আমরা সকলে মরিব ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি, আমাদের সকলের মরণই বিধি হয়, তবে ঠাকুর আসিবেন না, যদি তাহা না হয়, তবে তাঁহাকে আসিতে হইবে।"

বিলাসিনী, কৃষ্ণকান্তের অভাব বেশ বুঝিয়াছিলেন, বিলাসিনী সম্মত হইলেন। সুশীলা বলিল, "অদ্যই মা অদ্যই।"

তখন যাওয়ার ঠিক হইল।

সুশীলা ধীরে ধীরে ঘরে গেল, দেখিল—রতিকান্ত মাথায়

হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন। সুশীলা গিয়া পিছনে দাঁড়াইল। রতিকান্ত বলিলেন, "সুশীলা! দিনের বেলায় অনেক দিন তোমায়, আমার নিকট দেখি নাই—পূর্ব্বে দেখিতাম বটে।"

সুশীলা। কি ভাবিতেছিলে?

রতি। কিছু ভাবি নাই।

সুশীলা। ভাব নাই যদি, তবে পূর্ব্বের ভাব আর এখনকার ভাব তফাৎ বলিয়া বোধ হইত না, আগেত আমায় দেখিলেই এরূপ বলিতে না, যখন তোমার প্রথম কথা ওই, তখন তুমি আমাকেই ভাবিতেছিলে, কি ভাবিতেছিলে—বলিবে না?

রতি। বলিবই না ত।

সুশীলা। কেন?

রতি। কেন? তুমিই কি বল?

সুশীলা। আমি মনে মনে বলি—মুখে বলিতে ইচ্ছা হয়, বলিতে পারি না, ভয় হয়, যদি ঈশ্বর দিন দেন, তবে আবার সাহস হইবে—বলিব।

রতি। দিন দেন নাই কি?

সুশীলা। দিন দিয়াছিলেন, আবার লইয়াছেন, যদি তোমার পদে আমার ভক্তি থাকে, তবে আবার দিবেন।

সুশীলা আর বলিতে পারিল না, তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কথা জড়াইয়া গেল, কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে নিজ অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে, পশ্চাৎ দ্বার দিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রতিকান্ত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন—কেহ নাই। আবার ভাবিতে বসিলেন।

সুশীলা ভাবিয়াছিল, মা'র একলা যাওয়া অপেক্ষা রতিকান্তের সহিত যাওয়াই ভাল, তাহা হইলে একটু জোর হয়, মাকে ফেলিতে পারেন, মার সহিত ছেলে থাকিলে ফেলা সহজ নহে, মা'র সহিত যাইতে বলিতেই সুশীলা ঘরে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু বলা হইল না।

সুশীলা পিত্রালয় হইতে আসিয়াই, কৃষ্ণকান্তকে আনিবার জন্য বিলাসিনী ও রতিকান্তকে ধরে, বিলাসিনী রতিকান্তের পূর্ব্ব হইতেই এ ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সুশীলার নিত্য ওই কথায়, রতিকান্ত প্রায়ই এখন কৃষ্ণকান্তের নিকট যান, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না, তাই সুশীলার অদ্য এ কথা।

সুশীলা বিলাসিনীর নিকট গিয়া বলিল, "মা! তোমার একলা যাওয়া হইবে না, উঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, আজ উঁহার যে কাযই থাকুক না কেন, সব ফেলিতে বল—আমাদের এখনকার এক দিন এক যুগ। পুরুষে স্ত্রীকে ফেলিতে পারে, কিন্তু ছেলেকে ফেলা সহজ কথা নহে, ছেলে মাকে না ফেলিলে, কে কাহাকে ফেলে?"

সুশীলার মুখ দেখিয়া এবার বিলাসিনী, সুশীলার হৃদয় দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণকান্তের অভাব বিলাসিনীর চক্ষু ফুটাইয়াছিল, বিলাসিনী সুশীলাকে কোলে বসাইলেন, মুখখানি মুখের নিকট লইয়া বলিলেন, "মা, এ যে নূতন, এ যে ছেলেকেও ফেলিযাছে।"

সুশীলা। কে কাহাকে ফেলিযাছে মা—তুমিও ত এত দিন চুপ করিয়াছিলে, ফেলিতে পারিয়াছিলে কি? যাহা রক্তে রক্তে মিশিয়া আছে, তাহা কি মানুষে ফেলিতে পারে?

উভয়ে, উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল।

রতিকান্তের আর ভাবিতে ইচ্ছা হইল না; একবার চিন্তা ছাড়িয়া প্রত্যক্ষে সুশীলাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল, যেখানে বিলাসিনী ও সুশীলা সেইখানে দেখা দিলেন। সুশীলা সেখান হইতে একটু সরিয়া যাইতে উদ্যতা হইল, যাইবার সময় বিলাসিনীকে বলিল, "মা, এইবার যাইবার কথা বল।"

সুশীলার কথা—দূরে থাকিয়াও রতিকান্ত অস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল, সুশীলা যখন যায়, তাহার মুখের ছবিখানা দেখিয়া অস্পষ্ট কথা, স্পষ্টরূপে সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

বিলাসিনী বলিলেন, "রতিকান্ত, তুমি এত চেষ্টা করিলে, আনন্দ এত চেষ্টা করিল, কর্ত্তা আসিলেন না, আজ চল তোমাতে আমাতে যাই, আমিও একথা তোমায় এক দিন বলিয়াছিলাম, তুমি শুন নাই, আজ বউমাও তাই বলিতেছে, আমি বউমাকে লইয়া বড় সুখী হইয়াছি, কর্ত্তাকে সুখী করাও, কর্ত্তার কথা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই।"

রতি। ওর বুদ্ধি যদি তোমার চেয়ে ভাল হয়, তবে ওকেই যাইতে বল, আমি জুতা চাদর আনিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া ঠোঁটের আগায় একটু হাসি লাগাইয়া, রতিকান্ত অন্যদিকে যাইবার উপক্রম করিল।

বিলা। কি বল?

রতি। জিজ্ঞাসা কর না?

সুশীলা দূর হইতে অস্পষ্টে অস্পষ্টে বলিল, "যেরূপ হাসি তামাসা দেখিতেছি, তাও হয় ত করিতে হইবে।" এই বলিয়া সে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

বিলা। তামাসার কথা নয় বাবা, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আর দেরী করা নয়।

রতি। আমার দ্বারায় হইবে না, তা ত স্থির এক প্রকার হইল।

এই বলিয়া রতিকান্ত সেখান হইতে যান, তখন বিলাসিনী বলিলেন, "তবে বৈকালে যাইবে কি?"

রতি। হাঁ—

রতিকান্ত নিজ গৃহে গেলেন, দেখিলেন সুশীলা তাড়াতাড়ি আসিতেছে, সুশীলার মুখখানা দেখিয়া, রতিকান্ত হাতযোড় করিয়া সুশীলাকে বলিলেন, "মাপ কর—আমি যাইব" অমনি সুশীলাও হাতযোড করিয়া বলিল "মাপ কর, তোমরা যতক্ষণ না যাইবে, আমি ততক্ষণ বলিতে ছাড়িব না।"

এবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া সুশীলার, রতিকান্তের সহিত এই প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুলাল নিত্য আসেন, কিন্তু কোন কথা প্রসাদকে বলেন নাই, খেলারামও কোন কথা জানান নাই। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল।

মেজ বৌর আজ দুই দিন জ্বর হইয়াছে, খেলারাম প্রসাদকে বলিলেন, "এখানে কেহ দেখিবার লোক নাই, তুমি দিনের বেলা বাড়ী থাকিতে পার না, দিন কতক বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিলে ভাল হয়।"

প্রসাদ বলিল, "হয় বটে, তবে আপনার সেবার জন্য পাঠাইতে পারি না, বাড়ীর লোক না হইলে সব কি ঠিক হয় ?"

খেলা। উহারই এখন সেবা করে কে, তাহারই ঠিক নাই, তাহার পর আমাদের।

প্রসাদ। হাঁ—জ্বর হইতেছে বটে, যাহা বলেন, তাহাই হইবে। ব্রাহ্মণ আছে, আমাদের এখন তত কষ্ট হইবে না।

তখন খেলারাম পাঁজি দেখিয়া, বুধবার পাঠাইবার দিন স্থির করিলেন। ক্রমে বুধবারও আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন প্রসাদের আফিসে ছুটী। বেলা তিনটার পর দুলাল আসিয়া উপস্থিত, নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। খেলারাম প্রসাদকে বলিলেন, "সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সময় ভাল, তবে লইয়া যাইবার উদ্যোগ দেখ।"

প্রসাদ বলিল, "কি আর উদ্যোগ করিতে হইবে, গাড়ী একখানা আনা, তাহাও ত এই কাছে।" কিয়ৎক্ষণ পরে আবার খেলারাম, প্রসাদকে বলিলেন "কই তুমি গাড়ী আনিলে না ? তোমরা কোন কথাই গ্রাহ্যের মধ্যেই আন না।" প্রসাদ গাড়ী আনিতে গেল। গাড়ী আসিলে প্রসাদ যাহা যাহা উদ্যোগ করিবার করিয়া, পিতার নিকট স্ত্রীকে প্রণাম করাইতে আনিল।

খেলা। থাক—হইয়াছে, আমিত আশীর্ব্বাদ করিতেছিই।

প্রসাদ যখন চলিয়া যায়, খেলারাম বলিয়া দিলেন, "যেন ফিরিতে অধিক রাত্র না হয়।" প্রসাদ চলিয়া গেলে, দুলাল বলিল, "তাহার ফিরিতে অতি কম ৮।৯টা হইবে—এখনই ত বেলা ৬টা, তখন বড় অন্ধকার হইবে, সে না আসিলেই

যা যাওয়া হয় কি প্রকারে, মেজ বৌমাকে বাপের বাড়ী না পাঠাইলেই হইত।

খেলা। না—তোমার ওখানেত কেবল তোমার স্ত্রী—কষ্ট হইত, যাক—দুই দিন কি বাপের বাড়ী লোক যায় না?

দুলাল। সেজন্য বলিতেছি না, প্রসাদ না ফিরিলেত, আমাদের যাওয়া হয় না।

খেলা। কেন? জিনিষপত্র—আমার যাহা যাহা আছে, তাহা এখন হইতে পাঠাইতে আরম্ভ কর, প্রসাদ এখন দুই দিন এখানে থাক। আগে তোমাদের ভাযে ভাযে দুই দিন সদ্ভাব দেখি, তাহার পর যাহা হয় হইবে, প্রসাদেরও তাহাই ইচ্ছা।

দুলাল। আমায় সে সকল বিষযে মাপ করুন, বুঝিতে পারি নাই, হইয়া গিয়াছে, আপনি বলিলে প্রসাদ ও চরণ অমত করিবে না।

খেলা। তাহার জন্য আর ভাবনা কি? সে আমিই বলিব, তোমায় কিছু বলিতে হইবে না।

মনে মনে করিলেন, আমিত তোমায় জানি, কিন্তু বাপু—আজকালকার পুরুষরাত প্রায়, স্ত্রীর বিশ্বাসী চাকর বলিলেই হয়, মনিব যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আগে তোমার মনিবের রকমখানা গিয়া দেখি—বুঝি, তাহার পর সে কথা। আমি—কল্যাণীকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, সতী সাবিত্রী মা, আজ তাহা আমায় দেখাইতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে খেলারামের চক্ষে জল আসিল, দুলাল খেলারামের চক্ষে জল দেখিয়া মনে মনে করিল—আমার বিশ্বাস রূপ, রূপ—আর নাই, কল্যাণীর সহিত আমার সে রূপ গিয়াছে, পিতার নিকটও বিশ্বাসচ্যুত

হইয়াছি, কল্যাণি। তোমার রূপে আমার রূপ, তাহা আমি দেখিতেছি, আগে ইহা বুঝিতে পারি নাই। দুলাল হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

খেলারাম বলিলেন, "বসিয়া থাকিবার কায নহে" তখন দুলাল, মুটে ডাকিয়া লোক মারফৎ জিনিষগুলি পাঠাইয়া দিলেন। কেবলমাত্র একজনের উপযোগী,থালা ঘটী বাটি, বিছানা মাজুর রহিল।

এদিকে রাত্রও অধিক হইতে চলিল, খেলারাম ব্যস্ত হওয়ায়, দুলাল আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, প্রসাদকে না বলিয়া বা তাহাকে একলা ফেলিয়া যাওয়া, দুলালের ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু যদি পিতা,অন্য কিছু মনে করিয়া আবার না যাইতে চাহেন, সেজন্য ব্রাহ্মণকে বলিয়া, যাহা কিছু রহিল, একটা ঘরে চাবি দিয়া, যাইবার সময় চাবিটী তাহাকে রাখিতে বলিলেন, খেলারাম বলিলেন, "না—না, এই পাশের বাড়ীতে চাবিটী রাখিয়া যাও," চুপি চুপি দুলালকে বলিলেন, "চাকর বাকরকে বিশ্বাস কি?"

সে দিন প্রসাদেরও আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, কারণ স্ত্রীলোক লইয়া যাওয়া আসা বড়ই গোলযোগের বিষয়। প্রসাদ আসিয়া দেখিল—পিতার ঘরে পিতা নাই, বাড়ীতে জিনিষপত্র নাই, তাহার ঘরে চাবি। বাড়ী যেন ভোঁ, ভাঁ করিতেছে, প্রসাদ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না—খেলারামকে বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছে, যাহা বুঝিবার বুঝিতে পারিল, দুঃখও হইল। কিন্তু মন হাসিয়া—কিছু স্থির হইল।

ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, "বড়বাবু কর্ত্তাবাবুকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন, চাবি এই পাশের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছেন।"

প্রসাদ চাবি আনিয়া ঘর খুলিলেন, দেখিলেন—যাহা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীকে পুনরপি আনিলে, তাহাতে চলিবে না,—দুই একখানা থালা ঘটী বাটি ইত্যাদি কিনিতে হইবে।

সেদিন প্রসাদ আর কিছু খাইল না, ব্রাহ্মণ চাকরাণীকে বলিল, "তোমরা খাও, আমি খাইয়া আসিয়াছি" বৈকালে কিছু খাওয়া হয় নাই, আবার রাত্রে না খাওয়ায় শরীরটা কিছু হালকা হালকা বোধ হইতে লাগিল—কিন্তু খাইতেও ইচ্ছা হইল না।

যে মন প্রসাদকে এতক্ষণ হাসাইতেছিল—সে মন চলিয়া গেল—কারণ, পিতা যে গুরু, এ যে দুঃখের সহিত তাচ্ছল্যের হাসি—সেত ভাল নহে, তাই আবার দুঃখ আসিল, ভাবিল—মা থাকিলে পিতা কি এরূপ করিতে পারিতেন ?

মা'কে প্রসাদের তত স্মরণ হয় না, প্রসাদের কল্যাণী মুখ মনে পড়িল , মা'র মুখ কেমন, প্রসাদ কল্যাণীর মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছিল , তাই কল্যাণীর মুখ মনে পড়িল, অমনি কোথা হইতে যেন কি এক রস—দুঃখোন্মুখী হইয়া জ্ঞানকে আবৃত করিল, তাহাতে যেন দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়া একটু স্থির হইল। মনে মনে হইল—মাকে মনে নাই, তোমাকেই মা দেখিয়াছিলাম, তুমি থাকিলে আজ আমায় একা এ বাড়ীতে পড়িয়া কাঁদিতে হইত না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণকান্তের নিকট, রতিকান্ত বিলাসিনী গিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। এক দিন নহে, অনেকবার এরূপ চেষ্টা হইয়াছে,

শেষ উঁহারা যাইলে কৃষ্ণকান্ত দেখা করিতেন না। কোন দিনই কৃষ্ণকান্ত কোন কথাই কহেন নাই; যে চুপ—সেই চুপ, একেবারে যে উত্তর না দিবে, তাহার নিকট কে কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকিতে পারে?

এইরূপ দেখিয়া, আত্মারাম ও আনন্দরাম বড় ব্যথিত হইলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন, কথা না কহিলে মনের গতি ফিরিবে না। আনন্দরামের, সংসারের গতি দেখিয়া, সংসারে আর থাকিতে ইচ্ছা নাই; কিন্তু কৃষ্ণকান্ত পুনরপি সংসার না লইলে, যাইতেও পারিতেছেন না, সেজন্য বার বার গুরু-স্মরণে জানাইতেছেন, "যদি আমায় তোমার দিব্যমূর্ত্তি দেখাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র শীঘ্র ইহা নিষ্পত্তি করিয়া দাও। তোমার ধর্ম্ম সর্ব্ব লইয়া, তেজ্য গ্রাহ্য নাই, যদি আমি এ সময় ইঁহাদের এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাই, তবে তুমি আমায় ভাল বাসিবে না, তুমি না ভাল বাসিলে, সেই অলেপক ব্রহ্ম—পরম, আমায় ভালবাসিতে পারিবে না, কারণ, তোমার মুখেই শুনিয়াছি, গুরুই তাঁহার অবলম্বন, অবলম্বন ভিন্ন, অবলম্বনে সংযুক্ত হইতে পারে না।"

কৃষ্ণকান্তের বড় শুভ বরাত। কৃষ্ণকান্তকে ঈশ্বরের নিকট যাহা সাধিতে হইত, আনন্দরাম তাহা সাধিতেছে; আত্মারাম ভোর জীবন সংসার দেখিয়া দেখিয়া যাহা লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণকান্তের কাণে তাহা ঢালিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া, কৃষ্ণকান্ত দিন দিন অবাক হইতেছেন, দিন দিন আরও সংসার-আসক্তি কমিয়া যাইতেছে। আত্মারাম মনে মনে ভাবেন—কৃষ্ণকান্ত! বিপথে যাইলে চলিবে না, জলে থাকিতে হইবে, কিন্তু জল গায়

লাগিবে না, অন্তর্ভূত ক্ষমা-তৈলে আবৃত হইতে হইবে, তবে সংসার-মাহাত্ম্য বুঝিবে।"

আনন্দরাম, আত্মারামকে বলিলেন, "বড়ই শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। মামা, রতিদাদা ও বাড়ীর মেয়েদের দরজায় ঢুকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, চাকরদের বলিয়া দিয়াছেন, যে না ঢুকিতে দিবে, সে কুড়ি টাকা পুরস্কার পাইবে, যে তাহা না করিবে, তাহাকে তাড়াইয়া দিবেন।" আত্মারাম বলিলেন, "সকলই শুনিতেছি, কিন্তু উপায় কি?"

আনন্দ। চলুন, আজ আমরা ছাড়িব না।

তখন উভয়ে কৃষ্ণকান্তের নিকটে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত কোন কথার উত্তর দেন না, সেজন্য আনন্দ ও আত্মারাম এখন কৃষ্ণকান্তকে কোন কথা না বলিয়া, কৃষ্ণকান্তকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিজেরাই বলিতে থাকেন, যদি তাহাতে কৃষ্ণকান্তের মন ফিরে। বসিয়া বসিয়া এ দিক সে দিক কথার পর, আনন্দরাম আত্মারামকে বলিলেন, "আশ্রয়ীকে আশ্রয় না দেওয়ার ফল কি?"

আত্মা। যে আশ্রয় না দেয়, তাহাকেও এক দিন অনাশ্রয়ী হইতে হইবে, কারণ ঈশ্বর, মনুষ্যের সমস্ত রসভোগের নিমিত্ত সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি অনাশ্রয়ীর ব্যথা, তাহার হৃদয়ে না জাগরূক করেন, তবে সে—শিখিবে কোথা হইতে?

আনন্দ। আপনি সংসার দিয়া বেশ বুঝিতে পারেন, আমি তত পারি না,—আমি আর এক দিক দিয়া বুঝিতে যাই—আমি বুঝি, ঈশ্বর কাহাকেও ফেলেন না, তিনি সকলকেই আশ্রয় দেন, না দিলে এই কলিতে কেহ জীবিত থাকিতে পারিত না—অসাধু

সাধু হইতে পারিত না। যাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহার মনের মত হইতে হইবে, মনের মত হইতে গেলেই, তাহার ভাব নিজে ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে; ঈশ্বরকে ভালবাসা সকলেরই উচিত, কারণ—সে ভিন্ন আপনার কেহ নাই, যদি সে আমাদের আপনার ভাবিয়া আমাদের সহস্র সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, এই মলিন জগৎকে মাথায় করিয়া রাখিতে পারে, তবে আমি কি তাহার জন্য, একটা সংসার মাথায় করিতে পারি না? এ সংসারও ত তাহার, না হইলে, কাহার বলে কে জীবিত? যখন তাহার সংসার অনাশ্রয়ী হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, তাহাকে আশ্রয় না দেওয়া—কাহাকে আশ্রয় না দেওয়া হইতেছে? যে ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়, সেই ঈশ্বরের সংসারকেই আশ্রয় দেওয়া হইতেছে না—বলুন দেখি, ঈশ্বরকে ভালবাসিতে গিয়া তাহাকে দূরে রাখা হইতেছে না—কি? মামা কি বুঝিতেছেন—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, যদি বলেন—ঈশ্বরকে ভালবাসিতে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি বলি যে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে চাহে না—সে ভালবাসাও বুঝে না, কারণ—ভালবাসাত ধরিতে পারা যায় না—ভালবাসা অবলম্বন দিয়াই পাই, যে অবলম্বনে ত্যাজ্য পূজ্য রাখে নাই, সেইত ঈশ্বর স্বরূপ।

আনন্দরামের মুখ দেখিতে দেখিতে, আর কথা শুনিতে শুনিতে, কৃষ্ণকান্তের মন চঞ্চল হইতে লাগিল, এ সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে কৃষ্ণ-কান্ত চুপ করিয়া থাকিতেন, যেন শুনিতে পান না; আজ কিন্তু স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আনন্দ! আমি তোমার মামা, তোমার নিকট যোড়হস্ত হই-য়েছি—আমায় ক্ষমা কর, ওরূপভাবে আমায় কিছু বলিও না,

আমি সকলের কথা শুনিযা স্থিব থাকিতে পাবি, তোমাদেব দুইজনেব কথায আমার চিত্ত চঞ্চলিত ও বিকৃত হইতে থাকে। তোমাদের কথা শুনিযা কাহাব সাধ্য, নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে? ঈশ্বরেব ইচ্ছা যাহা হয হইবে, কিন্তু তোমাদের দ্বাবায যেন ভঙ্গ না হয, কারণ—আমি তোমাদেব নিকট হইতে যে বল, লাভ কবিযাছি, তাহা আমি বাঁচিযা থাকিতে ফেলিতে পাবিব না।

আনন্দবাম, আত্মাবামেব দিকে হাঁ কবিযা তাকাইযা রহিলেন, থাকিতে থাকিতে তাঁহাব চক্ষে জল দেখা দিল।

আত্মাবাম, কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "ভাই! আমি জন্মাবধি কাহাবও নিকট কিছু প্রার্থনা কবি নাই, আমার সংসারে—অভাব, নিত্য বর্ত্তমান; তাহা তুমি জান, একদিনও ঈশ্বরকে তাহাব জন্য ব্যস্ত ক'বি নাই। আজ আমি তোমার নিকট, তোমাব জন্য ভিক্ষা কবিতে আসিযাছি—ভিক্ষা কি দিবে না?"

কৃষ্ণকান্ত কাঁদিযা ফেলিলেন, বলিলেন, "ভাই! এ জন্মে আমায মাপ কব, আমি এত দিনে বুঝিলাম—আমি তোমার বন্ধুব উপযুক্ত নহি।"

আত্মা। তুমি কি সুশীলাকে ত্যাগ কবিবে? গৃহে স্থান দিবে না? আমি আমার জন্য বলিতেছি না, মাযা—নিম্নগামী, আমি তাহার জন্য ভাবি।

কৃষ্ণকান্ত চুপ কবিয়া বহিলেন, মনে মনে বলিলেন—আত্মা-রাম! আমি কি তোমায ভালবাসি না? আনন্দ! আমি কি তোমাব কথা শুনি না? আমি কিজন্য কি ক'বিতেছি, তাহা কি বুঝিতে পাবিতেছ না? যদি আমার মনের ভাব, আমার মুখ

দেখিয়া না বুঝিবে, তবে আত্মারাম, তবে আনন্দ—আমায় কি ভালবাসিয়াছ ?

কৃষ্ণকান্তকে চুপ করিতে দেখিয়া, তাঁহার মুখের ভাবে, আনন্দ আত্মারাম উভয়েই কি মনে মনে বুঝিলেন, কিন্তু কেহই কাহাকে কিছু বলিলেন না। আত্মারাম বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষেই প্রসাদ পিতার সহিত দেখা করিতে গেল। খেলারাম বলিলেন, "কাল তোমার আসিতেও রাত্র হইয়া গেল, আর এখন তোমার এখানে আসাও উচিত নহে—আমার কি জান—তোমাদের এক করিয়া যাইতে পারিলেই ভাল—আমার কি বল ? আমি কিসে আছি—আমার যা আছে, সবই ত তোমাদের—তোমাদের জন্যইত পুতু পুতু করা—এখন এখানে দুই দিন থাকিয়া দেখি—কিরূপ, তাহার পর তোমাদের বলিব।"

প্রসাদ চুপ করিয়া রহিল পরে যখন উঠে, দুলাল আসিয়া প্রসাদকে খাইয়া যাইতে বলিলেন। প্রসাদ পিতার মুখের দিকে তাকাইল, পিতা কিছু বলিলেন না দেখিয়া, তাহাতে সম্মত হইল না; দুলাল ভাবিলেন, প্রসাদ আমায় মাপ করে নাই—নহিলে এখানে আসিতে চায় নাই, আবার খাইয়া যাইবে, তাহাতেও সম্মত নহে।

প্রসাদকে খেলারামবাবু যে কোন কথা জানান নাই, আবার অদ্য এই সকল কথা বলিলেন,তাহা দুলাল জানেন না—না জানাই

এই দুঃখের কারণ। দুলাল জোর করিয়া প্রসাদকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন, বড়বৌ নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিতে প্রসাদের সহিত অমায়িকতা ভাবে কথা কহিলেন, পরে দুই একটা সন্দেশ খাইয়া প্রসাদ চলিয়া গেল। প্রসাদ চলিয়া গেলে, দুলাল ভাবিলেন, আজ যদি কল্যাণী থাকিত, তবে প্রসাদ চলিয়া যাইতে পারিত না—কল্যাণী ছাড়িত না—কল্যাণি! তোমার রূপে আমার রূপ—তাহা সত্য। কিন্তু এ সকল কামময়ীকে কিছু বলিতে পারিলেন না—ভাবিলেন, এ সকল বুঝাইবার নহে, যে বুঝে সে বুঝে, কেন না কামময়ী যাহা করিল, তাহা দেখিতে মন্দ নহে—তবে, অন্তরের টান—সে আলাদা।

দুলাল সময়ে সময়ে কামময়ীকে এ সকল বুঝাইতেন, কিন্তু ভর্ৎসনা করিতেন না; কারণ দুলালের সে ধাত নহে। দুলাল ইহাতে যে দুঃখিত হইয়াছেন, দেখাইতেন মাত্র, কিন্তু কামময়ী সেদিক দিয়াই যাইত না। দুলাল ভাবিতেন, এ যে স্ত্রী—ফেলিবার নহে। তাই ভাবিতে গিয়া, অনেক সময়ে আপনা ভুলিতেন। প্রথমে যখন কামময়ী দুলালের নিকট শুনে যে, খেলারাম ও চরণ প্রসাদ আবার আসিতেছে, তখন নানা ভঙ্গিতে যাহাতে না আসা হয়—তাহার চেষ্টা করে, দুলাল কিন্তু তাহা স্পষ্ট বুঝেন নাই, তবে তাঁহাদের আসায় যে কামময়ীর দুলালের মত আনন্দ হয় নাই, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সেজন্য এ সম্বন্ধে বেশী কথা দুলাল কামময়ীর নিকট বলিতেন না। কামময়ীও এসম্বন্ধে বেশী কথা তুলিত না—তবে মধ্যে মধ্যে দুলালের কিরূপ গতি, তাহা বুঝিবার জন্য দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিত। কামময়ী স্বামীর সোহাগিনী হইয়া—যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র টাকাগুলি

তাহার নামে হইয়া যায়, তাহারই চেষ্টায় ফিরিয়াছিল। দুলাল বলিতেন, "যদি বাবা ও ভায়েরা আসিলে, তাঁহাদের ভালরূপ সন্তোষ করিতে পার, তাহারা যদি তোমার উপর পরিতুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমাকে দুই চারিখানা গহনা গড়াইয়া দিব।"

কামময়ীর সে কথা ভাল লাগিত না—সে কথা না প্রকাশ করিয়া বলিত, "তাহা হইলে কিন্তু আমার নামে টাকাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে—বল দিবে?" দুলাল বলিতেন, "আগে ত তুমি তাহাদের পরিতোষ কর—দেখি।" কামময়ী বলিত, "তাহাদের পরিতোষ করা আমার সাধ্য নহে, তাঁহারা যেন কেমন কেমন।" দুলাল বলিতেন "যেমনই হউন, আমারই ত বাপ ভাই, অমনই বা কাহার আছে?" কামময়ী বলিত, "আমারই কি ফেলিবার জিনিষ, আমারও ত মাথার ঠাকুর, সেজন্য কি বলিতেছি? আমায় কিন্তু লিখিয়া দিতে হইবে—আমার একটা সাধ পূরণ করিবে না?" আবার বলিত "এ সাধইবা কেন—তোমার থাকিলেও যা, আমার থাকিলেও তা—তবু মন বোঝে না—এ কেবল মন বুঝান মাত্র, তুমি করিয়া দিবে না?" দুলাল বলিতেন 'দিব দিব'—কিন্তু মনে মনে বলিতেন—আমার বাপ ভাইকে ভক্তি কর দেখি—মানুষ হইতে শিখ দেখি। তোমায় বড় ভালবাসি—তাহা হইলে আরও ভালবাসিব।

খেলারামের আসার কথা কামময়ী কিছুই জানিত না—দুলাল কামময়ীর সে আনন্দ না দেখিয়া—বাপের আসার কথা কিছুই বলেন নাই। খেলারাম বাড়ীতে আসিলে—দুলাল বাড়ীর ভিতর গিয়া বলিলেন—"সখি! এইবার তোমার পরীক্ষা হইবে, পিতাকে সন্তোষ রাখিলে—তুমি পুরস্কার পাইবে, কিন্তু বড়

দুঃখ—বাবা বলিলেন,"প্রসাদ আসিতে চাহে নাই", যাহা হউক, তাহাদের আনিতে হইবে। কামময়ী বলিল, "তা আর হবে না, তাহারা ভাই—তবে তুমিই এতটা কর,তাহারা ত কই আসিতে চায় না, তাহাদের হইয়াও দুটা কথা বলিতে হয়, তাহারা এখন চাকরী বাকরি করিতেছে, তোমারই বা খাইবে কেন? লোকে তাহা হইলে তাহাদের কি বলিবে? তাহারা আপন আপন বেশ বোঝে, তুমিই কেবল বুঝিতে পারনা, আমারত তাদের এখন মন্দ বোধ হয় না।"

দুলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মন্দ বোধ হয় না?—সেও ভাল।" কামময়ী বলিল—'বটে বটে' এই বলিয়া একটু হাসিয়া দুলালের হাত দুটী ধরিল—দুলাল সে হাসি দেখিয়া আপনা ভুলিলেন।

অকস্মাৎ খেলারামকে দেখিয়া কামময়ী, দুলালের সহিত তাহার কিরূপে চলিতে হইবে, একবার ভাবিয়া লইল, দেখিল,—ইহার টিকি না ধরিয়া দাড়ী ধরিতে গেলে, মুখ তুলিয়া লইবে। ভাবিল—ইহার টিকি ধরাত সহজ নয়,তবে বসে বসে সবই হয়।

ত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না—বিলাসিনী সর্ব্বদাই বিমর্ষ, ভাল খানদান না, রতিকান্তের মনও অতি দুঃখিত, তখন সুশীলা, দিকবিদিক হারাইয়া বিলাসিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া আত্মারামকে একখানি পত্র লিখিল, "আপনি না ইহার

উপায় করিলে, আমাদের দ্বারা হইল না, মা আপনাকে আসিতে বলিতেছেন, আপনি আসিয়া যাহা হয় করুন। নহিলে মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন কি? আমরাইবা দাঁড়াইব কোথা?"

'আমরাইবা দাঁড়াইব কোথা'—এ কথায় আত্মারাম আর একটা কি বুঝিলেন। আত্মারাম শুনিয়াছিলেন, একদিন আনন্দ বলিয়াছিল, "মামা যে দিন হইতে বরিদাদাকে বাড়ী ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে বরিদাদা অতিশয় মলিন হইয়াছেন এবং বাহিরে বাহিরেই অধিকাংশ থাকেন—এবার তিনি যেরূপ মাগী হইতে বসিয়াছেন, আর উঠিবেন কি না, সন্দেহ।"

আত্মারাম, পত্র পাইয়াই আনন্দরামকে সঙ্গে লইয়া বিলাসিনীর নিকট গেলেন। বিলাসিনী আর সে বিলাসিনী নাই, তিনি আনন্দরামের হাত ধরিয়া, আত্মারামের নিকট কাঁদিতে বসিলেন—বলিলেন,"আমি বৌমাকে চিনিতে পারি নাই,আনন্দকে চিনিতে পারি নাই—আপনাকে চিনিতে পারি নাই, আমার অপরাধ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ঈশ্বরের নিকট আমার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করুন—আপনারা যাহা হয় করুন।"

আত্মারাম বলিলেন, "আমাদের তাহা বলিতে হইবে কেন? যাহা সাধ্য, আমরা তাহা করিতেছি, আপনিও তাহা করিয়াছেন—কেবল সুশীলা বাকী আছে, এখন যদি সুশীলা কিছু করিতে পারে।"

পরে সুশীলাকে বলিলেন, "মা! আমার দ্বারায় হইল না, যদি তুমি আমার মুখ রক্ষা কর, তবেই হয়—ঘর উজ্জ্বল হয়। মনে মনে বলিলেন—গুরুদেব! তোমারই মুখ,

মুখরক্ষা করিতে হয়, করিও—না করিবার হয়,না করিও—কিন্তু এ অবলার কি দোষ—ইহাকে কেন নিমিত্তের ভাগী করিতেছ ?

সুশীলা বলিল, "আমায় কি করিতে হইবে বলিয়া দিউন, আমি মেয়ে মানুষ—আমার বুদ্ধি কি ?"

আত্মারাম বলিলেন, "মা ! আমি আমার বুদ্ধি দিয়া অনেক করিলাম, তাহাতে হারিয়াছি; আর আমার বুদ্ধি আমি খরচ করিব না, যদি গুরুর ইচ্ছা হয়, তিনি তোমায় বুদ্ধি দিবেন—সেই বুদ্ধিতে কায করিবে, সেখানে—স্ত্রী পুরুষ নাই, সে বুদ্ধির নিকট কে জয়ী হইবে ? অনন্ত কৃষ্ণকান্তকেও নম্র হইতে হয়।"

আনন্দরাম দূরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, তাঁহার একটু দয়া হইল—ভাবিলেন, অবলাকে বলাইতে হইলে, একটু সূতা ধরাইতে হয়, নচেৎ বড়ই কঠোর হয় ; আবার ভাবিলেন, রতিদাদা যদি ইহাতে রাগ করেন—যদি ইহাতে প্রশ্রয় না দেন, আর বউ যদি সে সাহস না করেন আবার ভাবিলেন—একটু আঁচে আঁচে বলিয়া যাই, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে।

আনন্দরাম বিলাসিনীকে বলিলেন, "মামা—আপনাকে, রতিদাদাকে, আমাকে, আত্মারাম বাবুকে—সকল পুরুষদের, হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন—কিন্তু বাড়ীর আর কাহাকেও পারেন না।"

বিলাসিনী এ কথার কিছুই বুঝিল না—কিন্তু আত্মারাম বুঝিলেন আর সুশীলা বুঝিল।

আত্মারাম ও আনন্দরাম তখন চলিয়া গেলেন ; আনন্দরাম কিন্তু সেদিন আর কৃষ্ণকান্তের নিকট গেলেন না—সে দিন তিনি কেবল কৃষ্ণকান্তের দরজায়, থাকেন থাকেন আর একবার করিয়া

দেখা দেন—যেন কি দেখিতে চাহেন। আনন্দরাম ভাবিয়াছিলেন—তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সুশীলা তাহা বুঝিয়াছে।

একত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

বেলা ৫টা। কৃষ্ণকান্ত আফিস হইতে আসিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগের পর শয্যায় বসিয়া আছেন। আজ আর কাহারও দেখা নাই—অন্য কেহ আসুন আর নাই আসুন, নিত্য আত্মারাম ও আনন্দরাম থাকেনই, আজ তাঁহাদেরও দেখা নাই।

কৃষ্ণকান্ত তাঁহাদের ডাকিতে, একজন ভৃত্যকে পাঠাইলেন। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "তাহারা বাড়ী নাই।"

ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে—একখানি পাল্কি, কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে যায়—দরওয়ান বাধা দিল—বলিল, "কোথা হইতে? বেহারারা তাহার উত্তর দিল। তখন আর দুইজন কৃষ্ণকান্ত বাবুর ভৃত্য আসিয়া পড়িল, বলিল—বাবুর নিষেধ আছে; এই বলিয়া সকলে পাল্কি ধরিল।

পুরস্কার লাভের আশা এমনি, একজন ছিল—তিনজন হইল—তখন একজন বেহারা পাল্কির দরজা খুলিয়া সুশীলাকে বলিল। সুশীলা বলিল, "দরজা বন্ধ কর—আমি যাহা বলি, শুনিতে বল।" বেহারা সকলকে শুনিতে বলিল। সুশীলা ভিতর হইতে বলিল, "তোমরা আমার শ্বশুরের চাকর—আমি আমার শ্বশুরের পুত্রবধূ—তোমরা তাঁহার চাকর বলিয়া আমারও চাকর—আমি হুকুম দিতেছি, দ্বার ছাড়িয়া দাও—যদি পুরস্কার চাও, তবে দ্বার ছাড়িয়া দাও।"

তখন পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া সুশীলার হইয়া দ্বারবান ও ভৃত্যদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। কৃষ্ণকান্তের এরূপ ব্যবহার, ব্রাহ্মণের ভাল লাগে নাই। সেজন্য সে, ভৃত্যেরা যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, তাহাই মনে মনে চেষ্টা করিত, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের সহিত চাকর মনিব সম্বন্ধে চুপ করিয়াই থাকিত; অদ্য আর পারিল না। তাহার ভাব দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিল না—পাল্কি ভিতরে গেল। এই সময়ে আত্মারাম ও আনন্দরাম উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাই খুঁজিতেছিলেন—যে পাল্কি না ফিরে; ভিতর হইতে সুশীলার কথা শুনিয়া আত্মারামের আহ্লাদ হইল, সে আহ্লাদে একবিন্দু অশ্রু আত্মারামের চক্ষে দেখা দিল—আনন্দরামেরও ঠিক সেইরূপ হইল—আত্মারাম বলিলেন, "আনন্দ। সুশীলার কথায় আমার বোধ হইতেছে, ঈশ্বর বুঝি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন।" আনন্দরাম বলিলেন, "আমি তাই ভাবিতেছিলাম, ঈশ্বরের এত দয়া যে—এ কার্য্য আপনাকে আমাকে দিয়া সাধিত হইল, হয় ত এত সুন্দর হইত না।"

আত্মারাম বলিলেন, "দাঁড়াও আগে হউক।"

এই বলিয়া আত্মারাম ও আনন্দ একটু দূরে গেলেন।

আনন্দ বলিলেন, "আজ কিম্বা কাল আর এ বাড়ীতে ঢোকা হইবে না—তাহা হইলে গোল হইতে পারে।"

আত্মারাম বলিলেন, "তা ত সত্য—আমরা যাইলে, এখনই আমাদের সঙ্গে পাঠাইতে পারেন, হাত ধরিয়া বাহিরে তাড়ান—সুশীলাকে পারিবেন না।"

আনন্দ বলিলেন, "সেজন্য আমি সব বাড়ী ঠিক করিয়াছি—

কেহ এখন ওবাড়ীতে যাইবে না। গাড়ী কিম্বা পাল্কি—আমি এই রাস্তায় রাস্তায় ফিরিব, সাধ্য কি চাকর দরওয়ান, ভাড়া করিয়া আনে, আনিতে যায়—ভাল করিয়া বারণ করিব, না শুনে রতিদাদাকে বলিয়া দিব, তিনি শিক্ষা দিতে জানেন।"

এই বলিয়া তখন আনন্দ, আত্মারামের সহিত আত্মারামের বাড়ীতেই গেলেন।

পাল্কি ভিতরে গেলে—সুশীলা কাহারও দিকে না চাহিয়া, সম্মুখেই সোপান দেখিল। তখন ধীরে ধীরে সোপান আরোহণে, সম্মুখেই গৃহমধ্যে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল।

কৃষ্ণকান্ত ইতিপূর্ব্বেই নিম্নে গোলোযোগ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু বলেন নাই, চাকর দরওয়ানকেও ডাকিয়া কোন কথা কহেন নাই।

যখন সুশীলা কৃষ্ণকান্তের গৃহসম্মুখ হইতে যাইয়া পার্শ্বস্থিত গৃহে প্রবেশ করে, আলোকাধারের আলোকে সুশীলা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কৃষ্ণকান্ত কাঁদিতেছিলেন। সে দৃশ্যে সুশীলাকেও কাঁদিতে হইয়াছিল—কিন্তু সে ক্রন্দন উভয়ের কেহই শুনিতে পান নাই।

সুশীলা যে গৃহে প্রবেশ করিল, আর যে গৃহে কৃষ্ণকান্ত বসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটা দরজা ছিল, সুশীলা ধীরে ধীরে তাহা উন্মুক্ত করিল—করিয়া সেইখানে মস্তক অবনত করিয়া বসিল।

অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সন্ধ্যা হইতে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে, এতক্ষণ অন্যদিন কৃষ্ণকান্ত আহার করেন, যদি না'ও করেন—তবে করিবেন কি—না, জিজ্ঞাসা

করিতে—ভৃত্যরা দেখা দেয়, আজ কাহারও সাধ্য হইতেছে না যে, কাছে আসে, ভাবিতেছে—আজ বুঝি চাকরী যায়—যদি যায়, তবে না ডাকিলে আজ আর যাইবার প্রয়োজন নাই।

কোন কথাই নাই। রাত্র প্রায় দশটা বাজিল—তখন সুশীলা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি আপনার পুত্রবধূ সুশীলা—যে সুশীলাকে, যাহার বিবাহের পূর্ব্বে আপনার বাড়ীতে যাহাকে, বন্ধুর কন্যা বলিয়া—নিজের কন্যার মত ভালবাসিতেন—সেই সুশীলা, আপনার পুত্রবধূ হইয়া, আপনার সেই ভালবাসা হারাইয়াছে—সেই সুশীলা এখন পুত্রবধূ হইয়া, আবার সেই ভালবাসা ভিক্ষা করিতেছে, সুশীলাকে পিতা ত্যাগ করিতে পারেন, সুশীলা পিতাকে ত্যাগ করিতে পারে না—যদি সুশীলাকে ত্যাগ করিতে হয়—তবে সুশীলার জন্মদাতা পিতাকেও সুশীলাকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়—কেন না তাহার মুখে শুনিয়াছি, বন্ধুর এক রূপ—এক দেহ, চামড়ায় ভেদমাত্র—যদি আপনি আমায় ত্যাগ করেন, তবে সে ভার তাঁহাতেও স্পর্শিবে, তাই বলি, আমায় গৃহে স্থান দিন, আজ আমি আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমায় গৃহে স্থান দিন।" এই বলিয়া সুশীলা উঠিয়া কৃষ্ণকান্তের চরণে লুটাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণকান্ত চমকিত ভাবে বলিলেন, "স্থির হও মা—একটু অপেক্ষা কর—আমার বড় কষ্ট হইতেছে—আমায় কিছুক্ষণ বাহিরে থাকিতে দাও——"

কৃষ্ণকান্ত উঠিলেন—সুশীলা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণকান্ত সম্মুখস্থ ছাদে অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন—প্রতিবারেই দেখিতে পাইলেন, সুশীলা সেই একভাবে

দাঁড়াইযা। তিনি আব সে দিকে চাহিতে পারেন না—সে দিকে যখন আসেন, মস্তক অবনত কবিযা আসেন কিছুক্ষণ পরে বাহিব হইতেই বলিলেন, "মা! এ ঘবে এখনি লোকজন আসিবে, তুমি ওই পাশের ঘরে যাও—এ ঘবে থাকা তোমাব ভাল নহে।"

সুশীলা ধীবে ধীরে পাশেব ঘবে গেল। এখানে যে, কেহ এখন আসিবে না—আনন্দবামের এ খেলা কৃষ্ণকান্ত জানিতেন না—তিনি আনন্দ ও আত্মাবামেব অপেক্ষা কবিতেছিলেন। কৃষ্ণকান্ত আবাব চাকর পাঠাইলেন—চাকব ফিবিযা আসিযা বলিল "বাড়ী নাই" কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বুঝিযাছি। তোমবা খাও দাও, আমি আজ খাইব না।" কিন্তু সুশীলাব আহারের জন্য কিছুই বলিলেন না। চাকবেবাও, সে কথায় বাক্যও উত্থাপন কবিল না।

দ্বাত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

আত্মাবাম ও আনন্দ, বিলাসিনীর নিকট হইতে চলিযা আসিলে, সুশীলা আব কিছু খাইল না, বিছানায আসিযা শুইল—বিলাসিনী এখন আব সে বিলাসিনী নাই। এখন বউ যেখানে, বিলাসিনী সেখানে। বঙ্কিমচন্দ্রেব আজ দুই দিন দেখা নাই, বিলাসিনী বলিলেন, "মা। তুমি না খাইলে, আমি খাইব না' এই বলিযা সুশীলাকে যেন কোলে কবিযা শুইলেন—কিন্তু অন্তর্ভূত ক্রন্দনে মুখবর্ণ বিকৃত হইল।

সুশীলা বলিল, "মা! আর আমি খাইব না, তবে কর্ত্তা যদি

আমার রান্না আহার করিয়া আমায় প্রসাদ দেন, তবেই খাইব, নচেৎ খাইব না।"

বিলাসিনী বলিলেন,"মা! এ প্রতিজ্ঞা করিয়া কয় দিন চলিবে? রতিকান্ত যদি আমার মানুষ হ'ত, তবে এত দূর হয় ত ঘটিত না।"

সুশীলা আর কিছু বলিল না। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, "মা! যদি কিছু মনে না কর, আমি গিয়া কর্ত্তাকে আনিব।"

বিলা। দেখ মা! তুমিই আমার দুঃখে দুঃখিত, আমি এত দিনে তোমায়, আমার বলিয়া জানিলাম; রতিকান্ত নাই, সে যদি রাগ করে?

সুশীলা। তিনি রাগ করিবেন না—যদি রাগ করেন, তবে আমি এই শুইয়াছি, আর উঠিব না।

তখন বিলাসিনী চাকরকে ডাকিলেন। চাকর আসিলে বলিয়া দিলেন—"রতিবাবু যেখানে থাকেন, লইয়া আইস—বলিও বাপ গিয়াছে, মা যায়, বউ যায়—যদি দেখিতে চাও, তবে শীঘ্র আইস।"

রতিকান্ত আসিতেছিলেন, বলিলেন, "বলিতে হইবে না—আমি আসিয়াছি।" বিলাসিনী তখন সকাল হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, একে একে সকল বলিয়া বলিলেন, "বাবা! এ সময়ে কি তোমার এই রূপ করিতে হয়?"

রতিকান্ত মা'র মুখ দেখিয়া আর সুশীলার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কিছু স্তম্ভিত হইলেন, বলিলেন, "যাইতে চাহে—যাক্, আমি রাখিয়া আসিব, কিন্তু আমায়ও ত ঢুকিতে দিবে না, আমি দূর হইতে পাল্কিখানা ঢুকিল কি—না দেখিব।"

সুশীলা যখন যায়, বিলাসিনীকে বলিল, "মা! যদি কর্ত্তাকে আনিতে পারি, তবে ফিরিব, নচেৎ আর ফিরিব না—আমায় আশীর্ব্বাদ কর।" বিলাসিনীর নিকট হইতে সরিয়া একটু দূরে গিয়া রতিকান্তকে বলিল, "আমায় আশীর্ব্বাদ কর—যেন তোমার হইয়া, তোমার সাধন সাধিয়া, আবার তোমার মুখের হাসি দেখিতে পাই, আজও তোমার জন্য ভাবিতে সময় পাই নাই, যদি গুরুর গুরু স্থান দেন—তবে গুরুকে নিশ্চয়ই পাইব।"

তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে পাঠক মহাশয়েরা জানেন।

রাত্র যখন দ্বিপ্রহর—কৃষ্ণকান্ত শয্যায় বসিয়া। কৃষ্ণকান্ত রাত্রে তামাক খাইতেন না, আজ তামাক সাজিয়া খাইতে খাইতে, আবার তামাক সাজিতেছেন—চাকরদের বলিলেই সাজিয়া দেয়, তাহাতেও ইচ্ছা হইতেছে না—আর তামাক খাইতেও পারেন না, কৃষ্ণকান্ত ছটফট করিতেছেন, তিনি আর শয্যায় শুইয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

সুশীলা পার্শ্বের ঘর হইতে সব দেখিতেছিল—ধীরে ধীরে দ্বারটী উত্তমরূপে খুলিল—কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আপনার কি অসুখ বোধ করিতেছে?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে মা—সুশীলা! আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি আমার সংসার হইতে মরিয়াছি, মরিয়াছি মনে করিয়া তোমায় কিছু খাইতে দিই নাই। অনেকক্ষণ হইতে ইহা আমার মনে জাগিতেছে, আমি মনকে দমন করিতে—'মুখে ফুটিব না' প্রতিজ্ঞায়—এই কষ্ট ভোগ করিতেছি—মা! তুমি যখন সম্মুখে—তুমি কিছু খাও।"

সুশীলা। আপনি আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা,

আমি সকাল হইতেই কিছু খাই নাই, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু—

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "খাও মা! কিছু খাও—তুমি সকাল হইতে কিছু খাও নাই; আমি জানি তুমি অনেক দিন কিছু খাও নাই। বৎসরাবধি তোমায় কিছু খাইতে দিই নাই, আজ খাইতে দিতেছি, খাও মা—আমার সম্মুখে বসিয়া খাও, আজ মা! লজ্জা রাখিও না—আজ মা! তোমার খাওয়া দেখিয়া, তোমার অনেক দিনের খাওয়া দেখিয়া লই।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া রন্ধনের হুকুম দিলেন, বলিলেন, "যত শীঘ্র পার—পুরস্কার পাইবে।" ভৃত্যকেও বলিলেন, "কিছু জলখাবার আনিয়া দাও।"

ভৃত্য কিছু খাদ্য আনিয়া, কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে ধরিল—কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমাকেই বাবু চিনিয়াছ?"

ভৃত্য অপ্রস্তুত হইয়া সুশীলার নিকট রাখিয়া, সরিয়া দাঁড়াইল, কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "খাও মা—তোমাকে খাইতে দেখিলে, আমার ক্ষুধা বাড়িবে।"

সুশীলা বলিল, "আমার ভিক্ষা—আমি বলিব, আজ আপনাকে ভিক্ষা রাখিতে হইবে, আমি রন্ধন করিয়া আপনাকে ভোগ দিব, ভোগের পর প্রসাদ পাইব; সে প্রসাদ ভিন্ন আমি জলগ্রহণ করিব না।"

কৃষ্ণকান্ত একবার সুশীলার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "মা! এ ভাব তোমায় শিখাইল কে? আত্মারামের কন্যা না হইলে এ ভাব শেখে কে? ধন্য আত্মারামের সংসার!—ধন্য আত্মারামের গৃহিণী! তিনি না শিখাইলে, এ ভাব শেখায় কে?"

তখন কৃষ্ণকান্ত অনেক জেদাজিদি করিলেন, কিন্তু সুশীলা খাইল না, কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "মা! আমার আজ্ঞা তুমি—অবহেলা করিতেছ ?"

সুশীলা বলিল, "আমি আসিবার সময় মা'র নিকট এ শপথ করিয়া আসিয়াছি, আমি মা'র নিকট যাহা শপথ করিয়া আসিয়াছি—পিতার নিকট তাহা ভাঙ্গিব ?"

কৃষ্ণকান্ত। সে 'মা' নয়, সে রাক্ষসী—রাক্ষসীর কাছে শপথ কি ? রাক্ষসী না হইলে নিজের পুত্রকে টাকা দিয়া রাক্ষসী আশ্রম করাইতে পারে ?

সুশীলা। তিনি রাক্ষসী হউন—দেবী হউন—তিনি আমার মা! আমি মা'র নিকট যাহা শপথ করিয়াছি—পিতার নিকট তাহা ভাঙ্গিব ?

কৃষ্ণকান্ত, সে দিন আর কোন কথা কহিলেন না—তিনি বুঝিলেন—সুশীলার উদ্দেশ্য কি ?

ব্রাহ্মণ রন্ধন সারিয়া খবর দিল, কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যাহা বাঁধিয়াছ, বিন্দুমাত্র কেহ গ্রহণ করিও না—নর্দ্দামায় ফেলিয়া দাও।"

কৃষ্ণকান্তের ভঙ্গি দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিল না, সে রাত কাটিয়া গেল।

পরদিন আফিসে যাইবার বেলা হইল, কিন্তু যান কিরূপে—বাড়ীতে একলা বউ ফেলিয়া যাওয়া হয় না—আনন্দরামের দেখা নাই—আত্মারামও আইসেন নাই, কেন আইসেন নাই—তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেজন্য আর ডাকিতে পাঠান নাই।

দশটা বাজিল, ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের খবর দিল,

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কিছু অসুখ করিয়াছে, বউমাকে খাইতে বল।"

ব্রাহ্মণ বলিল "তিনি চা'ল লইতে বারণ করিয়াছেন, তিনি খাইবেন না।" কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমি খাইব না—আমার সম্মুখ হইতে তফাৎ হও।"

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল। সকলেই সকল বুঝিল, কেহ কোন কথা কহিল না।

এইরূপে সে দিন গেল, সে রাত্রিও যায় যায়—কেহই জল-স্পর্শ করেন নাই। সুশীলা যখন বিলাসিনীকে প্রণাম করিয়া পাল্কিতে উঠে, তখন বিলাসিনীর নিকট কিছু খাইতে চাহিয়াছিল, বিলাসিনী একটা সন্দেশ দিয়াছিলেন। সুশীলা মিষ্টিমুখ করিয়া যাইতে চাহে—তাহা বিলাসিনী বুঝিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের নিদ্রা নাই—তিনি উঠিয়াছেন, বসিয়াছেন, তামাক খাইয়াছেন, কিন্তু সুশীলার ঘরে একটাও শব্দ শুনেন নাই। কৃষ্ণকান্ত, সুশীলার ভক্তি ভাবিতে ভাবিতে নিজের কষ্ট বুঝিতে পারেন নাই, সুশীলার কষ্টই ভাবিতেছিলেন; ভাবিতেছিলেন—মা! তোমার হাতে খাইব না'ত কাহার হাতে খাইব! মনে মনে দেখিবার সাধ ছিল—এ ভক্তি তোমার, না—আর কাহারও শিক্ষায়, শিক্ষায় হইলে-মা, বিনা জলস্পর্শে শিক্ষা দাঁড়াইতে পারে না—এ ভক্তি তোমার। আর মা! পরীক্ষায় সাধ নাই—ইহার উপর পরীক্ষা করিতে হইলে, আর আমি থাকি না, তোমার কষ্ট হইতেছে—মা। কিন্তু আমি মরিয়া যাইতেছি। আমি সংসার ত্যাগ করিতে বসিয়া কি মরিতে শিখিয়াছি?—

তুমিই সংসারে থাকিয়া মরিতে শিখিয়াছ—সত্য, সত্যই তোমার শিক্ষা হইয়াছে।

তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণকান্ত মধ্যদ্বার উন্মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, ভূতলে মা—রোরুদ্যমানা, শয্যা পার্শ্বে পড়িয়া।

সুশীলা সচকিতে বসিতে গেল, কিন্তু দুই দিন আহার নাই—একবার হেলিয়া পড়িল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কেন মা! শয্যা থাকিতে ভূতলে কেন মা? আহার থাকিতে, উপবাসে কেন মা? আমায় কিছু খাইতে দাও—আমি না খাইলে, তুমি ত খাইবে না, মা!—তুমি না খাইলে আমার ত ক্ষুধা হইবে না—মা!

সে কথায় সুশীলার মনে কি হইল, সুশীলা দুই চারিবার ফোঁস ফোঁস করিল; তাহার পর যেন কাঁদিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিতে পারিল না—সুশীলা মূর্চ্ছা গেল।

তখন কৃষ্ণকান্ত চাকরদের ডাকিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়। খেলারাম বাবুর কাশীবাসী হইবারই ইচ্ছা। দুলালের বড়ই ইচ্ছা আগামী বৎসরে সকলেই যান—কারণ এ সময়টা বড় রোজগারের। দুলাল এবার নিজে একটু চক্ষু রাখিয়াছেন, পাছে পিতার কোন কষ্ট হয়, তবে দুই বেলাই তাঁহাকে বাহিরে বাহিরে থাকিতে হয়, অনেক দিন সমস্ত দিনই বাড়ীতে আসা হয় না।

একদিন খেলারাম দুলালকে বলিলেন, "আমার জন্য আর 'দুদ' লইও না—আমি 'দুদ' খাইব না।"

দুলাল। এ বয়সে 'দুদ' না খাইলে, আপনার অসুখ করিবে, 'দুদ' সহিতেছে না—বলিতেছেন, কিন্তু আমি ত তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

খেলা। না, যে দিন ইচ্ছা হইবে, সে দিন লইতে বলিব; মনে মনে বলিলেন—খাইব কি? তোমার অপরাধ কি? কিন্তু তোমায় অন্ধ করিয়াছে—দুদ কি আমি খাই—জল খাই। নহিলে 'জল দুধ' 'জল দুধ' অনেকবার ত বলিয়াছি, তুমি দেখিয়া শুনিয়া কি করিলে—নিজে যাহা খাও, তাহা ছয় সেরের দর বটে।

দুলাল ভাবিলেন—আমি এত করিয়া দেখিয়া শুনিয়া দিই, গয়লাও—'জল দুদ' দেয় না। তবে কি 'নেতি' 'ক্ষেতি' চুরি করিয়া খাইয়া জল ঢালিয়া দেয়? না, না—এ মন আমার ভাল নহে। দুঃখের জ্বালায় চাকরি করিতে আসিয়াছে বলিয়া কি এরূপ মনে করা উচিত, আর তাহাই বা হইবে কি প্রকারে? আমি 'ময়ী'কে নিজের ঘরে দুদ রাখিতে বলিয়াছি। তবে হয় ত বাবার—দুদ, সত্য সত্যই সহিতেছে না।

একদিন বৈকালে, খেলারাম বাবুর নিকট দুই তিন জন আত্মীয় দেখা দিলেন। কথা হইতেছে হইতেছে, খেলারাম তখন ভৃত্যকে ডাকাইয়া ✓১ সের দুদ, 'জোড়াসাঁকো' হইতে আনিতে দিলেন। আত্মীয়েরা বলিল, 'কেন বাড়ীতে গোয়ালার নিকট দুদ কি লওয়া হয় না?"

খেলা। তা হয়, তবে সে দুদ বাবুরা খান, চাকর বাকরের দুদ আলাদা।

আত্মীয়েরা বলিল, 'চাকরদের আবার হৃদ কেন? ইহা ত কোথাও শুনি নাই।'

দুলাল বাড়ী আসিলে কামময়ী,দুলালকে হৃদ আনার উদ্দেশ্য বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু দুলাল তাহা বুঝিতে চাহে না। দুলাল বলিল, "না মরি। বাবা, আমার যাহাতে নিন্দা হইবে, সেকায কি করিতে পারেন? তবে কিজন্য হৃদ প্রযোজন হইযাছিল,গয়লার অনেক দূর বাড়ী, সেইজন্য আনাইয়াছিলেন।" দুলালের কিন্তু মনে মনে একবার হইল, যদি প্রযোজন হইযাছিল, তবে আত্মীয়ের সাক্ষাতে ওরূপ কথা না বলিলেই হইত, 'বাবুরা খান' এ কথায তাঁহারা কি মনে করিলেন! দুলাল কিন্তু সে কথা আর খেলারামকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

একদিন বাগানে গিয়া খেলারাম বাবু, সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যার সময়ে, একটী একপোয়া প্রায় বাটা ধরিলেন। সমস্ত দিন কিছু হয নাই, যাহা হয একটা হইল, খেলারামের তাহাতে বড় আনন্দ, খেলারাম মালিকে ডাকাইয়া, মাছটা ছিপ হইতে খুলিতে বলিলেন—মালি মাছ দেখিয়া বলিল "বড ছোট" খেলারাম বলিলেন, "তাহা হউক, তুই খোল" মালি খুলিয়া বলিল, "এ মাছ ত আবার ছাড়িয়া দিতে হইবে?"

খেলা। কেন?

মা। গিন্নীর আজ্ঞা, আধসেরের কম হইলেই তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

খেলা। না না, গাড়ীতে তুলিয়া দে।

মা। আমি পারিব না। এই জন্যই এবার যেদিন আপনি প্রথমে বাগানে আসেন, সে দিন মাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বুড়া-

কর্ত্তা যদি ধরেন তবে কি করিব ? তিনি বলিয়াছিলেন, "যে কর্ত্তাই হউক, আমার হুকুম না পালন করিতে পার, দূর হইয়া যাইবে।" আমি মালি, আমিএ সকল কিছু বুঝি না, বাবুর ইচ্ছা হইলেও বাবু লইয়া যাইতে পারেন না।

খেলারাম মাছটী পুকুরে ফেলিয়া দিতে বলিলেন।

মালি নিত্যই ডালি লইয়া বাড়ীতে যায়। খেলারাম একটী ফুলের তোড়া, নিত্যই মালিকে লইয়া আসিতে দেখেন, কিন্তু খেলারামের ঘরে সেটী একদিনও আসে না। দুলাল যে দিন দুপুর বেলা বাড়ী থাকেন, তোড়াটী হাতে করিয়া খেলারাম বাবুর নিকট লইয়া গিয়া বলেন, "আজও বাড়ীর ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে, আপনার নিকটই দিয়া যাইতে বলি, মালির মনে থাকে না এবার মনে না থাকিলে আমি জরিমানা করিব।"

খেলারাম মনে মনে হাসেন—ভাবেন, করিয়া দেখিও।

একদিন দুলাল বাহির হইতেছেন, মালি আসিল, দুলাল মালিকে বলিলেন, "তোড়াটী বাবার ঘরে দিয়া যাস—"

মালি যাইবার সময়ে খেলারাম বাবুকে তোড়াটী দিয়া ভিতরে গেল—কামময়ী বলিল, "তোড়া কই ?"

মালি বলিল, "বুড়াবাবুর নিকট দিয়াছি।"

কামময়ী বলিল, "কাহার মাহিনা খাস্ ?" খেলারাম বাবু ঘর হইতে তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, মালিকে ডাকিলেন, বলিলেন, "তোড়াটী বাড়ীর ভিতর লইয়া যাও—" মালি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লইয়া গেল, কামময়ী বলিল—"আমি লইব না, ফিরাইয়া দিয়া আইস, কিন্তু আজিকার দরুণ তোমার চারি আনা জরিমানা হইল।"

দুলাল বাড়ী আসিলে কামময়ী, মালি—কর্ত্তার নিকট হইতে তোড়া ফিরাইয়া আনিয়াছিল বলিয়া, মালির জরিমানা আরও অধিক করিয়া করিলেন, কিন্তু গরিব ৭ টাকা মাহিনা পায়—আট আনা জরিমানা হইবে সেজন্য, দুলাল পিতার নিকট অপরাধটা কি জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। খেলারাম বলিলেন, "তাহার কি অপরাধ ? আমিই তাহাকে বাড়ীতে দিতে বলিয়াছি —আমরা ফুল লইয়া কি করিব ? ফুলের মর্ম্ম আমরা কিছু বুঝি কি ?" দুলাল মালির জরিমানা করিলেন না। পরদিন দুলাল মালিকে দুইটা করিয়া তোড়া আনিতে বলিলেন—মালি বলিল, "নিত্য ফুল তুলিলে দুইটা তোড়া হয় না ; একটা খুব ছোট হয়—তাহা আমি প্রথম প্রথম করিয়াছিলাম, কিন্তু মা ছোট দেখিয়া বড়ই ভর্ৎসনা করেন, সেজন্য দুইটা আর করিতে পারি না—মাকেই একটা করিয়া দিই।"

দুলালের যেন একটা চমক ভাঙ্গিল, দুলালের, কালিকার ফুলের কথায় খেলারামের মুখখানা মনে পড়িল, ভাবিলেন—কাল সে মুখের ভাবের দিকে তাকাই নাই, আজ বোধ হইতেছে—বাড়ীতে কিছু হইয়া থাকিবে, তাই বাবা ওরূপ বলিয়াছিলেন। মালিকে বলিলেন, "তোড়া লইয়া কাল কি হইয়াছিল ?"—মালি বলিল, আমি কিছুই বলি নাই, তোড়া—বুড়া বাবুর কাছে রাখিয়া গেলে, মা বলিলেন, "তোড়া কি হইল ?"—আমি বলিলাম, "বুড়াবাবু লইয়াছেন" মা বলিলেন "তুই কাহার মাহিনা খাস" সে কথা বুড়াবাবু শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই তিনি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দুলাল, মারিবার উদ্যোগে যেন মালির হাত ধরিলেন—মালি বলিল, "আমার অপরাধ কি ? সেদিন বুড়াবাবু এক পোয়া

একটী মাছ ধরিয়া ছিলেন, আমি লইয়া যাইতে বারন করিয়াছিলাম, অন্যায় হইলেও কি করিব—মা যে তাহা হইলে আমাকে তাড়াইয়া দিবেন।

দুলাল বলিলেন, "তুমি আমায় এ সকল কথা বল নাই কেন? যদি আমায় বলিতে, আমি তোমায় না ছাড়াইয়া পুরস্কার দিতাম।"

দুলালের ভাব দেখিয়া, মালির বড় দুঃখ হইল, ভাবিল, যে বাবু, তুমি ভিন্ন কখন তুই বলেন না, সে বাবু আজ মারিতে উদ্যত হইলেন, এমন মনিব আর কোথাও পাইব না বটে, কিন্তু এমন মা'র কাছে আর থাকা হইবে না।

দুলাল, বাড়ীর ভিতর গিয়া সে দিন কামময়ীকে বড়ই তিরস্কার করিলেন। তিনি কামময়ীকে কখনও ভর্ৎসনা করেন নাই, জানিতেন কামময়ী বড়ই অভিমানিনী।

সে ভর্ৎসনায়, সে দিন বড়ই অশান্তির উদয় হইল।

দুলাল রোগী দেখা হউক বা নাই হউক, তাহা না দেখিয়া পিতৃ সেবা আপনিই করিতে লাগিলেন, কিন্তু খেলারাম দেখিলেন, সেই দিন হইতে বাড়ীতে অশান্তির প্রকোপ নিত্যই।

খেলারাম ভাবিলেন—বেশ হইয়াছে, এখন আমার এখানে থাকা ঠিক নহে, আমি এখন অন্যত্রে যাইলে, দুলালের তাহা কিছু লাগিবে, তাহা হইলেই বেটি জব্দ হইবে।

এক দিন দুলালকে বলিলেন, "আমি, চরণকে আমায় লইয়া যাইতে লিখিয়াছি—সে কাল আসিবে, আমার শরীর খারাপ হইয়াছে—পশ্চিমে দিন কতক থাকা ভাল।"

দুলালের চমক ভাঙ্গিয়াছিল—দুলাল কোন কথা শুনিতে

চান না, শেষ কিছুতেই না পারিয়া বলিলেন "আপনি যাই-বেন না. আপনি আমার নিকট হইতে যাইবেন না—তাহা হইলে সেবার ক্রটি হইবে। যদি আমাকে আপনি ত্যাগ করেন, হয় আমি মরিব—না হয় আর কিছু হইবে, আমার ভিক্ষা—আপনি আমায় ত্যাগ করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি, যদি তাহার জন্য হয়, আমি উহাকে ত্যাগ করিব। আপনি যাইলে আমি উহাকে ত্যাগ করিব।"

খেলারাম সে কথায় কাণ দিলেন না।

চতুস্ত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

খেলারামের কথা ছিল কাশীবাসী হইবেন কিন্তু দেখিলেন তাহাতে খরচও ঢের। দুলাল কোম্পানির কাগজ করিয়া দিয়াছে—তাহা হইতেই তীর্থ ভ্রমণ হইবে বলিয়া, যদি না খরচ পাঠায়—সেজন্য কাশী বাস হইল না। একবার ভাবিলেন, প্রসাদের নিকট যাইবেন, কিন্তু তাহাতে আর ইচ্ছা হইল না—কারণ, চরণ এখন বেশী মাহিনা পায়।

দুলাল, যে চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, চরণ তাহা ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিমে শ্বশুরের আফিসে একটা কর্ম্ম পাইয়াছে এবং শ্বশুরের বাড়ীর পাশে একটী বাড়ীতেই থাকে। গিয়া অবধি চরণ পিতাকে বা ভাইদের কোন পত্রাদি লেখে নাই, তবে পিতা লইয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন, তাই আসিয়া লইয়াগিয়াছে।

লইতে আসিয়া—দুলালের সহিত একটু কথান্তর হয়, সেজন্য দুলাল পিতাকে যাইতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। সে কথা এই—চরণের পুত্রের অন্ন প্রাসনে চরণ, পিতাকে নিমন্ত্রণ

বা জ্ঞাত করে নাই। কারণ, দলাদলির হাঙ্গামে, চরণকে শ্বশুরের দিকে হইতে হইয়াছিল। দুলাল সেই কথা লইয়া চরণকে বলিয়াছিলেন—চরণ! দলাদলির জন্য পিতা বা ভাইকে কি ত্যাগ করিতে পারা যায়? চরণ বলিয়াছিল—কেন? বাবা আর রমেশ কাকা ত এক বাড়ীতে ছিলেন, তবুওত বাবা, দলাদলির সময়ে—যখন আলাদা বাড়ীতে ছিলেন, তখন নিমন্ত্রণ করেন নাই। দুলাল বলিয়াছিলেন—তুমি একটা গর্দ্দভ, সুরাদে কাকা আর আপনার পিতা—এ দুই কি এক?

খেলারাম, চরণের নিকট গিয়া দেখিলেন—চরণ আর সেরূপ ব্যবহার করে না। শ্বশুর যাহা করেন—তাহাই। এক দিন খেলারাম বলিলেন—চরণ! কতগুলি টাকা করিলে, কিছু কিছু রাখিতেছ ত?

চরণ। তা ত আমি জানি না—আমিত আর সংসার চালাই না, শ্বশুর মহাশয় যাহা হয় করেন। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন "আমার ত আর ছেলে নাই, তুমিই আমার ছেলে" আমি সেজন্য আর কিছু দেখি না; আর তিনি মাননীয়।

খেলারাম সে দিন আর কিছু বলিলেন না—কিন্তু মনে মনে চরণের বিষয় আন্দোলন হইতে লাগিল।

একদিন বলিলেন "চরণ। আমার নিকট সত্য কহিবে?"

চরণ বলিল, "কি বলিতে হইবে—বলুন?"

খেলা। সত্য সত্য বলিবে—আমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য কর।

চরণ। যদি না বলি—পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিলেও বলব না; যদি বলি—পায়ে হাত দিয়া না দিব্য করিলেও বলিব

—আপনি কি বলিতেছেন—বলুন না, আমি বলিব।

খেলা। তোমার শ্বশুরের ত ২০৲ টাকা মাহিনা—৪।৫টী মেয়ে, কোথা হইতে চলে? অবশ্যই তোমায় সাহায্য করিতে হয় কিন্তু এটা ত ভাল নহে—তুমি পায়ে হাত দিয়া দিব্য কর, আর করিবে না।

চরণ কিছুতেই সত্য কথা কহিল না—বলিল, "আমায় সাহায্য করিতে হয় না।" মনে মনে বলিল, সাহায্য না করিলে চলে? আপনার লোক, দুঃখে সুখে যে দেখিবে—তাহাকে সাহায্য না করিলে হয়? বাবার কি? বাবাত তাড়াইয়া দিয়াছেন, দাদা আমার কি করিবেন? কবে টাকার ভাগ হইবে, সেই ভাবিয়া আলাদা করিতে চাহিয়াছিলেন।

খেলারাম, চরণের গতি দেখিয়া আর কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে সুরু হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে জ্বরও দেখা দিল।

একদিন খেলারাম বসিয়া আছেন, সম্মুখে কনিষ্ঠ বৈবাহিক মহাশয়, দুই একটা সুখের দুঃখের কথা হইতেছে—চরণের মত ছেলে, বৈবাহিক মহাশয় খুঁজিয়া পান না। চরণ তখন আফিস হইতে আসিল, আসিয়া—শ্বশুর মহাশয়ের হস্তে টাকাগুলি সমস্ত দিল। খেলারাম বলিলেন "ও কিসের টাকা?"

চরণ বলিল "আজ মাহিনা পাইলাম।"

খেলারাম কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু মনের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল। খেলারাম শুইলেন। বৈবাহিক মহাশয় একটু বুঝিতে পারিলেন, চরণকে বলিলেন "আমার হাতে কেন? তাকে দাও—পিতা থাকিতে কি আমি?" খেলারাম বলিলেন

“না—না, আমি কয় দিন এখানে আছি—এই জ্বর হইতেছে, আমায় শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতে হইবে।” বৈবাহিক বলিলেন “হাঁ তাত সত্য” চরণ বলিল “এখানে ডাক্তারও তত ভাল নাই।”

সেই দিন রাত্রেই খেলারাম জ্বরে পড়িয়া, দুলালকে লইয়া যাইতে লিখিলেন।

তিন চারি দিন বাদে প্রসাদ আসিলা, পিতার যেরূপ অবস্থা দেখিল, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইল, ভাবিল—বেলে দুই দিন পিতাকে মঙ্গলে মঙ্গলে লইয়া যাইতে পারিলে বুঝিব—আমি দরিদ্র হইলেও, ঈশ্বর আমার পিতৃভক্তি লইয়াছেন কি—না। মানুষ লউক বা নাই লউক, ঈশ্বর কি লইবেন না?

পঞ্চত্রিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণকান্ত ভৃত্যকে ডাকাইলা, এখন সুশীলার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। পরে একটা চ[illegible] বস্তু করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন “মা! তোমার হাতেই আমার [illegible] হইল, তুমি অদ্য রন্ধন করিতে পারিবে না—আজ [illegible] ‘দাইমা’ একটু সুস্থ হও, কালি, রন্ধন করিবে—আজ বামনীকে [illegible] বাঁধিতে বল, কালি হইতে একটা ব্রাহ্মণী আনাইব।

সুশীলা বলিল “আমায় যদি কৃপা করিলেন, তবে আমি বাঁধিতে পারিব, আমার এখন বল হইতেছে, আমি অনেক দিন বল হারাইয়াছিলাম।”

কৃষ্ণকান্ত, সুশীলার আগ্রহ দেখিয়া আর মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন “মা! তবে আমি এখনি ব্রাহ্মণ আনাইতেছি, সে সব করিবে—তুমি কেবল নামাইয়া, আমার আহার

করাইবে; তাহা হইলে বোধ হয়, তোমার মনের ইচ্ছার কোন ব্যাঘাত হইবে না।"

সুশীলা বলিল "আপনি যাহা বলিবেন—তাহাই হইবে, কিন্তু বৈকালে আমি নিজ হস্তে সব করিব।"

কৃষ্ণকান্তের চক্ষে জল দেখা দিল, বলিলেন, "যাহা করিবে মা।—তাহাতেই আমি সুখী হইব।"

বলিতে কি ব্রাহ্মণী আসিয়া বসিয়াছিল মাত্র, সুশীলা তাহাকে ছুঁইতেও দেয় নাই, তা রাঁধিবে কি?

কৃষ্ণকান্ত আহার করিতেছেন—সুশীলা দূরে বসিয়া। উভয়েরই মুখ অবনত, উভয়েরই চক্ষু হইতে মধ্যে মধ্যে দুই এক বিন্দু জল, গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। যদি কিছু সুখ—সংসারে থাকে, তবে সে এই ক্রন্দন।

কৃষ্ণকান্তের আহার হইল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "মা! তুমি খেতে বস—আমি দেখিয়া যাই।" সুশীলা বলিল "আপনি কিছুই খাইলেন না—সব পড়িয়া রহিল।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন "মা! তোমার ভক্তি দেখিয়া আমার বুক ভরিয়া গিয়াছে—অন্ন আস্বাদ আর জিবে ভাল লাগিল না, বৈকালে ভাল করিয়া খাইব, যাহা রাঁধিয়াছ অতি মিষ্ট, তাই তোমার জন্ম রাখিলাম।"

কৃষ্ণকান্ত দেখিলেন তিনি থাকিলে, সুশীলা লজ্জায় খাইতে বসিবে না, ভাবিলেন—স্ত্রী জীবনে, এ সৌন্দর্য্য অতি মধুর তখন বাহিরে আসিলেন।

সুশীলা প্রসাদে বসিল। প্রসাদে বসিয়া যেন শত আদরের সোহাগিনী হইয়া, মানসচক্ষে যেন রতিকান্তকে দেখিতে পাইল,

পাইয়া যেন কম্পিত মানসে, রতিকান্তের নিকট গেল, গিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে শুনিল, যেন রতিকান্ত তাহারই ঈপ্সিত আদরে, তাহাকে হৃদয় অভ্যন্তরে লইয়া বলিতেছেন, "আমি ত তখনি তোমায় বলিয়াছিলাম, তুমি না হইলে—হইবে না, তাই ত তোমায় এত ভালবাসি, আর আমি তোমা ভিন্ন কাহারও মুখ দেখিব না, তুমি গৃহলক্ষ্মী, তোমাকেই হৃদয়ে বসাইব, এই দেখ--আমি হৃদয় ধুইয়াছি---গঙ্গাজলে হৃদয় ধুইয়াছি—আইস, বসিবে আইস।"

সুশীলার তখন চমক ভাঙ্গিল, সুশীলা ভাবিল--কি ভাবিতেছি, আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহার এখন কি হইয়াছে? মা'র হাসিমুখ দেখিয়াছি কি? গুরুর গুরু নারায়ণে, এখনও কি গৃহে লইয়া যাইতে পারিয়াছি? মাই ত গৃহলক্ষ্মী—আমি ত মা'র দাসী।

সুশীলার ভাত আর খাওয়া হয় না, খাইবে কে? সুশীলায় কি এখন আর সুশীলা আছে, সুশীলার চক্ষু একবার সম্মুখে অন্ন দেখিতেছে, একবার নানাভরা সেই রতিকান্তের, সেই সুশীলাভাবে উৎফুল্লিত হাসি-মুখ দেখিতেছে, দেখিতে দেখিতে সুশীলা ভাবাবেশে বলিতেছে, "আমি কি? নাথ। আমি কি? আমার মান বাড়াইবার জন্য ঈশ্বরের এ ইচ্ছা, তোমার মানত ঈশ্বর বাড়াইয়া রাখিয়াছেনই, তুমি ত আমার প্রভু, স্বামী, তোমার মানেই ত আমি মান্যা, আমার আবার মান কি? আমার উহা শুনাইও না, আমি যাহা করি, তাহা ত তোমার মুখ দেখিয়াই করি, তোমার মুখ দেখিয়াই শিখি। অন্য মুখ ত দেখি নাই, তবে কে শিখাইয়াছে? তুমিই গুরু, আমিত শিষ্যা, তবে কাহার মান বল দেখি?"

আহারের পর সুশীলা ব্রাহ্মীকে, চাকরদের ডাকিতে বলিল,

তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হইবে, কৃষ্ণকান্ত তাহা শুনিলেন—বলিলেন, "যাহা দিতে হয় আমিই দিব।" তখন চাকর দরওয়ান সকলে কৃষ্ণকান্তের নিকট দাঁড়াইল।

কৃষ্ণকান্ত, সুশীলার বিষয় ভাবিতে ভবিতে বড়ই দ্রব হইয়াছিলেন। ভাবিলেন—আনন্দ আর আত্মারামকে যেখান হইতে হউক ধরিয়া আনিতে হইবে, তাহারা বড় দুষ্ট।

কৃষ্ণকান্ত ভৃত্যদের বলিলেন, "আমার আজ্ঞা ছিল কি?"

ভৃত্য। ঢুকিতে দিতে নিষেধ ছিল।

কৃষ্ণ। কে সে আজ্ঞা মানে নাই?

ভৃত্যেরা ভাবিল, তবে পুরস্কার ত খুবই হইবে দেখিতেছি, চাকরীই যাইবে। তখন দরওয়ান বলিল "আমিই ঢুকিতে দিই নাই, এই দুইজন জোর করিয়া ঢুকাইয়াছিল, পার্শ্বস্থিত দুইজন ভৃত্য বলিল, "আমরাও ঢুকিতে দিই নাই, যাহা দোষ—তাহা এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের, আনন্দ বাবু ও আত্মারাম বাবু আসিয়া আমাদের ভয় দেখাইয়াছিলেন, সেই ভয়ে আমরা আর কিছু বলিতে পারি নাই।"

ব্রাহ্মণ বলিল, 'উহারা যাহা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য—বলিতে গেলে আমিই সাহায্য করিয়াছিলাম, ছাড়াইতে হয় আমায় ছাড়ান, যে বাড়ীতে গৃহিনী, পুত্র পুত্রবধূ, আসিতে বা থাকিতে নিষেধ, সে বাড়ীতে আমি চাকরী করিতে ইচ্ছা করি না, পুরস্কারের প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই, আমি সাহায্য করিতে গিয়াছিলাম, তবে উপযুক্ত পুত্রবধূ, তাহার নিকট যাইতে বা কথা কহিতে আমার সাহস হয় নাই ও তিনি আপনি উপরে উঠিতে পারিলেন দেখিয়া, আমি সম্মুখে আসিতে ইচ্ছাও করি নাই।"

তখন কৃষ্ণকান্ত, বিশ বিশ মুদ্রা দিয়া দ.ওয়ান, চাকব দুই-জনকে বলিলেন, "তোমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সম্মুখ হইতে বিদায় হও, আব যেন তোমাদেব মুখ আমায় না দেখিতে হয়, আমি বাক্য দিয়াছিলাম, বাক্য বক্ষা কবিলাম।"

ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আমাব আজ্ঞা তুমি পালন কব নাই, আমি তোমায় কর্ম্ম হইতে সে জন্য তাড়াইলাম, অদ্য হইতে আমাব পুত্রবধূ আমাব গৃহেব গৃহিণী, তোমাব জন্য আমি তাঁহাকে বলিব—তিনি তোমায় রাখিবেন, তোমায় আব বাঁধিয়া খাইতে হইবে না, আমাব একজন সবকাবেব প্রয়োজন, আমাব ইচ্ছা তোমায়, সবকাব কবিয়া লই, যাহাতে সেটা হয়, আমি তাঁহাকে তাহাব জন্য বলিব ”

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এক দিন যায়, দুদিন যায়—দশ দিন গেল, যে দিন কৃষ্ণকান্ত সুশীলাব হস্তে আহাব কবেন—আনন্দবাম ও আত্মা-বামকে, কৃষ্ণকান্তেব ডাকাইয়া আনিতে হয় নাই, তাঁহাবা সেই সন্ধানে সন্ধানে ফিবিতেছিলেন। প্রথম আনন্দ আসিয়া দেখা দেয়—তাহাব পব আত্মাবাম আফিস হইতে আসিয়া দেখা দেন।

আনন্দকে দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত একটু কাঁদিয়াছিলেন--বলিযা ছিলেন—"গেরুয়া বসন পবিয়া আমায় হাব হইয়াছ, আমি এত দিনে জানিলাম, অসংসাবে সংসাব ভাল কবিয়া শিক্ষা হয়, কাবন, সংসাবে অসংসাবী যখন যেটুকু দেখে-তখন সেটুকু শেখে, আমবা তাহা পাবি না, তাই আপনা ভুলিয়া, অনেক সময় শিখিতে ভুলি।"

আত্মারামকে দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত গলা জড়াইয়া, একবার কাঁদিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন "তোমার কথা শুনি নাই, তোমার কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে হইবে—তোমার কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম কি মাথায় করিয়া লইয়াছিলাম। লোকে তোমার গুণ গাহিবে, কিন্তু সুশীলার মুখ তাহা হইলে উজ্জ্বল হয় না, আমি সুশীলাকে জানি—ভাল জানি, তাই তোমার কথা মাথায় করিয়াও অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, এখন বল—সে অগ্রাহ্যকে কি অগ্রাহ্য বলিবে? তুমি কি সুখ্যাতির পূজা কর,—না, গুণের মহিমা দাও? গুণের মহিমা দাও বলিয়াই ত তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া—তোমার সুখ্যাতির দিকে তাকাই নাই।"

আত্মা। আমি তাহা জানি—বুঝি, তুমি যে দিন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ, সেই দিন হইতেই জানি—জানি বলিয়াই তোমায় এত ভালবাসি। নচেৎ স্বার্থশূন্য ভালবাসায় আমি আজও ভালবাসিতে শিখি নাই,আশা করি তোমার নিকট শিখিব।

তখন কৃষ্ণকান্ত ও আত্মারামে, একবার কোলাকুলি হয়।

কৃষ্ণকান্ত, আনন্দরামকে বলিলেন, "আনন্দরাম! তুমি ফকীর—সংসারের কিছু চাহ না—কিন্তু সংসারের যাহা কিছু সার তাহা তোমার হৃদয়ে আছে, আমি তোমার নিকট তাহা কিছু ভিক্ষা করি। যদি তুমি নারী বলিয়া আমায় ভালবাসিয়া থাক, তবে তাহা আমায় শিখাইবে।"

আনন্দরাম, যে দিন্ হইতে গতিবিধি আরম্ভ করিয়াছিল, সেই দিন হইতে রতিকান্তকে, দিনে দুই পাঁচবার কৃষ্ণকান্তের সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিল, কারণ কৃষ্ণকান্তের এখনও রতি-

কান্ত ও বিলাসিনীর উপর,পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। আনন্দ ও আত্মারাম ভাবিয়াছিলেন—যখন সুশীলা গৃহে স্থান পাইয়াছে, তখন বিলাসিনী রতিকান্তও স্থান পাইবে, বৃথা অধৈর্য্য হইয়া পীড়াপীড়ির প্রয়োজন নাই।

সুশীলা নিত্য বিলাসিনীকে আনিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়—কৃষ্ণকান্ত এক দিন বলিলেন, "মা। সকল কথা শুনিব, কিন্তু ও কথাটী থাকিবে না, থাকিবে না—এ কথা বলিতে বড় ব্যথা লাগে, কিন্তু ইহার জন্য তুমি আর বলিও না, যাহা হইবে—দেখিতে থাক।"

সুশীলা এ কথায় কি বুঝিল। সে যেন তাহাতে কিছু আশ্বস্ত হইল। সে এতদিন ভাবিয়াছিল কি হইবে—এখন যেন কূল পাইল, কিন্তু মা যত দিন না আসিতেছেন, তাহার যেন মন স্থির হইতেছে না।

রতিকান্ত নিত্য আসেন। পিতার ভাব ভক্তি দেখিয়া নিত্য সন্ধ্যার পর বাড়ী যান, কারণ আনন্দরাম বলিয়াছিল যে, আপনি এখন বাড়ীর ভিতর যাইবেন না। রতিকান্ত তাহাতে দ্বিরুক্তি করেন নাই, কারণ আনন্দের চরিত্রে রতিকান্ত ও বিলাসিনী বড়ই মোহিত হইয়াছিলেন। রতিকান্ত, এখন আনন্দকে দেবতার স্বরূপ দেখেন, আর যে দিন শুনিয়াছিলেন, সুশীলা, কৃষ্ণকান্তের মন ফিরাইয়াছে, সেই দিন হইতেই রতিকান্ত আর সে রতিকান্ত নাই। এখন রতিকান্ত আনন্দের শিষ্য, আনন্দের আজ্ঞা—গুরু আজ্ঞা, সুশীলা—দেবী, সুশীলার ভালবাসাই রতিকান্তের স্বর্গ।

একদিন সন্ধ্যায়—কৃষ্ণকান্তকে আনন্দরাম বলিল, "আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বল।"

আনন্দ। বৌকে গৃহে রাখিলেন, কিন্তু ছেলেকে ভিতরে যাইতে অনুমতি করেন না—বউকে স্নেহ করেন, ঘরের গৃহিণী করিয়াছেন, কিন্তু কেবল গৃহিণী হইয়া তাঁহার কি সুখ। স্ত্রী হৃদয় আপনিত জানেন।

কৃষ্ণ। আমি জানি—কিন্তু রতিকান্ত আজও সুশীলার যোগ্য হয় নাই।

আনন্দ। যোগ্য হইবেন কি দেখিয়া—দর্পণ সম্মুখ হইতে লইলে নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, সংসারে ব্যবহারে, হৃদয়ে যেরূপ ঘাত-প্রতিঘাত উঠিবে, তাহা দেখিতে না পাইলে, দাদার দেব-প্রকৃতি হইবে কি প্রকারে?

কৃষ্ণ। তাহার এখনও সময় হয় নাই, সুশীলার এ সুন্দর ভাবে, রতিকান্ত তাহা হইলে ফিরিত।

আনন্দ। ফিরেন নাই—দাদা কি বলিবেন? দাদার মুখ—দাদার কথা—দাদার ভাব বলিতেছে, ফিরিযাছি,—ফিরিযাছি। দাদা ফিরিয়াছেন, দাদাকে মাপ করুন। রতিদাদা আর সে রতি দাদা নাই—তাই এখন আর আপনার নিকট কথা কহিতে সাহস করেন না। আপনার মুখ তাকাইযা পাছে পাছে ঘুরেন

কৃষ্ণ। আনন্দ। রতিকান্ত বড়ই দুর্ভাগা, তাই তোমায় এত দিন সে চিনিতে পারে নাই, তুমি দুই এক মাসের ছোট হইলেও, তাহা হইতেও তোমার মূল্য অধিক—দিনের পর দিনে দেহের বয়স বাড়ে বটে, কিন্তু মানুষের বয়স জ্ঞানে বাড়ে জ্ঞানে তুমি তাহা অপেক্ষাযও বড। তুমি তাহাকে চিরদিন মাপ করিয়া আসিতেছ, আজও মাপের জন্য ভিক্ষা করিতেছ। তুমিই উহাকে মাপ

কর। তুমি মাপ করিলে বলিয়াই, আমি সন্তান ফিরাইয়া পাইলাম।

তখন আনন্দ, রতিকান্তকে ডাকিল। রতিকান্ত নীচে ছিলেন, উপরে আসিয়া কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে বসিলেন। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আনন্দ তোমায় ক্ষমা করিতেছে, বয়সের ছোট বড় ভুলিয়া, আনন্দের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। বয়সের অপেক্ষা, জ্ঞানের বড়ই --বড়, মানুষ হইতে শিখ।"

রতিকান্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন, আনন্দের চরণে হাত দিতে গেলেন, আনন্দ বলিল, "দাদা। সম্মুখে কে বসিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, আপনাকে মাপ করিবার আমি কে? এ জগতে যিনি আপনাকে আনিয়াছেন, তিনি ভিন্ন মাপ করিবার এ জগতে কে? আমার অপরাধে—আপনার নিকট আমিই ক্ষমার পাত্র, এইত সম্বন্ধে বলে, আমি আপনাকে ক্ষমা করিবার কে?"

এই বলিয়া আনন্দ পা সরাইল, রতিকান্ত নিমেষমধ্যে আনন্দ রামের চরণ স্পর্শ ধরিয়া, দুই হাতে কৃষ্ণকান্তের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্তের নয়নবারি, রতিকান্তের পৃষ্ঠদেশে দুই এক বিন্দু দেখা দিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "রতিকান্ত। যাও—আজ আমি যাহার জন্য সংসারী, আজ হইতে মনে মনে শপথ কর, তোমা হইতে যেন তাহার চক্ষের জল, এক দিনও না পড়ে,—যাও, আজ হইতে তাহার নিকটে গিয়া, তাহার ভারে সংসার পালন কর।"

রতিকান্ত ধীরে ধীরে ভিতরে গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এবার সুশীলা, রতিকান্ত, আনন্দরাম, আত্মারাম—বিলাসিনীর জন্য বড়ই ব্যগ্র। বিলাসিনীর জন্য কাহারও যেন সুখ নাই, আনন্দরাম, রতিকান্ত দেখিয়া আসেন—বিলাসিনী ক্রমশঃ আহার ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার কথায়, তাঁহার ভাবে, কেহই ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারেন না। সুশীলা, রতিকান্তের মুখে শুনিয়া কেবল কাঁদিতেই থাকে, যুবক যুবতীর শয্যায়—শাশুড়ী শ্বশুরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সুশীলার এ কান্না, আমার ভাল লাগুক, আর নাই লাগুক, অনেক পাঠক পাঠিকার যে ভাল লাগিবে না—তাহা আমি জানি, সেজন্য সে কান্না আর দেখাইব না। আত্মারাম এখন আর এখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না, খেলারাম বাবুর বড় পীড়া, তাই সেখানেই প্রায় থাকেন, তবে মধ্যে মধ্যে দেখা করেন।

একদিন আনন্দরাম, আত্মারামকে বলিল, "আরত চলে না, বোধ হয় মামী না খাইয়াই আত্মঘাতী হন।"

আত্মারাম বলিলেন, "উপায় কি বল দেখি ?"

আনন্দ। উপায়ত আমি আর দেখি না, আমাকে, বউকে, রতিদাদাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ওকথা থাকিবে না,—বলিও না, কে তাহা শুনে—না বলিয়াইবা কেমন করিয়া থাকা যায় ? মামা সেজন্য বাড়ীতে যখন থাকেন, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতে সুরু করিয়াছেন।

আত্মা। দাদার বড় অসুখ, সেজন্য এ-কয় দিন দেখা করিতে পারি নাই, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—আবার তাহাই ?

এই বলিয়া উভয়ে কৃষ্ণকান্তের নিকট আসিলেন—সে দিনত কিছুই হইল না, আত্মারাম বড়ই দুঃখিত হইলেন, ভাবিলেন, দেখিব—আমার দুঃখে তোমার দুঃখ হয় কি না? বলিলেন, "আজি হইতে আমি রমাকে কাঁদাইব—কাঁদাইতে গিয়া নিজেও কাঁদিব, দেখিব—সে ক্রন্দনে তোমার ক্রন্দন আইসে কি—না? রতিকান্তের বিবাহে আমি বিরোধী হইয়াছিলাম, আমিত অপরাধী—কিন্তু আমার সহিত রমাও বিরোধী হইয়াছিল কেন? যদি না হইত, তবে কি আমি রমার কথা ফেলিতে পারিতাম? না ফেলিলে আজ বেযানকে কি এরূপ কাঁদিতে হইত? আত্মঘাতী হইয়া মরিতে যাইতে হইত? রমা কেন আমায় শিখায় নাই, আমিত তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'গৃহকার্য্যে তুমি গৃহিণী,' গৃহিণীর কায সে বুঝে নাই কেন? বুঝে নাই কেন—কৃষ্ণকান্ত যাহার শ্বশুর হইবে, তাহার সৌভাগ্যবলে—মাটির সংসার সোণার সংসারহইবে—হয় নাই কি? হিন্দুর ঘরে শাশুড়ী শ্বশুর দেখিয়াই বিবাহবিধি—সে বিধির মাহাত্ম্য আমি এত দিনে বুঝিতে পারিতেছি।"

সে দিন সেই ভাবেই গেল, নন্দ—সুশীলাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে এখানে আসে, কৃষ্ণকান্ত বড় আদর করেন, রতিকান্ত, নন্দের যাহাতে লেখা পড়া হয, তাহার দিকে চক্ষু দিযাছেন।

আজ নন্দ আসিয়াছে, নন্দের মুখ যেন কাঁদ কাঁদ সুশীলা তাড়াতাড়ি জ্যেঠা মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সুশীলার ইচ্ছা জ্যেঠা মহাশযকে দেখিযা আসে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত পাঠান নাই, তিনি খেলারাম বাবুকে বড়ই ঘৃণা করেন।

নন্দ। তিনি একটু ভালআছেন, যেদিন হইতে জ্যেঠামহাশয়ের ব্যাম বাড়ে, সেইদিন হইতে বাবা আর মা'র হাতে খান না।

সুশীলা 'কেন?' এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নন্দ বলিল, "দিদি! কেঁদ না, তাহা হইলে আমার বড় কান্না আসে।"

সুশীলা। কেন খান না?

নন্দ। মা বলেন, কোন কারণ নাই, আর অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন, বাবা—কেন খাইবেন না, তবুও বলেন নাই, কথাই কহেন না।

সুশীলা। কেন?

নন্দ। আমি বাবার পায়ে ধরিয়াছিলাম, বাবা বলিয়াছেন তোমার দিদি, শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া সুখভোগ করিতেছে—তোমার মা সেই মেয়ের সুখে সুখী, আমি সে সুখ দেখিব না, দেখিতেও চাহি না।

সুশীলা তখন বুঝিল, সে রতিকান্তের নিকট আত্মারামের কথা শুনিয়াছিল, তখন মনে পড়িল, কিন্তু নন্দকে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না, কারণ রতিকান্ত নিষেধ করিয়া ছিলেন। রতিকান্ত জানিতেন, বসার দুঃখ শুনিলে কৃষ্ণকান্তের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।

সুশীলার কিন্তু মন কেমন বিষণ্ণ হইল, মনে মনে মনকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু মন বুঝে না, মন বলে, তুমিই ত ইহার মূল, সুশীলা বলে—বাবা কি মা'কে চিনেন না, বাবা কয় দিন এরূপে থাকিবেন? বাবার হৃদয় কোমল হইতে কোমল, তাহা কি মা জানেন না। আবার ভাবে, জানেন বলিয়াই মা খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়াছেন, যিনি ভুলিয়াও একদিন ভৎর্সনা করেন নাই, তাঁ'র বিরক্তি ভাব, ছি! ছি! মেয়ে মানুষ তাহা হইলে কি বাঁচে?

সুশীলা ছাদে বসিয়া নন্দের সহিত কথা কহিতেছিল, কৃষ্ণ-

কান্ত নিজ গৃহ হইতে এক মনে শুনিতেছিলেন, শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণকান্ত ভাবিতেছিলেন—আত্মারাম! পরার্থ কাহাকে বলে? আমি ত অনেক দিন তোমার মুখে এ শব্দ শুনিয়াছি, কিন্তু বিষয় খুঁজিয়া পাই নাই, তুমি তাহা দেখাইলে, জগতে তুমি বন্ধু, বন্ধুর মুল্য তাই এত অধিক। তিনি নন্দকে ডাকিলেন, নন্দ আসিলে বলিলেন, "তুমি কিছু খাইয়াছ?" নন্দ বলিল, "দিদি খাইতে দিয়াছিলেন,আমি খাইয়াছি।"

কৃষ্ণ। তুমি বাড়ী যাও, তোমার পিতা যদি বাড়ী থাকেন বলিও, আমার বড় পীড়া, আমার বড় কষ্ট হইতেছে।

নন্দ বাড়ী গিয়া পিতাকে বলিল। আত্মারাম সমস্ত দিন না খাইয়া নিজে বন্ধনের উদ্যোগ দেখিতেছিলেন। নন্দের মুখে কৃষ্ণকান্তের কথা শুনিয়া, অমনি কৃষ্ণকান্তের নিকট আসিলেন, বলিলেন "কি হইয়াছে?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ভাই, আমার একটী কথা রাখিবে—আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমি বিলাসিনীকে মাপ করিবে?"

আত্মা। অপরাধ কি—তাহাই জানি না, তবে মাপ কি করিব?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তোমার চরিত্র কাহারও অপরাধ লইতে শিখে নাই, তাই তুমি অপরাধ খুঁজিয়া পাও নাই। বিলাসিনী তোমার নিকট অপরাধী, যদি তাহা জানিতে চাও তবে তাহাকে আমি আনিতে পাঠাই, সে তোমার নিকট অপরাধ বলিয়া, অপরাধ মার্জ্জনা—ভিক্ষা করুক।"

আত্মা। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি জানি, স্ত্রী লইয়া স্বামীর এরূপ ব্যবহার, আমার মতে অতি গর্হিত,কিন্তু হইলে কি

হইবে ? আমিও সুন্দর রাখিতে পারি নাই, তাই আমিও কাঁদি।

কৃষ্ণ। তুমি কাঁদিতেছ, রমা কাঁদিতেছে, তাহা আমি জানি, আমি চেঁচাইয়া না কাঁদিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না, আমায় বল তুমি বিলাসিনীকে মাপ করিলে।

এই বলিয়া কৃষ্ণকান্ত বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন সে ক্রন্দনে আত্মারামও যোগ দিলেন, বলিলেন, "বল রমাকে তুমি মাপ করিলে", কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দোষ থাকুক বা নাই থাকুক, তুমি যখন দোষ দেখিতেছ, আমি তাহা মাপ করিলাম।"

তখন উভয়ে, উভয়কে মাপ করিলেন। কৃষ্ণকান্তের ক্রন্দন সুশীলা শুনিতে পাইয়াছিল, সে ত্বরিত গৃহাভ্যন্তরে ঢুকিয়া রতিকান্তকে বলিল, রতিকান্ত বাহিরে আসিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "রতিকান্ত! তোমার মাকে লইয়া আইস, বাড়ীতে চাকরদের সাবধানে থাকিতে বলিয়া আসিও।"

রতিকান্ত হঠাৎ সে কথা শুনিয়া চক্ষু কর্ণে যেন কিছু ক্ষীণ হইলেন, তিনি আর দাড়াইলেন না, দ্রুত পদে আসিতে আসিতে দুই চারিবার পড়িতে পড়িতে বসিয়া গেলেন, আসিয়া সুশীলাকে বলিলেন, "সুশীলা! বাবা মাকে আনিতে বলিলেন, আমি আর দাঁড়াইব না।" সুশীলা বলিল, "বাবা আসিয়াছেন, আমি ক্রন্দন শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এতদিনে তোমার ভক্তি, আমার সফল হইল।" এই বলিয়া সুশীলা রতিকান্তের পদধূলি মাথায় লইল, অমনি রতিকান্ত সুশীলাকে হৃদয়াভ্যন্তরে লইয়া, একবার চুম্বন করিলেন, বলিলেন "বল মাকে লইয়া আইস" সুশীলা বলিল, "আইস।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন দুলাল, খেলারাম বাবুর পত্র পান, সে দিন তিনি পীড়িত, উঠিয়া বসিয়া যে পত্রখানি পাঠ করিবেন, তাহা তাঁহার সাধ্য হয় নাই। খেলারাম বাবুর যাওয়া অবধি তিনি কেমন নৈরাশ নৈরাশ হইয়াছেন, তাঁহার চিরদিনের পিতৃভক্তি,যেন চোর আসিয়া অপহরণ করিতেছে, তিনি জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু এমনি ঘুমঘোর যে,ঘুমের মায়া ছাড়িতে চেষ্টা করিয়াও আবার ঘুমে ঢলিয়া পড়িতেছেন। ঘুমের নিকট পরাস্ত হইয়া আবার শুইয়াছেন—শুইয়া শুইয়া কতই স্বপ্ন দেখিতেছেন।

কল্য হইতেই জাগ্রত সুষুপ্তি, দুই হারাইয়াছেন। এখন যেন সব স্বপ্ন—হইবে না কেন, শরীরও ভাঙ্গিবে না কেন? দুলাল বৈষ্ণবভক্ত, মাংসাদি সেবা অভ্যাস নাই, কামময়ী যখন দেখিলেন, সন্তান হয়না—না হইলে বিষয় দেবোপাদেরই প্রাপ্য তখন তিনি তাহার বিহিত ভাবিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, হংসডিম্ব উভয় পক্ষেই উপকারী, কেবল শাক নাচে শরীর থাকে না, বিশেষ দুলালকে অতিশয় পরিশ্রম করিতে হয়, সেজন্য নিত্য অপক্ক এক একটা হংসডিম্ব, নিজহস্তে দুলালকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন, দুলাল প্রথমে প্রথমে খাইতে চাহেন নাই। কিন্তু না খাইলে কি হইবে দম্পতী শয্যায় ষোড়শী যুবতীর টিটকারি তাঁহার সহ্য হইল না। হইলে কি হইবে, তিনি বুদ্ধিমান, বুঝিতে পারিলে কি হইবে যে—কামময়ীর প্রবৃত্তি বড়ই প্রবলা, বুঝিতে পারিলে কি হইবে যে, কামময়ীতে আর কল্যাণীতে স্বর্গমর্ত্ত প্রভেদ—দম্পতী শয্যায়

ষোড়শী যুবতীর এ টিটকারি তাঁহার সহ্য হইল না; তাই তাঁহাকে কামময়ীর কথা শুনিতে হইয়াছিল।

যথা সময়ে কামময়ী অন্তঃসত্ত্বা হইল। দিনে দিনে কামময়ীর রূপ-লাবণ্য উথলিয়া পড়িতে লাগিল, সে চিত্র দেখিয়া দুলাল কল্যাণীর সংসার ভুলিবেন না কেন? ভবিষ্যৎ বিহিত করিবেন না কেন? তাই প্রসাদ, চরণকে বাড়ীর বাহির হইতে হইয়াছিল, তাই খেলারামকে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকাগুলি দুলালের নামে লিখিয়া দিতে হইয়াছিল।

কামময়ী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক হিতে বিপরীত ঘটিল, দুলালের বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হইল। হইবে না কেন? যে দিন খেলারাম, দুলাল ছাড়িয়া প্রসাদের উপর নির্ভর করিলেন, সেই দিন হইতেই দুলালের বিষম চিন্তা, হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, যদি দুলাল সে চিন্তায় কামময়ীর নিকট সহানুভূতি পাইতেন, তবে বুঝি—এ রোগের অঙ্কুর হইতেই বিনাশ দেখা দিত, কিন্তু তাহাত হয় নাই—দুলাল তাহার পরিবর্তে বিষম বৈষম্য লাভ করিয়াছিলেন।

যে দিন চরণ আসিয়া খেলারামকে লইয়া যায়—সে দিন দুলাল আত্মবিস্মৃতি হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তবে বুঝি এজন্ম বৃথা গেল। এত দিনের পিতৃভক্তি, এত যত্নের পিতৃভক্তি, বুঝি আর রাখিতে পারিলাম না। তখন কল্যাণীকে আবার ডাকিয়াছিলেন, কল্যাণী আসিয়া যাহা দেখাইয়াছিল—তাহাতে দুলাল সেই অবধি রোগীদেখা ভুলিয়াছিলেন। কামময়ীর সহিত আর ভাল ব্যবহার করিতেন না, তবে একত্র বাস, যাহা না করিলে নয়, তাহাই হইত।

কামময়ী ভাবিতেন, মানুষের রোগ হয়, আবার ভাল হয়। কাম-

ময়ী হুকুম করিয়া যাহা সেবা হয়, তাহা করাইতেন। বুঝাইতেন যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইয়া অধিক আর পারেন না, ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে? শরীরের উপর কাহারও জোর নাই।

দুলালের দিন দিন রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুলাল প্রসাদকে পত্র লিখিলেন—ভাই! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমি যখন ভাল ছিলাম, তোমার সহিত নিত্য দেখা করিতাম, এখন যেন নিত্য দেখা পাই, যদি এবার যাইতে হয়—যাইবার সময়ও যেন তোমাদের মঙ্গল শুনিতে পাই, সে ভিক্ষা আমার রহিল।

প্রসাদ পত্রপাঠে বড়ই ব্যথিত হইলেন। কামময়ীর ভাব ভঙ্গিতে তিনি আর দুলালের বাড়ীতে তত যাইতেন না। মনে মনে করিলেন—ভাইয়ের জন্য মান অপমান আবার কি? বড়বউ যদি আমাকে অপমানই করেন, করিলেনই বা, বড় দাদা যখন তাঁহাকে মাপ করিয়াছেন, তখন আমারও মাপ করিতে হইবে।

তখন নিত্য দুলালের সহিত দেখাশুনা হয়, ডাক্তার ইত্যাদি রোগের নিমিত্ত যাহা করিতে হয়, যথাযথ হইতেছে কি—না, প্রসাদ নিত্য তাহার তত্ত্ব লন, কিন্তু হইলে কি হইবে, এক দিকে খেলারামের প্রতি, অন্যদিকে কামময়ীর প্রতি তাকাইয়া—কোন দিকে দুলাল স্থির হইতে পারিতেছেন না—রোগ ভাল হইবে কিসে? দুলাল ভাবেন—পিতা! সন্তান অনুপযুক্ত হইলে কি ত্যজ্য হয়। মরি! সংসারধর্ম্ম তুমি বুঝিলে না কেন? বুঝিলে কি কাঁদিতে—কাঁদাইতে? তোমার হৃদয় এ হৃদয় অভ্যন্তরে রাখিতে গিয়া কি শরীর ভাঙ্গিত?

প্রসাদ আসিলে, দুলাল পিতার পত্রখানি দিয়া বলি-

লেন,"দেখ দেখি—বাবা বুঝি আসিতে চাহিযাছেন,তাঁহার পীড়া।" প্রসাদ পড়িল,বলিল "অদ্যই তাহা হইলে আনিতে যাইতে হয়, কিন্তু আপনিত যাইতে পারিবেন না. বলিলে—আমি যাইতে পারি।"

দুলাল বলিলেন "তাই ভাবিতেছি, বড ইচ্ছা—আমিই যাই. কিন্তু যাইতে ভরসা হইতেছে না, প্রসাদ বলিল "না, আপনার অসুখ আমিই যাইব।"

তাহার পর প্রসাদ লইয়া আসেন, পাঠক মহাশয়েরা তাহা জানেন। খেলারামকে দেখিয়া দুলাল যেন বল পাইলেন, নিজের পীডা যেন অল্প হইল, শয্যা ছাডিয়া উঠিলেন, কিন্তু পিতার পীড়ায় কাতর হইলেন। প্রসাদ বলিল "বড়বউ প্রসব শীঘ্রই হইবেন, এখন উনি অশক্তা, আমি ইচ্ছা করি—লইযা আসি, কারণ, পিতার তাহা হইলে সেবা কে করিবে? পুরুষের দ্বারায় সেবা সুচারু হয না। দুলাল বলিলেন "সে কথা সত্য, কিন্তু তোমার স্ত্রীওত পীডিতা, এখনও সারিতে পারেননাই,এই সবে মাত্র উঠিযাছেন, যদি এ সময়ে রোগীর সেবা তাঁহাকে করিতে হয, তবে তিনি আবার পড়িবেন।" প্রসাদ বলিল "সে সত্য, কিন্তু পিতার সেবাত চাই, তাহা ভাবিতে গেলে চলে কই?" দুলাল বলিলেন "অন্তঃসত্ত্বা—তায় আর ক্ষতি কি? কেবলতত্ত্বাবধারণ বইত নয়, আমরা আছি যদি অন্য কিছু করিতে হয—তাহার জন্যত আর ভাবিতে হইবে না, তুলে শোয়ান বা বসান ইত্যাদি তাহাত আমাদের দ্বারাই হইবে।" প্রসাদ বলিল "কাকীমাকে আনানই উচিত।" দুলাল বলিলেন, "বাবা আসিবা মাত্রই তাঁহার অবস্থা দেখিয়াই, আমি এ কথা ভুলিয়াছি

লাম, তাঁহার ইচ্ছা নহে; বলিলেন—টাকা গুলা যদি নেহাত দেবার ইচ্ছা থাকে, তবে আন—তাঁহারই যখন এত অনিচ্ছা, তখন কায নাই। তবে টাকার কথায় আমার কোন কথা নাই—আমি যখন দিয়াছি, আমি ফিরাইয়া লইতে পারিব না, আর এখন আমার হাতও নাই।" প্রসাদ বলিল "কাকা নিত্য আসিতেছেন, একথা শুনিয়াছেন? দুলাল বলিলেন "না—এ কথা আদৌ উঠে নাই।"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দুলাল কয় দিন ভাল আছেন। কিন্তু খেলারাম বুঝি আর টেকেন না। কামময়ী খেলারামের গৃহে আসিতেই চাহেন না—দুলাল অনেক বুঝান, কিন্তু বুঝাইলে কি হইবে? যখন বুঝান তখনই বুঝেন—আবার যে অবুঝ সেই অবুঝ। তাহাতে দুলালের বড় আঘাত লাগিল—দুলাল একেবারে খাদ হইতে সপ্তমের তিরস্কার অবধি উঠিতে লাগিলেন,কামময়ী বলেন 'বকিলে কি হইবে?' আমি না পারিলেত হইবে না, পেট লইযা নড়িতে পারি না, আমি খাইতে পারিনা।" দুলাল বলেন—তোমায় কিছুই করিতে হইবে না, বাবার নিকট বসিয়া থাকিবে, গায় হাত বুলাইবে, পায়ে হাত বুলাইবে ইহাও পারিবে না? ছি! ছি! আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না. মেজবৌ এই সেদিন রোগ হইতে উঠিয়াছেন, আজও সারিতে পারেন নাই, আমি আনিতে চাই নাই, নিজে পাল্কি করিয়া আসিয়াছেন, দিন রাত্র সেবা করিতেছেন, আমার দেখিয়া ভক্তি হয়, তুমি ঘরে থাকিয়া সুস্থ শরীরে পারিবে না?

কে জানে কামময়ী পারেন কি—না পারেন, কিন্তু কামময়ী

পারিলেন না। দুলাল বলিলেন, "মরি! যদি এবার পিতার মুখে পুনরায় হাসি দেখি, তবে তোমায় ইহার উচিতমত শিক্ষা দিব—আর যদি তাহা না হয়, তবে তোমার মুখ ইহজন্মে আর দেখিব না আজ হইতে তুমি আমার ত্যজ্য হইলে, না হয় এদিক, না হয় ওদিক, যেরূপ দেখিতেছি—যাহা হয় একটা হইবে, সেই দিন তোমার সহিত আর একবার দেখা করিব—যদি কিছু আমার বলিবার থাকে, তবে সেই দিন তাহা বলিব।"

দুলাল আর বাড়ীর ভিতর যান না—কামময়ী সেই দিন হইতে এক এক বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে আসেন। মেজ বউর নিকট আসিয়া যত দুঃখের কথা কন, বলেন—দিদি। তোমরা যখন ছিলে, তখন কত আমার সুখ ছিল, কি ভাবিলেন—দেবতার মত ভাইদের পর করিলেন, তাহার পর আমার উপর এইরূপ পীড়ন, কি করিব বোন, মেয়েমানুষ সব সহ্য করি। এই বলিয়া সহস্র ধারায় কাঁদেন, দুলাল সেদিকে কানও দেন না, কামময়ীকে ঘরে বা পিতার নিকট আসিতে দেখিলে, তাহার যেরূপ ভাব হয়, কামময়ী তাহা দেখিয়া বেশীক্ষণ বসিতে পারেনা, ভয় হয় --কামময়ী পলান। কামময়ী আসিয়া যাহা দুই একটা করে, কামময়ী পলাইলে, দুলাল নিজ হস্তে তাহা ফেলিয়া দেন। পুনরুপি তাহা নিজেই করেন।

খেলারামের জ্বরের আর বিরাম নাই, চৈতন্য ক্রমশঃই তিরোহিত হইতে চলিল। ডাক্তার কবিরাজ আর হাত বাড়াইয়া পান না বলেন-"এ বৃদ্ধ শরীরে যদি স্বভাব আপনি পরিবর্ত্তন আনায় তবেই মঙ্গল—নচেৎ ঔষধে তত কার্য্য দর্শিতে পারিবে না। ডাক্তার কবিরাজের ত অভাব নাই

শুশ্রূষার খাতিরে সকলকেই পড়িতে হইয়াছে। যে ডাক্তার আসিলে, লোকে জীবন পাওয়া হইল মনে করে, তিনি একদিন বলিলেন, "দুলাল! আমার পুত্রের পীড়া হইলে আমি যেমন করিতাম, সেইরূপ করিয়া আমি পরিশ্রম করিতেছি, কি হইবে আমি জানি না; আমায় জিজ্ঞাসা করিও না। তুমিত ডাক্তার, তুমি এত উতলা হইলে চলিবে কেন?" দুলাল ডাক্তার বটে, কিন্তু বাড়ীতে কখন চিকিৎসা করিতেন না। তিনি জানিতেন যে, ডাক্তারকে এখন জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কিন্তু মন তাহা শুনিত না, কি করিবেন—জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিতেন।

জ্বরে কেবল প্রলাপ। সে প্রলাপের মাথা মুণ্ড নাই, কিন্তু দুলাল, প্রসাদ ও আত্মারাম তাহার কিছু কিছু বুঝিতে পারেন। দুলাল বলিলেন, "কাকা! বাবার অবস্থা বড় বিষম হইতে চলিল, কাকীকে লইয়া আসুন।" আত্মারাম বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম, তাহাত আনা হইবে, কিন্তু অদ্যই চরণকে একখানা টেলিগ্রাম কর—সে যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরিবার সমেৎ চলিয়া আইসে।"

তাহাই হইল। রমা সেই দিনই আসিলেন, কাঁদিলেন, ভাবিলেন জলশূন্য চক্ষে আবার সেবায় যোগ দিলেন। তিন দিন বাদে একা চরণ দেখা দিল। দুলাল বলিলেন, "চরণ! ছোট বৌমা আসিলেন না?" চরণ বলিল, "না, তাহাকে আনা হইল না, দলাদলির হাঙ্গাম, আপনারা বিলাতি দলে—পুরুষে পুরুষে ক্ষতি নাই, মেয়েদের সঙ্গে আর কায নাই।"

দুলাল আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার চরণের মুখ দেখিতে আর ইচ্ছা হইল না। কি করিবেন—ভাই, মন্ত্র

মনে বলিলেন—যদি তুমি পিতার পুত্র না হইতে, তবে তোমার মুখ আর দেখিতাম না।

এদিকে সুশীলা, নন্দের মুখে খেলারামের পীড়ার কথা শুনিতেছে, আর কাঁদিতেছে। সুশীলা, বিলাসিনীর পায়ে ধরিয়া, যাইবার জন্য বলিল। বিলাসিনী সুশীলাকে এখন আপন মত দেখেন, সুশীলার হাত ধরিয়া কৃষ্ণকান্তের ঘরের নিকট যাইলেন, সুশীলা তখন দরজায় দাঁড়াইল, বিলাসিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন,—দেখিতেছ, আমিত আর পারি না, করি কি? কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যাইবে? রতিকান্ত তোমার নিকট লজ্জায় বলিতে পারে না।

কৃষ্ণকান্ত সুশীলার উদ্দেশে বলিলেন, "আচ্ছা মা! আমি তোমায় পাঠাইব বলিতেছি—রতিকান্ত তোমায় রাখিয়া আসিবে।

তাহার পর রতিকান্ত, সুশীলাকে খেলারাম বাবুর বাড়ীতে লইয়া যান। গিয়া দেখেন সে দিন খেলারামের অবস্থা কিছু শোচনীয়। তিনি আত্মারামের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। সুশীলা নিজে খেলারামকে দেখিতে আসিয়াছে দেখিয়া, বমা মনে মনে আনন্দভরে কাঁদিলেন। খেলারামের এখন একটু চৈতন্য হইয়াছে, সম্মুখে আত্মারাম, দুলাল ও চরণ।

খেলারাম বলিলেন, "কে তুমি?" আত্মারাম বলিলেন, "আমি আত্মারাম, আপনি এখন কেমন আছেন?"

খেলা। আছি ভাল, কিন্তু বড় বৌমাকে দেখিতেছি না?

তখন সকলেই কামময়ীকে ডাকিতে গেলেন, আসিলে বলিলেন, "এই আসিয়াছেন, দেখুন।" অনেকক্ষণ বাদে খেলারাম চক্ষু চাহিলেন, বলিলেন—ছি! ছি! এ কেন? এ যে পিশাচী—

আমার দুদে জল দিত, আমি দেখিতাম, একদিন দেখিয়া ছিলাম, তাইত দুদ না খাইয়া আমি মরিতে বসিয়াছি।

কামময়ী আর দাঁড়াইলেন না। সকলে মুখ ম্লান করিয়া বসিলেন। দুলাল সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। গিয়া মনে মনে ডাকিলেন—"কল্যাণি! কল্যাণি! আয়, শীঘ্র আয়, বাবা তোকে একবার দেখিতে চাহিতেছেন।" কল্যাণী আসিল না। দুলাল আবাব ফিরিষা আসিয়া বসিলেন।

খেলারাম বলিলেন, "মা কল্যাণি! কি গড়িয়া ছিলে মা—একটা পিশাচী আসিয়া হাত না দিতে দিতে, ভাঙ্গিয়া চুব মার হইয়া গেল। ছি! ছি! মা—এমন কবিয়াও গড়িতে হয়! তুমিও ভাসিলে, আমিও ভাসিলাম, আমায় তবে কেন লইলে না?—তোমায় মনে কবিতে কবিতে তা নহিলেত আমার শবীব ভাঙ্গিত না! যে দিন তুমি গিয়াছিলে, সেই দিন হইতে পাঁজব ভাঙ্গিতে সুরু কবিয়াছিল, তাই বলিযা কি সবগুলি ভাঙ্গিতে হয?"

বলিতে বলিতে খেলাবামেব মুখ কেমন হইয়া উঠিল—সুশীলা বলিল, "জ্যেঠামহাশয! একটু জল খাও"—এই বলিয়া একটু গঙ্গাজল দিল। খেলাবাম কিছুক্ষণ স্থিব হইযা চক্ষু বুজিয়া বহিলেন, আবাব চক্ষু চাহিয়া কাহাকে যেন দেখিতে এদিক ওদিক কবিতে লাগিলেন। দুলাল ও আত্মাবাম বলিলেন—কি দেখিতেছেন? খেলারাম বলিলেন—"ভাবিতেছি, ভাবি-তেছি—আর কিছু নহে. মাকে হাবাইযা আর একটী মা যেন দুইদিন দেখিয়া ছিলাম. তখন ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই, এখন একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" দুলাল বলিলেন—

কে তিনি? কাহাকে দেখিবেন? কাকীমা আছেন, মেজ বৌমা আছেন, সুশীলা আছে—কাহাকে দেখিবেন?

খেলা। কই মা, কই মেজ বৌমা—

এই বলিয়া একবার চক্ষে হাত দিলেন, দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মেজ বৌ সম্মুখে গেলেন, আত্মারাম ও দুলাল একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। খেলারাম বলিলেন, "কই মা!" সুশীলা বলিল, "এই যে—সামনেই দাঁড়াইয়া।"

খেলা। এস মা!—দেখি মা, জন্মের মত দেখি মা, মা! বাসা বাড়ীতে তুমি তখন অসুখে পড়িয়া, তোমার দুই দিনের যত্নেই বুঝিয়া ছিলাম—তুমি আমার মা হইবে, কিন্তু মা। দুলাল আমায় বড়ই আঘাত দিয়াছিল, আমি সে আঘাত সহ্য করিতে তোমার মুখ তাকাইতে পারি নাই।

আবার মোহ আসিল, আবার চক্ষু দিয়া জল গড়াইল, এবার সকলের চক্ষু দিয়া জল গড়াইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটু চেতন হইল, বলিলেন, "দুলাল। আজ ৩০ বৎসর হইল, তোমাদের জন্য স্ত্রীলোকের মুখ দেখি নাই—পাছে তোমাদের ভিন্ন বোধ হয়, পাছে তোমরা মা মরিয়াছে জানিতে পার, কিন্তু দুলাল। তাহার উপযুক্ত প্রতিদান আমায় দিলে, আমি যদি তখন তোমাদের মুখ না তাকাইয়া বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে এ ব্যথা আমায় লাগিত না, যাহার জন্য আমায় ব্যথা দিলে, তাহা কি আমার পরে হইত না? অগমিত এই চলিলাম।

দুলাল কাঁদিয়া উন্মাদবৎ খেলারামের পদদ্বয় জড়াইয়া

ধরিলেন, বলিলেন, "পিতা! ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—আপনি না করিলে, ক্ষমা হইবে না।"

দুর্ব্বল শরীর, খেলারামের তাহাতে বড় লাগিল, খেলারাম তাহাতে একবার টাল খেলেন, তাহা দেখিয়া দুলাল স্থির হইয়া বসিলেন।

আবার জ্বর দ্বিগুণ বেগে বহিল, আবার প্রলাপ আরম্ভ হইল;—

ছি! ছি! ছি! আত্মারামের ত কোন দোষ নাই। দোষ না? আত্মারাম ছেলে মানুষ পাইয়া মাথাটা খাইতে বসিয়াছিল। খাইয়া ফেলিয়াছে—কি করিব? বাঁচি যদি, কিছু দিয়া ফিরাইয়া লইব, যদি না বাঁচি—তবে আত্মারাম ত খাইয়াছেই।

আত্মারাম বলিলেন, "কি বলিতেছেন, আমায় বলুন, আমি কিছুই চাহি না, আমায় খুলিয়া বলুন।"

উত্তর দিবে কে? খেলারাম এখন প্রলাপে, খেলারাম বলিলেন, "না, না—না, না তেমন ভাইকে যদি আমি না বলিয়া যাই, তবে সেত লইবে না, সে আবার ফিরাইয়া দিবে, কিন্তু ছি! মার পেটের ভাই, আমায় ত ছাড়ে নাই, আমি তাহাকে ঢের কষ্ট দিয়াছি, তবুও ত ছাড়ে নাই—ভাই বটে! দুলাল, প্রসাদ, চরণ।—ভাই বটে, ভাই রহিল—আমিই রহিলাম।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, হটাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "লইবে? লইতেছ লও—কিন্তু যদি আমি বাঁচি, তবে ফিরাইয়া লইব, আমি বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিব না, মরিবার সময় তোমায় দিয়া যাইব।'

আবার একটু স্থির হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "লইবে বই কি—আমি তোমায় দিয়া যাইব, তুমি ভাই, তুমিই ত রহিলে—আমার দুলাল, প্রসাদ, চরণ, মেজ বৌমার তুমিই ত রহিলে—তুমি না লইলে, আমার দুলাল, প্রসাদ, চরণ, মেজ বৌমাকে কে দেখিবে ?"

এবার যেন অসাড়ের মত স্থির হইলেন। এক ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল, জ্বর কমিতে আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিলেন, বলিলেন, "এই জ্বর ত্যাগই বোধ হয় নাড়ী ত্যাগ হইবে।"

সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া। দুলাল বলিলেন, "বাবা! আমায় মাপ করুন, আপনি না করিলে আমার অপরাধ থাকিয়া যায়, আমার পৃথিবীতে কিছুই ভিক্ষা নাই—কেবল এই ভিক্ষা।"

খেলারাম যেন একটু হাসিলেন, বলিলেন, "কল্যাণি! আসিয়াছ—এতদিন কোথায় ছিলে মা!—আমি যে অনেক দিন তোমার জন্য কাঁদিয়াছি—এই দেখ মা, আমি কি হইয়া গিয়াছি।"

"তা আসিয়াছ মা। ভাল হইয়াছে—কিন্তু মা, যা বলিতেছ—আবার কি তা হইবে ? দেখিও মা, তোমায় যেন 'মা' বলা আমার ঘুচে না।"

ডাক্তার পুনরপি আসিয়া হাত দেখিলেন, বলিলেন, "আর ঔষধের প্রয়োজন নাই, বোধ হয় আর দেরি নাই।"

এই বলিয়া নীচে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খেলারাম বলিলেন, "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, আমায় স্পর্শ করিও না, তাহা হইলে কল্যাণী আমায়

স্পর্শ করিবে না, ওই কল্যাণী আসিতেছে, ওই আসিতেছে—হায়! হায়! হায়। এমন মাও চিনিতে পারি নাই।"

খেলারাম নিরুত্তর হইলেন, কিছুক্ষণ পরে একবার চাহিলেন—বলিলেন, "আত্মারাম"

আত্মারাম কাঁদিতেছিলেন।

খেলারামের তখন যেন জ্ঞান হইয়াছে। খেলারাম বলিলেন, "আত্মারাম! কাঁদিতেছ কেন? আমি যে বেশ আছি।"

আত্মারাম মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলেন, বলিলেন, "দাদা! তুমি ভিন্ন মুখ তাকাইবার আমার আর যে কেহ নাই, সকলেই আমার মুখ তাকাইবে—আমি কাহার মুখ তাকাইব?"

এই বলিয়া আত্মারাম কাঁদিতে লাগিলেন।

খেলা। কোথায় সব, দুলাল, প্রসাদ, চরণ, কোথায় সব?

সকলেই সম্মুখে গেলে, খেলারাম বলিলেন, "আমার চক্ষের সামনে বস", সকলেই বসিলেন, খেলারাম তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, বলিলেন, "কই সব—কই মা কই, আমার মেজ মা কই—আমার বড় মা, সুশীলার মা কই। একবার দেখাও—ইহাতে দোষ নাই, আমি বাঁচিয়া থাকিতে সুখী করি নাই, আর আমার সময় নাই। কই মা সুশীলা কই?" সুশীলা পার্শ্বেই ছিল, বলিল, "এই যে জ্যেঠামহাশয়। আমি বাতাস দিতেছি।" খেলারাম বলিলেন, "মা সুশীলা। একদিন তোমাকে সমুদ্র-জলে ফেলিয়া, আত্মারামকে শিক্ষা দিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু মা! ঈশ্বর তাহা সহ্য করিবেন কেন? আমিই শিক্ষা পাইলাম—কল্যাণী আসিয়াছিল মা, বলিয়া

দিযাছি, তার রূপ সে তোকে দিয়া যাইবে—মা! তোকে আশীর্ব্বাদ করি, তোর রূপে তোর স্বামী শাশুড়ী ভক্তি শিখিবে।"

বলিতে বলিতে খেলারামের চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, ক্রমশঃ বাহ্য চেতন যেন ঘুচিয়া গেল—অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "দুলাল! দেখ দেখ তোর পিতৃভক্তি মা ভুলিতে পারে নাই, তুই ত্যাগ করিস নাই বলিয়াই—মা আমায় লইতে আসিয়াছে!" ডাকিলেন, "আ-ত্মা-রা-ম"—

আর কথা কহিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে দীপ নির্ব্বাপিত হইল। যেন কিছু বলিতেন, আর বলা হইল না।

দুলালের চক্ষে আর জল নাই। আত্মারাম, প্রসাদ ও চরণ কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সেরেরা আকুলে কাঁদিয়া উঠিল।

চত্বারিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দুলাল বলিলেন, "কাকা! পিতাকে হারাইলাম, কিন্তু আজ মা পাইলাম—আজ হইতে কাকী আমাদের মা হইলেন। পিতার স্থানে আপনাকে বসাইলাম। কাকা! পিতা আমাদের যেমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া রাখিতে পারিবেন ত?" এই বলিয়া নিজে নিজেকে স্থির রাখিতে পারেন না দেখিয়া, সেখান হইতে উঠিলেন, আত্মারাম বলিলেন, "দুলাল, প্রসাদ, চরণ, বল—তোমরা বল, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, তোমরা আমার, আমি তোমাদের; বল—আমি না বুঝিতে পারিলে, বুঝাইবে, পুনরপি বুঝাইবে—ত্যাগ করিবে না। বল একবার

বল। আজ হইতে দাদাকে হারাইয়া, তোমাদের দেখিয়াই দাদাকে দেখিব। দেখিও, যেন ইহাতে আমার ভুল না হয়।

প্রসাদ ও চরণ চুপ করিয়া রহিল। তাহাদের চক্ষের জলে তাহারা অন্ধকার দেখিতেছিল; কিন্তু দুলালের ত চক্ষে জল নাই। দুলাল আত্মারামের পদতলে হাত দিয়া বলিল, "আপনি কি আমাদের বলাইয়া লইবেন? বাবা ত বলাইয়া লন নাই? বাবার সহিত যে সম্বন্ধ, আপনার সহিত সেই সম্বন্ধ, আমরা বাবা হারাই নাই।"

এই বলিয়া দুলাল গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মেয়েরা গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, আত্মারাম বলিলেন, "কোথায় যাও? এইখানে বইস, তোমাদের এখন আমি কোথাও যাইতে দিব না।" সকলেই বসিয়া রহিলেন।

দুলাল একবার কামময়ীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। কামময়ী যে খেলারামের মৃত্যুর সময় কাছে ছিলেন, তাহা দুলাল দেখেন নাই। দুলাল বাড়ীর ভিতর যাইলে, কামময়ী সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন—দুলাল তাহা না দেখিয়া গৃহে গিয়া ডাকিলেন— "ময়ি" কামময়ী পশ্চাৎ হইতে উত্তর দিল "বল।"

খেলারাম পিশাচী বলায় কামময়ীর বড় রাগ হইয়াছিল। তিনি সে রাগ সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

দুলাল বলিলেন "এত দিনে তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ হইল! তুমি রাক্ষসী—পিশাচী—তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেও দোষ আছে।" কামময়ী বলিলেন, "তবে এখানে কেন আসিয়াছ— আমি রাক্ষসী পিশাচী—পিশাচীই থাকিব।"

দুলাল। আমার গৃহে—আমার হৃদয়ে?

কাম। তাড়াইতে পার—তাড়াও।

দুলাল। পারি না? দয়া করিয়াছিলাম বলিয়া পারি না? তবে তাড়াইব—

এই বলিয়া পদাঘাত করিলেন, সে পদাঘাতে কামময়ীর উদরে বড় লাগিল। তিনি মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, দুলাল আর সে দিকে তাকাইলেন না। তিনি বাহিরে আসিলেন, ভাবিলেন—তোমার জন্য কি করি নাই! তোমার জন্য কল্যাণীকে ভুলিয়াছিলাম, পিতৃসেবার ত্রুটি হইয়াছিল, ভ্রাতৃ-ভালবাসা ভুলিয়াছিলাম, তোমার জন্য করি নাই কি? ছি! ছি! কল্যাণি! আগে কেন এ চক্ষু ফুটাও নাই, নহিলেত পিতা ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

শয্যা হইতে নামাইতে আত্মারামের গা কাঁপিল, আত্মা-রামের আর সে বল নাই। আনন্দ নাই—আনন্দ গুরু দর্শনে গিয়াছে, আনন্দ থাকিলে আজ আত্মারামকে ভাবিতে হইত না।

যখন খেলারামকে গৃহ হইতে বাহির করা হইবে, মেয়েরা বলিল, "আমরা চক্ষের সামনে দেখিতে পারিব না। আমরা সরিয়া যাই, তাহার পর যাহা হয় করিও।"

তখন সকলেই বাড়ীর ভিতর গেল। কৃষ্ণকান্ত আসিয়া দেখা দিলেন। আত্মারাম বলিলেন, "এখন আসিলে—এ বড় আমার মনে দুঃখ রহিয়া গেল—আমার ভাই, তোমার ভাই নহে কি?—না হইলেও তোমার বৈবাহিক।"

কৃষ্ণ। আমি কাল দেখিয়া গিয়াছি, এত শীঘ্র যে হইবে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

তখন ধরাধরি করিয়া সকলেই নীচে নামাইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আজ গঙ্গাযাত্রা করিলেই ভাল ছিল।"

আত্মারাম বলিলেন, "কি করিয়া বলিব? বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই।"

তখন সুশীলা 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া উপর হইতে চেঁচাইয়া উঠিল। আত্মারাম তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি দরজায় হাত দিয়া দাঁড়াইলেন।

সুশীলার 'বাবা' 'বাবা' শব্দ শুনিয়াই, দুলালের হৃদকম্প হইয়াছিল। তাঁহার তখন কামময়ীকে পদাঘাত, মনে পড়িল। তিনিও আত্মারামের অনুসরণ করিয়াছিলেন, দেখিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন।

দুলাল কিন্তু এ ভাবেন নাই। দুলাল তাঁহার পদাঘাতে যে এত জোর—তাহা কখন জানিতেন না।

অজস্র শোণিত বাহিত হইয়া, গৃহ পার্শ্ব রক্তবর্ণ করিয়াছে, সে রক্তে বিভূষিত হইয়া কামময়ী ভয়ঙ্করী হইয়াছে, কামময়ী অনেকক্ষণ গিয়াছে; কিন্তু সে বিকট মূর্ত্তি যেন বিকট ভাবে চাহিয়া দুলালকে কত কি বলিতেছে, দুলালের ভয় হইল—সম্মুখ হইতে সরিলেন। আত্মারামের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যথাযথ বর্ণনা করিলেন— আত্মারাম সমস্ত শুনিলেন, দুলালের হৃদয় দেখিয়া আত্মারামের বড় দুঃখ হইল, আত্মারাম কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "দুলাল! আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া বল, পদাঘাতের কথা মুখে আনিবে না।" দুলাল বলিলেন —"করিলাম।"

তখন আত্মারাম, কৃষ্ণকান্তকে আসিয়া বলিলেন, কৃষ্ণকান্ত শুনিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন "মা! আমি

যে তোমায় বাড়ী লইয়া যাইব ভাবিতেছি, আমি যে তোমাদের লইযা আবাব সংসাবী হইয়াছি।” আত্মারাম বলিলেন, “কৃষ্ণকান্ত! ধারণা কি একেবাবে হারাইযাছ?” কৃষ্ণকান্ত, আত্মাবামেব মুখ দেখিয়া হা কবিযা বহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত, বিলাসিনীকে আনিতে বতিকান্তবে পাঠাইলেন।

একচত্বারিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

নদীতীব। পাশা পাশি দুই চিতা জ্বলিতেছে, আব বাযু হিল্লোলে বলিতেছে—ধূ ধূ ধূ। পাশা পাশি দুলাল, প্রসাদ, চবণ, কৃষ্ণকান্তেব মন কাঁদিতেছে, আব চিন্তাব হিল্লোলে বলিতেছে—ধূ ধূ ধূ।

বাশী বাশী পবিমাণ চন্দন কাষ্ঠে খেলাবামের চিতা হাসিতেছে। বাশী বাশী পবিমাণ সুন্দবী কাষ্ঠে কামময়ীব চিতা হাসিতে গিযাও বাব বাব কাঁদিতেছে।

কৃষ্ণকান্তেব বড ব্যথা লাগিয়াছিল। কৃষ্ণকান্তেব ও বিলাসিনীব ইচ্ছা ছিল—কামমযীব চিতাও চন্দন কাষ্ঠে সজ্জিত হয়, কিন্তু দুলাল তাহা দেয নাই।

খেলাবামেব চিতা হাসিতেছে আব বলিতেছে, “এইত—মানুষেব এইত, তবুও মানুষ বোঝে না। যতদিন বক্তেব উষ্ণতা থাকে, ততদিন ত বুঝেই না—তাহাব পবেই বা কযজন লোকে বুঝে? ছি! ছি! মানুষ—তোমাব কি আছে? তুমিত দবিদ্র হইতেও দবিদ্র, তাহা না বুঝিযা আবাব বাজ্যেশ্বব হইতে যাও, তাহাতেও তোমার আশা মিটে না—কিন্তু ভাব কি? তোমাব

অন্তর হইতে অন্তরতম দেহখানা—তাহাতে কোন রাজা কোন রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিল। তাহা না দেখিয়া, নিজের রাজ্য উৎসন্ন দিয়া, পরের রাজ্য আপন করিতে দিন কাটাও; ছি! ছি! মানুষ, তুমি নির্ব্বোধ হইতেও নির্ব্বোধ, তুমি নিজের রাজ্যে শিক্ষা লাভ না করিয়াই, পর রাজ্যে শিক্ষা বিলাইতে চাও, তাই আমি এত হাসিতেছি, ভাবিতেছি—এইত মানুষের এইত, তবুও মানুষ বুঝেনা।

কামময়ীর চিতা কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে—ছি ছি! ছি ছি। যে দেশে আমি রাজা, সে দেশে আমি আর থাকিব না—এখনও থাকিতে হইতেছে, তাই এখনও কাঁদিতেছি। এই সামান্য আমি, আমাকে লইয়া পৃথিবীর লোকগুলা, মাথায় করিয়া বহন করে; ইহারা এত দরিদ্র—আমাকে পাইয়াই মাথার মণি জ্ঞান করে, ছি ছি ছি! এমন কীটময় জগতে আমারও রাজ্যের প্রয়োজন নাই, এখনও যাইতে দেরি হইতেছে—তাই কাঁদিতেছি।

দুলাল, প্রসাদকে বলিলেন, "ভাই! যাহা করিতে হয়—করিলাম, কিন্তু আমি আর দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিতেছি না, আমায় একটু ছাড়িয়া দাও; কৃষ্ণ বাবু আছেন, তোমাদের কোন ভয় নাই।"

প্রসাদ বলিলেন, "আপনার কিছুই করিতে হইবে না। আপনি একটু স্থির হইয়া বসুন।" দুলাল বলিলেন—তবে আমি একটু দূরে গিয়া বসি, আমায় তোমরা আর এখন ডাকিও না। শেষ হইলে, ভস্মীভূত হইলে, তোমরা আমায় ডাকিও।

এই বলিয়া দুলাল একটু দূরে গিয়া বসিলেন। প্রসাদ ভাবিলেন—দাদার অদ্যকার মর্ম্ম পীড়া অতি বিষম, আমাদের

হইতেও অধিক। তাঁহার দুলালের উপর বড় দয়া হইল। তিনি দুলালের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, দেখিয়া আসিবেন—দুলাল কোথায় বসেন।

দুলাল চিতার ২৫।৩০ হাত দূরে, গঙ্গাতটে ভূমি শয্যায় বসিলেন; ঘোর রাত্রি অমাবস্যা—সম্মুখের মানুষ দেখা যায় না।

দুলাল বলিলেন, "প্রসাদ! চরণ ছেলে মানুষ, তুমি তাহার নিকটে যাও।" প্রসাদ চলিয়া আসিলেন, কিন্তু মনটা কেমন হইল।

দুলাল বসিয়া বসিয়া চিতালোক দেখিতেছিলেন, কিন্তু, কি দেখিতেছিলেন তাঁহার জ্ঞান ছিল না। বায়ু সহযোগে চিতাগ্নি ধূম উদ্গীরণে, হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, আর শিখা আকাশে মিশাইতেছে—তাই দেখিতেছিলেন।

শীতকাল, তাহাতে আবার মেঘের ঘটা—সে দিন, দিন বড় ভাল ছিল না। দেখিতে দেখিতে মেঘমালা বড়ই ঘন হইয়া উঠিল। প্রসাদ, চরণ, কৃষ্ণকান্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কিন্তু প্রসাদ, দুলালের সাহায্য আর লইতে ইচ্ছা করেন নাই, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, দুলালের মর্ম্ম যাতনা আজ কিরূপ। মধ্যে মধ্যে তিনি দুলালকে দেখিয়া আসিতেছেন, দেখিয়া আসিতেছেন—আঁধার মধ্যে যেখানে দুলাল বসিয়াছিলেন, দুলাল সেইখানে, কিন্তু দুলাল যে, কিয়ৎক্ষণ পরে সেখান হইতে উঠিয়া যান, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

দুলাল যখন সেখানে গিয়া বসেন, তাহার কিছুক্ষণ পরে সেখানে, আর একজন ব্যক্তি গিয়া বসেন, তাঁহারও অঙ্কশোভিনী আজ চিতায়। তিনি বসিয়া দুলালের পরিচয় লন ও সময়োচিত দুই একটা কথা বলেন; কিন্তু দুলালের তাহা ভাল লাগে

নাই, কারণ দুলালেব মন তখন তাঁহার মত ছিল না, দুলাল খেলারাম ও কল্যাণীকে ভাবিতে ছিলেন।

আগন্তুকেব কথায দুলালেব আবও যাতনা বাড়িল, দুলাল সেস্থান হইতে উঠিলেন, একবার এদিক সেদিক বেড়াইলেন, কোথাও নির্জ্জন বলিযা তাঁহাব বোধ হইল না। ধীরে ধীবে নদীতটে নামিলেন, তখন নৌকাগুলি সারি সাবি দাঁড়ান ছিল। একখানি নৌকায উঠিতে গেলেন, ভিতর হইতে একজন লোক বাহির হইযা 'কে কে' বলায়, সবিলেন। এইরূপে দুই তিন বাব, দুই তিনখানি নৌকায় উঠিতে গেলেন; কোথায বাক্য তাডনা, কোথায় লোক দেখিয়া, আবার সবিলেন।

অবশেষে তিনি, নদী তটে তটে ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে চলিলেন। তখন তাঁহাব মন কিরূপ ছিল বলিতে পারি না, তবে তিনি যে প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, তাহা বলা যায়। কাবণ, উত্তবাভিমুখে যাইবাব. তখন তাঁহাব প্রযোজন ছিল না।

কিয়ৎদ্দূব গিযা তিনি সম্মুখে খাল দেখিলেন, অমনি মুখ ফিবাইলেন—ফিবিয়া বেলেব পুল অবতরণ করিলেন, তাহার পব আবাব নদী তটে তটে।

তখন একখানি ডিঙ্গি দেখিলেন, দেখিলেন—সেখানে আর কেহ নাই। দগি খুলিয়া তাহাতে আবোহণ কবিলেন।

ত্রিবেণী তাঁহাব মাতুলালয়, শৈশবে মধ্যে মধ্যে সেখানে থাকিতেন, সেইখান হইতে তাঁহার নৌ চালন অভ্যাস ছিল, আজ তিনি হাল ধবিলেন।

তখন ভাটা। নৌকা আপনি চলিল। এতক্ষণ কিছুই

দেখিতে পান নাই, চলিতে চলিতে আবার সেই আলোক। সে আলোক, কলিকাতার চিতা আবরণী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

হৃদয় যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি সেদিকে আর না চাহিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা আলোকের দিকে লক্ষ্য করিলেন, তাহাতেও ভয় হইল। আর সে দিকে চাহিলেন না, নৌকার মুখ ফিরাইলেন, ভাবিলেন—এইরূপ নৌকায় বসিয়া এক দিন কল্যাণীকে পর পারে দেখিয়াছিলাম, আজ কি কল্যাণী আসিবে না? সে ত বলিয়াছে—ডাকিলে সে আসিবে, ডাকিব ডাকিব মনে করিয়াছিলাম, ডাকিতে সময় পাই নাই—আজ ডাকিব, আজ কল্যাণী আসিবে।

চিতার বিপরীত তটে নৌকা লাগিল। সেখানে সে দিন আর নৌকা ছিল না। দুলাল চারিদিক দেখিলেন, ডাকিলেন—কল্যাণি! কল্যাণি! কল্যাণী আসিল না, ভাবিলেন—আসিবে কেন? সেরূপ করিয়াত আসনে বসা হয় নাই; তখন নৌকা বাঁধিলেন, বাঁধিয়া সেইরূপ করিয়া যোগাসনের মত আসনে বসিলেন। পারস্থ চিতালোক আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, হইলে কি হইবে? সে আলোক অক্ষিগোলকে প্রতিভাসিত হইল বটে, কিন্তু দেখে কে? যে দেখিবে, সে যে লক্ষ্য ভুলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্নায়ু ছাড়িয়া, মস্তিষ্কের সর্ব্ব স্নায়ু একত্র করিয়া ক্রিয়ায় উদ্বেলিত, তাহাতে যাহা দেখিলেন, তাঁহার ভয় হইল। হইলে কি হইবে? তিনি আর অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল—পার্শ্বে বা পশ্চাতে যেন আরও কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি খেলা করিতেছে।

শরীর বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, নৌ-চালন অভ্যস্ত

নহে, শৈশবের অভ্যাস মাত্র; হস্ত পদ যেন ক্রমশঃই কাষ্ঠবৎ হইতে চলিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য—কল্যাণী।

একে পীড়ীত শরীর, তাহাতে সমস্ত দিন আহার নাই; আবার ঘন ঘন প্রস্রাবে—মস্তিষ্ক কোমল হইয়া গিয়াছিল, তিনি চক্ষের বল হারাইলেন, শেষ কেবল আলোকই দেখিতে লাগিলেন—চারিদিকই যেন আলোময়, অন্ধকার নাই!

তাহাতে কি এক বীভৎস মূর্ত্তি দেখিলেন, তাঁহার মনে সেই কামময়ীর, সেই রক্তময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল, এখন যেন তাহা মূর্ত্তিমান—ওই আলোকে।

তখন মুখ ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ আর ফিরে না—অতি কষ্টে অক্ষিপুট রুদ্ধ করিলেন, হরি! হরি! তাহাতেও যে তাহাই! যেন দিব্যালোকে খেলারাম হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়া, হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বলিতেছেন, "বড় মলিন। বড় মলিন! পিশাচী করিয়াছে কি? নিজের রূপে সব গড়িয়াছে. পিশাচী করিয়াছে কি? আমিইত দুলাল রূপে তাহার হইয়া ছিলাম। মাতৃগত দেহরসে আমার এক মূর্ত্তি ছিল, স্ত্রীগত দেহরসে আমারইত অন্য মূর্ত্তি দুলাল। দুলালত আমার অংশে ভিন্ন; পিশাচী অংশ লাভ করিতে গিয়া, পূর্ব্বের মহিমা ভুলিয়াছিল; তাই পিশাচীর এত নিম্নগতি, পিশাচী অংশ হইতে অংশের দিকেই ধাইয়াছিল—ধাইবে না কেন? ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কি নিজের বশ থাকে? হাত যোড় হইয়া যায়, ভক্তির পথ খুলিয়া যায়—তাই পিশাচী নিম্নে ধাইয়াছিল,

নহিলে বল থাকে না, অংশ হয় না—নহিলে পিশাচ পিশাচীর সংসার হয় না।”

দুলাল সে আলোকের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না—সে ব্যঙ্গ মূর্ত্তিতে; যেন হৃদয়ের পঞ্জর গুলি একে একে ভাঙ্গিতে লাগিল; তিনি বাহ্যমুখী হইতে চেষ্টা করিলেন, শ্বাস প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, হৃদয় যেন বিস্ফারিত হইয়া, অন্তর্গত বেদনা দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা দ্বারা বহির্দ্দেশে আসিল, তাহাতে যেন আবার অক্ষিপুট খুলিয়া গেল।

আবার তাহাই—আবার সেই কায়ময়ী বিকট দশনা, রক্তময়ী ভয়ঙ্করী। যেন বলিতেছে—কেন আমায় অকালে পদাঘাতে বধ করিলে? আমার কি দোষ? কল্যাণী তোমার চক্ষু ফুটাইবার নিমিত্ত, কল্যাণী তোমার নিজের রূপ নিজে দেখাইবার নিমিত্ত—আমায় আসন দিয়া গিয়াছিল, আমি তাহারই আদেশে তোমার রূপ তোমায় দেখাইবার নিমিত্ত—তোমার অন্তর হইতে বিকাশ পাইয়া ছিলাম, আমার কি দোষ? আমার অবলম্বন ভাঙ্গিলে কেন? যদি তোমার হৃদয়ে আমার অংশ না থাকিত, তবে কোন অংশে তুমি আমার সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলে? কল্যাণী তোমার হৃদয়ে, আমার এ রূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তুমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পার নাই—তাই তুমি কল্যাণীর রূপে তোমার রূপ—বুঝিতে পার নাই। তাইত কল্যাণীর এ খেলা। আমার কি দোষ? আমারত এ কার্য্য নিত্য, যে জগতের মহিমা দেয় না—আমিই সেখানে গিয়া, বন্ধুরূপে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়া, তাহার

অন্তঃস্থল হইতে, তাহার গুপ্তরূপ বাহির করিয়া দিই, তবেত সে সংসার-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া, সতের মহিমা গাইতে শেখে।

তখন দুলাল ভয়ে বিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন, "কল্যাণি, কল্যাণি!" সে স্বর যেন স্তরে স্তরে আকাশে উঠিল—উঠিয়া যেন কল্যাণীকে ডাকিল, অমনি একটা নক্ষত্রের পতন হইল। যতক্ষণ নক্ষত্র, ততক্ষণ তিনি আকাশে; তাহার পর নিম্নে, ভূমি যেন কাঁপিতেছে, প্রবাহিত গঙ্গা যেন দুলিতেছে, সেই দোলায়মান বারি রাশির উপর, সেই কল্যাণী। সেই কল্যাণী। দুলাল দেখিলেন—সেই কল্যাণী সেই কল্যাণী! বলিলেন—এত দিন পরে যুগ যুগান্তরে, কল্যাণি! এই দেখ যুগান্তের খেলা; আমি চাহিতে পারিতেছি না, আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর।

তখন কামময়ী আসিয়া যেন কল্যাণীতে মিশিয়া গেল, দুলাল বলিলেন, "এ কি কল্যাণি?" কল্যাণী বলিলেন, "এও আমার এক রূপ—আমি এক রূপে গড়ি, অন্য রূপে ভাঙ্গি। যেখানে গড়ি, গড়িতে গড়িতে সব লইয়া এক হইয়া যাই। যেখানে ভাঙ্গি, ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সব ভাঙ্গিয়া বহু হইয়া যাই। যখন এক হইতে বসি, তখন আমিই দেবী, যখন বহু হইতে বসি, তখন আমিই পিশাচী। আমি শক্তি মাত্র, শক্তিমান আমার স্বামী। তিনি এ ক্ষণ ভঙ্গুর জগতে কখন আসেন না। যখন আমি সুষুম্না অবলম্বন—স্বামী সহযোগে, তখন আমি দেবী পিঙ্গলা রূপে, যখন আমি সৃষ্টিকারিণী—এই জগৎ উন্মুখী, তখন আমি ঈড়ারূপে, কিন্তু তখনও আমার স্বামী সহবাস নিত্য হইলেও, আমি তাহা সঙ্গোপনে রাখি, নহিলে জগৎ সৃষ্টি হয় না।"

"শক্তি ত সৃষ্টির কারণ—সৃষ্টি ত রসভোগের কারণ, সে অব্যয়ে সবই নিত্য। নিত্যানিত্যের বিচার—এ কেবল সৃষ্টির খেলা। নহিলে যখন আমি পিশাচরূপী—ঈড়ারূপে; আমাতে বার বার অবগাহনে লোকের পিশাচরূপ ধৌত হইত কি! নহিলে যখন আমি তোমার বামে থাকিয়া, দক্ষিণে রহিতাম, তখন তুমি আমায় দূরে রাখিয়া, সংসার দেখিয়াছিলে কেন? যদি তাহা না দেখিতে, তবে কি আমায় আবার দক্ষিণে থাকিয়া, বামে রহিয়া, সংসার দেখিতে শিখাইতে হইত?"

"আমিই দক্ষিণে বসিয়া দেবী, বামে বসিয়া পিশাচী। আমিই দক্ষিণে রহিয়া অসংসারী, আমিই বামে রহিয়া সংসারী! আমিই দক্ষিণে রহিয়া সংসার—অসংসার রূপে দেখাই, আমিই বামে রহিয়া অসংসার—সংসার রূপে দেখাই।"

"কিন্তু, সংসারের কীটগুলা তাহা ত বুঝেনা, তাহারা আমার ওই দক্ষিণে থাকিয়া, বামের বামা গতিই জানে। তাহাও জানে না, কেবল আমার বাহ্যরূপ দেখিয়াই ভোলে—তাই ঈডা-জলে ধৌত হইয়া, কেবল পুণ্য সঞ্চয় করিতে চায়, তাই সংসারে আমার সেই রূপকে, মলিন ধৌতকারিণী পুণ্যতোয়া বলে। জানে না—তাহাতে যাহা পুণ্য, তাহা কেবল কামময় সংসার সৃষ্টির খেলা।"

দুলাল বলিলেন, "কল্যাণি! তবে কামময়ী তোমার কোন রূপ? আমি যে তাহাকে পদাঘাতে বধ করিয়াছি।" কল্যাণী বলিলেন, "আমি যেরূপে অসংসারী হইয়াও সংসারে বসি, কামময়ী আমার সেইরূপ—সৃষ্টি-প্রসবিনী শক্তিই আমি; আমিই মানুষকে কেবল নিম্নমুখীই করিতে চাই, কিন্তু তাহার ত শেষ

নাই। আমার শক্তি অন্ত কি অনন্ত—তাহা মনুষ্যহৃদয়ে বোধ জন্মাইবার বোধ নাই, যখন সে বোধ, সেই অব্যয়—আমার স্বামী, কৃপা করিয়া যাহাকে লাভ করান, তখনই সে দেখিতে পায়—আমার শক্তি কি। তাই সে আর নামিতে চায় না—সে ফিরিতে চায়; সেই ফেরাই সংসারে বৈরাগ্য। সে বৈরাগ্য—এ সংসারকে অসংসার বলিয়া বোধ করায়। করায় নাই কি? আজ কি তোমার এ সংসার কুটিল, তেজ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না? এই তেজ্য বোধই পদাঘাত—এই পদাঘাতেই আমার ওরূপের লয় সাধিত হয়।"

দুলাল বলিলেন, "আমায় ইহা আগে শিখাও নাই কেন—কল্যাণি!"

কল্যাণী যেন বলিলেন,—

"যখন কল্যাণী রূপে আমি তোমার ছিলাম—তখন আমি যেরূপে সংসারী হইয়াও অসংসার দেখাই—সেই রূপে। সংসার রস ভোগের কারণ, বহু ভিন্ন রস ভোগ হয় না; তাই ভোগের নিমিত্ত দুই হইয়া, শত হইয়া, বহু হইয়া সংসার রূপে থাকিয়া, ভোগাবশানের পথ দেখাইতে—সংসারে ধর্ম্মের ভিত্তি, ভক্তি দেখাইতাম। ভক্তির পথ—নিজের রূপ পরে অর্পণ, প্রেমের পথ—পরের রূপ নিজে গ্রহণ; এ ভাবে যখন আর আদান প্রদান থাকিবে না—তখনই আবার অসংসার; কারণ, আদান প্রদান না থাকিলে সংসার থাকে না—সংসার না থাকিলেই একত্ব; একত্বেই আত্মবিস্মৃতি। আমার মূল যাহা শেষও তাহা, কেবল মধ্যই লীলা। কিন্তু তুমি এ পথে অন্ধ হইলে—অন্ধ হইলে বলিয়াই, পরের রূপ গ্রহণ করিলে বটে, কিন্তু তাহা নিজের

রূপ মনে করিলে। যাহা লাভ করিলে, তাহা অতি সুন্দর—সুন্দর দেখিয়া তাহার আদর তুমি বুঝিলে—বুঝিলে বলিয়াই পরকে দিতে মায়া হইল, তাই তুমি সত্বাধিকারী হইয়া, প্রেমের ভাবে না গিয়া এক দৃষ্টি হইলে। ছি! ছি! সংসারে আসিয়া একের মুখ তাকাইয়া, সব মুখ যদি না চিনিতে শিখিলে, তবে ভক্তি বলিয়া জিনিষটা, হৃদয়ে লইতে গিয়াছিলে কেন? জানত—ভক্তি এক দৃষ্টি নহে, তাইত আমি তোমায় শিক্ষা দিতে, আমার সাধের আসনে আর এক রূপে বসিলাম, দেখাইলাম—যদি তুমি সংসারে সকলকে চিনিতে, তবে তোমার পিতৃভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিত, চিন নাই বলিয়া—রাখিতে পারিলেনা। এখন দেখিলে—কাহার রূপে তোমার রূপ, সেই তুমি আর এই তুমি!

দুলাল বলিলেন, "অনেকের আসন্ন কালেও ত সংসার-মায়া ত্যাগ হয় না কল্যাণি!" কল্যাণী যেন বলিলেন—তুমি দেহের শেষকেই আসন্ন কাল বলিতেছ, বস্তুতঃ আত্মার মৃত্যু নাই, বসনের ভেদ মাত্র, সে বসনে হইল না—আবার অন্য বসন লইয়া, সেই রূপে শিক্ষা হইবে, সর্ব্ব রস হৃদয়ে লইয়া যখন ত্যজ্যপূজ্য ত্যাগ হইবে, তখন দেখিবে—সংসারে ফেলিবার কিছুই নাই, সবই এক, একই সব—তাহারই নাম অসংসার।

দুলাল বলিলেন, "তবে কল্যাণি! আমার কি হইবে?" কল্যাণী বলিলেন—কি হইবে? তোমার কি হয় নাই? যখন বৈরাগ্য হইয়াছে, তখন কি হয় নাই?

দুলাল বলিলেন, "বৈরাগ্য আমি বুঝি না—আমি ত কেবল পিতা আর তোমাকে দেখিতেছি। কল্যাণি! ইহারই নাম কি বৈরাগ্য?"

কল্যাণী বলিলেন, "যাহা হইতে তুমি এ জগতে আসিয়াছ, সেইত তোমার পিতা, খেলারাম অবলম্বন মাত্র, তাহার সংসার রূপ। অবলম্বন পিতা মাতাকে ভক্তি করাই, সেই ঈশ্বরে ভক্তি করা হয়; সেই অব্যয় বস্তুকে কেহ দেখে নাই, শুনে নাই; সেজন্য অবলম্বন ভিন্ন, ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না—তাইত অবলম্বন রূপ তাহার সেবাই পিতৃ মাতৃ সেবা ভক্তি, তুমি তাহা করিয়াছ। সে তোমায় পরীক্ষার নিমিত্ত নানা রূপে দেখিল—দেখিল, তুমি ভক্তিমান বটে, তাহার তেজ্য পূজ্য নাই, তাই ক্ষমাও নাই, সে ক্ষমা জানে না, অবলম্বন রূপ খেলারামের ক্ষমা অক্ষমা দৃষ্টি করিও না। তুমিও যেমন একজন সংসারে, সেও তেমনি একজন সংসারে; সেও নিজের রূপ নিজে দেখাইয়া গেল।"

"ঈশ্বরে ভক্তিই সার; এই যে জ্ঞান, ইহাই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যে সে কামময়ী রূপ আর ভাল লাগে না, ত্যাগ হয়। কিন্তু শক্তি ভিন্ন মনুষ্য ওই ভক্তি লাভ করিতে পারে না—তাই আমি কল্যাণী রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাই, গিয়া আমিই ওই জ্ঞানে সদানন্দ রূপে ভক্তি মাখাইতে মাখাইতে, গাঢ় ভাবে রূপ পরিবর্ত্তনে, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরে, সোপানে সোপানে জীবক্ষয়ে শিবানী-রূপে, শেষ আমার আমিত্বই আর দেখিতে পাই না—সেই আমিই হইয়া যাই, আমিই সেই হইয়া যায়, পুনরপি লীলার সৃষ্টি হয়, তাই লীলা আদি, অন্ত-মধ্য-শূন্য কিন্তু নিত্য।

দুলালের শরীর ক্রমশঃই জড়বৎ হইয়া আসিতে ছিল, একে দারুণ শীত, এক বস্ত্রে, তাহাতে আবার বালুকণা মত বৃষ্টির বিন্দু, আপাদ মস্তক ঢাকিতেছে দেখিয়া, জলোপরি বায়ু-

খেলা—দুলাল আর পৃথিবীর কোন অবলম্বনে স্থির হইতে পারিতেছেন না, কেবল কল্যাণী লক্ষ্য, কল্যাণী ক্রমশঃই যেন আকাশে উঠিতেছেন, দুলালও যেন সঙ্গে সঙ্গে উঠিতেছেন।

দুলাল বলিলেন, "তবে কল্যাণি! আমায় সে ভক্তি আবার শিখাও—যাহাতে প্রেমচক্ষু ফুটে, যাহাতে জগতে তোমার এই রূপকে চিনিয়া, কামময়ী রূপকে ফেলিয়া, সংসারে অসংসারী হইয়া নিমিত্ত ভাবে, তোমার লীলা দর্শন করি। আমি বুঝিয়াছি—তোমার রূপেই আমার রূপ, তুমিই জগৎ-ময়ী! আমি যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন আমার রূপ কোথায় ছিল? তোমার রূপ দেখিয়া লইয়াই ত, আমি রূপবান হইয়াছিলাম! কিন্তু তোমাকে তখন চিনিতে পারি নাই বলিয়াই, তোমার সর্ব্ব রূপের রূপ গ্রহণ করিতে গিয়া, তোমার হৃদ্‌গত কাম-ময়ীর রূপও গ্রহণ করিয়াছিলাম—তুমি তাহা দেখিয়া, তোমার প্রকাশ রূপে তাহা আবৃত রাখিয়াছিলে, আমি তাহা না দেখিতে পাইয়া, তোমার সুন্দর রূপে সুন্দর হইয়া, সুন্দর অভিমানে পড়িয়া ছারে খারে যাইতে বসিয়াছি—তবে কল্যাণি! আইস, আইস—আজ আমি তোমায় ছাড়িব না।"

কল্যাণী বলিলেন, "আর এ আসনে নহে, আমি যাহা ত্যাগ করি, তাহা রূপান্তরিত হইয়া যায়; কিন্তু রূপান্তর আমি আর গ্রহণ করি না।"

দুলাল বলিলেন, "তবে—কি হইবে কল্যাণি।"

কল্যাণী বলিলেন, "আবার নূতন আসনে বসিব, আবার নূতন সংসার পাতিয়া, নূতন সংসারী হইব—নহিলে, নূতন না হইলে, নূতন প্রেমে—নিত্য নূতনকে কেমনে দেখিব? সে যে নিত্য

নূতন, তাহাতে জন্ম জরা বৃদ্ধ ভাব নাই! ইহা বুঝিতে দিন লাগিবে—সেই সাধন সাধিতে নূতন সংসার না পাতিলে, এ পুরাণ পতনোন্মুখী ঘরে, আর তাহা হইবে না।"

দুলাল বলিলেন, "যাইতে যে আমার সাধ্য নাই কল্যাণি! কামময়ী আমায় মাটির সহিত, বহুবন্ধনে বাঁধিয়া গিয়াছে; যাইতে যে আমার সাধ্য নাই কল্যাণি।"

তখন কল্যাণী যেন কামময়ীর বন্ধন গুলি, একে একে কাটিতে লাগিলেন, তাহাতে দুলালের বড় কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু কল্যাণী রূপ-চক্ষে, দুলাল তাহা সহ্য করিলেন।

সে সময়ে আকাশে একটা বজ্র ধ্বনি হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ আলোক, তাঁহার হৃদয়কে উৎভাসিত করিল। বোধ হইল, তাঁহার দেহখানার নিম্ন পতনই যেন—ওই বজ্রধ্বনি। আর দেহ হইতে অস্পর্শ হওয়ার জ্বালাই—ওই বিদ্যুতালোক। তখন দুলাল কল্যাণীতে আর কল্যাণী দুলালেতে, হাত ধরাধরি করিয়া, যেন নক্ষত্র-জগতে প্রবেশ করিলেন।

দুলালের দেহ খানা—দুলালের নৌকাতেই পড়িয়া রহিল, কিন্তু দুলাল যে আর নাই, তাহা জগতের লোক গুলা এখনও জানিতে পারে নাই, নচেৎ এখনি পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিত।

পরিশিষ্ট ।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রসাদ, চরণ, কৃষ্ণকান্তকে আবার চিতা সজ্জিত করিতে হইয়াছিল ।

যখন দুলাল নদীতটে বসিয়া ছিলেন প্রসাদ অগ্নিকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও মধ্যে মধ্যে দুলালকে দেখিয়া গিয়াছেন—কিন্তু যে ব্যক্তি দুলালের স্থানে বসিয়া ছিল, সে কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া যায়—যখন প্রসাদ আসিয়া দেখেন যে কেহ নাই, তখন তাঁহাদের দুলালকে খোঁজ পড়ে ।

তিন জনের দুইজন করিয়া খোঁজ করেন, এক জনকে অগ্নি-কার্য্যে থাকিতে হয়, কিন্তু কোন ফলই হয় নাই ; অবশেষে আত্মারামকে খবর দেওয়া হয়, আত্মারাম আসিয়া উন্মাদের ন্যায় দুলাল দুলাল শব্দে, শব্দের পর শব্দ জাগরূক করেন, কিন্তু দুলাল তখন—পর পারে ; যদি পর পারে গিয়া তখন আত্মারাম সে শব্দ তুলিতে পারিতেন, তবে বুঝি দুলাল স্তরে স্তরে ভূতল ছাড়াইয়া আকাশে মিলাইতে পারিতেন না , কিন্তু তাহাত হয় নাই, পর পারে কাহারও সন্দেহ বা লক্ষ্য হয় নাই ।

ক্রমে সকাল হইয়া গেল । পর পারে দুলালের মৃত দেহ দেখিয়া, লোকের জনতায় পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, দুলাল ডাক্তারকে অনেকেই চিনিত, শেষ আত্মারামের নিকট সংবাদ পৌঁছিল—যথাযথ বর্ণনায় পুলিশের হাত হইতে দুলালের দেহ, বৈকালে আত্মারাম সৎকারে অনুমতি পাইলেন ।

তখন আবার চিতা সজ্জিত হইল । দুলালের দেহ ভস্মীভূত হইল ।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। আত্মা-রামের আর সে দুঃখ নাই, এখন আত্মারাম কর্ত্তা, রমা গৃহিণী; নন্দ, প্রসাদ সন্তান, দুঃখের পর আবার সুখের সংসার হইয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত এখন তাঁহার পূর্ব্বের বাড়ীতে। যে দিন বিলা-সিনীকে রতিকান্ত লইয়া আইসেন, তাহার পর দিনই আনন্দ-রাম গুরু দর্শনে যান, যাইবার সময় তিনি ভিক্ষা করেন যে, সকলকেই একত্রে আবার সেই পূর্ব্ব মন্দিরে দেখিয়া যান, সেজন্য সেদিন সে বাড়ীতে একটা ভোজ হইয়াছিল, আনন্দের ইচ্ছা বলিয়া তাহার নাম 'আনন্দ ভোজ' হইয়াছিল। আনন্দ-রাম সেদিন আবার কৃষ্ণকান্ত গৃহে জল গ্রহণ করেন।

এখন কৃষ্ণকান্ত বিলাসিনী, রতিকান্ত সুশীলা, এক প্রাণ; এ উহার মুখ দেখিয়া সংসার শিখে, ও উহার মুখ দেখিয়া সংসার শিখে; দুঃখের পর আবার সুখের সংসার স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত সংসারে আর আত্মারামের সংসারে বড় প্রণয়, প্রণয়ে প্রণয়ে যেন এক সংসার হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই পূর্ব্বদিনের ঘটনার প্রসঙ্গ উঠে, আর সংসার শিক্ষা লাভ হয়।

সম্পূর্ণ।